অগ্রন্থিত গান

লাল নটের ক্ষেতে, লাল টুকটুকে বৌ যায় গো
(তার)আল্‌তা পায়ের চিহ্ন এঁকে কলমী শাকের গায় গো ॥

লাল নটের ক্ষেতে মৌমাছি ওঠে মেতে
তার রূপের আঁচে পায়ের তলার মাটি ওঠে তেতে।
লাল পুঁইয়ের লতা নুয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে পায় গো ॥

কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগলে দাঁড়ায় আল —
রাঙা বৌয়ের চোখে লাগে লাল লঙ্কার ঝাল।

বৌয়ের ঘেমে ওঠে গা
লাজে সরে না পা
সে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ায় গো ॥

২

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো ॥

মোর দহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব তোমার রাতে হব রঙিন আলো ॥
হব তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছাব প্রাণের তব বিষাদ-কালো ॥
লয়ে বহ্নি-দাহ, প্রিয়, করো না খেলা
কবে লাগিবে আগুন, হায়, ভাঙিবে মেলা ;
শেষে আমার মতো কেন মরিবে জ্বলে ;
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো ॥
মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচালে বৃথা
আজ তুমিই আবার আমারে নিভায়ো না গো ॥

৩

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে
আজো হিয়ায়॥

আমার নয়ন ভরে
এখনো শিশির ঝরে,
এখনো বাহুর 'পরে
বধূ ঘুমায়॥

এখনো কবরী-মূলে
কুসুম পড়েনি ঢুলে,
এখনো পড়েনি খুলে
মালা খোঁপায়॥

নিভায়ে আমার বাতি
পোহাল সবার রাতি ;
নিশি জেগে মালা গাঁথি,
প্রাতে শুকায়॥

৪

মাদল বাজিয়ে এল বাদ্‌লা মেঘ এলোমেলো
মাতলা হাওয়া এল বনে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে কালো জামের গাছে
পিয়া পিয়া বন-পাপিয়া ডাকে আপন মনে॥

বেত-বনের আড়ালে ডাহুকী ডাকে,
ডাকে না এমন দিনে কেহ আমাকে ;
বেণীর বিনুনি খুলে খুলে পড়ে
একলা মন টেকে না ঘরের কোণে॥

জঙ্গল পাহাড় কাঁপে বাজের আওয়াজে,
বুকের মাঝে তবু নূপুর বাজে ;
ঝিঁঝি তার ডাক ভুলে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টির বাজনা শোনে॥

৫

ভুল করিলে বনমালী এসে বনে ফুল ফোটাতে।
বুলবুলি যে ফুলও ফোটায় বন-মাতানোর সাথে সাথে॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন,
রাঙাতে হায় পারলে না মন ;
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই, পড়ল ঝরে নিরাশাতে॥

আমায় তুমি দেখ্‌লে না কো দেখ্‌লে আমার রূপের মেলা ;
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর কর্‌লে খেলা।
শয়ন-সাথী হলে আমার, রইলে না কো নয়ন-পাতে॥

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে না কো গলার মালা ;
ত্যজি' সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা।
নিশাস ফেলে নিভাইলে যে-দীপ আলো দিত রাতে॥

৬

গজল

দূর বনান্তের পথ ভুলি' কোন্ বুলবুলি
বুকে মোর আসিলি, হায়!
হায় আনন্দের দূত যে তুই, তবু তোর চোখে
কেন জল কি ব্যথায়॥

কোথা দিই ঠাঁই তোরে ওরে ভীরু পাখি,
বেদনাময় আমারো প্রাণ,
এ মরুতে নাই তরু, নাই তোর তৃষার তরে
জল যে হেথায়॥

নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান,
বিঁধিল বুক কণ্টকে,
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর বরষায়॥

৭

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি
হায় সন্ধ্যায়।
রহি রহি কাঁদি ওঠে সকরুণ পূরবী
আমারে কাঁদায়॥

কারা যেন এসেছিল,
এসে ভালোবেসেছিল,
ম্লান হয়ে আসে মনে তাহাদের সে ছবি
পথের ধূলায়॥

কেহ গেল দলি', কেহ ছলি', কেহ গলিয়া
নয়ন-নীরে;
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া,
এল না ফিরে'।
কেহ দুখ দিয়া গেল,
কেহ ব্যথা নিয়া গেল,
কেহ সুধা পিয়া গেল,
কেহ বিষ-করবী;
তাহারা কোথায়, হায় তাহারা কোথায়॥

৮

জানি আমার সাধনা নাই, আছে তবু সাধ,
তুমি আপনি এসে ধরা দেবে দূর-আকাশের চাঁদ॥
চকোর নহি মেঘও নহি,
আপন ঘরে বন্দী রহি'
আমি শুধু মনকে কহি-
'কাঁদ্ নিশিদিন কাঁদ্'॥

কূল-ডুবানো জোয়ার কোথায় পাব, হে সুন্দর?
হে চাঁদ, আমি সাগর নহি, পল্লী-সরোবর।
আমি পল্লী-সরোবর।

নিশীথ-রাতে আমার নীরে
প্রেমের কুমুদ ফোটে ধীরে,
মোর ভীরু প্রেম যেতে নারে
ছাপিয়ে লাজের বাঁধ॥

৯

সাঁওতালি সুর

তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি।
তুমি যে-পথ দিয়ে গেছ চলে, তারি ধূলা মাখি হে
একা বসে থাকি॥

যেমন পা ফেলেছ গেরি মাটির রাঙা পথের ধুলাতে
অমনি করে আমার বুকে চরণ যদি বুলাতে,
আমি খানিক জ্বালা ভুল্‌তাম ঐ মানিক বুকে রাখি॥

আমার খাওয়া-পরার নাই রুচি আর ঘুম আসে না চোখে,
আমি আউরি হয়ে বেড়াই পথে, হাসে পাড়ার লোকে
দেখে হাসে পাড়ার লোকে।

আমি জল-পুকুরে যেতে নারি, এ কি তোমার মায়া হে,
আমি কালো জলে দেখি তোমার কালো-রূপের ছায়া হে!
আমার কলঙ্কিনী নাম রটিয়ে তুমি দিলে ফাঁকি॥

১০

আমার সুরের ঝর্ণা-ধারায় করবে তুমি স্নান।
ওগো বধু, কণ্ঠে আমার তাই ঝরে এই গান॥

কেশে তোমার পরবে বালা
তাই গাঁথি এই গানের মালা,
তোমার টানে ভাব-যমুনায় বহিছে উজান॥

আমার সুরের ইন্দ্রাণী গো, উঠবে তুমি বলে
নিত্য বাণীর সিন্ধুতে মোর মন্থন তাই চলে।

সিংহাসনের সুর-সভাতে
বসবে রানীর মহিমাতে,
সৃজন করি সেই গরবে সুরের পরীস্থান ॥

১১

ছাত্র-সঙ্গীত

জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল !
স্বতঃ-উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায়
জাগো প্রাণ-চঞ্চল ॥

ভেদ-বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি জাগো উন্নত শির
জবা-কুসুম-সঙ্কাশ জাগো বীর,
বিধি-নিষেধের ভাঙো ভাঙো অর্গল ॥

ধর্ম-বর্ণ-জাতির উর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ !
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।
সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো,
সকল মানুষে উর্ধ্বে ধরিয়া তোলো !
তোমাদেরে চাহে আজ নিখিল জন-সমাজ
আনো জ্ঞান-দীপ এই তিমিরের মাঝ,
বিধাতার সম জাগো প্রেম-প্রোজ্জ্বল ॥

১২

এস ফিরে প্রিয়তম এস ফিরে।
আঁখির আলোক হায় জীবনের সন্ধ্যায়
ডুবে যায় নিরাশা-তিমিরে ॥

আসে যে-পথে প্রভাতী আলোর ধারা,
যে-পথে আসে চাঁদ, রাতের তারা
নিতি সেই পথে চাই,
যদি তব দেখা পাই,
শুধাই তোমার কথা দক্ষিণ সমীরে ॥

খুঁজে ফিরি ঝরা ফুলে নদীর স্রোতে,
ঘর-ছাড়া পথিক ধায় যে পথে,
তব পথ, হে সুদূর,
কত দূর, কত দূর,
কোথা পাব তব দেখা
(কোন) কালের তীরে॥

১৩

তোমার দেওয়া ব্যথা, সে যে
তোমার হাতের দান।
তাই ত সে-দান মাথায় তুলে
নিলাম, হে পাষাণ॥

তুমি কাঁদাও, তাই ত বঁধু,
বিরহ মোর হল মধু,
সে যে আমার গলার মালা
তোমার অপমান॥

আমি বেদীমূলে কাঁদি
তুমি পাষাণ অবিচল
জানি হে নাথ, সে যে তোমার
পূজা নেওয়ার ছল।

তোমার দেবালয়ে মোরে
রাখলে পূজারিণী করে,
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ
সকল অভিমান॥

১৪

আশাবরী মিশ্র-লাউনী

ঝরল যে-ফুল ফোটার আগেই
তারি তরে কাঁদি, হায়!

মুকুলে যার মুখের হাসি
চোখের জলে নিভে যায়॥
হায় যে বুলবুল গুল-বাগিচায়
গোলাপকুঁড়ির গাইত গান,
আকুল ঝড়ে আজ সে পড়ে
পথের ধূলায় মূরছায়॥

সুখ-নদীর উপকূলে
বাঁধিল সে সোনার ঘর।
আজ কাঁদে সে গৃহ-হারা
বালুচরে নিরাশায়॥

যাবার যারা, যায় না তারা
থাকে কাঁটা, ঝরে ফুল।
শুকায় নদী মরুর বুকে,
প্রভাত-আলো মেঘে ছায়॥

১৫

চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহতারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটিরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত চিত সচকিত শ্রবণ॥

অবিরত বাদল বরষিছে ঝরঝর
বহিছে তরলতর পুবালী পবন।
বিজলি-জ্বালার মালা পরিয়া কে মেঘবালা
কাঁদিছে আমারি মত বিষাদ-মগন॥

ভীরু এ মন-মৃগ আলয় খুঁজিছে ফিরে',
জড়ায়ে ধরিছে লতা সভয়ে বনস্পতিরে,
গগনে মেলিয়া শাখা বন-উপবন॥

১৬
খাম্বাজ–কাওয়ালি

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী
পাহাড়ের পথ–ভোলা কিশোরী নটিনী ॥
তরঙ্গ–আঁচল দুলায়ে,
বন–ভূমির মন ভুলায়ে,
চলেছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী ॥

এঁকেবেঁকে থমকে গিয়ে
হরিণীরে চমকে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সুদূরে ;
আয় আয় বলি ডাকে কে কূলের বধূরে।

কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ বেভুল
ঘর–ছাড়া বিবাগিনী ॥

১৭
কীর্তন

তব চরণ–প্রান্তে মরণ–বেলায় শরণ দিও, হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে ক্লান্তি, ঘুচায়ে শ্রান্তি (প্রাণে) শান্তি বিছায়ে দিও ॥

বরণের ডালা সাজায়ে, হে স্বামী,
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি ;
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও ॥

তারপর আছে মোর চির–সাথী
অকূল আঁধার অনন্ত রাতি,
ক্ষোভ নাই, যদি নিভে যায় বাতি,—
তুমি এসে জ্বালাইও ॥

যে যাহা চেয়েছে, পেয়েছে সে কবে ;
আশা ঝরে যায় নিরাশে নীরবে,
আঘাত বেদনা বঁধু, সব স'বে (শুধু)
একবার দেখা দিও॥

১৮

চোখে চোখে চাহ যখন
তোমরা দুটি পাখি,
সেই চাহনি দেখি আমি
অন্তরালে থাকি'॥

মনে জাগে, অনেক আগে
এমনি গভীর অনুরাগে
আমার পানে চাইত কেহ
এমনি অরুণ-আঁখি॥

ঘুমাও যখন তোমরা দু'জন
পাখায় বেঁধে পাখা,
আমি দূরে জেগে থাকি,
যায় না কাঁদন রাখা।

পরশ যেন লেগে আছে
শূন্য আমার বুকের কাছে,
তোমার মতন ঘুমাত কেউ
এই বুকে মুখ রাখি'॥

১৯

সুরদাসী মল্লার-তেতালা

এল বরষা শ্যাম সরসা প্রিয়-দরশা।
দাদুরী পাপিয়া চাতকী বোলে
নব-জলধারা-হরষা॥

নাচে বন-কুন্তলা যামিনী উতলা,
খুলে পড়ে গগনে দামিনী মেখলা,

চলে যেতে ঢলে পড়ে অভিসারে
চপলা যৌবন-মদ-অলসা ॥

একা কেতকী বনে কেকা কুহরে,
বহে পুব-হাওয়া কদম্ব শিহরে।

দুরন্ত ঝড়ে কোন্ অশান্ত চাহি রে
ঘরে নাহি রহে মন, যেতে চায় বাহিরে,
যত ভয় জাগে তত সুন্দর লাগে
শ্রাবণ-ঘন-তমসা ॥

২০
গজল-গান

এলে কি স্বপন-মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দগ্ধ জ্বালা করলে শীতল পুব-হাওয়াতে ॥

ছিল যে পাষাণ-চাপা আমার গানের উৎস-মুখে ॥
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ-আঘাতে ॥

এলে কি বর্ষারানী নিরশ্রু মোর নয়ন-লোকে।
বহালে আবার সুরের সুরধুনী বেদনাতে ॥

এসেছ ঘূর্ণি হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের।
এসেছ সঙ্গে নিয়ে বজ্র ভরা ঝঞ্ঝা-রাতে ॥

তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুল ফুটাল শুষ্ক শাখে।
আকাশের তপ্ত নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে ॥

তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী মনের গহন মেঘলা রাতে ॥

এলে কি তারার দেশের হারিয়ে যাওয়া সুরের পরী।
শ্রান্ত এ বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখির ঘুম ভাঙাতে ॥

এলে আজ বাদলা-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙিন মায়া।
ছোটে সুর উজান স্রোতে, চোখ জুড়াল রূপ-শোভাতে ॥

দার্জিলিং
২০শে জুন, ১৯৩১

২১

মার্চের সুর

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান।
জয় আর্যাবর্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান॥

শিরে হিমালয় প্রহরী, পদ বন্দে সাগর যাঁর,
শ্যামল বনানী কুন্তলা-রানী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু উষর মরুতে,
কখনো কোমল লতায় তরুতে,
কখনো ঈশানে জলদ-মন্দ্রে বাজে মেঘ-বিষাণ॥

সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই,
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে, আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা,
আজ মা-র কোলে সন্তান তারা,
তাই মা'র কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু-মুসলমান॥

জৈন পার্শি বৌদ্ধ শাক্ত খ্রিস্টান বৈষ্ণব
মা'র মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি' বিভিন্ন ভাষা আর বেশ!
গাহিছে সকলে; আমার স্বদেশ!
শত দলে মিলি' শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান॥

২২

গজল নাতিয়া

তোমার নামে এ কী নেশা
হে প্রিয় হজরত!
যত ডাকি তত কাঁদি
মেটে না হস্‌রত॥

কোথায় আরব, কোথায় এ হিন্দ্,
নয়নে মোর নাই তবু নিন্দ্,
আমার প্রাণে শুধু জাগে তোমার
মদিনার ঐ পথ॥

কে বলে তুমি গেছ চলে হাজার বছর আগে,
আছ লুকিয়ে তুমি প্রিয়তম আমার অনুরাগে।
মোর অন্তরের হেরা গুহায়
আজও তোমার ডাক শোনা যায়,
জাগে আমার প্রেমের 'কাবা'–ঘরে হজরত
তোমারি সুরত॥

যারা দোজখ হতে ত্রাণের তরে তোমায় ভালোবাসে,
আমার এ প্রেম দেখে তারা কেউ কাঁদে কেউ হাসে।
তুমি জান, হে মোর স্বামী,
শাফায়ৎ চাহি না আমি,
আমি শুধু তোমায় চাহি হজরত
তোমার মহব্বত্॥

২৩
ইসলামী গান

আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর–নবী হজরত॥

পয়জার তাঁর লাগ্‌ত এসে আমার কঠিন বুকে,
আমি ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অম্‌নি পরম সুখে।
সেই চিহ্ন বুকে পুরে
পালিয়ে যেতাম কোহ্‌–ই–তুরে,
(সেথা) দিবানিশি কর্‌তাম তাঁর কদ্‌ম জিয়ারত॥

মা ফাতেমা খেল্‌ত এসে আমার ধূলি লয়ে,
আমি পড়তাম তাঁর পা'য় লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে।
হাসান হোসেন হেসে হেসে
নাচ্‌ত আমার বক্ষে এসে,
চক্ষে আমার বইত নদী পেয়ে সে ন্যামত্॥

আমার বুকে পা ফেলে রে বীর আস্‌হাব যত
রণে যেতেন দেহে আমার আঁকি' মধুর ক্ষত।
কুল্‌ মুসলিম আস্‌ত কাবায়,
চলতে পায়ে দল্‌ত আমায়,
আমি চাইতাম খোদার দিদার শাফায়াৎ জিন্নত॥

২৪

গজল

ওগো মুর্শিদ পীর। বলো বলো
রসুল কোথায় থাকে?
কোথায় গেলে কেমন করে
দেখতে পাব তাঁকে?

বেহেশ্‌ত্‌-পারে দূর আকাশে
তাঁহার আসন খোদার পাশে,
সে এতই প্রিয়, আপনি খোদা
লুকিয়ে তারে রাখে॥

কোরান পড়ি, হাদিস শুনি,
সাধ মেটে না তাহে,
আতর পেয়ে মন যে আমার
ফুল দেখতে চাহে।
সবাই খুশি ঈদের চাঁদে,
আমার কেন পরান কাঁদে?
দেখ্‌ব কখন, আমার ঈদের
চাঁদ-মোস্তফাকে॥

২৫

মোনাজাত

শোনো শোনো য়্যা ইলাহি
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
আমার হৃদয় দিবস-রাত॥

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম, হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু
কোরআনের আয়াত॥

মুখে যেন জপি আমি
কল্‌মা তোমার দিবস-যামী,

তোমার মসজিদেরই ঝাড়ু-বর্দার
হোক্ আমার এ হাত॥

সুখে তুমি, দুখে তুমি,
চোখে তুমি, বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণের খোদা
তুমিই আব্-হায়াত্॥

২৬

মোনাজাত

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভু উদার !
হে প্রভু, শেখাও — নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর॥

যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাই নীচতার॥

ক্ষুদ্র করো না, হে প্রভু, আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন হৃদয়ে আমার সম ঠাঁই পায়
শত্রু-মিত্র-পর।

নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা যার॥

২৭

ইসলামী

নবীর মাঝে রবির সময়
আমার মোহাম্মদ রসুল।

খোদার হবিব দীনের নকিব
বিশ্বে নাই যার সমতুল ॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ-নসিব উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল ॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম,
তাঁর কদমে হাজার সালাম ;
ফকীর দরবেশ জপি' সেই নাম
ঘর ছেড়ে হল বাউল ॥

জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার,
হব তবু পুল্‌সরাত পার ;
আমার নবী হজরত আমার
কর মোনাজাত্ কবুল ॥

এন্ ৭১৯১

২৮

হাম্‌দ

তুমি আশা পূরাও খোদা,
সবাই যখন নিরাশ করে।
সবাই যখন পায়ে ঠেলে,
সান্ত্বনা পাই তোমায় ধরে ॥

দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া
ফিরি যখন শূন্য হাতে,
তোমার দানের শিরনি তখন
আসে আমায় পথ দেখাতে।
দেখি হঠাৎ শূন্য
তোমার দানে গেছে ভরে ॥

খোদা তোমার ভরসা করি'
নামি যখন কোনো কাজে,
সে কাজ হাসিল্ হয় সহজে
শত বিপদ-বাধার মাঝে।
(খোদা) তোমায় ছেড়ে অন্য জনে
শরণ নিলে, যায় সে সরে॥

মাঝ-দরিয়ায় ডুব্‌লে জাহাজ
তোমায় যদি ডাকি,
তোমার রহম কোলে করি'
তীরেতে যায় রাখি'।
দুখের অনল কুসুম হয়ে
ফুটে ওঠে থরে থরে॥

এফ্. টি. ১৩৩৩৩

২৯

মা গো আমায় শিখাইলি কেন আল্লা নাম
নাম জপিলে আর হুঁশ থাকে না, ভুলি সকল কাম॥
লোকে বলে, আল্লাতা'লায় যায় না না-কি পাওয়া;
ও- নাম জপিলে প্রাণে কেন বহে দখিন হাওয়া!
ও-নাম জপিলে হিয়ার মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে,
কে তবে মা আমার বুকে কাঁদে অবিরাম॥

পুরুষরা সব মস্‌জিদে যায়
আমি ঘরে কাঁদি;
কে যেন কয় কানের কাছে —
তুই যে আমার বাঁদী
তাই ঘরে রাখি বাঁধি'।

মা গো আমার নামাজ রোজা খোদায় ভালোবাসা,
ঐ নাম জপিলেই মিটে আমার বেহেশ্‌তের পিয়াসা!
শত ঈদের চাঁদও দিতে নারে আল্লাহ্ নামের দাম॥

কিউ. এস. ৫২১

৩০

যে পেয়েছে আল্লার নাম সোনার কাঠি
তার কাছে ভাই এই দুনিয়া দুধের বাটি॥

দ্বীন্ দুনিয়া দুই-ই পায় সে মজা লোটে,
রোজা রেখে সন্ধ্যাবেলা শির্‌নি জোটে।
সে সদাই বিভোর পিয়ে খোদার এশ্‌ক খাঁটি॥

সে গৃহী, তবু ঘরে তাহার মন থাকে না;
হাঁসের মতন জলে থেকেও জল মাখে না।
তার সবই সমান খাঁটি সোনা, এঁটেল মাটি॥

সবই খোদার দান ভেবে সে গ্রহণ করে,
দুঃখ-অভাব সুখের মতোই জড়িয়ে ধরে
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশ্‌ত্ পরিপাটী॥

এফ্. টি. ১৩২১৭

৩১

আল্লাজী গো আমি বুঝি না রে তোমার খেলা।
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা॥

কুমার যখন হাঁড়ি গড়ে, কাঁদে মাটি,
ভাবে, কেন পোড়ায় আমায় চড়িয়ে ভাটি।
ফলদানি হয় পোড় খেয়ে সেই মাটির ঢেলা॥

মা শিশুরে ধোয়ায় মোছায়, শিশু ভাবে —
ছাড়া পেলে মা ফেলে সে পালিয়ে যাবে
মোরা দোষ করে তাই দুষি তোমায় সারা বেলা॥

আমরা তোমার বান্দা খোদা তুমি জানো,
কেন হাসাও কেন কাঁদাও, আঘাত হানো।
যে গড়তে জানে, তারি সাজে ভেঙে ফেলা॥

এফ্. টি. ১৩২১৭

৩২

আল্লাহ্ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়।
মোহাম্মদের নাম হবে মোর
(ও ভাই) নদী–পথে পুবান বায়॥

চার ইয়ারের নাম হবে মোর সেই তরণীর দাঁড়;
কল্‌মা শাহাদতের বাণী হাল ধরিবে তার।
খোদার শত নামের গুন্ টানিব
(ও ভাই) নাও যদি না যেতে চায়॥

মোর নাও যদি না চলিতে দেয় সাহারার বালি,
মরুভূমে বান ডাকাব, পানি দিব ঢালি'
চোখের পানি দিব ঢালি'।
তাবিজ হয়ে দুল্‌বে বুকে কোরান, খোদার বাণী;
আঁধার রাতে ঝড়–তুফানে আমি কি ভয় মানি!
আমি তরে যাব রে
তরী যদি ডুবে তারে না পায়॥

কিউ. এস্. ৫২১

৩৩

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী,
সেদিন তোমার দিদার আমি
পাব কি আল্লাজী॥

সেদিন না–কি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার–রূপ দেখে
পীর পয়গাম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফ্‌সি' ডেকে।
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ যেতে রাজি (আল্লা)॥

যে রূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ,
দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তার দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী, হোক্ না বে–নামাজি॥

ইয়া আল্লাহ্, তোমার দয়া কত, তাই দেখাবে বলে
রোজ হাশরে দেখা দিবে বিচার করার ছলে।
প্রেমিক বিনে কে বুঝিবে তোমার এ কার্‌সাজি॥

কে. ডি. বি. ১৫.৪৮

৩৪

আবে–হায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবীজীর মোবারক পা'য়॥

ভিখারিরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায়॥
অন্ধ আমি আঁধারে মরি ঘুরিয়া,
দেখাবে না–কি মোরে পথ, এই নিরাশায়॥

যে–মধু পিয়ে রহে না ক্ষুধা তৃষ্ণা,
মরার আগে সেই মধু দিও গো আমায়॥

এফ্, টি. ১৩৪৫৪

৩৫

আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর।
আমি এদেশে হায় গুনাহ্‌গারি দিলাম জীবন ভর্॥

পাঞ্জেগানার বাজার যেথা বসে দিনে রাতে,
দুটি টাকা 'আল্লাহ্' 'রসুল্' পুঁজি নিয়ে হাতে
কত পথের ফকির সওদা করে হল সওদাগর॥

সেথা আজান দিয়ে কোরান পড়ে ফেরিওয়ালা হাঁকে,
বোঝাই করে দৌলত দেয়, যে সাড়া দেয় ডাকে।
ওগো জানেন তাহার পাকে কাবা খোদার আফিস্–ঘর॥

বেহেশ্‌তে রোজগারের পরে ছাড়পত্র পায়,
পায় সে সাহস ঈমান-জাহাজ যদি ডুবে যায়।
ওগো যেতে খোদার খাস্‌-মহলে পায় সে সীল্‌মোহর॥

এফ্‌. টি. ১৩৯৩৭

৩৬

আমার ধ্যানের ছবি আমারি হজরত।
ও-নাম প্রাণে মিটায় পিয়াসা
আমার তামান্না আমারি আশা
আমার গৌরব আমার ভরসা
এ দীন গুনাহ্‌গার তাঁহারই উম্মত॥
ও-নামে রওশন জমিন আস্‌মান
ও-নামে মাখা তামাম জাহান
ও-নাম দরিয়ায় বহায় উজান
ও-নাম খেয়ায় মরু ও পর্বত॥

আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্‌তা আর হুর পরী জিন্‌,
ও-নাম যদি আমার ধ্যানে রয়
পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ত্‌॥

এন্‌. ৭৪৭৮

৩৭

ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ।
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত
মদিনা হল যেন খুশিতে জিন্নত,
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত
লুটায়ে পায়ে নবীর, গাহে সব
(মোর) ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ॥

হাজার সে কাফের সেনা বদরে,
তিন শত তের মোমিন এধারে ;
হজরতে দেখিল যেই, কাঁপিয়া ডরে
কহিল কাফের সব তাজিমের ভরে
ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ ॥

কাঁদিবে কেয়ামতে গুনাহ্‌গার সব,
নবীর কাছে শাফায়তি করিবেন তলব,
আসিবেন কাঁদন শুনি' সেই শাহে-আরব
অমনি উঠিবে সেথা খুশির কলরব
ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ ॥

এন্‌. ৭৪৯৯

৩৮

আমি যেতে নারি মদিনায়, আমি নারী হে প্রিয় নবী !
আমারই ধ্যানে এস প্রাণে এস আল্‌-আরবী ॥

তপ্ত যে নিদারুণ আরবের সাহারা গো
শীতল হৃদে মম রাখিব তোমারই ছবি ॥

ভালোবাস যদি সে মরুভূ ধূসর গো
জ্বালায়ে হৃদি মম করিব সাহারা গোবি ॥

হে প্রিয়তম, গোপনে তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে দিয়াছি মম দুনিয়া আখের সবই ॥

এন্‌. ৯৭৬১

৩৯

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া।
যাও রে বইয়া এই গরিবের সালাম খানি লইয়া ॥

কাবার জিয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই,
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই !)
মিট্‌ল না সাধ, দিন গেল মোর দুনিয়ার বোঝা বইয়া॥

তোমার পানির সাথে লইয়া যাও রে আমার চোখের পানি,
লইয়া যাও রে এই নিরাশের দীর্ঘ নিশাস খানি।
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে আমার হইয়া॥

মা ফাতেমা হজরত আলীর মাজার যেথায় আছে,
আমার সালাম দিয়া আইস (রে ভাই) তাদের পায়ের কাছে।
কাবায় মোনাজাত করিও আমার কথা কইয়া॥

এন্. ১৯৭০৭

৪০

রসুল নামের ফুল এনেছি রে
আয় গাঁথবি মালা কে?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতা'লাকে॥

অতি অল্প ইহার দাম
শুধু আল্লা রসুল নাম,
এই মালা প'রে দুঃখ-শোকের
ভুলবি জ্বালাকে॥

এই ফুল ফোটে ভাই দিনে রাতে
(ভাই, রে ভাই !) হাতের কাছে তোর,
ও তুই কাঁটা নিয়ে দিন কাটালি রে
তাই রাত হলো না ভোর।

এর সুগন্ধ আর রূপ বয়ে যায়
নিত্য এসে তোর দরজায় রে,
পেয়ে ভাতের থালা ভুল্‌লি রে তুই
চাঁদের থালাকে॥

৪১

আমিনা-দুলাল এস মদিনায় ফিরিয়া আবার
ডাকে ভুবন-বাসী।
হে মদিনার চাঁদ, জ্যোতিতে তোমার, আঁধার ধরার
মুখে ফোটাও হাসি॥

নয়নেরই পিয়ালায় আনো হজরত
তরাইতে পাপীরে খোদার রহমত ;
আবার কাবার পানে ডাকো সকলে
বাজায়ে মধুর কোরানের বাঁশি॥

শোকে বেদনার পাপের জ্বালায় হের প্রায় আজি বিশ্ব-নিখিল
খোদার হাবিব এসে বাঁচাও বাঁচাও, বসাও খুশীর হাট
তাজা কর দীল
প্রেম-কওসর দিয়ে বেহেশ্‌ত হতে
মেহ্‌বুব পাঠাও দুঃখের জগতে,
দুনিয়া ভাসুক পুন পুণ্য-স্রোতে
শোনাও আজান পাপ-তাপ-বিনাশী॥

এফ্‌. টি. ২৩০৫

৪২

ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ !
তোমায় হেরে হৃদয়-সাগর আনন্দে উম্মাদ॥

তোমার রাঙা তশতরিতে ফিরদৌসেরই পরী
খুশির শিরনি বিলায় রে ভাই নিখিল ভুবন ভরি' ;
খোদার রহম পড়িছে তোমার চাঁদিনী রূপে ঝরি',
দুঃখ-শোক সব ভুলিয়ে দিতে তুমি মায়ার ফাঁদ॥

তুমি আস্‌মানে কালাম
ইশরাতে লেখা যেন মোহাম্মদের নাম।

খোদার আদেশ তুমি জান, স্মরণ করাও এসে
জাকাত দিতে দৌলত সব দরিদ্রেরে হেসে ;
শত্রুরে আজি ধরিতে বুকে শেখাও ভালবেসে ;
তোমায় দেখে টুটে গেছে অসীম প্রেমের বাঁধ ॥

এফ. টি. ৪১৭৬

৪৩

মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুন্‌তে পাই ॥

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই ॥

কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌,
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই ॥

কত দরবেশ ফকির রে ভাই মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে ;
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে
আল্লার নাম জপিতে চাই ॥

কে. ডি. বি. ১৫০৪৮

৪৪

ইসলামী / কোরাস্‌

ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি রক্ষা করো দুনিয়া ও দ্বীন্‌।
শান-শওকতে হউক পূর্ণ আবার নিখিল মুস্‌লেমিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ॥

খোদা, মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে
তোমার নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল দুনিয়াকে জয় করে,
খোদা, দাও সে ঈমান, সেই তরক্কী, দাও সে একিন্।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

হায়! যে-জাতির খলিফা ওমর শাহান্‌শাহ্ হয়ে
ছেঁড়া কাপড় পরে গেলেন উপবাসী রয়ে,
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও, খোদা
ভোগ-বিলাসে মোদের জীবন করো না মলিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

খোদা, তুমি ছাড়া বিশ্বে কারেও করতাম না ভয়,
তাই এ বিশ্বে হয় নি মোদের কভু পরাজয়;
দাও সেই দীক্ষা শক্তি সেই ভক্তি দ্বিধাহীন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

এফ. টি. ১৩২৬১

৪৫

চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায়, চেনে আমায়, মুস্লিম আমার নাম॥

অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙনু ঘুমঘোর,
আলোর অভিযান এনেছি, রাত করেছি ভোর;
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ-নীচ তামাম॥

চেনে মোরে সাহারা গোবি দুর্গম পর্বত,
মন্থন করেছে সাগর আমার সিন্ধু রথ;
রয়েছে আফ্রিকা ইউরোপে আমারই তাঞ্জাম॥

পাক্ মুলুকে বসিয়েছি খোদার মস্‌জিদ,
জগৎ-সাক্ষী পাপীদেরকে পিইয়েছি তৌহিদ;
বিরান-বনে রচেছি যে হাজার নগর-গ্রাম॥

এন. ৭৪৮৭

৪৬

ইসলামী

তুমি রহিমুর্ রহমান আমি গুনাহ্গার বান্দা।
হাত ধরে মোর পথ দেখাও, য়্যা আল্লাহ্
আমি আন্ধা॥

(মোর) সারা জীবন গেল কেটে
পাঁচ ভূতেরই বেগার খেটে
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও আল্লা
এই দুনিয়ার ধান্দা

(আল্লা !) আমি তোমার বনের পাখি,
কেন আমায় ধরে
রাখ্‌লে মায়ার শিক্‌লি বেঁধে
এই দেহ-পিঞ্জরে।

বলে এদের বাঁধা বুলি
আল্লা তোমায় গেছি ভুলি,
(এবার) শিক্‌লি কেটে কাছে ডাকো,
শেষ করো এই কান্দা॥

৪৭

এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ —
চলো ঈদ্‌গাহে।
যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিঁদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

শিয়া-সুন্নি লা-মজহাবি একই জামায়াতে
এই ঈদ মোবারকে মিলিবে এক সাথে,
ভাই পাবে ভাইকে বুকে, হাত মিলাবে হাতে ;
আজ এক আকাশের নীচে মোদের একই সে মস্‌জিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

ঈদ এনেছে দুনিয়াতে শিরনি বেহেশ্‌তি,
দুশমনে আজ গলায় ধরে পাতাব ভাই দোস্তি,
জাকাত দেবো ভোগ-বিলাস আজ গোস্বা বদমস্তি,
প্রাণের তশ্‌তরিতে ভরে বিলাব তৌহিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

আজিকার এ ঈদের খুশি বিলাব সকলে,
আজের মতো সবার সাথে মিল্‌ব গলে গলে,
আজের মতো জীবন পথে চলব দ'লে দলে
প্রীতি দিয়ে বিশ্ব-নিখিল কর্‌ব রে মুরিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

৪৮

ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয় —
তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দিনের শেষ বাতি নিভিয়া যায় মা গো
বুঝি আঁধার হলো মদিনা-পুরী॥

কোথায় শেরে-খোদা, জুলফিকার কোথা —
কবর ছেড়ে এস কারবালা যথা ;
তোমার আউলাদ বিরান হল আজি,
নিখিল শোকে মরে ঝুরি॥

কোথা আখেরী নবী, চুমা খেতে তুমি
যে গলে হোসেনের —
সহিছ কেমনে, সে গলে দুশমন
হানিছে শমসের !
রোজ হাশরে না-কি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমার গো গুনাহ্‌গারে আনি,
দেখ না কি চেয়ে দুখের ছেলে-মেয়
পানি বিহনে মরে পুড়ি॥

৪৯

তুমি অনেক দিলে খোদা
দিলে অশেষ নিয়ামত।
আমি লোভী, তাইতে আমার
মিটে না হসরত॥

কেবলই পাপ করি আমি,
মাফ করিতে তাই, হে স্বামী!
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর করিলে উম্মত।
তুমি নানান ছলে করছ পূরণ ক্ষতির খেসারত॥

মায়ের বুকে স্তন্য দিলে, পিতার বুকে স্নেহ;
মাঠে শস্য-ফসল দিলে, আরাম লাগি' গেহ।

কোরান দিলে পথ দেখাতে,
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেখাতে;
নামাজ দিয়ে দেখাইলে মস্‌জিদেরই পথ।
তুমি কেয়ামতের শেষে দিবে বেহেশ্‌তি দৌলত॥

৫০

নামাজ রোজা হজ্ব জাকাতের পসারিণী আমি।
নবীর কল্‌মা হেঁকে ফিরি পথে দিবস-যামী॥

আমার নবীজীর পিয়ারী
আয় রে ছুটে মুস্‌লিম নারী,
দ্বীনের সওদা করিবি কে আয় রে মুক্তিকামী॥
জন্ম আমার হাজার বছর আগে আরব দেশে,
সারা ভুবন ঠাঁই দিয়েছে আমায় ভালবেসে।

আমার আজান-ধ্বনি বাজে
কুল মুমিনের বুকের মাঝে;
আমি নবীর মানস-কন্যা, আল্লাহ্‌ আমার স্বামী॥

৫১

ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা-দুলাল কাঁদে
অঝোর নয়নে রে।
দু'হাতে তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলেন অমনি
পড়িল কি মনে রে॥

দুধের ছাওয়াল আস্‌গর এই পানি চাহিয়ে রে
দুশমনের তীর খেয়ে বুকে ঘুমাল খুন পিয়ে রে ;
শাদীর নওশা কাসেম শহীদ এই পানি বিহনে রে॥

এই পানিতে মুছিল রে হাতের মেহেদী সকিনার,
এই পানিতে ঢেউয়ে ওঠে তারি মাতম্ হাহাকার ;
শহীদানের খুন মিশে আছে এই পানিরই সনে রে॥

বীর আব্বাসের বাজু শহীদ হলো এরি তরে রে,
এই পানি বিহনে জয়নাল খিমায় তৃষ্ণায় মরে রে ;
শোকে শহীদ হলেন হোসেন জয়ী হয়েও রণে রে॥

৫২

মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল-বেশে॥
নীল রেশ্‌মি রুমাল বেঁধে চারু চাঁচর কেশে॥

তাঁর রাঙা পদতলে পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবণির ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে॥

তাঁর মুখে রহে চাহি' মেষ-শিশু তৃণ ভুলি',
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাখে গোঠের ধূলি'।
তাঁর চরণ-নখরে কোটি চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশের মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁয়ায় পথের পাথর
মোম হয়ে যায় গলে।

তস্‌লিম জানায় পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী আঙুর খর্জুর পায়ে নজ্‌রানা দেয় হেসে॥

৫৩

যাবার বেলায় সালাম লহ, হে পাক্‌ রমজান।
তব বিদায়-ব্যথায় কাঁদিছে নিখিল মুস্‌লিম জাহান॥

পাপীর তরে তুমি প্যারের তরী ছিলে দুনিয়ায়,
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায় ;
তোমারি ভয়ে লুকিয়ে ছিল শয়তান।

ওগো রমজান, তোমারি তরে মুস্‌লিম যত
রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি' তব পথ ;
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরআন॥

পরহেজ্‌গারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী,
মস্‌জিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দ্বীনের বাতি ;
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলায় নূতন ঈদের চাঁদের নিশান॥

৫৪

সোজা পথে চল্‌ রে ভাই, ঈমান থেকো ধরে।
খোদার রহম মেঘের মতো ছায়া দেবে তোরে॥

তুমি বিচার করো না, কেউ করলে তোমার ক্ষতি ;
এক সে বিচার-করনেওয়ালা ত্রিভুবনের পতি।
তোর ক্ষতির ভালে ধর্‌বে মোতি তাঁর বিচারের জোরে॥

সকল সময় ধরে থেকো আল্লাহ্‌ নামের খুঁটি,
তিনি তোমার হেফাজতে দিবেন ক্ষুধার রুটি ;
ইয়াকিন্‌ দীলে থেকো তুমি, দিবেন তোমায় তরে॥

৫৫

আমার মোহাম্মদের নামে ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়,
ওগো হৃদয়ে যার রয়
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়॥

ঐ নামে যে ডুবে আছে,
নাই দুঃখ-শোক তাহার কাছে;
ঐ নামের প্রেমে দুনিয়াকে সে দেখে প্রেমময়॥

যে খোশ্-নসিব গিয়াছে ঐ নামের স্রোতে ভেসে,
জেনেছে সে কোরান হাদিস্ ফেকা এক নিমেষে।

মোর নবীজীর বর-মালা
করেছে যার হৃদয় আলা,
বেহেশ্‌তের সে আশ রাখে না,
তার নাই দোজখের ভয়॥

৫৬

ইস্‌লামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দুটি ফুল।
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লাহ ও রসুল॥

যুগল কুসুম উজ্জল রঙে
হৃদয় আমার ওঠ্‌লো রেঙে,
খোশ্‌বুতে তার মাতোয়ারা মনের বুলবুল॥
ফুট্‌লো যদি সে ফুল আমার খোশ্-নসিবের ফলে,
জিন্দেগি ভর্ তারি মালা পরবো আমার গলে।

দুই বাজুতে তাবিজ করে
খাড়া হব রোজ হাশরে,
বরকতে তার হব রে পার পুলসেরাতের পুল॥

৫৭

কল্‌মা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি॥
ঐ কল্‌মা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কল্‌মা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার সুখময় হয় তার —
তার মুসিবত্ আসে না কো, হয় না ক্ষতি॥

হর্‌দম জপে মনে কল্‌মা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন,
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ,
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি॥

এস্‌মে আজম হতে কদর ইহার
পায় ঘরে বসে খোদা আর রসুলের দীদার,
তাহারি হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্‌ত নাচে,
তার আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি॥

৫৮

চল্ রে কাবার জেয়ারতে, চল্ নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারির লেবাস্ খুলে পর্ রে হাজীর বেশ॥

আওকাতে তোর থাকে যদি আরফাতের ময়দান —
চল্ আরফাতের ময়দান ;
এক জামাত হয় সেখানে ভাই নিখিল মুসলমান —
মুস্‌লিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ্॥

যেথায় হজরত হলেন নাজেল মা আমিনার ঘরে,
খেলেছেন যার পথে ঘাটে মক্কার শহরে —
চল্ সেই মক্কার শহরে ;
সেই মাঠের ধূলা মাখবি যেথা নবী চরাতেন মেষ॥

করে হিজরত কায়েম হলেন মদিনায় হজরত —
যে মদিনায় হজরত,
সেই মদিনা দেখবি রে চল, মিট্‌বে রে তোর প্রাণের হসরত ;
সেথা নবীজীর ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ ॥

৫৯

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দীল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত ॥

দেখ্ পাক কোরআন, শোন্ নবীজীর ফরমান —
ভোগের তরে আসেনিরে দুনিয়ায় মুসলমান
তোর একার তরে দেন্ নি খোদা দৌলতের খেলাত ॥

তোর দর্‌দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুস্‌লিম,
আছে দৌলতে তোর তাদেরও ভাগ — বলেছেন রহিম,
বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসুলে-করীম ;
সঞ্চয় তোর সফল হবে, পাবি রে নাজাত ॥

এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে,
হয়ত চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবে-রাতে ;
এই জাকাতের বদ্‌লাতে পাবি বেহেশ্‌তি সওগাত ॥

৬০

ফুলে পুছিনু, "বলো, বলো ওরে ফুল !
কোথা পেলি এ সুরভি, রূপ এ অতুল ?"
"যাঁর রূপে উজালা দুনিয়া", কহে গুল,
"দিল সেই মোরে এই রূপ এই খোশ্‌বু।
আল্লাহু আল্লাহু ॥"

"ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর ?"
কহে কোকিল ও পাপিয়া, "আল্লাহ্ গফুর,

তাঁরি নাম গাহি 'পিউ পিউ, কুহু কুহু' —
আল্লাহু আল্লাহু॥"

"ওরে ও রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ-তারা,
কোথা পেলি এ রওশ্‌নী জ্যোতিঃধারা?"
কহে, "আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা —
মুসা বেহুঁশ হলো হেরি যে খুবরু।
আল্লাহু আল্লাহু॥"

যাঁরে আউলিয়া আম্বিয়া ধ্যানে না পায়,
কুল-মখলুক যাঁহারি মহিমা গায়,
যে-নাম নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়,
সেই নাম নিতে নিতে মরি — এই আর্‌জু।
আল্লাহু আল্লাহু॥

৬১

ভেসে যায় হৃদয় আমার মদিনা-পানে।
আসিলেন রসূলে-খোদা প্রথম যেখানে॥

উঠল যেখানে রণি'
প্রথম তকবীর-ধ্বনি,
লভিনু মণির খনি যথায় কোরানে।

যথা হেরা গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম,
ঝরে অঝোর ধারায় যথা খোদার রহম,
ভাসিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥

লাখো আউলিয়া আম্বিয়া বাদ্‌শা ফকির
যথা যুগে যুগে আসি' করিল ভিড়,
তার ধূলাতে লুটাবো আমি নোয়াব শির;
নিশিদিন শুনি তারি ডাক আমার পরাণে॥

৬২

যে আল্লার কথা শোনে
তারি কথা শোনে লোকে।
আল্লার নূর যে দেখেছে
পথ পায় লোক তার আলোকে॥

যে আপনার হাত দেয় আল্লায়,
জুল্‌ফিকারের তেজ সেই পায় ;
যার চোখে আছে খোদার জ্যোতি'
রাত্রি পোহায় তারি চোখে॥

ভোগের তৃষ্ণা মিটেছে যার
খোদার প্রেমের শির্‌নি পেয়ে,
যায় বাদ্‌শা-নবাব গোলাম হয়ে
সেই ফকিরের কাছে যেয়ে।

আসে সেই কওমের ইমাম সেজে
কওম্‌কে পেয়েছে যে,
তারি কাছে খোদার দেওয়া
শান্তি আছে দুখে-সুখে॥

৬৩

লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদ্‌শাহ্‌,
জয় আখেরি নবী।
পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে
হে নবীকুলের রবি॥

তুমি আসার আগে ধরার মজলুম
করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিল না ঘুম ;
ধরার জিন্দানে বন্দী ইন্‌সানে
আজাদী দিতে এলে, হে প্রিয় আল্‌-আরবি॥

তব দামন ধরি' যত গুনাহ্‌গার
মাগিল আশ্রয়,
তুমিই করিবে পার।

মানুষ ছিল আগে বন্য পশু প্রায়
কাঁদিত পাপে-তাপে অভাবে-বেদনায়,
শান্তিদাতা-রূপে সহসা এলে তুমি
ফুটিল দুনিয়াতে নব বেহেশ্‌তের ছবি ॥

৬৪

আল্লাহ্ থাকেন দূর আরশে —
নবীজী রয় প্রাণের কাছে।
প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয়
সেই নবীরে পরাণ যাচে ॥

পয়গাম্বরও পায় না খোদায়,
মোর নবীরে সকলে পায় ;
নবীজী মোর তাবিজ হয়ে
আমার বুকে জড়িয়ে আছে ॥

খোদার নামে সেজ্‌দা করি,
নবীরে মোর ভালবাসি ;
খোদা যেন নূরের সুরুয,
নবী যেন চাঁদের হাসি।

নবীরে মোর কাছে পেতে
হয় না পাহাড় বনে যেতে ;
বৃথা ফকির দরবেশ মরে
পুড়ে খোদার আগুন-আঁচে ॥

৬৫

আসিছেন হাবিবে-খোদা, আরশ পাকে তাই ওঠেছে শোর ;
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ-পানে যেমন চকোর,
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে,
তেমনি করে হরষিত ফেরেশ্‌তা সব উঠলো গেয়ে, —

'হের আজ আরশে আসেন মোদের নবী কম্‌লীওয়ালা ;
দেখ সেই খুশিতে চাঁদ-সুরুয আজ হল দ্বিগুণ আলা ॥

ফকির দরবেশ আউলিয়া যাঁরে
ধ্যানে জ্ঞানে ধর্‌তে নারে ;
যাঁর মহিমা বুঝতে পারে
এক সে আল্লাহ্ তায়ালা ॥
বারেক মুখে নিলে যাঁর নাম
চিরতরে হয় দোজখ হারাম,
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার
কওসরের পেয়ালা ॥

মিম হরফ না থাক্‌লে যে আহাদ,
নামে মাখা যাঁর শিরিন শহদ,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন-উজালা ॥

৬৬

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায় —
ও ভাই আমি কি তায় ভয় করি।
পাক্কা ঈমান তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী ॥

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে
ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই যাবই কূলে
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নামের
গুণের রশি ধরি ॥

খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুব্‌বে না মোর এ তরী,
সওদা করে ফিরবে তীরে সওয়ার-মানিক ভরি'।

দাঁড় এ তরীর নামাজ রোজা হজ্জ্ব ও জাকাত ;
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ — যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহেশ্‌ত-বন্দরেতে রে
এই সে কিশ্‌তিতে চড়ি' ॥

৬৭

খাতুনে-জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী-নন্দিনী ॥
মদিনা-বাসিনী পাপ-তাপ-নাশিনী
উম্মত-তারিণী আনন্দিনী ॥

সাহারার বুকে মা গো তুমি মেঘমায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া ;
মুক্তি লভিল মা গো তব শুভ পরশে
বিশ্বের যত নারী বন্দিনী ॥

হাসান হোসেনে তব উম্মত তরে, মা গো !
কারবালা-প্রান্তরে দিলে বলিদান ;
বদ্‌লাতে তার রোজ হাশরের দিনে
চাহিবে মা মোর মতো পাপীদের ত্রাণ।

এলে পাষাণের বুক চিরে নির্ঝর-সম
করুণার ক্ষীর-ধারা আবে-জমজম ;
ফেরদৌস হতে রহমত-বারি ঢালো
সাধ্বী মুসলিম গরবিনী ॥

৬৮

দুখের সাহারা পার হয়ে আমি
চলেছি কাবার পানে।
পড়িব নামাজ মারেফাতের
আরাফাত ময়দানে ॥

খোদার ঘরের দীদার পাইব,
হজ্বের পথে জ্বালা জুড়াইব ;
মোর মুর্শিদ হয়ে হজরত পথ
দেখান সুদূর পানে ॥

রোজা রাখা মোর সফল হইবে,
পাব পিয়াসার পানি ;

আবে-জমজম তৌহিদ পিয়ে
ঘুচাব পথের গ্লানি।
আল্লার ঘর তওয়াফ করিয়া
কাঁদিব সেথায় পরাণ ভরিয়া ;
ফিরিব না আর, কোরবানী দেবো
এই জান্ সেইখানে ॥

৬৯

যে রসুল বলতে নয়ন ঝরে,
সেই রসুলের প্রেমিক আমি।
চাহে আমার হৃদয়-লায়লী
সে মজ্‌নুরে দিবস-যামী ॥

ফরহাদ সে, আমি শিরী
ওই নামের প্রেমে পথে ফিরি ;
ঈমান আমার রইল কি না
জানেন তিনি অন্তর্যামী ॥

প্রেমে তাঁহার দীওয়ানা হয়ে
গেল দুনিয়া আখের সবই ;
কোথায় রোজা, কোথায় নামাজ,
কেবল কাঁদি : 'নবী নবী।'

রোজ-কেয়ামত আস্‌বে কবে ;
কখন তাঁহার দীদার হবে ;
নিত্য আমার রোজ-কেয়ামত
বিনে আমার জীবন-স্বামী ॥

৭০

হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম।
জ্বল্‌ওয়া দেখায়ে দীল্ হরিলে শুধু হলে বেগানা ;
হেসে হেসে সংসার কহে — দীওয়ানা এ দীওয়ানা !
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম ॥

দুখের দোসর কেউ নাহি মোর—ব্যথিত ব্যথার,
তোমায় ভুলে ভাসি অকূলে, পার করো সরকার।
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম॥

বিরহের রাত একেলা কেঁদে হল্ ভোর ;
হৃদয়ে মোর শান্তি নাই, কাঁদে পরাণ মোর।
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম।

৭১

আঁধার মনের মিনারে মোর
হে মুয়াজ্জিন, দাও আজান !
গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও,
হউক নিশি অবসান॥

আল্লাহ্ নামের যে তক্‌বীরে
ঝর্ণা বহে পাষাণ চিরে,
শুনি' সে তকবীরের ধ্বনি
জাগুক আমার পাষাণ প্রাণ॥

জামাত ভারী জমবে এবার
এই দুনিয়ার ঈদ্‌গাহে ;
মেহেদী হবেন ইমাম সেথায়,
রাহ্ দেখাবেন গুম্‌রাহে।
আমি যেন সেই জামাতে
শামিল হতে পারি প্রাতে ;
ডাকে আমায় শহীদ হতে
সেথায় যত নওজোয়ান॥

৭২

আমার প্রিয় হজরত নবী কম্‌লিওয়ালা !
যাঁহার রওশনীতে দ্বীন-দুনিয়া উজালা॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ তারা,

ঈদের চাঁদ যাঁহার নামের ইশারা ;
বাগিচায় গোলাব গুল গাঁথে যাঁর মালা ॥

আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম,
কেয়ামতে যাঁর হাতে কওসর-পিয়ালা ॥

পাপে মগ্ন ধরা যাঁর ফজিলতে
ভাসিল সুমধুর তৌহিদ-স্রোতে,
মহিমা যাঁহার জানেন এক আল্লাহ্‌তায়ালা ॥

৭৩

আমি গরবিনী মুসলিম বালা।
সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা ॥

জ্বালায়েছি বাতি আমি আঁধার কাবায়,
এনেছি খুশির ঈদে শির্‌নির থালা ॥

আনিয়াছি ঈমান প্রথম আমি,
আমি দিয়াছি সবার আগে মোহাম্মদে মালা ॥
কত শত কারবালা বদরের রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বামী-পুত্র স্বজনে ;
জানে গ্রহ-তারা জানে আল্লাহ্‌তালা ॥

৭৪

আল্লাহ্‌তে যাঁর পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁহার জীবন-মৃত্যু-জ্ঞান ॥

যাঁর মুখে শুনি তওহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম ;
যাঁর দ্বীন্ দ্বীন্ রবে কাঁপিত দুনিয়া জ্বীন-পরী ইন্‌সান ॥

স্ত্রী-পুত্রে আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরবানী দিত প্রাণ, হায় ! আজ তারা মাগে ভিখ্।

কোথা সে শিক্ষা — আল্লাহ্ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা,
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কোরআন॥

৭৫

ইয়া রসুলুল্লাহ্ ! মোরে রাহা দেখাও সেই কাবার —
যে কাবা মস্‌জিদে গেলে পাব আল্লার দীদার॥

দ্বীন-দুনিয়া এক হয়ে যায় যে কাবার ফজিলতে,
যে কাবাতে হাজী হলে রাজি হন পরওয়ারদিগার॥

যে কাবার দুয়ারে জামে তৌহিদ দেন হজরত আলী,
যে কাবায় কুল্-মগফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার॥

যে কাবাতে গেলে দেখি আরশ কুর্সি লওহ্ কালাম ;
মরণে আর ভয় থাকে না, হাসিয়া হয় বেড়া পার॥

৭৬

ওরে ও দরিয়ার মাঝি ! মোরে
নিয়ে যা রে মদিনা।
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই
আমি যে পথ চিনি না॥

আমার প্রিয় হজরত সেথায়
আছেন না-কি ঘুমিয়ে, ভাই !
আমি প্রাণে যে আর বাঁচি না রে
আমার হজরতের দরশ বিনা।

নদী নাকি নাই ও-দেশে,
নাও না চলে যদি
আমি চোখের সাঁতার-পানি দিয়ে
বইয়ে দেবো নদী।

ঐ মদিনার ধূলি মেখে
কাঁদবো 'ইয়া মোহাম্মদ' ডেকে ডেকে রে,
কেঁদেছিল কার্‌বালাতে
যেমন বিবি সকিনা॥

৭৭

ওরে কে বলে আরবে নদী নাই।
যথা রহ্‌মতের ঢল বহে অবিরল
দেখি প্রেম-দরিয়ার পানি যেদিকে চাই॥

যার কাবা ঘরের পাশে আবে-জমজম,
যথা আল্লা নামের বাদল ঝরে হরদম,
যার জোয়ার এসে দুনিয়ার দেশে দেশে
পুণ্যের গুলিস্তান রচিল দেখিতে পাই॥

যার ফোরাতের পানি আজও ধরার পরে
নিখিল নরনারীর চোখে ঝরে
ওরে শুকায় না যে নদী দুনিয়ায়।

যার শক্তির বন্যার তরঙ্গ-বেগে,
যত বিষণ্ন প্রাণ ওরে আনন্দে উঠ্‌লো জেগে,
যার প্রেম-নদীতে যার পুণ্য-তরীতে
মোরা তরে যাই॥

৭৮

খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী ছিল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা॥

খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারির বেশে দেশে দেশে ফেরে,
ভোগ-বিলাসের মোহে ভুলে, হায়, নিল বন্ধন-কারা॥

খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন
দুখে রোগে শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ —

এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের ;
খোদায় হারায়ে মুস্‌লিম আজ হয়েছে সর্বহারা ॥

৭৯

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে।
কে জানে কখন নিয়ে যাবে গোরে মাটি দিতে রে ॥

পাঁচ ভূতে আর চোরে মিলে
রোজগার মোর কেড়ে নিলে ;
এখন কেউ নাই রে পারে যাবার দুটো কড়ি দিতে রে ॥

রাত্রে শুয়ে আবার যে ভাই উঠব সকাল বেলা
বল্‌তে কি কেউ পারি, তবু খেলি মোহের খেলা।

বাদশা আমীর ফকির কত
এল আবার হ'ল গত রে, —
দেখেও বারেক আল্লাহ্‌র নাম জাগে নাকো চিতে।
এবার বস্‌বি কবে, ও ভোলা মন, আল্লাহ্‌র তস্‌বিতে রে ॥

৮০

মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা।
হলেন নাজেল্‌ তাহার দেশে খোদার রসুল —
যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে
সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশ্‌গুল ॥

যাঁহারা আসার আশাতে অনুরাগে
নীরস খর্জুর তরুতে রস জাগে,
তপ্ত মরু, 'পরে খোদার রহম ঝরে,
হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের দুল ॥

ছিল ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি'
এল রে সে নবী 'ইয়া উম্মতি' গাহি'
যতেক গুমরাহে নিতে খোদার রাহে
এল ফুটাতে দুনিয়াতে ইস্‌লামী ফুল॥

৮১

হায় হায় উঠিছে মাতম্‌
আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরি নবী দ্বীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব-নিখিল আঁধার করি॥

অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথায় লুকালো ;
আকাশে ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি'
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি॥

তৃণ নাহি খায় উট, মেষ নাহি মাঠে যায় ;
বিহগ-শাবক কাঁদে জননীরে ভুলি হায় !

বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লার,
তাই তাঁরে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার ;
হায় কাণ্ডারি গেল চলে' রাখিয়া পারের তরী॥

৮২

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে —
আরশ কুর্সি লওহ্‌ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে॥

রসুল নামের রশি ধরে
যেতে হবে খোদার ঘরে,

নদী-তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই,
দরিয়াতে সে আপনি মেশে॥

তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস্ অবিশ্বাসী,
কী পাওয়া যায় দেখ্ না বারেক হজরতে মোর ভালবাসি?

এই দুনিয়ায় দিবা-রাতি
ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী;
তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায়
আহমদ চান যদি হেসে॥

৮৩

আহার দিবেন তিনি, রে মন,
জীব দিয়াছেন যিনি।
তোরে সৃষ্টি করে তোর কাছে যে
আছেন তিনি ঋণী॥

সারা জীবন চেষ্টা করে
ভিক্ষা-মুষ্টি আন্‌লি ঘরে;
ও মন, তাঁর কাছে তুই হাত পেতে দেখ্
কী দান দেন তিনি॥

না চাইতে ক্ষেতের ফসল
পায় বৃষ্টির জল;
তুই যে পেলি পুত্র-কন্যা
তোরে কে দিল তা বল্।

যার করুণায় এত পেলি,
তাঁরেই কেবল ভুলে গেলি;
তোর ভাবনার ভার দিয়ে তাঁকে
ডাক্ রে নিশিদিনই॥

৮৪

ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশ্‌ত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও॥

পীর-মুর্শিদ পাইনি আমি,
তাই তোমায় ডাকি দিবস-যামী,
তোমারই নাম হউক হজরত
আমার পর-পারের নাও॥

অর্থ-বিভব যশ-সম্মান
চেয়ে চেয়ে নিশিদিন
দুঃখ-শোকে জ্বলে মরি,
পরান কাঁদে শান্তিহীন।

আল্লাহ্ ছাড়া ত্রিভুবনে
শান্তি পাওয়া যায় না মনে ;
কোথায় পাবো সে আবেহায়াত —
ইয়া নবীজী, রাহ্ বাতাও॥

৮৫

এ কোন্ মধুর শারাব দিলে আল্-আরাবী সাকি।
নেশায় হলাম দীওয়ানা যে, রঙিন হল আঁখি॥

তৌহিদের শিরাজী নিয়ে
ডাকলে সবায় ঃ 'যা রে পি'য়ে !'
নিখিল জগৎ ছুটে এল,
রইলো না কেউ বাকি॥

বস্‌লো তোমার মহ্‌ফিল দূর মক্কা-মদিনাতে,
আল্-কোরানের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে।

নরনারী বাদ্‌শা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি'॥

৮৬

ওরে ও মদিনা, বলতে পারিস কোন্‌ সে পথে তোর
খেলতো ধূলা-মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর॥

হাসান হোসেন খেলতো কোথায় কোন্‌ সে খেজুর-বনে —
পাথর-কুচি কাঁকর লয়ে দুম্বা শিশুর সনে,
সেই মুখকে চাঁদ ভেবে যে উড়িত চকোর॥

মা আয়েশা মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন যথা —
দেখিয়ে দে সেই বেহেশ্‌ত্‌ আমায়, রাখ্‌রে আমার কথা ;
তোর প্রথম কোথায় আজান-ধ্বনি ভাঙলো ঘুমের ঘোর॥

কোন্‌ পাহাড়ের ঝর্ণা-তীরে মেষ চরাতেন নবী,
কোন্‌ পথ দিয়ে রে যেতেন হেরায় আমার আল্‌-আরবি,
তুই কাঁদিস্‌ কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজীর গোর॥

৮৭

খয়বর-জয়ী আলী হায়দর,
জাগো জাগো আরবার !
দাও দুশমন-দুর্গ-বিদারী
দু'ধারী জুল্‌ফিকার॥
এস শেরে-খোদা ফিরিয়া আরবে —
ডাকে মুস্‌লিম 'ইয়া আলী' রবে ;
হায়দরি-হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
করো করো হুঁশিয়ার॥

আল্‌বোর্জের চূড়া গুঁড়া-করা
গোর্জ আবার হানো ;
বেহেশ্‌তি সাকি, মৃত এ জাতিরে
আবে-কওসর দানো।

আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে বেহুঁশ,
দাও তারে নব কুয়ত ও জোশ্‌ ;
এস নিরাশার মরু-ধূলি উড়ায়ে
দুল্‌দুল্‌-আস্‌ওয়ার ॥

৮৮

জরিন হরফে লেখা, রুপালি হরফে লেখা
আস্‌মানের কোরআন —
নীল আস্‌মানের কোরআন।
সেথা তারায় তারায় খোদার কালাম
তোরা পড়রে মুসলমান ॥

সেথা ঈদের চাঁদে লেখা
মোহাম্মদের 'মীম'-এর রেখা,
সুরুযেরই বাতি জ্বেলে' পড়ে রেজোয়ান ॥

খোদার আরশ লুকিয়ে আছে ঐ কোরানের মাঝে,
খোঁজে ফকির-দরবেশ সেই আরশ সকাল সাঁঝে।

খোদার দীদার চাস্‌ রে যদি,
পর্‌ এ কোরান নিরবধি ;
খোদার নূরের রওশনীতে রাঙ্‌ রে দেহ-প্রাণ ॥

৮৯

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ
এল রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয় ॥

ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ ;
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়॥

দেখ্‌ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইস্‌লাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শোনায়॥

আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফি,
দুনিয়া হতে বে-ইন্‌সাফি
জুলুম নিল বিদায়॥

নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে ও-নাম —
'সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সাল্লাম ;
জ্বীন্‌ পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায়॥

৯০

দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান।
হে খোদা, এ যে তোমার হুকুম, তোমারই ফরমান॥

এম্‌নি তোমার নামের আছর —
নামাজ রোজার নাই অবসর,
তোমার নামের নেশায় সদা মশ্‌গুল মোর প্রাণ।
তক্‌দিরে মোর এই লিখেছে —
হাজার গানের সুরে
নিত্য দিব তোমরা আজান
আঁধার মিনার-চূড়ে।

কাজের মাঝে হাটের পথে
রণ-ভূমে এবাদতে
আমি তোমার নাম শোনাব, করব শক্তি দান॥

৯১

মস্‌জিদে ঐ শোন রে আজান, চল্ নামাজে চল্।
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

ময়লা-মাটি লাগলো যা তোর দেহ-মনের মাঝে —
সাফ হবে সব, দাঁড়াবি তুই যেম্‌নি জায়নামাজে ;
রোজগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস্ কাজা,
খাজনা তারি দিলি না, যে দ্বীন-দুনিয়ার রাজা ;
তারে পাঁচ বার তুই করবি মনে, তাতেও এত ছল !
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

কার তরে তুই মরিস্ খেটে', কে হবে তোর সাথী ;
বে-নামাজির আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি ;
খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্ সফল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

৯২

হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে —
তুমি শুনিতে কি পাও ?
আখেরি নবী প্রিয় আল্-আরাবি,
বারেক ফিরে চাও॥

পিঞ্জরার পাখি সম অন্ধকারায়
বন্ধ থাকি এ জীবন কেটে যায় ;
চাহে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়,
চরণের এই জিঞ্জির খুলে দাও॥

ফাতেমার মেয়েদের হেরি' আঁখি-নীর
বেহেশ্‌তে কেমনে আছ তুমি থির !

যেতে নারে মস্‌জিদে শুনিয়া আজান,
বাহিরে ওয়াজ হয়, ঘরে কাঁদে প্রাণ ;
ঝুটা এই বোরখার হোক অবসান —
আঁধার হেরেম আশা-আলোক দেখাও॥

৯৩

হে প্রিয় নবী, রসুল আমার !
পরেছি আভরণ নামেরই তোমার॥

নয়নের কাজলে তব নাম,
ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম ;
গাঁথা মোর কুন্তলে আহমদ —
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম।
দুলিছে গলে মোর তব নাম মণি-হার॥

তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম,
বাজু ও পৈঁচি চুড়ি তব নাম ;
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে —
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখি-ধার॥
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম,
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম ;
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে —
প্রেম ও ভক্তি মাখা তব নাম।
প্রিয় নাম আহমদ জপি আমি অনিবার॥

৯৪

নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান ;
শুনি' সে তকবীরের ধ্বনি আকুল হল মন-প্রাণ ;
বাহিরে হেরিনু আসি : বেহেশতী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমিন ও আসমান ;

আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশ্‌তা হুর গেলেমান —
এল কে, কে এল ভুলোকে !
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে ॥

তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা,
ভয়-ভীত পীড়িতের শরণ-দাতা,
মূকের ভাষা নিরাশের আশা,
ব্যথার শান্তি, সান্ত্বনা শোকে
এল কে ভোরের আলোকে ॥

দরূদ পড় সবে : সাল্লে আলা,
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা।
কেহ বলে, এল মোর কম্‌লীওয়ালা —
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা !
কেহ বলে, আহমদ নাম মধু ঢালা —
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা !
মজনুঁরও চেয়ে হল দীওয়ানা সবে,
নাচে গায় নামের নেশার ঝোঁকে ॥

৯৫

প্রিয় মুহ্‌রে-নবুয়ত-ধারী হে হজরত,
তরিতে উম্মতে এলে ধরায়।
মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা —
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায় ॥

দিলে মুখে তক্‌বীর, দিলে বুকে তৌহিদ,
দিলে দুঃখের সান্ত্বনা খুশির ঈদ ;
দিলে প্রাণে ঈমান, দিলে হাতে কোরআন,
দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায় ॥

তব সব নসিহত মোরা গিয়েছি ভুলে,
শুধু নাম তব আছে জেগে প্রাণের কূলে ;
ও-নামে এ প্রাণ-সিন্ধু দোলে ;
আমি ঐ নামে তরে যাব, আছি আশায় ॥

৯৬

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়।
"নবীজী নাই" — উঠ্‌লো মাতম্ মদিনায়॥

আঁখি-প্রদীপ এই ধরণীর
গেল নিভে', ঘিরিল তিমির;
দ্বীনের রবি মোদের নবী চায় বিদায়।
সইলো না রে বেহেশ্‌তি দান দুনিয়ায়॥

না পুরিতে সাধ আশা,
না মিটিতে তৌহিদ-পিপাসা,
যায় চলে দ্বীনের শাহান্‌শাহ্, হায় রে হায়!
সেই শোকেরই তুফান বহে 'লু'-হাওয়ায়॥

বেড়েছে আজ দ্বিগুণ পানি
দজ্‌লা ফোরাত নদীতে,
তুর ও হেরা পাহাড় ফেটে
অশ্রু-নির্ঝর বয়ে যায়॥

ধরার জ্যোতি হরণ করে
উজল হল ফের বেহেশ্‌ত;
কাঁদে পশু-পাখি ও তরু-লতায়,
সেই কাঁদনের স্মৃতি দোলে দরিয়ায়॥

৯৭

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত
আত্মা অনিরুদ্ধ
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ।
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব-প্রভাত পুষ্প-সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ॥

সকল পাপ কলুষ তাপ
দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুণ্য প্রাণ-প্রদীপ-শিখা
স্বর্গ-পানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে জাগো
তিমির-কারারুদ্ধ॥

ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদয়ে মম
রূপ-রস-গন্ধে
অনায়াস আনন্দে।
জাগো মায়া-বিমুগ্ধ॥

৯৮

বন-কুন্তলা — তেতালা

বন-কুন্তল এলায়ে
বন-শবরী ঝুরে
সকরুণ সুরে।
বিষাদিত ছায়া তার
চৈতালি সন্ধ্যার
চাঁদের মুকুরে॥

চপলতা বিসরি' যেন বন-যৌবন
বিরহ-ক্ষীণ আজি উদাস উন্মন,
তোলে না ঝঙ্কার আর
ঝরা পাতার
মর্মর নূপুরে॥

যে কুহু কুহরিত মধুর পঞ্চমে
বিভোর ভাবে,
ভগ্ন কণ্ঠে তার থেমে যায় সুর
করুণ রেখাবে।

কোন্ বন-শিকারির অকরুণ তীর
আলো হরে নিল ওই উজল আঁখির ;
ফেলে-যাওয়া বাঁশি তার অঞ্চলে লুকায়ে —
গিরি-দরী-প্রান্তরে খোঁজে সে নিঠুরে ॥

৯৯

রূপমঞ্জরী তেতালা

পায়েলা বোলে রিনিঝিনি।
নাচে রূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী ॥

ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে
ছড়ায়ে চাঁদের ফুল নাচে যেন নিশীথিনী ॥
নাচে উড়ায়ে নীলাম্বরী অঞ্চল ;
মৃদু মৃদু হাসে
আনন্দ-রাসে
শ্যামল চঞ্চল।
কভু মৃদু মন্দ
কভু ঝরে দ্রুত তালে সুমধুর ছন্দ ;
বিরহের বেদনা মিলন-আনন্দ
ফোটায় তনুর ভঙ্গিমাতে
ছন্দ-বিলাসিনী ॥

১০০

মডার্ন

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে
জেগে আছে মোর আঁখি
কে যেন কহিছে কেঁদে
মোর বুকে মুখ রাখি'
পথিক এসেছ না কি ॥

হারায়ে গিয়াছে চাঁদ
জল-ভরা কালো মেঘে,
আঁচলে লুকায়ে ফুল
বাতায়নে আছি জেগে,

শূন্য গগনে দেয়া কহিতেছে যেন ডাকি'
পথিক এসেছ না কি ॥

ভাঙিয়া দুয়ার মম কাড়িয়া লইতে মোরে —
এলে কি ভিখারি ওগো প্রলয়ের রূপ ধরে?

ফুরাইয়া যায় বধূ শুভ লগনের বেলা
আনো আনো ত্বরা করি' ওপারে যাবার ভেলা।
'পিয়া পিয়া' বলে বনে ঝুরিছে পাপিয়া পাখি
পথিক এসেছ নাকি ॥

১০১

আধুনিক

তোমারি আঁখির মত আকাশের দু'টি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
ক্ষীণ আঁখি-দীপ জ্বালি বাতায়নে জাগি একা
অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথ-রেখা
সহসা দখিনা বায়ে চাঁপা-বনে জাগে সাড়া
সে কি তুমি? সে কি তুমি?

তব স্মৃতি যদি ভুলি ক্ষণ-তরে আন্-কাজে
কে যেন কাঁদিয়া ওঠে আমার বুকের মাঝে
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে
বুঝি অশান্ত মম আসিলে ঝড়ের বেগে
ঝড় চলে যায় কেঁদে ঢালিয়া শ্রাবণ-ধারা
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

১০২

মম তনুর ময়ূর-সিংহাসনে
এস রূপ-কুমার ফরহাদ।
মোর ঘুম যবে ভাঙিল প্রিয়
গগনে ঢলিয়া পড়িল চাঁদ ॥

আমি শিরী — হেরেমের নন্দিনী গো।
ছিনু অন্ধকারের কারা-বন্দিনী গো
ভেবেছিনু তুমি শুধু রূপের পাগল,
বুঝি নাই কারে বলে প্রেম-উন্মাদ॥

গিরি-পাষাণে আঁকিলে তুমি যে ছবি মম
দিলে যে মধু
সেই মধু চেয়ে, সেই শিলা বুকে লয়ে
কাঁদি, ফিরে এস ফিরে' এস বঁধু॥

মোরে লয়ে যাও সেই প্রেম-লোকে
বিরহী
কাঁদিছে যেথায় 'শিরী শিরী' কহি;
আজ ভরিয়াছে বিষাদের বিলাপে
গোলাপের সাধ॥

১০৩

আমি যার নূপুরের ছন্দ
বেণুকার সুর —
কে সেই সুন্দর কে

আমি যার বিলাস-যমুনা
বিরহ-বিধুর —
কে সেই সুন্দর কে॥

যাহার গানের আমি বনমালা,
আমি যার কথার কুসুম-ডালা,
না-দেখা সুদূর —
কে সেই সুন্দর কে॥

যার শিখী-পাখা লেখনী হয়ে
গোপনে মোরে কবিতা লেখায় —
সে রহে কোথায়, হায়।

আমি যার বরষার আনন্দ-কেকা
নৃত্যের সঙ্গিনী দামিনী-রেখা,
যে মম অঙ্গে কাঁকন কেয়ূর —
কে সেই সুন্দর কে॥

১০৪

কুহু কুহু কুহু বলে মহুয়া-বনে।
মাধবী চাঁদ এলে পূব-গগনে।

দুলে ওঠে বনান্ত,
আসিলে কে পান্থ,
তব পদধ্বনি অশান্ত হে
শুনি মম মনে॥
বাতায়নে প্রদীপ জ্বালি'
আসা-পথ চাহি,
প্রহর গণি, গান গাহি।

এলে আজি নিশীথে
দেখা দিতে তৃষিতে,
শুনি দশদিশিতে
বাঁশি তব ক্ষণে ক্ষণে॥

১০৫

নিশীথ রাতে ডাক্‌লে আমায়
কে গো তুমি কে?
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের
বনভূমিকে॥
কে গো তুমি?

তোমার আকুল করুণ স্বরে
আজ্‌কে তারেই মনে পড়ে —

এম্‌নি রাতে হারিয়েছি যে
হৃদয়-মণিকে॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি
তারার পানে দূরে ;
আর একটি বার ডাকো ডাকো
তেম্‌নি করুণ সুরে।

একটি কথা শুন্‌বো বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে ;
দাও সাড়া দাও, জাগিয়ে তোলো
আঁধার-পুরীকে॥

১০৬

নিম ফুলের মউ পিয়ে
ঝিম হয়েছে ভোমরা।
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও
ঝুমুর নাচো তোমরা॥

কভু কেয়া-কাঁটায়
কভু বাব্‌লা-আঠায়
বারো বারে ভোমরার পাখা জড়ায় গো —পাখা জড়ায়
দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে
ফুলের দেশের বউরা॥

১০৭
হোরী — লাউনী

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরির মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি॥

শ্যামল তনু হ'ল রাঙা আবীরে রেঙে,
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি ॥

লহু লহু হাসে মুহু মুহু ভাসে
রাঙা কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহু ধরি' মারে পিচকারি
চাঁদ-মুখে কলঙ্ক জাগে
রাঙা কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি' ॥

১০৮
ভীম পলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুট্‌ল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটাতে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায় ॥

আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠ্‌ল চাঁদ মধুর হেসে,
কৃষ্ণা-তিথির তৃষ্ণা মোর
মিটিল এ জোছনায় ॥

আজ যে আঁখি অশ্রু-হীন,
কি দিয়ে ধোওয়াই চরণ,
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরণ।
দেখ বসন্তের পাখি
কোয়েলা গেছে ডাকি,
আনন্দের দূত তুমি
ডাকিয়া ফুল ফোটায় ॥

১০৯

মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়।
তাই আবার বাসিতে ভালো আসিব ধরায়॥

আবার বিরহে তব কাঁদিব,
আবার প্রণয়-ডোরে বাঁধিব
শুধু নিমেষেরি তরে আঁখি দুটি জলে ভরে
ঝরে যাব অবেলায়॥
যে গোধূলি-লগ্নে নববধূ হয় নারী,
(সেই) গোধূলি-লগ্ন বঁধু দিল আমারে
গেরুয়া শাড়ি।

বঁধু আমার বিরহ তব গানে
সুর হয়ে কাঁদে প্রাণে প্রাণে
আমি নিজে নাহি ধরা দিয়ে সকলের প্রেম নিয়ে
দিনু তব পায়॥

১১০

মেঘ-বরণ কন্যা থাকে
মেঘলামতীর দেশে।
সেই দেশে মেঘ জল ঢালিও
তাহার আকুল কেশে॥

তাহার কালো চোখের কাজল
শাওন-মেঘের চেয়েও শ্যামল,
চাউনিতে তার বিজলি ছড়ায়,
চমক বেড়ায় ভেসে॥

সে বসে থাকে পা ডুবিয়ে
ঘুমতী নদীর জলে;
সে দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মত
একলা তরু-তলে।

কদম-ফুলের মালা গেঁথে
ছড়িয়ে সে দেয় ধানের ক্ষেতে ;
তারে দেখ্‌তে পেলে আমার কথা
কইও ভালবোসে ॥

সি. ই. ২৭৩৫

১১১

কে হেলে দুলে চলে এলোচুলে,
হেসে নদীকূলে এল হেলে দুলে ;
নূপুর রিনিকি ঝিনি বাজে রে
পথ-মাঝে রে, বাজেরে ॥
দূরে মন উদাসী
বাজে বাঁশের বাঁশি,
বকুল-শাখে পাপিয়া ডাকে
হেরিয়া বুঝি বন-বালিকায়
রঙিন সাজে রে, বাজেরে ॥

এ বুঝি নদীর কেউ
তাই অধীর হল জলে ঢেউ ;
চন্দন-মাখা যেন চাঁদের পুতলি
যত চলে তত রূপে ওঠে উথলি',
মেঘে লুকালো পরী লাজে রে, বাজেরে
পথ মাঝে রে, বাজে রে ॥

এফ. টি. ১২৫৩২

১১২

মোর না মিটিতে আশা, ভাঙিল খেলা।
জীবন-প্রভাতে এল বিদায়-বেলা ॥
আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখ-পানে,
বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা ॥

আঁধারের এলোকেশ দু'হাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বন-ছায়ে।

বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর;
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা॥

১১৩

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢুলে লো —
নয়ন পড়ে ঢুলে।
বুনোফুল পড়ল ঝরে নাচের ঘোরে
দোলন খোঁপা খুলে লো —
দোলন খোঁপা খুলে॥

শুনে এই মাদল-বাজা
নাচে চাঁদ রাতের রাজা, নাচে লো নাচে
শালুকের কাঁকাল ধরে
তালপুকুরের জলে হেলে দুলে লো —
জলে হেলে দুলে॥

আঁউরে গেল ঝুমকো জবা
লেগে গরম গালের ছোঁয়া,
বাঁশি শুনে ঘুলায় মনে কয়লা-খাদের ধোঁওয়া।

সই নাচ ফুরালে ফিরে ঘরে
রাত কাটাব কেমন করে,
পড়বে মনে বাঁশুরিয়ার
চোখ দুটি টুলটুলে লো —
চোখ দুটি টুলটুলে॥

১১৪

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।
কাঁদিও না, কাঁদিও না —
তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা॥

খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে,
খেলা শেষ হল এস মোর কাছে ;
প্রেম-যমুনার তীরে বসে রব
লইয়া শূন্য ভেলা ॥

যাহারা আমার বিচার করেছে —
ভুল করিয়াছে জানি ;
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর
বিদায়ের গানখানি।

হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল,
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল ;
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা —
হানো যত অবহেলা ॥

১১৫

ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না।
মরা ফুলের সাথে ঝরিল সে ধূলি-পথে
সে আর জাগিবে না, তারে ডাকিও না ॥

তাপসিনী-সম তোমারি ধ্যানে
সে চেয়েছিল তব পথের পানে ;
জীবনে যাহার মুছিলে না আঁখি-ধার
আজি তাহার পাশে কাঁদিও না ॥

মরণের কোলে সে গভীর শান্তিতে
পড়েছে ঘুমায়ে,
তোমারই তরে গাঁথা শুকনো মালিকা
বক্ষে জড়ায়ে।
যে মরিয়া জুড়ায়েছে —
ঘুমাইতে দাও তারে জাগিও না ॥

১১৬

গগনে খেলায় সাপ বরষা-বেদিনী।
দূরে দাঁড়ায়ে দেখে ভয়-ভীতা মেদিনী॥

দেখায় মেঘের ঝাঁপি তুলিয়া,
ফণা তুলি' বিদ্যুৎ-ফণী ওঠে দুলিয়া,
ঝড়ের বাঁশিতে বাজে তার
অশান্ত রাগিণী॥

মহাসাগরে লুটায় তার সর্পিল অঞ্চল,
দিগন্তে দুলে তার এলোকেশ পিঙ্গল,
ছিটায় মন্ত্রপূত ধারাজল অবিরল
তন্বী মোহিনী॥

অশনি-ডমরু ওঠে দমকি'
পাতালে বাসুকি ওঠে চমকি'
তার ডাক শুনে ছুটে আসে নদীজল
(যেন) পাহাড়িয়া নাগিনী॥

১১৭

খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা
মেঘের এলোকেশ ওড়ে পুবালী বায়
দোলে গলায় বলাকার মালিকা॥

চপল বিদ্যুতে হেরি সে চপলার
ঝিলিক হানে কণ্ঠের মণিহার,
নীল আঁচল হতে তৃষিত ধরার পথে
ছুঁড়ে ফেলে মুঠি মুঠি বৃষ্টি-শেফালিকা॥

কেয়া পাতার তরী ভাসায় কমল ঝিলে
তরুলতার শাখা সাজায় হরিৎ-নীলে।

ছিটিয়ে মেঠোজল খেলে সে অবিরল
কাজলা দীঘির জলে ঢেউ তোলে
আন্‌মনে ভসায় পদ্ম-পাতার থালিকা ॥

১১৮

বর্ষা ঋতু এল এল বিজয়ীর সাজে।
বাজে গুরু গুরু আনন্দ-ডমরু অম্বর মাঝে ॥
(বাঁকা) বিদ্যুৎ তরবারি ঘন ঘন চমকায়,
হানে তীর-বৃষ্টির অবিরল ধারায়,—
শুনি রথচক্রের ধ্বনি অশনির রোল,
সিন্ধু-তরঙ্গে মঞ্জীর বাজে ॥

ভীত বন উপবন লুটায়ে লুটায়ে
প্রণতি জানায় সেই বিজয়ীর পায়ে ;
(তার) অশান্ত গতিবেগ শুনি পূব-হাওয়াতে
চলে মেঘ-কুঞ্জর-সেনা তার সাথে,
তূণীর কেতকী জল-ধনু হাতে
হের চঞ্চল দুরন্ত গগনে বিরাজে ॥

১১৯

রুম ঝুম ঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
তমাল-বরণী কে নাচে গগন-কোলে ॥

তার অঙ্গের লাবণি যেন ঝরে অবিরল
হয়ে শীতল মেঘলামতীর ধারাজল ;
কদম-ফুলের পীত উত্তরী তার
পূব হাওয়াতে দোলে ॥

বিজলি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস জাগে,

বন-কুন্তলা ধরা হল শ্যাম মনোহরা
তাহারই অনুরাগে।

তারে হেরি পাপিয়া পিয়া পিয়া কহে,
সাগর কাঁদে, নদীজল বহে;
ময়ূর-ময়ূরী বন-শর্বরী
নাচে টলে টলে॥

১২০

(মিশ্র) গান্ধারী—ত্রিতাল

বরণ করে নিও না গো
(আমারে) নিও হরণ করে।
ভীরু আমায় জয় কর গো
তোমার মনের জোরে॥

পরাণ ব্যাকুল তোমার তরে
চরণ শুধু বারণ করে।
লুকিয়ে থাকি তোমার আশায়
রঙিন বসন প'রে॥

লজ্জা আমার ননদিনী লতিকার-ই প্রায়
যখনই যাই শ্যামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়।

চাইতে নারি চোখে চোখে
দেখে পাছে কোনো লোকে,
নয়নকে তাই শাসন করি
অশ্রুজলে ভরে॥

রচনা-কাল—১৯৩৫

১২১

মালা গাঁথা শেষ না হতে তুমি এলে ঘরে,
শূন্য হাতে তোমায় বরণ করব কেমন করে?

লজ্জা পাবার অবসর মোর
দিলে না হে চঞ্চল চোর,
সজ্জা-বিহীন মলিন তনু দেখলে নয়ন ভরে॥

বিফল মালার ফুলগুলি হায় কোথায় এখন রাখি,
ক্ষণিক দাঁড়াও, ঐ কুসুমে চরণ দুটি ঢাকি।
(তোমার) চরণ দু'টি ঢাকি।

আকুল কেশে পা মুছিয়ে
করবো বাতাস আঁচল দিয়ে,
মোর নয়ন হবে আরতি–দীপ তোমার পূজার তরে॥

১২২

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা,
তখন তুমি এলে।
ভাটির স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
পারের পথিক এলে॥

আঁধার যখন ছাইল বনতল,
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল,
দীপ নিভাতে এলে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলে॥

শূন্য যখন নিবেদনের থালা
তখন তুমি এলে,
শুকিয়ে যখন ঝরল বরণ–মালা
তখন তুমি এলে॥

নিরশ্রু এই নয়ন–পাতে
শেষ পূজা মোর আজকে রাতে
নিবু নিবু প্রাণ–শিখাতে
আরতি–দীপ জ্বেলে॥

১২৩

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ঘিরে',
তুমি এস ফিরে।
উঠছে কাঁদন ভাঙন-ধরা
নদীর তীরে তীরে।
তুমি এস ফিরে॥

বন্ধু তব বিরহেরি
অশ্রু ঝরে গগন ঘেরি',
লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি
অশান্ত সমীরে॥

আকাশ কাঁদে, আমি কাঁদি,
বাতাস কেঁদে সারা ;
তুমি কোথায়, কোথায় তুমি
পথিক পথহারা।

দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে
চেয়ে আছি অনিমিষে,—
আঁচল ঢেকে রাখবো কত
আশার প্রদীপটিরে॥

'ভারতবর্ষ'
শ্রাবণ ১৩৪৩

১২৪

সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর
যেদিন তুমি আমার হবে ?
আমার ধ্যানে আমার জ্ঞানে
প্রাণ মন মোর ঘিরে রবে॥

রইবে তুমি প্রিয়তম
আমার দেহে আত্মা-সম,

জানি না সাধ মিটবে কি না
তেমন করেও পাব যবে॥
পাওয়ার আমার শেষ হবে না
পেয়েও তোমায় বক্ষতলে,
সাগর মাঝে মিশে গিয়েও
নদী যেমন বয়ে চলে।

চাঁদকে দেখে পরান জুড়ায়,
তবু দেখার সাধ কি ফুরায়,
মিটেছিল সাধ কি রাধার
নিত্য পেয়েও নীল মাধবে॥

১২৫

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা
বনের বিধবা মেয়ে,
হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীথ-
আকাশের পানে চেয়ে॥

ক্ষীণ তনু-লতা বেদনা-মলিন
উদাস মূরতি ভূষণ-বিহীন,
তোরে হেরি ঝরে কুসুম-অশ্রু
বনের কপোল বেয়ে॥

তুই লুকায়ে কাঁদিস, রজনী জাগিস
সবাই ঘুমায় যবে,
বিধাতারে যেন বলিস, 'দেবতা
আমারে লইবে কবে।'

করুণ-শুভ্র-ভালোবাসা তোর
সুরভি ছড়ায় সারা নিশি ভোর,
প্রভাত বেলায় লুটাস ধুলায়
যেন কারে নাহি পেয়ে॥

১২৬

দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে,
বাঁশরি বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে ;
যৌবনের বিহঙ্গ ঐ
ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

বাজে বিজয়-ডঙ্কা তার এল তরুণ ফাল্গুনী,
জাগো ঘুমন্ত—দিকে দিকে ঐ গান শুনি'।

টুটিল সব অন্ধকার,—
খোল খোল বন্ধ দ্বার ;
বাহিরে কে যাবি আয়—
কে শুধায় জনে জনে॥

১২৭

সখি আর অভিমান জানাবো না,
বাসবো ভালো নীরবে।
যে চোখের জলে গললো না
তার মুখের কথায় কি হবে॥

অন্তর্যামী হয়ে অন্তরে মোর
দিবা-নিশি রহে যে চিত-চোর
অন্তরে মোর কোন্ সে ব্যথা—
বোঝে না সে, কে ক'বে॥

সখি, এবার আমার প্রেম-নিবেদন গোপনে—
সূর্যমুখী চাহে যেমন তপনে।
কুমুদিনী চাঁদে ভালোবাসে
তাই চিরদিন অশ্রুর সায়রে ভাসে,
চিরজীবন জানি কাঁদিতে হবে
তাহারে চেয়েছি যবে॥

১২৮

প্রিয়তম হে, বিদায় !
আর রাখিতে নারি, আশা-দীপ নিভে যায়
দুরন্ত বায়॥
কত ছিল বলিবার, হায় ! হল না বলা,
ঝুরিতেছে চামেলির বন উতলা ;
যেন অনন্ত দিনের বিরহিণী কে
কাঁদে দিকে দিকে, হায় ! হায়॥

রহিল ছড়ানো মোর প্রাণের তিয়াস
হুতাশ পবনে ;
জড়ানো রহিল মোর করুণ স্মৃতি
ধূসর গগনে।

তুমি মোরে স্মরিও
যদি এই পথে কোনদিন চলিতে প্রিয়
নিশিভোরে ঝরাফুল দলে যাও পায়॥

১২৯

তব গানের ভাষায় সুরে
বুঝেছি।
এতদিনে পেয়েছি তারে
আমি, যারে খুঁজেছি॥

ছিল, পাষাণ হয়ে গভীর অভিমান,
এলো সহসা আনন্দ-অশ্রুর বান ;
বিরহ-সুন্দর হয়ে সেই এলো
দেবতা বলে যারে পূজেছি॥

তোমার দেওয়া বিদায়ের মালা
পুনঃ প্রাণ পেল প্রিয়,
হয়ে শুভদৃষ্টির মিলন-মালিকা
বুকে ফিরে এলো প্রিয়॥

যাহারে নিষ্ঠুর বলেছি,
নিশীথে গোপনে কেঁদেছি ;
নয়নের বারি হাসি দিয়ে মুছেছি।

১৩০

কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে—
জানি না, জানি না, জানি না।
কেন মুকুলিকা ফুটে ওঠে পল্লব-তলে—
জানি না, জানি না, জানি না॥

কেন উর্মিলা-ঝর্ণার পাশে
সে আপন মঞ্জরি-ছায়া দেখে হাসে ;
কেন পাপিয়া কুহু মুহু মুহু বোলে—
জানি না, জানি না, জানি না॥

চৈতালী চাঁপা কয়—'মালতী শোন্,
শুনেছিস্ বুঝি মধুকর-গুঞ্জন,
তাই বুঝি এত মধু সুরভি উথলে—,
মধুমালতী বলে, 'জানি না, জানিনা, জানিনা॥

১৩১

এখনো ওঠেনি চাঁদ, এখনো ফোটেনি তারা,
এখনো দিনের কাজ হয়নি যে মোর সারা।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

এখনো বাঁধিনি বেণী, তুলিনি এখনো ফুল,
জ্বালি নাই মণিদীপ মম মন-মন্দিরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

পল্লব-গুণ্ঠনে নিশিগন্ধার কলি
চাহিতে পারে না লাজে দিবস যায়নি বলি
এখনো ওঠেনি ঢেউ থির সরসীর নীরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

যবে ঝিমাইবে চাঁদ ঘুমে তখন তোমার লাগি
রব একা পথ চেয়ে, বাতায়ন পাশে জাগি'
কবরীর মালা খুলে
ফেলে দেবো ধীরে ধীরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

১৩২

আবার ফাগুন এসেছে ফিরিয়া
তুমি তো এলে না, হায়!
শূন্য দেউল নাহি জ্বলে ধূপ
প্রদীপ নিভিয়া যায়॥

দিনশেষে যবে ঘনায় সন্ধ্যা,
জাগে চাঁদ জাগে রজনীগন্ধা,
চঞ্চল আঁখি জাগে কার লাগি
নিভৃত বনছায়॥

শাখে গাহে পাখি মুঞ্জরে শাখী
বন-বীণে ওঠে সুর,
উন্মাদ বায়ু গুঞ্জরি' ফেরে
প্রাণ করে দুরু দুর॥

আসিয়াছে পুন মাধবী রাতি,
আসিলে না হায় জাগার সাথী;
পিঞ্জরে কাঁদে জীবন-পাপিয়া
বন্ধন-বেদনায়॥

১৩৩

পথিক বন্ধু, এস এস
পাপড়ি-ছাওয়া পথ বেয়ে।
মন হয়েছে উতলা গো
তোমার আসার-পথ চেয়ে॥

আকাশ জুড়ে আলোর খেলা,
বসুন্ধরায় ফুলের মেলা ;
রঙিন মেঘের ভাসলো ভেলা
তোমারই আসার আভাস পেয়ে ॥

সাধ জাগে ঐ পথে তোমার
পেতে রাখি মন-প্রাণ,
চলতে গিয়ে দল্‌বে তারে
চরণ-ছোঁওয়া করবে দান ॥

তোমার ধ্যানে—হে রাজাধিরাজ,
সাজ ভুলেছি, ভুলেছি কাজ ;
আসবে তুমি সেই খুশিতে
আছে আমার মন ছেয়ে ॥

১৩৪

তোমায় যদি পেয়ে হারাই
নাই বা পেলাম তবে—
নেই কো আশা সারা জনম
তুমি আমার হবে ॥

তাই তো তোমায় মালার ডোরে
বাঁধিনি কো নিবিড় করে,
দূর আকাশের চাঁদকে বলো
কে পেয়েছে কবে ॥

শুক্লা রাতির চেয়ে আমার
কৃষ্ণাতিথি ভালো,
চাঁদের চেয়ে ভালো আমার
মাটির দীপের আলো।

তুমি হয়ো প্রদীপ-শিখা—
চিরকালের বাসন্তিকা,
মোর ফুলের বনে চাই না তোমায়,
মনের বনেই রবে ॥

১৩৫

তুমি আর একটি দিন থাকো।
হে চঞ্চল, যাবার আগে
মোর মিনতি রাখো॥
আমি ভালো ছিলাম ভুলে একা
কেন নিঠুর দিলে দেখা,
তুমি ঝরা ফুলের গাঁথলে মালা
গলায় দিলে না কো॥

তোমার কাজের মাঝে আমায় ভোলা
সহজ হবে, স্বামী!
কেমন করে একলা ঘরে
থাকবো ভুলে আমি।

নিভু নিভু প্রদীপ আশার
তুমি জ্বালিয়ে দিলে যদি আবার—
প্রিয় নিভ্‌তে তারে দিও না কো,
আদর দিয়ে রাখো॥

১৩৬

জাগো কৃষ্ণকলি জাগো কৃষ্ণকলি।
মধুকরের মিনতি মানো
ডাকে জাগো বলি বিহগ-কাকলি॥

তব দ্বারে বারেবারে মন-উদাসী
ভোরের হাওয়া এসে বাজায় বাঁশি,
ফিরে গেল ভ্রমরা মউ-পিয়াসী
অযথা বিতানে কানে কথা বলি'॥

হের হাতের তার ফুলঝুরি ফেলে ধুলায়
উদাসী বসন্ত মাগে বিদায়
দীরঘ শ্বাস ফেলি ঝরা পাতায়।

চাহে রঙিন ঊষা তব রঙের আভাস
তব লাল আভায় লজ্জা পায় হিঙুল পলাশ।
এলো কোকিল তোমার রঙে খেলতে হোলি॥

১৩৭

কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে! বাজে রে!
রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু বাজে রে। বাজে রে!
যেন ভোমরারি ঝাঁক গেল উড়ে
ফুল-বনের মাঝে রে॥

সায়র-জলে নামলো যেন বুনো হাঁসের দল,
যেন পাহাড় বেয়ে ছুটে এল ঝর্ণা ছলছল্;
থির সায়রে টাপুর-টুপুর ঝরে মেঘের জল
যেন বাদল-সাঁঝে রে॥

যেন আচম্‌কা নিঝুম রাতে গাঙে জোয়ার এলো,
ঝরা পাতায় চৈতী বাতাস বইলো এলোমেলো॥

সে সুর ওঠে রিম্‌ঝিমিয়ে
আমার বুকে চমক দিয়ে,
মহুয়া-ডালে গানের পাখি
নীরব হল লাজে রে॥

১৩৮

কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে
এই প্রভাত তটিনী-কূলে কূলে॥

ঐ ঘুমায়ে সকলি, জাগেনি কেউ,
জল নিতে এখনো আসেনি বউ;
শুধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ,
মেলেছে নয়ন কানন-ফুলে॥

যে সুবাস ঝরে ও-এলোকেশে
কমলে তা দিলে নাহিতে এসে ;
তব তনু-বাস দীঘিতে ভেসে
মাতাইছে মধুপ পথ ভুলে ॥
ও শিশির-কপোল-স্বেদ-বারি
পড়িল ঝরি নয়নে আমারি ;
জাগিয়া হেরি রূপ মনোহারী
দাঁড়ায়ে উষসী তোরণ-মূলে ॥

১৩৯

কঠিন ধরায় ফোটাতে ফসল-ফুল—
কে জানে মহা-সিন্ধু কেন গো
হইয়া ওঠে ব্যাকুল ॥
মেঘ হয়ে কেন আকাশ ভরিয়া
বারিধারা রূপে পড়ে গো ঝরিয়া,
কত লোক ভাবে উৎপাত এল,
কত লোক ভাবে ভুল ॥

কার বাঁধা-ঘর ভেঙে গেল, হায় !
বোঝে না কো তাহা মেঘ,
কূলে কূলে আনে ফুলের বন্যা
তাহার প্রেমের বেগ।

জানে না কাহার করিল সে ক্ষতি,
সে জানে স্নিগ্ধ হল বসুমতী ;
যে অকূলের পথে টানে, সে বোঝে না
ভাসিল কাহার কূল ॥

১৪০

আমি পথভোলা ভিনদেশী গানের পাখি।
তোমাদের সুরের সভায়
এই অজানায় লহ গো ডাকি' ॥

তোমরা বেঁধেছ বাসা যে তরু-শাখায়
আমারে বসিতে দিও তাহারি ছায়ায় ;
গাহিবার আছে আশা,
জানি না গানের ভাষা,
তবু ভালোবাসা দিয়ে বাঁধগো রাখী॥

মায়াময় তোমাদের তরুলতা ফুল,
তোমাদের গান শুনে পথ হল ভুল ;
যেন শতবার এসে জন্মেছি এই দেশে—
বন্ধু হে বন্ধু, অতিথিরে চিনিবে না কি॥

১৪১

নয়নে নিঁদ নাহি—
নিশীথে প্রহর জাগি' একাকিনী গান গাহি'।

কোথা তুমি কোন দূরে ফিরিয়া কি আসিবে না,
তোমার সাজানো বনে ফুটিয়া ঝরিল হেনা,
কত মালা গাঁথি কত আর পথ চাহি॥

কত আশা অনুরাগে হৃদয়-দেউলে রেখে
পূজিনু তোমারে পাষাণ, কাঁদিলাম ডেকে ডেকে ;
এস অভিমানী ফিরে, নিরাশার এ তিমিরে
চাঁদের তরণী বাহি'॥

১৪২

পরো সখি মধুর বধূ-বেশ।
বাঁধো আকুল চাঁচর কেশ॥
বাঁকা ভুরুর মাঝে পরো খয়েরি টিপ
বকুল-বেলার হার।
ছাড় মলিন বাস শাড়ি চাঁপা রং
পরো পরো আবার।
অধর রাঙাও সলাজ হাসিতে
মোছ নয়ন-ধার।

বিদেশী বন্ধু তোমারে স্মরিয়া
ফিরে এল নিজ দেশ॥

মিলন-দিনে আর সাজে না মুখ-ভার,
ভোলো ভোলো অভিমান,
মধুরে ডাক কাছে তায়, জুড়াও তাপিত প্রাণ।
অরুণ রাঙা হোক অনুরাগের রঙে
করুণ সজল নয়ান।
মরম-বীণায় উঠুক বাজিয়া
মিলন-মধুর রেশ॥

১৪৩

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে, হায়!
জোয়ারে উঠল দুলে ভরে জল কানায় কানায়॥

দুলে বসন্ত-রানী
কুসুমিতা বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায়॥

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম-পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ-তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি
দোলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল দোলনায়॥

১৪৪

আয় বনফুল, ডাকিছে মলয়।
এলোমেলো হাওয়ায় নূপুর বাজায়
কচি কিশলয়॥
তোমরা এলে না বলে ভ্রমরা কাঁদে,
অভিমানে মেঘ ঢাকিল চাঁদে,

"ভুল বঁধু ভুল" টুলটুলে মৌটুসি
বুলবুলে কয়॥

দুহু যামিনীর তিমির টুটে
মুহু মুহু কুহু কুহরি' ওঠে।

হে বন-কলি, গুণ্ঠন খোলো
হে মৃদু-লজ্জিতা, লজ্জা ভোলো
'কোথা তার কূল' বলে নটিনী তটিনী
খুঁজে বনময়॥

১৪৫

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত
দেখি তোমায় দূরে থেকে।
দলগুলি মোর রেঙে ওঠে
তোমার হাসির কিরণ মেখে॥

নিত্য জানাই প্রেম-আরতি
যে পথে, নাথ, তোমার গতি,
ওগো আমার ধ্রুব জ্যোতি
সাধ মেটে না তোমায় দেখে॥

জানি, তুমি আমার পাওয়ার বহু দূরে, হে দেবতা!
আমি মাটির পূজারিণী, কেমন করে জানাই ব্যথা।

সারা জীবন তবু, স্বামী,
তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি,
সন্ধ্যাবেলা ঝরি যেন
তোমার পানে নয়ন রেখে॥

১৪৬

আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে এলে
তুমি ধূসর সন্ধ্যা।

তোমারে অর্ঘ্য দিতে বনে ফুটিল কি তাই
রজনীগন্ধা ?

গোধূলির রং সম তব মুখে, হায় !
তরুণ হাসি কেন চকিতে মিলায় ?
সহসা মহুয়া বনে চঞ্চল বায়
হল নিথর সুমন্দা ॥

বিষাদ-গভীর তব নয়ন যেন
নিশীথের সিন্ধু ;
মুদিত কমলের দলিত দলে তুমি
শিশিরের বিন্দু।

তুমি সকরুণ প্রার্থনা বেলাশেষের,
পথ-হারা পাখি তুমি দূর বিদেশের,
স্নিগ্ধ স্রোত তুমি দূর অমরার
অলকানন্দা ॥

১৪৭
আধুনিক

তোমার মনে ফুটবে যবে প্রথম মুকুল।
প্রিয় হে প্রিয়, আমারে দিও সে প্রেমের ফুল ॥

দীরঘ বরষ মাস তাহারই আশে
জাগিয়া রব তব দুয়ার-পাশে,
বহিবে কবে ফুল-ফোটানো
দখিনা বাতাস অনুকূল ॥

আর কারে দাও যদি আমার সে ধ্যানের কুসুম
ক্ষতি নাই, ওগো প্রিয়, ভাঙুক এ অকরুণ ঘুম

গুঞ্জরি গুঞ্জরি ভ্রমর সম
কাঁদিব তোমারে ঘিরি', প্রিয়তম !
হুতাশ বাতাস সম কুসুম ফুটায়ে
চলে যাব দূরে বেভুল ॥

এন, ১৭০৬৪

১৪৮

শিউলি মালা গেঁথেছিলাম
তোমায় দেবো বলে।
না নিয়ে সে মালা নিঠুর
তুমি গেলে চলে॥

প্রণাম করে উদ্দেশে তাই
সেই মালিকা জলে ভাসাই,
তোমার ঘাটে লাগে যদি
নিও চরণ-তলে॥

এল শুভদিন যবে মোর
দুখের রাতির শেষে
তোমার তরী গেল ভেসে
সুদূর নিরুদ্দেশে।
দিন ফুরাবে শিউলি ফোটার
মোর শুভদিন আসবে না আর,
ভর্‌লো বিফল পূজার থালা
নীরব চোখের জলে॥

১৪৯

তুমি কি আসিবে না।
বলেছিলে তুমি আসিবে আবার ফুটিবে যবে হেনা॥

সেদিন ঘুমায়ে ছিল যে মুকুল
আজি সে পূর্ণ বিকশিত ফুল,
সেদিনের ভীরু অচেনা হৃদয়
আজি হতে চায় চেনা॥

ঘন-পল্লব-গুণ্ঠন-ঢাকা
ছিল সেদিন যে লতা
আজি সে পুষ্প নিবেদন লয়ে
কহিতে চায় যে কথা।

প্রদীপ জ্বালায়ে আজি সন্ধ্যায়
পথ চেয়ে আছি তোমার আশায়,
পূর্ণিমা তিথি আসিল, হে চাঁদ
অতিথি আসিলে না॥

১৫০

নাই চিনিলে আমায় তুমি,
রইব আধেক চেনা।
চাঁদ কি জানে কোথায় ফোটে
চাঁদনী রাতে হেনা॥

আধো আঁধার আধো আলোতে
একটু চোখের চাওয়া পথে
জানিতাম তা ভুলবে তুমি
আমার আঁখি ভুলবে না॥

আমার ঈষৎ পরিচয়ের
সেই সঞ্চয় লয়ে
হয় না সাহস তোমায় যাব
মনের কথা কয়ে।

একটু জানার মধু পিয়ে
বেড়াই কেন গুনগুনিয়ে,
তুমি জানো আমি জানি
আর কেহ জানে না॥

১৫১

বিদায়ের শেষ বাণী
তুমি মোরে বলো না,
জানি আমি তারে জানি॥

রাতের আঁধারে পাখি
সে কথা কহিছে ডাকি,
বায়ু করে কানাকানি॥

আকাশের পার হতে
যে তারকা ঝরে যায়,
সে যে আজ কয়ে গেল
তোমার কথাটি, হায় !

যাবে তুমি কোন্ ক্ষণে
ভুলে আছি আনমনে,
ভাঙিও না ভুলখানি॥

১৫২

মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায়-সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে
তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা॥
সেই যে বিদায়-ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার, রাখিবে আমারে মনে,
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা॥

আজো আসিলে না, হায় !
মোর অশ্রুর লিপি বনের বিহগী দিকে দিকে লয়ে যায়
তোমারে খুঁজে না পায়।

মোর গানের পাপিয়া ঝুরে
গহন কাননে তব নাম লয়ে আজও 'পিয়া পিয়া' সুরে।
গান থেমে যায়, হায় ! ফিরে আসে পাখি
বুকে বিঁধে অবহেলা॥

১৫৩

কৃষ্ণা নিশীথ নাচে ঝিল্লীর নূপুর বাজে
রিমিঝিমি রিমিঝিমি মৃদু আওয়াজে॥
আঁধারের চাঁচর চিকুর খুলিয়া
আপন মনে নাচে হেলিয়া দুলিয়া

মুঠি মুঠি হিম-কণা তারা-ফুল তুলিয়া
ছুঁড়ে ফেলে ধরণী মাঝে ॥

তার মণি-হার খুলে পড়ে উল্কা-মানিক,
তার নাচের নেশায় ঝিমায় দশদিক।

আধো-রাতে আমি শুনি স্বপনে
তার গুঞ্জন-গীত কান-কথা গোপনে,
কালো-রূপের শিখা ও কি শ্যামা বালিকা
নাচে নাচে জাগাইতে নটরাজে ॥

১৫৪

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে ॥
বল পথিক বল বল
কেন নয়ন ছলছল,
কেন শিশির টলমল,
কমল-কোরকে ॥

তোমার হাসির তড়িৎ-আলোকে
মেঘ দেখেছি তব মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে আনো কেন
পূবের হাওয়ায় কাঁদন হেন,
ধূলি-ঝড়ে ঢাকলে যেন
ফুলেল্ বসন্তকে ॥

১৫৫

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন তুমি এলে ঘরে ॥
তোমার আসার লগ্ন এলো
যে-দিন আশা ফুরিয়ে গেলো,

মন গিয়েছে মরে, যখন পেলাম মনোহরে॥
আঘাত দিয়ে দিয়ে যে-দিন করলে পাষাণ মোরে,
সেদিন নিয়ে বসালে হায়! তোমার ঠাকুর ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি
বহু সে-যুগ ছিলাম জাগি;
আজি কি বেলা-শেষে তুমি এলে স্বয়ম্বরে॥

১৫৬

বনদেবী জাগো
সহকার-করে বাঁধো বল্লরী কঙ্কণ।
আকাশে জাগাও তব
নব কিশলয়-কেতন-কম্পন॥

অশান্ত দক্ষিণা সমীরণ
গেয়ে যাক বসন্ত আবাহন,
বনে বনে হোক ফুল-আলপনা অঙ্কন॥

মধুপ গুঞ্জরে ঝিল্লীর মণি-মঞ্জীরে
তোলো ঝংকার,
মুহু মুহু কুহু রবে আনো আনন্দিত ছন্দ
ধরণীতে অলকানন্দার।

ঝরা পল্লব মরমরে
মৃদু ঝরণার ঝরঝরে
মুখরিত হোক তব বনভূমি-অঙ্গন॥

১৫৭

মোর প্রথম মনের মুকুল
ঝরে গেল হায় মনে, মিলনেরি ক্ষণে।
কপোতীর মিনতি কপোত শুনিল না,
উড়ে গেল গহন বনে॥

দক্ষিণ সমীরণ কুসুম ফোটায় গো,
আমারি কাননে ফুল কেন ঝরে যায় গো,
জ্বলিল প্রদীপ সকলেরি ঘরে, হায় !
নিভে গেল মোর দীপ গোধূলি-লগনে॥

বিফল অভিমানে কাঁদে বনমালা কণ্ঠ জড়ায়ে,
কাঁদি ধূলি-পথে একা ছিন্ন-লতার প্রায়, লুটায়ে লুটায়ে।

দারুণ তিয়াসে এসে সাগর-মুখে
ঢলিয়া পড়িনু, হায় ! বালুকারি বুকে ;
ধোঁয়ারে মেঘ ভাবি' ভুলিল চাতকী—
জ্বলিয়া মরি গো বিরহ-দহনে॥

১৫৮

মোরে ভালবাসায় ভুলিয়ো না,
পাওয়ার আশায় ভুলিয়ো।
মোরে আদর দিয়ে দুলিয়ো না,
আঘাত দিয়ে দুলিয়ো॥

হে প্রিয়, মোর এ কী মোহ—
এ-প্রাণ শুধু চায় বিরহ,
তুমি কঠিন সুরে বেঁধে আমায়
সুরের লহর তুলিও॥

প্রভু, শান্তি চাহে জুড়াতে সব
আমি চাহি পুড়িতে—
সুখের ঘরে আগুন জ্বেলে
পথে পথে ঘুরিতে।

নগ্ন দিনের আলোকেতে
চাহি না তোমায় বক্ষে পেতে,
তুমি ঘুমের মাঝে স্বপনেতে
হৃদয়-দুয়ার খুলিও॥

১৫৯

হংস-মিথুন ওগো যাও কয়ে যাও—
বৈশাখী তৃষ্ণার জল কোথা পাও॥

কোন্ মানস-সরোবর-জলে
পদ্ম-পাতার ছায়াতলে
পাখায় বাঁধিয়া পাখা দু'জনে
প্রখর বিরহ-দাহন জুড়াও॥

অলস দুপুর মোর কাটে না একা,
ঝরে যায় চন্দন-পত্রলেখা।

কখন আসিবে মেঘ নভে,
মিটিবে আমার তৃষ্ণা কবে?
তৃষায় মূর্ছিতা চাতকী—
কোথায় তাহার ঘনশ্যাম, বলে দাও॥

১৬০

সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি
আমারে ছুঁইয়াছিলে।
অনুরাগ-কুঙ্কুম দিলে দেহে মনে,
বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে?

বাঁশি বাজাইয়া লুকালে তুমি কোথায়—
যে ফুল ফোটালে, সে ফুল শুকায়ে যায়;
কী যেন হারায়ে প্রাণ করে হায় হায়—
কী চেয়েছিলে—কেন কেড়ে নাহি নিলে॥

জড়ায়ে ধরিয়া কেন ফিরে গেলে,
বল কোন্ অভিমানে?
কেন জাগে নাকো আর সে মাধুরী
রস-আনন্দ প্রাণে?

তোমারে বুঝি গো বুঝেছিনু আমি ভুল,
এসেছিলে তুমি ফোটাতে প্রেম-মুকুল ;
কেন আঘাত করিয়া, প্রিয়তম, সেই
ভুল নাহি ভাঙাইলে॥

১৬১

স্বপনে এসো নিরজনে প্রিয়া।
আধো রাতে চাঁদের সনে (প্রিয়া)॥

রহিব যখন মগন ঘুমে
যেয়ো নীরবে নয়ন চুমে—
মধুকর আসে যখন গোপনে
মল্লিকা চামেলি বনে॥

বাতায়নে চাঁপার ডালে
এসো কুসুম হয়ে নিশীথ কালে।

ভীরু কপোতী সম
এসো হৃদয়ে মম—
বাহুর মালা হয়ে বাসর-শয়নে (প্রিয়া)॥

১৬২

মুখে কেন নাহি বল
আঁখিতে যে-কথা কহ।
অন্তরে যদি চাহ মোরে তবে
কেন দূরে দূরে রহ॥

প্রেম-দীপশিখা অন্তরে যদি জ্বলে—
কেন চাহ তারে লুকাইতে অঞ্চলে ;
পূজিবে না যদি সুন্দরে—
রূপ-অঞ্জলি কেন বহ॥
ফুটিলে কুসুম-কলি
রহে না পাতার তলে,

কুণ্ঠা ভুলিয়া দখিনা বায়ের
কানে কানে কথা বলে।

যে-অমৃত-ধারা উথলে হৃদয় মাঝে,
রুধিয়া তাহারে রেখো না হৃদয়ে লাজে ;
প্রাণ কাঁদে যার লাগি তারে কেন
বিরহ-দাহনে দহ॥

১৬৩

পিয়া পিয়া পিয়া—পাপিয়া পুকারে।
"চোখ গেল" বিরহিনী বধূর মনের কথা
কাঁদিয়া বেড়ায় বাদল-আঁধারে॥

প্রথম বিরহ অল্প-বয়সী—
ভুলি' গৃহকাজ রহে বাতায়নে বসি ;
পাখির পিয়া-স্বর বুকে তার তোলে ঝড়,
অঞ্চলে আঁখি-জল মোছে বারে বারে॥

পরেনি বেশ, বাঁধেনি কেশ
ম্লান-মুখী দীপালিকা ;
নীরব দেহে যেন শুকায়ে যায় ওগো
মালতীর মালিকা।

বনের বিহঙ্গ ছাড়ি' বিহগীরে
যায় না বিদেশে, রহে সুখ-নীড়ে ;
বলো কেমনে, ওগো প্রেমের বিধাতা,
বিরহ-দাহ সহি হিয়ার মাঝারে॥

১৬৪

প্রিয়তম, এত প্রেম দিও না গো,
সহিতে পারি না আর।

তটিনীর বুকে ঝাঁপায়ে পড়িলে
কোন্ মহা-পারাবার।।

তোমার প্রেমের বন্যায় বঁধু, হায়!
দুই কূল মোর ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়;
আমি নিজেরে হারাতে চাহিনি, বন্ধু,
দিতে চেয়েছিনু হায়।।

তুমি চাহ বুঝি তুমি ছাড়া আর
রহিবে না মোর কেউ,
তাই কি পরাণে তুফান তোলে গো
এত রোদনের ঢেউ।

দেহ ও মনের সীমা ছাড়াইয়া মোরে
কোথায় নিয়ে যেতে চাও মোর হাত ধরে;
বলো কোন্ মধুবনে শেষ হবে বঁধু
আমাদের অভিসার।।

১৬৫

আমি দিনের সকল কাজের মাঝে তোমায় মনে পড়ে।
আমার কাজ ভুলে যাই, মন চলে যায় সুদূর দেশান্তরে।।

তোমায় মনে পড়ে।।
তুলসী-তলায় দীপ জ্বালিয়ে
দূর আকাশে রই তাকিয়ে,
সাঁঝের ঝরা-ফুলের মত অশ্রুবারি ঝরে।।

আঁধার রাতে বাতায়নে একলা বসে থাকি,
চাঁদকে শুধায় তোমার কথা ঘুম-হারা মোর আঁখি।

প্রভাত-বেলা গভীর ব্যথায়
মন কেঁদে কয় তুমি কোথায়,
শূন্য লাগে এ তিন ভুবন প্রিয় তোমার তরে।।

১৬৬

উতল হল শান্ত আকাশ
তোমার কলগীতে।
বাদলা-ধারা ঝরে বুঝি
তাই আজি নিশীথে॥

সুর যে তোমার নেশার মত
মনকে দোলায় অবিরত,
ফুলকে শেখায় ফুটিতে গো,
পাখিকে শিস দিতে॥

কেন তুমি গানের ছলে
বঁধু, বেড়াও কেঁদে—
তীরের চেয়েও সুর যে তোমার
প্রাণে অধিক বেঁধে।

তোমার সুরে সে কোন্ ব্যথা
দিল এত বিহ্বলতা?
আমি জানি সে বারতা,
তাই কাঁদি নিভৃতে॥

১৬৭

স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে
কুমুদ ফোটে দীঘিতে।
সেই আধো রাতে নয়ন-পাতে
ঘুম হয়ে এসো নিভৃতে॥

আমার তন্দ্রার মাঝে
যেন তব বাঁশরি বাজে,
মম দেহ-বীণায় ঝঙ্কার তুলিও
গভীর করুণ গীতে॥

যে বিফল-মালা শুকায় নিরালা
বাতায়ন-লগ্না,
পরশ করো এসে রহিব যবে আমি
ঘুম নিমগ্না।

শিশিরের মানিক দুলে
যখন হেনার-মুকুলে
হে সুদূর পথিক, এসো ভুলে
নীরব সে নিশীথে॥

১৬৮

কিশোরীরা : মোরা ফুটিয়াছি বঁধু
হের তোমারি আশায়।
১ম কিশোরী : আমি অনুরাগ-রাঙা,
আমি গোলাব-শাখায়॥

২য় কিশোরী : বন-কুন্তলে গরবী
আমি কানন-করবী
৩য় কিশোরী : আমি সরসী-কমলা
আমি ষোড়শী-কমলা
৪র্থ কিশোরী : আমি চম্পক খোঁপায়॥

নিভিল আলেয়া-আলো পথ চলিতে,
প্রজাপতিদ্বয় : তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।

কিশোরীরা : মোরা অনির্বাণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম রাঙা আমরা জ্যোতি।
প্রজাপতিদ্বয় : আমরা চাহি না ক প্রেম,
চাহি মোহনী-মায়ায়॥

১৬৯

মহুয়া-বনে লো মধু খেতে, সই!
বাহিরে চাঁদ এল, ঘরে মোর চাঁদ কই॥

আমার নাচের সাথী কোথা পাইনে দেখা,
সরেনা পা ওলো নাচতে একা;
সে বিনে সখি লো আমি আমার নই॥

মিছে মাদলে তাল হানে মাদলিয়া,
সে কি গেল বিদেশ, মোরে না বলিয়া।

দূরে বাঁশি বাজে পলাশ পিয়াল বনে,
বুঝি ঐ বঁধু মোর যেন লাগে মনে;
সে মোরে ভুলে নাচে কাহার সনে,
সে যে জানতো না, সজনী, কভু আমি বৈ॥

১৭০

বিধুর তব অধর-কোণে
মধুর হাসির রেখা
তারি লাগি ভিখারি-মন
ফেরে একা একা॥

সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
থির হয়েছে অধীর পবন
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু-কেকা॥

কখন তুমি চাইবে, প্রিয়া,
সলাজ অনুরাগে,
তিমির-তীরে অরুণ ঊষা
তারি আশায় জাগে।

কেমন করে চাঁদ যে টানে—
সিন্ধু জলের জোয়ার জানে,
দেখিতে, আমি আসি না কো
দিতে তোমায় দেখা॥

১৭১

দ্বৈত সঙ্গীত

স্ত্রী : বেদনা-বিহ্বল পাগল পুবালী পবনে
হায় নিদহারা তার আঁখি-তারা জাগে
আনমনা একা বাতায়নে॥

ঝরিছে অঝোর নভে বাদল,
হিয়া দুরুদুরু মনতল,
কাজলের বাঁধ নাহি মানে, হায় !
অশ্রুর নদী দু'নয়নে ॥

পুরুষ : মন চলে গেছে দূর-সুদূর
একা প্রিয় যথা ব্যথা-বিধুর ;
স্ত্রী : এ বাদল-রাতি কাটে বিনা সাথী,
তারি কথা শুধু পড়ে মনে ॥

১৭২

ফুলের বনে আজ বুঝি সই
রূপ-সায়রের ঢেউ লেগেছে।
ঘুমিয়ে-পড়া শ্যাম ভ্রমরা
গুনগুনিয়ে গান ধরেছে ॥

কুড়িয়ে পাওয়া কুসুম-দলে
ডুবিয়ে নিয়ে শিশির-জলে
পরতে ধরা আপন গলে মালা গেঁথেছে ॥

প্রেম-পিয়াসীর বুকের কাঁদন
জাগিয়ে দিল মলয় পবন,
পরাণ-বঁধুর কাজল নয়ন মনে জেগেছে ॥

১৭৩

বঁধুর চোখে জল—
আহা গোলাপ যূঁথীর পাঁপড়ি যেন শিশির-ছলছল !
আঁখি দুটি কাজল-কালো—
যেন বনের ছায়া-আলো,
কান্না-হাসির দোল্-দোলানো পৌষ-ফাগুনের ঢল ॥

বঁধুর চোখে জল—
আহা সুখের রাতের স্বপন যেন নেশায় টলমল।।

চাউনি-ঝরা রূপ-দীপালি
ঘনায় মনে সুর-মিতালি,
ঘোর বরষায় ফাগুন যেন আলোয় ঝলমল।।

১৭৪

পরদেশী মেঘ যাও রে ফিরে।
বলিও আমার পরদেশী রে।।

সে দেশে যবে বাদল ঝরে
কাঁদে না কি প্রাণ একেলা ঘরে,
বিরহ-ব্যথা নাহি কি সেথা
বাজে না বাঁশি নদীর তীরে।।

বাদল-রাতে ডাকিলে,
'পিয়া পিয়া পাপিয়া',
বেদনায় ভরে ওঠে না কি রে
কাহারো হিয়া।।

ফোটে যবে ফুল, ওঠে যবে চাঁদ
জাগে না সেথা কি প্রাণে কোন সাধ,
দেয় না কেহ গুরু-গঞ্জনা
সে দেশে বুঝি কুলবতী রে।।

১৭৫

পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি
এমনি ভাবে।
এমনি করে জনম কি মোর
কেঁদেই যাবে।।

ওগো চপল বনের পাখি,
ধরা তুমি দেবে না কি,—
অন্তরালে থাকি, শুধু
গান শোনাবে॥

কেন এলে নিঠুর তুমি
পথিক-হাওয়া,
তোমার স্বভাব ফুল ফুটিয়েই
ঝরিয়ে যাওয়া।

হে বিরহী, লীলা-চতুর,
অশ্রু কি মোর এতই মধুর!
কবে এসে আমার অভিমান ভাঙাবে॥

১৭৬

জাগো যুবতী! আসে যুবরাজ।
অশোক-রাঙা বসনে সাজ॥

আসন পাতো বনে অঞ্চল আধো,
বন্দনা-গীতি-ভাষা বাধো-বাধো,
কপোলে লাজ॥

উছলি' ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে, বুকে, অঙ্গে
আকুল তরঙ্গে।

আগমনী-ছন্দ মেঘ-মৃদঙ্গে,
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে।
বাজো হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরি বাজো॥

১৭৭

আমি হব মাটির বুকে ফুল।
প্রভাত-বেলা হয়তো পাব
তোমার চরণ-মূল॥

ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়,
রইব তোমার গলার মালায়,
সুগন্ধ মোর মিলবে হাওয়ায়
আনন্দ আকুল॥

আমারি রঙে রঙিন হবে বন,
পাখির কণ্ঠে আনব আমি
গানের হরষণ।

না-ই যদি নাও তোমার গলে—
তোমার পূজা-বেদীতলে
শুকাব গো, সে-ই হবে মোর
মরণ অতুল॥

১৭৮

একাদশীর চাঁদ রে ঐ
রাঙা মেঘের পাশে।
যেন কাহার ভাঙা কলস
আকাশ-গাঙে ভাসে॥
সেই কলসি হতে ধরার 'পরে
অঝোর ধারায় মধু ঝরে রে—
দলে দলে তাই কি তারার
মৌমাছিরা আসে॥

সেই মধু পিয়ে ঘুমের নেশায়
ঝিমায় নিশীথ রাতি,
বন-বধূ সেই মধু ধরে
ফুলের পাত্র পাতি।

সেই মধু এক বিন্দু পিয়ে
সিন্ধু ওঠে ঝিলমিলিয়ে রে—
সেই চাঁদেরই আধখানা কি
তোমার মুখে হাসে॥

১৭৯

কত রাতি পোহায় বিফলে, হায়!
জাগি' জাগি'।
সদা আঁখি-নীরে ভাসি
তারি লাগি'॥

সে কোথায় দূর-দেশে
হেসে মাতায় মধু রাতি
বুকে যে জ্বলে মরে
হেথা মোর আশা-বাতি,
ভুলেছে সে তবু কেন তারে মাগি॥

মলয়ে দোলে শাখী—
ভাবি সে বুঝি এল,
চকিতে নড়লে পাখি
চমকে উঠি যে লো।

চুপি কয় কানে কানে
বেহায়া ভোমরা গানে—
মিছে এ ফুল-শয়নে
মানিনী মঞ্জলি মনে,
অকারণে অকরুণে অনুরাগী॥

১৮০

ও কে চলিছে বনপথে একা
নূপুর পায়ে রণঝন ঝন্।
তারি চপল চরণ-আঘাতে
দুলিছে নদী, দোলে ফুলবন॥

ঝরে ঝর্ঝর গিরি-নির্ঝর তার ছন্দ চুরি করে,
'এল সুন্দর এল সুন্দর'—বাজে বনের মর্মরে।

গাহে পাখি মেলি আঁখি,
বলে, বনদেবী এলো না কি?
মধুর রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গে আনে শিহরণ॥

সন্ধ্যায় ঝিল্লীর মঞ্জীর তার
ঝির-ঝির শির-শির তোলে ঝঙ্কার।
মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া-হরিণী—
ফোটালো আঁধারে, মরি মরি,
অরুণ আলোর মঞ্জরি;
দুলিছে অলকে আঁখির পলকে
দোলন-চাঁপার নাচের মতন॥

১৮১

গুনগুনিয়ে ভ্রমর এল ফুলের পরাগ মেখে।
তোমার বনে ফুল ফুটেছে যায় কয়ে তাই ডেকে॥

তোমার ভ্রমর-দূতের কাছে
যে বারতা লুকিয়ে আছে
দখিন হাওয়ায় তারই আভাস
শুনি থেকে থেকে॥

দল মেলেছে তোমার মনের মুকুল এতদিনে
সেই কথাটি পাখিরা গায় বিজন বিপিনে।

তোমার ঘাটের ঢেউগুলি, হায়!
আমার ঘাটে দোল দিয়ে যায়;
লতার পাতায় জ্যোৎস্না দিয়ে
সেই কথা চাঁদ লেখে॥

১৮২

চৈতালী চাঁদিনী রাতে—
নব-মালতীর কলি মুকুল-নয়ন তুলি'
নিশি জাগে আমারি সাথে॥

পিয়াসী চকোরীর দিনগোনা ফুরালো,
শূন্য গগনের বক্ষ জুড়ালো;

দক্ষিণ-সমীরণ মাধবী কঙ্কণ
পরায়ে দিল বনভূমির হাতে ॥

চাঁদিনী তিথি এল,
আমারি চাঁদ কেন এলো না ;
বনের বুকের আঁধার গেল গো
মনের আঁধার গেল না।

এ মধু-নিশি মিলন-মালায়
কাঁটারই মত আমি বিঁধিয়া আছি, হায় !
সবারই আঁখিতে আলোর দেয়ালি,
অশ্রু আমারি নয়ন-পাতে ॥

১৮৩

চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে।
নয়ন-পলকে বিজলি ঝলকে
চাঁচর অলক ওড়ে পবনে ॥

রিমঝিম বৃষ্টির নূপুর বোলে,
মৃদঙ্গ বাজে গুরু গম্ভীর রোলে ;
হেরি সেই নৃত্য ধরার চিত্ত
ডুবুডুবু বরিষার প্রেম-প্লাবনে ॥

উদাসী বেণু তার অশান্ত বায়ে
বাজে রহি রহি দূর বনছায়ে ;
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে,
ভাবের বন্যা বহে বৃন্দাবনে ॥

১৮৪

পুবালী পবনে বাঁশি বাজে রহি' রহি'।
ভবনের বধূরে ডাকে বনের বিরহী ॥

রতন হিন্দোলা নীপ-ডালে বাঁধা,
দোলে দোলে, বলে যেন "রাধা রাধা"।

দুরু দুরু বুকে বাজে গুরু গুরু দেয়া,
কেয়াফুল আনে সোম-সুগন্ধ বহি'॥

চোখে মাখি' সজল কাজলের ছলনা
অভিসারিকার সাজে সাজে গোপ-ললনা।

বৃষ্টির টিপ ফেলে ননদীর নয়নে
কদম-কুঞ্জে চলে গোপন চরণে।
মিলন-বিরহ শোক তারি বুকে কাঁদে
"রাধা-শ্যাম রাধা-শ্যাম" কহি'॥

১৮৫

বন-ফুলের তুমি মঞ্জরি গো।
তোমার নেশায় পথিকভ্রমর
ব্যাকুল হল গুঞ্জরি' গো॥

তুমি মায়ালোকের নন্দিনী
নন্দনের আনন্দিনী,
তুমি ধূলির ধরার বন্দিনী—
যাও গহন কাননে সঞ্চরি' গো॥

মৃদু পরশ-কুণ্ঠিতা
তুমি বালিকা—
বল্লভ-ভীতা পল্লব-অবগুণ্ঠিতা মুকুলিকা।

তুমি প্রভাত-বেলায় মুঞ্জরি
লাজে সন্ধ্যায় যাও ঝরি'
তুমি অরণ্যা-বল্লরী শোভা
ফুল্ল পল্লী-সুন্দরী॥

১৮৬

বাজে মৃদঙ্গ বরষার ওই দিকে দিকে দিগন্তরে।
নীরস ধরা সরস হলো কাহার যাদু-মন্তরে॥

বন-ময়ূর আনন্দে
নাচে ধারা-প্রপাত ছন্দে,
ঝরঝর গিরি-নির্ঝর স্রোতে অন্তর-সুখে সন্তরে॥
শ্যামল প্রিয়-দরশা হল ধূসর পথ-প্রান্তর,
বন্ধু-মিলন-হরষা গাহে দাদুরী অবান্তর।

শ্রাবণ-প্লাবন বন্যাতে
আজি পুষ্পে পল্লবে বন মাতে,
এল শ্যাম-শোভন সুন্দর প্রাণ চঞ্চল করে মন্থরে॥

১৮৭

মাদল বাজিয়ে এল বাদলা মেঘ এলোমেলো,
মাতলা হাওয়া এল বনে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে কালো জামের গাছে,
পিয়া পিয়া বন-পাপিয়া ডাকে আপন মনে॥

বেত-বনের আড়ালে ডাহুকী ডাকে,
ডাকে না এমন দিনে কেহ আমাকে;
বেণীর বিনুনী খুলে খুলে পড়ে,
একলা মন টেকে না ঘরের কোণে॥

জঙ্গল পাহাড় কাঁপে বাজের আওয়াজে,
বুকের মাঝে তবু নূপুর বাজে;
ঝিঁঝি তার ডাক ভুলে
রিমঝিম্-ঝিম্ বৃষ্টির বাজনা শোনে॥

১৮৮

মধুকর মঞ্জীর বাজে
বাজে গুন্ গুন্ মঞ্জুল গুঞ্জরণে।
মৃদুল দোদুল নৃত্যে
বন-বালিকা মাতে কুঞ্জবনে॥

বাজাইছে সমীর দখিনা
পল্লবে মর্মর বীণা,
বনভূমি ধ্যান-আসীনা
সাজিল রাঙা কিশলয়-বসনে॥

ধূলি-ধূসর প্রান্তর
পরেছিল গৈরিক সন্ন্যাসী-সাজ,
নব-দুর্বাদল শ্যাম হলো
আনন্দে আজ।

লতিকা-বিতানে ওঠে ডাকি'
মুহু মুহু ঘুমহারা পাখি,
নব নীল অঞ্জন মাখি'
উদাসী আকাশ হাসে চাঁদের সনে॥

১৮৯

মেঘের ডমরু ঘন বাজে।
বিজলি চমকায় আমার বনছায়
মনের ময়ূর যেন সাজে॥

সঘন শ্রাবণ গগন-তলে
রিমি ঝিমি ঝিম্ নবধারা-জলে
চরণ-ধ্বনি বাজায় কে সে—
নয়ন লুটায় তারি লাজে॥

ওড়ে গগন-তলে গানের বলাকা,
শিহরণ জাগে উজ্জ্বল-পাখা।
সুদূরের মেঘে অলকার পানে,
ভেসে চলে যায় শ্রাবণের গানে
কাহার ঠিকানা খুঁজিয়া বেড়ায়,
হৃদয়ে কার স্মৃতি রাজে॥

১৯০

যদিও দূরে থাক তবু যে ভুলি নাক,
তোমার এ ভালোবাসা দিল যে মোরে মান।
আমারি তরে নিতি গেয়েছ কত গীতি,
কত যে সুখ-স্মৃতি দিয়েছ বলিদান॥
আজিও বাণী তব বহিছে ফুলবাসে,
মরম-ব্যথা হয়ে সে আসে হৃদি-পাশে।

যে-ব্যথা অভিমানে পরশ তব আনে—
গভীর সে-বেদনা রাঙালো মন-প্রাণ॥

১৯১

বেলফুল এনে দাও,
চাই না বকুল।
চাই না হেনা, আনো
আমের মুকুল॥

গোলাপ বড় গরবী,
এনে দাও করবী,
চাইতে যূথী আনো
টগর, কি ভুল॥

কি হবে কেয়া, দেয়া
নাই গগনে;
আনো সন্ধ্যামালতী
গোধূলি-লগনে।

গিরি-মল্লিকা কই,
চামেলি পেয়েছে সই,
চাঁপা এনে দাও, নয়
বাঁধব না চুল॥

১৯২

তোমার আকাশে এসেছিনু, হায়!
আমি কলঙ্কী চাঁদ।
দূর হতে শুধু ভালোবেসেছিনু—
সে তো নহে অপরাধ॥
তুমি তো জানিতে আমার হিয়ার তলে
কোন্ সে বেদনা কলঙ্ক হয়ে দোলে;
মোর জোছনায় ডুবে গেল তাই
তোমার মনের বাঁধ॥

কলঙ্ক মোর দেখেছে সবাই,
তুমি দেখেছিলে আলো—
মোর কলঙ্ক গৌরব মানি'
তাই বেসেছিলে ভালো।

অঙ্গে তোমার মোর ছাপ লাগে পাছে—
ভালবেসে তবু তোমারে চাহিনি কাছে!
অঙ্গার-সম জ্বলে আজো প্রাণে.
অপূর্ণ মোর সাধ॥

১৯৩

বিদেশিনী চিনি চিনি।
চিনি চিনি ঐ চরণের নূপুর রিনিঝিনি॥

দ্বীপ জেগে ওঠে পাথার জলে
তোমার চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙচিল সিন্ধু-কপোত
তোমারি সুরে-আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো
তোমার বেণীর বন্ধে।
মলয়ে শুনেছি তোমার বলয়
চুড়ির রিনিঠিনি॥

সাগর-সলিল হয়েছে সুনীল
তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল
দেবদারু তরু-পর্ণে।
অস্ত-তপন হয়েছে রঙিন
তোমার হাসির স্বর্ণে
শঙ্খ-ধবল বেলাভূমে
খেলো সাগর-নটিনী॥

১৯৪

আজো মধুর বাঁশরি বাজে
গোধূলি-লগনে বুকের মাঝে॥

আজো মনে হয় সহসা কখন
জলে ভরা দুটি ডাগর নয়ন
ক্ষণিকের ভুলে সেই চাঁপা ফুলে
ফেলে ছুটে যাওয়া লাজে॥

হারানো দিন বুঝি আসিবে না ফিরে
মন কাঁদে তাই স্মৃতির তীরে

তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন
গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
সে আজো পথ চাহে সাঁঝে॥

১৯৫

ওরে বেভুল—
তবু ভাঙলো না তোর ভুল;
ভাঙলো যে তোর আশার প্রাসাদ
ভাঙলো প্রেম-পুতুল॥

দূর আকাশের সোনার চাঁদে
চাইলি পেতে বাহুর ফাঁদে,
আজ হতাশায় পরান কাঁদে
বৃথাই হস ব্যাকুল॥

সাধ করে তুই পরলি গলে
প্রেম-ফুলের মালা,
ফুল সে তো নয় কাঁটা শুধু—
দেয় সে দহন-জ্বালা।
আলেয়ার ঐ আলোর পিছে
ঘুরে ঘুরে মরলি মিছে,
সাগরে তুই ভাসলি নিজে—
কোথায় পাবি কূল॥

১৯৬

পাখি জাগে ফুল জাগে আজি রাতে।
বুঝি আসিবে তুমি শেষ খেয়াতে॥

কাজ সারা হয়ে গেছে মোর,
গেঁথেছি বকুল ফুলডোর ;
কুসুমিত উপবন তলে
আমি বসে আছি ভরা জোছনাতে॥

ওপারে উঠেছে তারা
এপারে প্রদীপ জ্বলে,
যেন তোমার আঁখির সাথে
আজি মোর আঁখি কথা বলে।
গান গেয়ে প্রিয় তব লাগি'
প্রহরে প্রহরে আমি জাগি ;
নয়নে আমার নিদ নাহি
প্রিয় তোমার মধুর ভাবনাতে॥

১৯৭

মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকিয়াছে।
আর দূরে থাকিও না, এসো এসো আরো কাছে॥

(মোর) ভবন-কপোতগুলি উড়িয়া গিয়াছে ভয়ে,
কাঁপিছে মালতী-লতা মুকুল-বক্ষে লয়ে;
(মোর) আশার প্রদীপ-শিখা হের ঝড়ে নিভিয়াছে॥

হের ঘোর ঘনঘটা সব লাজ দিল ঢেকে
বিজলি তোমারে হেরি চমকায় থেকে থেকে,

বাহিরে আলেয়া ডাকে ধর হাত ধর মম,
আঁধারে দেখাও পথ তুমি ধ্রুবতারা-সম;
ঐ শোন গো ফটিক-জল তৃষ্ণার বারি যাচে,
আজ দূরে থাকিওনা এস এস আরো কাছে।

১৯৮

হে মায়াবী, বলে যাও।
কেন দখিনা হাওয়ার মত
ফুল ফুটিয়ে চলে যাও॥

কেন ফাল্গুন এনে আনো বৈশাখী ঝড়,
কেন মন নিয়ে মনে রাখ না মনোহর;
কেন মালা গেঁথে বুকে তুলে পায়ে দলে যাও॥
কেন সাগরের তৃষ্ণা এনে দাও না কো জল,
তুমি প্রেমময়, না কি মায়া-মরীচিকা ছল;
কেন হৃদয়-আকাশে এনে গোধূলি-লগন
অসীম শূন্যে গলে যাও॥

১৯৯

ওগো তারি তরে মন কাঁদে হায়, যায় না যারে পাওয়া।
ফুল ফোটে না যে কাননে, কাঁদে দখিন হাওয়া॥

যে মায়া-মৃগ পালিয়ে বেড়ায়
কেন এ মন তার পিছে ধায়,
যে দলে গেল পায়ে আমায় কেন তাহারি পথ-চাওয়া॥

যে আমারে ভুলে হলো সুখী, যায় না তারে ভোলা,
যে ফিরিবে না আর, তারি তরে রাখি দুয়ার খোলা।
মৌন পাষাণ যে দেবতা
হেলার ছলে কয় না কথা,—
তারি দেউল-দ্বারে কেন বন্দনা-গান গাওয়া॥

২০০

কে এলে গো চপল পায়ে।
নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে॥

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি—
উঠলো ডাকি' বনের পাখি,
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি',
সোনাল শাখায় দোল দোলায়॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিল্‌মিলিয়ে।
পিয়াল বনে উঠলো বাজি' তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়ার পরাগ-রেণু;
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

২০১

সন্ধ্যার গোধূলি-রঙে নাহিয়া
কে এলে কাহারে চাহিয়া॥

মধুর লগনে অপরূপ বেশে
কেন দাঁড়ালে মম দ্বারে এসে,

দিনের শেষে ঝরা ফুলের দেশে
আসিলে চাঁদের তরী বাহিয়া॥

অস্ত-রবির রঙ লয়ে কোন্ যাদুকর
নিরমিল তোমার মূরতি মনোহর,—
মনের পদ্ম-বনে বাণী মধুকর
সুন্দর! সুন্দর!—ওঠে গাহিয়া॥

২০২

দিয়ে গেল দোল গোপনে এ কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়া।
মরমের রঙ-মহলে কার এ গজল গাওয়া॥

চাহিনি ছল করে সই প্রেম-খেয়ালির মনকে ভোলাতে,
কে চাহে বর্ষা-রাতে ফুল-ফাল্গুনের দোলনা দোলাতে;
নহে লো মোর গগনে চাঁদ-বিরহীর রোজ আসা-যাওয়া—
যে আমায় চায় না মনে, চাই না লো তার মুখপানে চাওয়া॥

মিছে কি দুল পরিনু মঞ্জরি ফুল কুঞ্জে তুলিয়া,
০ ০ ০ ০
নহে লো মোর এ মিছে অশ্রুজলে সাধ করে নাওয়া।
যে গেল ভুলবে বলে আজকে তারে বুক ভরে পাওয়া॥

২০৩

ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে
আমার প্রলয়-সুন্দর এলে॥

পথে-পথে ঝরা কুসুম ছড়ায়ে
রিক্ত শাখায় কিশলয় জড়ায়ে
গৈরিক উত্তরী গগনে উড়ায়ে
রুদ্ধ ভবনের দুয়ার ঠেলে॥

বৈশাখী পূর্ণিমা চাঁদের তিলক
তোমারে পরাব,
মোর অঞ্চল দিয়া তব জটা নিঙাড়িয়া
সুরধ্বনি ঝরাব।
যে-মালা নিলে না আমার ফাগুনে,
জ্বালাব তারে তব রূপের আগুনে;
মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব—
হে মোর উদাসীন, যেও না ফেলে॥

২০৪

[গজল—কাহারবা]

তোমার কুসুম-বনে আমি আসিয়াছি ভুলে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ চাহ মুখ তুলে॥

দেখি সেদিনের সম
ভুলে যাওয়া স্মৃতি মম
তব ও-নয়নে আজও ওঠে কি না দুলে॥

আসিয়াছি, ভুল করে
জানি, ভুলেছ তুমিও;
ক্ষণেকের তরে তবু
এ-ভুল ভেঙো না, প্রিয়!
তীর্থে এসেছি মম দেবীর দেউলে॥
তোমার মাধবী-রাতে
আসিনি আমি কাঁদাতে,
কাঁদিতে এসেছি একা বিদায়-নদীর কূলে॥

২০৫

বুনো পাখি, বুনো পাখি
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?
ঘুমায় তেপান্তর আকাশ সাগর
বন নিঝঝুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?

জোছ্না-আঁচল জড়াইয়া গায়
শ্রান্ত ধরণী অঘোরে ঘুমায়—
ঘুমায় ভ্রমর লতার কোলে
মাখিয়া পরাগ-কুম্‌কুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?

আমিও জাগি তোরই মত পাখি
বিরহ শয়নে-ভবনে একাকী,
হুতাশ পবনে ছড়ায় সুরভি
বিফল মালার কুসুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?

২০৬

নিতি নিতি মোরে ডাকে সে স্বপনে
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে॥

জানি না মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরান টানে,
ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে॥
শত পথিকে ও রূপে ছল হানে,
অপরূপ শত রূপে শত গানে।

পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশি,
সে সুরে নিখিল-মন উদাসী;
দহে যাদুকরী বিধুর দহনে॥

২০৭

জনম জনম তব তরে কাঁদিব।
যত হানিবে হেলা ততই সাধিব॥

তোমারি নাম গাহি'
তোমারি প্রেম চাহি'
ফিরে ফিরে আমি তব চরণে আসিব॥

জানি জানি বঁধু, চাহে যে তোমারে
ভাসে সে চিরদিন নিরাশা-পাথারে।
তবু জানি, হে স্বামী!
কোন্ সে লোকে আমি
তোমারে পাব বুকে বাহুতে বাঁধিব॥

২০৮

শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে কাঁদে যবে
কে এলে প্রদীপ লয়ে আঁধার ঘরে নীরবে॥

গোধূলি-লগনে এসে
দাঁড়ালে বঁধুর বেশে
জীবনেরই বেলা শেষে হে প্রিয় এলে কি তবে॥

যে হাতের মালা তব চেয়েছিনু, প্রিয়তম।
রাখ সেই হাতখানি তপ্ত ললাটে মম,
তোমার পরশে মোর, মরণ মধুর হবে॥

২০৯

জানি জানি তার সে আঁখি কি জাদু জানে।
যায় কি ভোলা হায়, যে জ্বালা দিয়েছে প্রাণে॥

জানি গো ডুবলো ধরা কোন্ কুহকীর রূপ-সায়রে
কে দেয় মধুর ব্যথা বিঁধিয়া নিঠুর শরে।
কে এ মদিরা পিয়া
মাতালে পিক্-পাপিয়া
কাঁটারই বুকে এ কে ফুলেরই স্বপন আনে॥

আবার এ ছিন্ন তারে কোন্ মায়াবীর সুর বাজে
লাজে বুক শিউরে ওঠে হেরিয়া কোন্ নিলাজে।
কে চিকুর চমকে দিলে
আমার এ নভোনীলে
কে এ মরুর আঁখি ভাসালে শাওন-বানে॥

২১০

হে অশান্তি মোর এস এস।
তব প্রবল প্রেমের লাগি' ভবন হতে
বৈরাগিনী বেশে এসেছি বাহির পথে॥

কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন
দস্যু-সম মোরে করো লুণ্ঠন,
তৃণ-সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল-ভাঙা বিপুল বন্যা-স্রোতে॥

নদীরে যেমন করে টানে পারাবার,
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার!

প্রলয়-মেঘের বুকে বিজলি-সম
তোমারে জড়ায়ে রবো, হে প্রিয়তম!
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ-হানা অশনির আলোতে॥

২১১

তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী তোমার উদার সঙ্গীতে,
মোর হাত দু'টি হয় লীলায়িত নমস্কারের ভঙ্গিতে॥

সিন্ধু-জলের জোয়ার-সম
ছন্দ নামে অঙ্গে মম,
রূপ হল মোর নিরুপম তোমার প্রেমের অমৃতে॥

আমার আঁখির পল্লবদল উদাস অশ্রুভারে,
ভোরের করুণ তারার মতো কাঁপে বারে বারে।

আনন্দে ধীর বসুন্ধরা
হলো চপল নৃত্যপরা
ঝরে রঙের পাগল ঝোরা তোমার চরণ রঞ্জিতে॥

২১২

ওকে নাচের ঠমকে দাঁড়াল থমকে
সহসা চমকে পথে।
যেন তার নাম ধরে ডাকিল কে
বাঁশের বাঁশিতে মাঠের ওপার হতে॥

তার হঠাৎ থেমে যাওয়া দেহ দোদুল্
নাচের তালে যেন ছন্দের ভুল,
সে রহে চাহি' অনিমেষে
পটে-আঁকা ছবির তুল!
গেছে হারায়ে সে যেন কোন্ জগতে॥

তার ঘুম-জড়িত চোখে জাগাল
কী নূতন ঘোর
অকরুণ বাঁশীর কিশোর ;
উদাস মূরতি প্রভাতী রাগিণী কাননে যেন
এল নামিয়া অরুণ-কিরণ-রথে॥

২১৩

এস প্রিয়তম এস প্রাণে।
এস সুদূর মোর অভিমানে॥

এস কম্পিত হৃদয়ের ছন্দে
এস বিরহের বিধুর আনন্দে,
এস বেদনার চন্দন-গন্ধে
মম পূজার বন্দনা-গানে॥

সুখ-স্বপন হয়ে এস ঘুমে
এস হৃদয়েশ মালার কুসুমে
এস তপনের রূপে আঁখি-চুমে
ঘুম ভাঙায়ো নিশি-অবসানে॥

এস মাধবী-কাঁকন হয়ে হাতে
এস কাজল হয়ে আঁখি-পাতে
এস পূর্ণিমা-চাঁদ হয়ে রাতে
এস ফুল-চোর মালতী-বিতানে ॥

২১৪

সপ্ত-সিন্ধু ভরি' গীত-লহরী
হিল্লোলি' হিল্লোলি ওঠে দিবা-বিভাবরী ॥

এস এস বিরহী
আমি এনেছি বহি'
সেই সিন্ধুতে সাঁতরিতে সোনার তরী ॥

কেন তীরের বালুকা লয়ে খেলিছ খেলা,
গাহন করিবে এস ফুরায় বেলা
হের ফুরায় বেলা।
বল বল সে কবে
অভিষেক হবে
হে বিজয়ী !
শুকাইল তীর্থ-জলের গাগরি ॥

২১৫

মধুর রসে উঠলো ভরে মোর বিরহের দিনগুলি।
হেলায়-খেলায় দিবস ফুরায় অতীত-স্মৃতির ফুল তুলি' ॥

ক্ষণেকের তরে পেয়েছিনু কাছে
সেই আনন্দে প্রাণ ভরে আছে,
আমার মনের চাঁপা গাছে গাহিছে গানের বুলবুলি ॥

পাইনি বলে নিত্য জাগে পরানে পাওয়ার আশা,
বাসি হল না কো মোর ফুলহার আমার এ ভালবাসা।

—(গানটি অসম্পূর্ণ মনে হয়। মূল পাণ্ডুলিপিতে এ পর্যন্তই আছে।)

২১৬

বিদেশী তরী এল কোথা হতে
প্রভাত ঘাটে আলোর স্রোতে॥

অসীম বিরহ–রাতের শেষে
কে এল কিশোর–নাইয়ার বেশে।
বাঁশরি বাজায়ে দুয়ারে এসে
ডাকে হেসে হেসে অকূল–পথে॥

অঙ্গনে এলো শুভদিনের আলো,
বুঝি মোর নিরাশার শর্বরী গো পোহালো।

আশাবরী সুরে বেণুকা বাজে,
চির–চাওয়া এলো অভিসার–সাজে
পূর্বাচলের ঘাটে অরুণ–রথে॥

২১৭

প্রিয় কোথায় তুমি আছ কোন্ গহনে।
কোন্ ধ্রুবলোকে কোন্ দূর গগনে॥
খোঁজে কানন তোমায় মেলি' কুসুম আঁখি,
"তুমি কোথায়" বলি ডাকে বনের পাখি।
আছ ঠাকুর হয়ে কোন্ দেবালয়ে
কোন্ শ্রাবণ–মেঘে দখিনা পবনে॥

সিন্ধু–বুকে মুখ লুকায়ে নদী
"তুমি কোথায়" বলি কাঁদে নিরবধি।

জ্বালি' তারার বাতি
খোঁজে আঁধার রাতি,
তোমারে খুঁজিয়া নিভিল জ্যোতি মোর নয়নে॥

২১৮

চঞ্চল ঝর্ণা সম হে প্রিয়তম,
আসিলে মোর জীবনে।

নীরব মনের উপবন মর্মরি' উঠিল
অধীর হরষণে॥

যে মুকুল ঘুমায়ে ছিল পত্রপুটে
অনুরাগে ফুল হয়ে উঠিল ফুটে,
তনুর কূলে কূলে ছন্দ উঠিল দুলে
আকুল শিহরণে॥

অলকানন্দা হতে রসের ধারা তুমি আনিলে বহি',
অশান্ত সুরে একি গাহিলে গান হে দূর বিরহী!

মায়ামৃগ তুমি হেসে চলে যাও,
তব কূলে যে কাঁদে তারে ফিরে নাহি চাও।
কত বনভূমিরে আঁখি-নীরে ভাসাও
হে উদাসীন আনমনে॥

২১৯

আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি।
নয়নের অনুরাগ-দৃষ্টির সাথে চাহি নয়ন-বারি॥
তব পুষ্পিত তনুতে, হৃদয়-কমলে
গোপনে যে প্রেম-মধু উথলে
তোমার কাছে সেই অমৃত যাচে
তৃষিত এ পথচারী॥

জনমে জনমে আমি রূপ ধরে আসি গো
তোমারই বিরহে কাঁদিতে,
রাহুর মতো আমি আসি না বাহু-পাশে বাঁধিতে।

আমি ফুলের মধু চাই, ছিঁড়ি না ফুল গো,
দূরে রহি' গাহি গান বন-বুলবুল গো,
মনোবনে আছে তব নন্দন-পারিজাত
আমি তারি পূজারী॥

২২০

বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর—
সে আমারি গান, প্রিয় সে আমারি সুর॥

হলুদ চাঁপার ডালে
সহসা নিশীথ কালে
ডেকে ওঠে সাথীহারা পাখি ব্যথাতুর॥

নদীর ভাটির টানে শ্রান্ত সাঁঝে
অশ্রু-জড়িত মোর সুর যে বাজে।

যে সুরের আভাসে,
আঁখি পুরে জল আসে,
মনে পড়ে চলে-যাওয়া প্রিয় রে সুদূর॥

২২১

কোন্ সে গিরির অন্ধকারায়
ঝর্ণা তুমি লুকিয়েছিলে?
কার সে বাঁশির করুণ সুরে
বেরিয়ে এলে এই নিখিলে॥
কোন্ অসীমের আভাস পেয়ে
কোন্ সাগরে চললে ধেয়ে,
শিউলি ফুলের ঝরা মালা
উদ্দেশে তার ভাসিয়ে দিলে॥

চন্দনিত তোমার জলে
চূর্ণ চাঁদের মানিক ঝলে,
তোমার স্রোতের ঝিলিক লাগে
দূর গগনের গহন নীলে॥

২২২

সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?
রঙে রঙীন মানুষটিরে
কাছে ডেকে দে লো॥

সে ফাগুন জাগায়, আগুন লাগায়,
স্বপন ভাঙায়, হৃদয় রাঙায় রে;
তারে ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়—
রঙ ছুঁড়ে চোখে॥
সে ভোরের বেলা ভ্রমর হয়ে
পদ্মবনে কাঁদে,
তার বাঁকা ধনুক যায় দেখা ঐ
সাঝ আকাশের চাঁদে।

সে গভীর রাতে আবীর হাতে
রঙ খেলে ফুলকলির সাথে রে,
তার রঙিন সিঁথি দেখি
প্রজাপতির পালকে লো॥

২২৩

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।
ভূষণহীনা বনদেবী,
কার হবি তুই দুল॥

হার হবি কার কবরীতে—
সন্ধ্যারাণী দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে
ছড়িয়ে এলোচুল॥

মাটির ধরার ফুলদানিতে
তোর হবে কি ঠাঁই,
আদর কে আর করবে তোরে—
বসন্ত যে নাই।

গোলক-চাঁপা খুঁজিস্ কারে—
কোন্ গোলকের দেবতারে?
সে দেবতা নাই রে হেথা—
শূন্য যে আজি গোকুল॥

২২৪

মালতী মঞ্জরি ফুটিবে যবে
অলস বেলায়—
প্রিয় হে প্রিয়, মোরে স্মরিও
সেই সন্ধ্যায়॥

ঝরা পল্লবে ফেলি দীরঘ শ্বাস
কাঁদিয়া ফিরিবে যবে চৈতী বাতাস,
নাগকেশরের ঝরা কেশর দলে
খুঁজিও আমায়॥

মল্লিকা মুকুলের প্রথম সুবাস
বিরহী-পরান যবে করিবে উদাস—
পিয়াল নদীর কূলে কাঁদিয়া বাঁশি
ডাকিবে পিয়ায়॥

২২৫

মঞ্জু রাতের মঞ্জরি আমি গো
বনের ধারের বনফুল।
কুঞ্জ-বীথির বাঁশরি আমি গো
রূপসীর কানের দুল॥

কান্তার সরসীর আমি যে কমল,
ঝর্ণাধারা আমি, আমি চঞ্চল
গুল্‌বাগের বুলবুল॥

প্রখর তাপে আমি যে বাদল,
ছলছল নয়নের আমি সে কাজল।

আমি শুকতারা জাগি একাকী,
মরুর বুকে আমি ঝড়ের পাখি,
আমি কূলহারা নদীকূল॥

২২৬

ফাগুন এলো বুঝি মহুয়া-মালা গলে।
চরণ-রেখা তার পিয়াল-তরুতলে॥

পরাগ-রাঙা চেলি
অশোক দিল মেলি',
শুকালো ব্যথা-বারি মুকুল-আঁখি-কোলে॥

ধেয়ানে হিম-ঋতু জপেছে যারে নিতি
আজিকে বনপুরে বাজিল তারি গীতি।

লইয়া ফুল-ডালি
বিরহ-শিখা জ্বালি'
না জানি কোন্ সুরে কোথা সে যাবে চলে॥

২২৭

আধুনিক—দাদ্‌রা

আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে
মন চলে মোর ভেসে,
রেবা নদীর বিজন তীরে মালবিকার দেশে॥

মোর মন ভেসে যায় অলস হাওয়ায়
হাল্কা-পাখা মরালী-প্রায়,
বিরহিনী কাঁদে যথায়
একলা এলোকেশে॥

কভু মেঘের পানে কভু নদীর পানে চেয়ে
লুকিয়ে যথা নয়ন মোছে গাঁয়ের কালো মেয়ে,
একলা বধূ বসে থাকে যথায় বাতায়নে
বাদল দিনের শেষে॥

২২৮

আধুনিক

মম বেদনার শেষ হ'ল কি এতদিনে।
বুঝি তাই এলে প্রিয় পথ চিনে॥
বরষার নবধারা-ছন্দে
এলে বন-মুকুলের গন্ধে,
তব চরণ-ছোঁওয়ায়
আজি বাজিল কি সুর
মোর মনোবীণে॥

কত যুগ ধরি' চেয়ে আছি পথ
আজি কি হ'ল সফল।
তাই সহসা কানন মোর মৌন বিহগ-তানে
মুখর চপল।

তৃষিত চাতক-হিয়া মম
কাঁদে হায়! "এসো প্রিয়তম!"
হের শূন্য এ অন্তর-মন্দির মোর তোমা বিনে॥

২২৯

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম, প্রিয়।
আমার কথার ফুল গো,
আমার গানের মালা গো—
কুড়িয়ে তুমি নিও॥

আমার সুরের ইন্দ্রধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু,
জড়িয়ে আছে সেই রঙে মোর
অনুরাগ অমিয়॥

আমার আঁখি-পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখিজল,
আমার কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে
করে টলমল।

আমার হৃদয়-পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে,
সেই ভ্রমরের কাছে আমার
মনের মধু পিও॥

২৩০

কেন আজ নতুন করে
পরান তোমারে পাইতে চায়।
এত কাছে আছ তবু কেন বুকে—
অসহ বিরহ, হায়।

রূপ-সরসীতে ফুটালে পদ্মিনী, বঁধু!
দিলে সুরভিত রসঘন মধু,
তবু শীর্ণা তনু কেন চায় গোধূলি-রাঙা শাড়ি,
আলতা পরিতে কেন সাধ যায়॥

বনশ্রী কাঁদে কণ্ঠ জড়ায়ে
বলে, ওলো নিরাভরণা—
অথই জলে কাঁদে প্রেম-ঘন কমল
খোঁপায় কেন পর না!
কেন তব সুরের কপোতী
মুক্তামালা চুড়ি-কাঁকন পরায়॥

২৩১

আবার ভালবাসার সাধ জাগে।
সেই পুরাতন চাঁদ আমার চোখে আজ
নূতন লাগে॥

যে ফুল দলিয়াছি নিঠুর পায়ে
সাধ যায় ধরি তারে বক্ষে জড়ায়ে।
উদাসীন হিয়া, হায়! রেঙে ওঠে অবেলায়
সোনার গোধূলি-রাগে॥

আবার ফাগুন-সমীর কেন বহে?
আমার ভুবন ভরি' কেঁদে ওঠে বাঁশরি
অসীম বিরহে।
তপোবনের বুকে ঝর্ণার সম
কে এলে সহসা, হে প্রিয়তম!
মাথুরের গোকুল সহসা রাঙাইলে
রাসের কুঙ্কুম-ফাগে॥

২৩২

আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে।
আশা-প্রদীপ আমি
নিশির শীশমহলে॥

রাতের কপোলে আমি
ছলছল অশ্রুর জল,
আমি ধরণীতে হিম-কণা
টলমল নব দূর্বাদলে॥

নব অরুণোদয়ের আমি ইঙ্গিত,
বিহগ-কণ্ঠে আমি
জাগাই শুভ-সঙ্গীত।

আমি কনক-কদম
তিমির নীপ শাখায়
আমি মধ্যমণি মালিকায়,
শ্যাম গগন-গলে॥

২৩৩

আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে।
যাক্ না নিশি গানে গানে জাগরণে॥

মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া,
হঠাৎ এল দখিন হাওয়া;
পাতার কোলে কথার কুঁড়ি
ফুটলো অধীর হরষণে॥

সেই কথারই মুকুলগুলি
সুরের সুতায় গেঁথে গেঁথে
কারে যেন চাই পরাতে
কাহারে চাই কাছে পেতে।

জানি না সে কোন্ বিজনে
নিশীথ জেগে এ গান শোনে;
না-দেখা তার চোখের চাওয়া
আবেশ জাগায় মোর নয়নে॥

২৩৪

ও মেঘের দেশের মেয়ে!
কোথা হতে এলি রে তুই
কেয়া পাতার খেয়া বেয়ে॥

ধারা-নূপুর রুনঝুনিয়ে
কানে কদম দুল দুলিয়ে
ফুল কুড়াতে এলি কি তুই
মোর কাননে ধেয়ে॥

পুব-হাওয়াতে উড়ছে আঁচল নীলাম্বরী—
তুই বুঝি ভাই রূপকাহিনীর মেঘলা-পরী!
তোর কণ্ঠে বাজে যে গান মধুর
তারি তালে নাচে ময়ূর;
মেঘ-মাদলের সাথে ওঠে
আমারও মন গেয়ে॥

২৩৫

ওগো দেবতা তোমার পায়ে
গিয়াছিনু ফুল দিতে।
মোর মন চুরি করে নিলে
কেন তুমি অলখিতে॥

আজ ফুল দিতে শ্রীচরণে
মম হাত কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে ;
কেন প্রণাম করিতে গিয়া—প্রিয়
সাধ জাগে পরশিতে॥

তুমি দেবতা যে মন্দিরে—
কাছে এলে যাই ভুলে ;
বঁধু আমি দীনা দেবদাসী
কেন তুমি মোরে ছুঁলে।

আমি হাতে আনি হেম-ঝারি,
তুমি কেন চাহ আঁখি-বারি ;
আমি পূজা-অঞ্জলি আনি,
তুমি কেন চাহ মালা নিতে॥

২৩৬

তুমি কি দখিনা পবন
দুলে ওঠে দেহলতা,
ফুলে ফুলে ফুল্ল হয়ে ওঠে মন॥

অন্তর সৌরভে শিহরে,
কথার কোয়েলিয়া কুহরে ;
তনু অনুরঞ্জিত করে গো
প্রীতির পলাশ-রঙ্গন॥

কী যেন মধু জাগে হিয়াতে—
চাহি যেন সেই মধু
কোন্ চাঁদে পিয়াতে।

ফুটাইয়া ফুল কোথা চলে যাও,
হুতাশ নিঃশ্বাসে কী বলে যাও—
মধু পান করি না'ক
রচে যাই শুধু মধু-বন॥

২৩৭

চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়
পরান আমার কাঁদে গো।
বিদায়-নেওয়া প্রিয়ারে তাই
বাহুর মালা বাঁধে গো॥

ধরার বুকে ধরিয়ে আগুন
পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন,
ফুল ঝরায়ে ফুলবাগিচায়
তাকায় করুণ-ছাঁদে গো॥

জোছনা ঝরে মরুর মাঝে
চোখের জলের ধারা,
কেমন করে বিদায় দেবো
তাই ভেবে হই সারা।

বাহুর বাঁধন এড়িয়ে যাবে,
একটু পরেই বিদায় লবে,
ভুবন আমার শূন্য হবে
গভীর অবসাদে গো॥

২৩৮

তোমার বিনা-তারের গীতি
বাজে আমার বীণা-তারে।
রইলো তোমার ছন্দ-গাথা
গাঁথা আমার কণ্ঠহারে॥

কী কহিতে চাও হে গুণী,
আমি জানি, আমি শুনি ;
কান পেতে রই তারার সাথে
তাই তো সুদূর গগন-পারে॥

পালিয়ে বেড়াও উদাস হাওয়া
গোপন কথার ফুল ফুটিয়ে,

আমি তারই মালা গেঁথে
লুকিয়ে রাখি বক্ষে নিয়ে।

হয়তো তোমার কথার মালা
কাঁটার মত করবে জ্বালা,
সেই জ্বালাতেই জ্বলবে আমার
প্রেমের শিখা অন্ধকারে॥

২৩৯

বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
কারে কোথায় দেবো আসন
তাই ভাবি নিতুই॥

ফুলদানিতে রাখব কারে,
কারে গাঁথি কণ্ঠ-হারে ;
কারে দেব দেবতারে
কারে বুকে থুই॥

সমান অভিমানী তোরা,
সমান সুকোমল ;
চাঁপা আমার চোখের আলো,
যুঁই চোখের জল।
বর্ষা-মুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদি আমি যূথীর সাথে,
চাঁপায় চাহি চৈতী রাতে—
প্রিয় আমার দুই-ই॥

২৪০

বেদনার পারাবার করে হাহাকার
তোমার আমার মাঝে, হে প্রিয়তম!
অনন্ত এই বিরহের নাহি পার,
হবে না মিলন আর এ জনম॥

এই বুঝি হায় বিধির লিখন—
দু'কূলে থাকি কাঁদিব দুজন
রাতের চখা-চখির সম॥

নিশুতি রাতে তারার চোখে,
দলিত ফুলে, ঝরা-কোরকে
খুঁজিও আমায়—ফিরিয়া যদি
আসি এ ঘরে, প্রিয় মম॥

২৪১

ভুলে যেও, ভুলে যেও,
সেদিন যদি পড়ে আমায় মনে
যবে চৈতী বাতাস উদাস হয়ে
ফিরবে বকুল বনে॥

তোমার মুখের জ্যোৎস্না নিয়ে
উঠবে গো চাঁদ ঝিলমিলিয়ে,
হেনার সুবাস ফেলবে নিশাস
তোমার বাতায়নে॥

শুনবে যেন অনেক দূরে
ক্লান্ত বাঁশির করুণ সুরে—
বিদায় নেওয়া কোন্ বিরহী
কাঁদে নিরজনে॥

২৪২

নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া
বন-মৃগী সম উঠিছে চমকি'
হেরিয়া আপন ছায়া॥

প্রাতে উষার প্রায়
রেঙে ওঠো লজ্জায়,

এলায়িত লতিকায়
ভঙ্গুর তব কায়া ॥

দৃষ্টিতে তব আরতি দীপের দ্যুতি,
তুমি নিবেদিতা সন্ধ্যা-পূজা-আহুতি।

ভূমি-অবলুণ্ঠিতা
বনলতা কুণ্ঠিতা,
কোলাহল-শঙ্কিতা
যেন গো তাপস-জায়া ॥

২৪৩

নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া,
কাজল-নয়না শ্যামলিয়া ॥

মেঘ-মৃদঙ্গ-তালে
শিখী নাচে ডালে-ডালে,
মল্লার গান গাহিছে পবন পূরবিয়া ॥

কেতকী-কেশরে কুন্তল করো সুরভি,
পরো কদম-মেখলা কটিতটে রূপ-গরবী।

নব-যৌবন-জল-তরঙ্গে
পায়ে পাঁয়জোর বাজুক রঙ্গে,
কাজরী ছন্দে নেচে চল করতালি দিয়া ॥

২৪৪

খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর-জলে।
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে ॥

ছলছল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ুর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে ॥

আনমনে খেলে চলে বালিকা,
খুলে পড়ে মুকুতা-মালিকা ;
হরষিত পারাবারে ঘূর্ণি জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-তলে ॥

২৪৫

ছলকে গাগরি গোরী ধীরে ধীরে যাও।
পলকে পরাণ নিতে বারেক ফিরে চাও ॥

যৌবন-ভার-নত ক্ষীণ তনু সহে কত,
পরাণের বিনিময়ে তব ভার মোরে দাও ॥

ঝলকে বিজলি-জ্বালা মদির নয়ন-তলে,
পতঙ্গ পোড়ে অনলে তবু সে পড়ে না জলে ;
নয়নে চাহিয়া দহি, নয়ন ফিরায়ে নাও ॥

২৪৬

তব মাধবী-লীলায় করো মোরে সঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী।
তব অপাঙ্গে হইব ভ্রূভঙ্গি,
হে বনলক্ষ্মী ॥

মোরে জ্বালায়ে জ্বালো
তব বাসরে আলো ;
মোরে নূপুর করি'
বাঁধো চরণে তারি
নাচে তোমার সভায় যে কুরঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী ॥

তব রূপের দেশে
এনু বাউল-বেশে ;

যেন ফিরে নাহি যাই,
আঁখি-প্রসাদ পাই,
হব কেশে তব বেণীর ভুজঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী॥

২৪৭

আমি গগন গহনে সন্ধ্যাতারা
কনক-গাদার ফুল গো।
গোধূলির শেষে হেসে উঠি আমি
এক নিমেষের ভুল গো॥

আমি ক্ষণিকা,
আমি সাঁঝের অধরে ম্লান আনন্দ কণিকা,
আমি অভিমানিনীর খুলে ফেলে দেওয়া মণিকা,
আমি দেব-কুমারীর দুল গো॥

আলতা রাখার পাত্র আমার
আধখানা চাঁদ ভাঙা,
তাহারি রঙ গড়িয়ে পড়ে
ঐ অস্ত-আকাশ রাঙা।
আমি এক মুঠো আলো কৃষ্ণ-সাঁঝের হাতে,
আমি নিবেদিত ফুল আকাশ-নদীতে রাতে,
ভাসিয়া বেড়াই যার উদ্দেশে গো
তার পাই না চরণ-মূল॥

২৪৮

আজি বাদল বঁধু এলো শ্রাবণ সাঁঝে—
নীপের দীপ ঢাকি' আঁচল ভাঁজে॥

জ্বালি' হেনার ধুনা
যাচি' কার করুণা
বন-তুলসী তলে এলে পূজারিণী সাজে॥

সেদিন এমনি সাঁঝে মোর বেদীর মূলে
প্রিয়া জ্বালিলে এ দীপ, তাহা গেছ কি ভুলে?

সেই সন্ধ্যা-স্মৃতি—
সে যে করুণ গীতি
দূরে দাদুরী আনে বহি' মরম মাঝে॥

২৪৯

আমি যদি কভু দূরে চলে যাই।
তব নয়নের বাহির হলে
হৃদয়ে কি রবে মোর ঠাই॥
আজিকার যত প্রিয় গান,
এই হাসি এই অভিমান—
তব স্মৃতির বীণার তারে
গোপনে কি বাজিবে সদাই॥

যদি বারি ঝরে কেয়াবনে
এমনি বরষা-ঘন রাতে,
আমি আবার আসিব ফিরে
বারি হয়ে তব আঁখি-পাতে।

মোর দেওয়া ঝরা ফুল, প্রিয়,
শয়ন-শিয়রে রেখে দিও;
সেদিন বলিও তুমি—
মোর চেয়ে প্রিয় কিছু নাই॥

২৫০

আজকে না হয় একটি কথা
কইলে আবার মোর সাথে।
ওগো একটু না হয় বসলে এসে
এই পাথরের পৈঠাতে॥

শুধুই কি গো আমার আঁখি
ঝিমায় মদির-স্বপ্ন মাখি',
ওগো তোমার কি চোখ ধরে না কো
ঢুলতে নেশার মৌতাতে॥

আজকে তোমার নয়ন আমার
নয়ন হেরি' লজ্জা পায়,
আজকে তোমার মুখের কথা
শুধুই কি গো মুখ রাঙায়!

ফাগুন হাওয়ার দোদুল দোলায়
এই যে এসে দোল দিয়ে যায়—
ওগো মোরাই কি গো দুলব শুধু
মান-বিরহের দোলনাতে॥

২৫১

হাসি মুখে বাসি ফুল ফেলে দাও ভোরে।
মোর মন নিয়ে ফেলে দিলে তেমনি করে॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব সভাতে
অবহেলা ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে;
অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন
বনের পাখিরে এনেছিলে পিঞ্জরে॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে—
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।

পুতুল-খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বক্ষে তুলিয়া শেষে পায়ে দলে ফেলিলে;
দেবতার পূজা শেষে বিগ্রহ লয়ে
ডুবাইলে নদী-জলে নিষ্ঠুর করে॥

২৫২

তোমারেই আমি চাহিয়াছি, প্রিয়, শতরূপে শতবার।
জনমে জনমে চলে তাই মোর অনন্ত অভিসার॥

বনে তুমি যবে ছিলে বনফুল
গেয়েছিনু গান আমি বুলবুল,
ছিলাম তোমার পূজার থালায় চন্দন ফুলহার॥

তব সঙ্গীতে আমি ছিনু সুর, নৃত্যে নূপুর-ছন্দ ;
আমি ছিনু তব অমরাবতীতে পারিজাত ফুলগন্ধ।

কত বসন্তে কত বরষায়
খুঁজেছি তোমারে তারায়-তারায়,
আজিও এসেছি তেমনি আশায় লয়ে প্রীতি-সম্ভার॥

২৫৩

মদির অধীর দখিনে হাওয়া।
ফিরে গেল, এল না (মোর) পথ-চাওয়া॥

ফুরাইয়া যায় পরাণের ফাগুন, আসিল না জীবন-দেবতা,
ঝরা পল্লব-প্রায় সাধ আশা ঝরে যায়, শুকাল এ তনু-লতা ;
শ্রান্ত গানের পাখি ডেকে ডেকে চলে যায় চির-বসন্ত যথা॥

আকাশে আজিও ঝরে জোৎস্নার ঝর্ণা,
তুমি আসিবে বলি' এ দেহ চাঁপার কলি
আজও আছে বঁধু চন্দন-বর্ণা।
নিরাশার সায়রে আজিও একটি দুটি কুসুম ফোটে ;
কৃষ্ণা তিথি, তবু আধেক রাতের পরে আজও চাঁদ ওঠে।
এ চাঁদ উঠিবে না, এ ফুল ফুটিবে না, আর এই জীবন-তটে॥

এস ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম
তোমারে নিবেদিত অঞ্জলি মম
রূপের প্রেমের অঞ্জলি মম
এস ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম॥

২৫৪
হৈমন্তিকা

হৈমন্তিকা এস এস
হিমেল শীতল বন-তলে।
শুভ্র পূজারিণী বেশে
কুন্দ-করবী-মালা গলে॥

প্রভাত শিশির নীরে নাহি'
এস বলাকার তরী বাহি'
সারস মরাল সাথে গাহি
চরণ রাখি শতদলে॥

ভরা নদীর কূলে কূলে
চাহিছে সচকিতা চখী—
মানস-সরোবর হতে—
মানস-লক্ষ্মী এল কি?

আমন ধানের ক্ষেতে জাগে
হিল্লোল তব অনুরাগে,
তব চরণের রঙ লাগে
কুমুদে রাঙা কমলে॥

২৫৫

সেদিন নিশীথে মোর কানে কানে
যে কথাটি গেছ বলে,
প্রথম মুকুল হয়ে সেই বাণী
মালতী লতায় দোলে॥

সেই কথাটি আবার শুনিবে বলিয়া
আড়ি পাতে চাঁদ মেঘে লুকাইয়া,
চাহে চুপি চুপি পিয়াসী পাপিয়া
ঘন পল্লব-তলে॥

বসে আছি সেই মালতী বিতানে
আজ তুমি নাই কাছে,

ম্লান মুখে পথ চাহে ফুলগুলি
আঁধার বকুল গাছে।

দখিনা বাতাস করে হায় হায়,
ঝরিছে কুসুম শুক্‌নো পাতায় ;
নিবু নিবু হল তোমার আশায়—
চাঁদের প্রদীপ জ্বলে॥

২৫৬

সাঁঝের আঁচলে রহিল হে প্রিয় ঢাকা
ফুলগুলি মোর বেদনার রং মাখা॥

আসিবে যখন ফিরে
আবার এ মন্দিরে
চরণে দলিও আলপনা মোর অশ্রুর জলে-আঁকা॥

বিরহ-মলিন বন-তুলসীর শুকানো মালিকাখানি
ফেলিবার আগে ধন্য করিও একটু পরশ দানি'।
যেতে এই পথ 'পরে
যদি মোরে মনে পড়ে
যমুনার জলে ভাসাইয়া দিও একটি মাধবী-শাখা॥

২৫৭

লীলা-চঞ্চল-ছন্দ দোদুল চল-চরণা
হেলে দুলে এলে কে গো গিরি-ঝরণা॥

দুলিয়ে জলের জরিন বেণী নাচো আনন্দে—
রামধনুতে ওড়ে তব রাঙা ওড়না॥
বুলবুলিরে গান গাওয়াও গো, নাচাও ময়ূরে,
ফুল-ভূষণে সাজে কানে নিরাভরণা॥
চাহিয়া আছি তোমার পথে, শুনেছি নূপুর,
কবে মিলবে আমার প্রেম-পাথারে-
সাগর-শরণা॥

২৫৮

মৌরী ফুলের মিঠে সুবাস বাতায়নে এল ভেসে।
পথ দিয়ে কে সোনার মেয়ে জলকে গেল এলোকেশে॥

কি ফুল ছিল তার কবরীতে
মদির তাহার সুরভিতে
উদাস করে মনকে আমার
নিয়ে গেল ফুলের দেশে॥

দখিন হাওয়া মর্মরিয়া খোঁজে তারে বনে বনে,
ভ্রমর ফেরে গুঞ্জরিয়া তারি তরে আনমনে।

কালো দিঘির কালো জলে
তারি তরে ঢেউ উথলে,
তারি পায়ের আলতা হতে
আকাশ রাঙে দিনের শেষে॥

২৫৯
শরতের গান

মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই।
সহসা প্রাতে আমি এসেছি জানাই॥
আমি আনি দেশে দশভুজার পূজা,
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।

বুকে শাপলা-কমল—
মালা দোলে টলমল,
আমি পরদেশী বন্ধুরে স্বদেশে আনাই॥

২৬০

আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি॥

ঝাঁঝর করতাল খরতালে বাজে।
বাজে কঙ্কণ চুড়ি মৃদুল বাজে।
লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
প্রেম-উল্লাসে শ্যামল গোরী॥

কদম্ব তমাল রঙে লালে লাল
লাল হল কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরী॥

রঙের উজান চলে কালো যমুনার জলে
আবীর-রাঙা হল ময়ূর-ময়ূরী॥

২৬১

শেফালি ও শেফালি!
আজ প্রভাতে মন ভুলাতে হাসি ঝরালি॥

শিশির-ভেজা মুখটি নিয়ে
ধরার বুকে চুমটি দিয়ে
পড়লি রূপালি॥
দুধ-চোয়ানো শ্বেত সোহাগে
আলতা ধরার চরণ রাগে
নূপুর বাজালি॥

কার তরে তুই শারদ প্রাতে
আঁচল ভরালি॥

[হিন্দুস্থান রেকর্ড নং এফ. জি. ১২]

২৬২

ওলো বকুল ফুল!
ঝরঝরিয়ে পড়লি ঝরে ধীর বাতাসের পেয়ে দুল॥

ফুরফুরে তোর গন্ধ বেয়ে
উঠছে কত ছন্দ গেয়ে।

সেই সুরেরই কণ্ঠ ছেয়ে
দুলিস দোদুল দুল॥

তোর ঝরে পড়া সেও তো ভালো
বুকটিরে মোর করবে আলো,
ভোর বেলা তাই করিস কি লো
সকল দিক আকুল॥

[হিন্দুস্থান রেকর্ড নং এফ. জি. ১২]

২৬৩

বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন গিরি-ঝর্ণার তীরে
সেই চৈতালী গোধূলি-লগনে এস তুমি ধীরে ধীরে॥
গিরি-ঝর্ণার তীরে॥
বনের কিশোর! এস সেথা হেসে হেসে
সাজায়ে আমায় বন-লক্ষ্মীর বেশে,
ধোয়াব তোমার চরণ-কমল বিরহ-অশ্রু নীরে॥

ঘনালে গহন সন্ধ্যার মায়া আসিও সোনার রথে,
অতি সুকোমল শিরিষ কুসুম বিছায়ে রাখিব পথে।
মালতী-কুঞ্জে ডাকিবে পাপিয়া পাখি
তুমি এসে বেঁধো আলোকলতার রাখী।
ভ্রমরের মত পিপাসিত মোর আঁখি কাঁদিবে তোমারে ঘিরে॥

২৬৪

গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জরি।
বল গো মনের কথা বনের কিশোরী॥

চৈতালী চাঁদের তিথি যে ফুরায়
কাঁদিয়া কোয়েলিয়া পরদেশে যায়॥

মধু-মাখা নাম তব মধুকর গায়
মঞ্জুল গুঞ্জরি॥

বনমালী নিতি আসি' ভাঙায় ঘুম
বনদেবী গাহে জাগো দুলালী কুসুম,
কত মল্লিকা বেলী বকুল চামেলি
বিলায়ে সুবাস হের গিয়াছে ঝরি' ৷৷

২৬৫

ফাগুন ফুরাবে যবে—
উঠিবে দীরঘ শ্বাস চম্পার বনে
কোয়েলা নীরব হবে ৷৷

আমারে সেদিন যদি স্মরণে আসে
বেদনা জাগে ঝরা ফুল-সুবাসে
আমার স্মৃতি যত ঝরা পাতার মত
ফেলে দিও নীরবে ৷৷

যবে বাসর-নিশি ফুরাবে
রাতের মিলন-মালা প্রভাতে মলিন হবে ৷৷

সুখ-শশী অস্ত যাবে।
আসিবে জীবনে তব বৈশাখী ঝড়।
লুটাবে পথের 'পরে ভেসে যাবে ঘর
সেদিন স্মরণে তব আসিবে কি তাহারে
গৃহহীন করিয়াছ যাহারে ভবে ৷৷

২৬৬

রুম রুমুঝুম্ জল-নূপুর বাজায়ে কে
মোরে বর্ষার প্রভাতে গেলে ডেকে ৷৷

কে গো আনন্দিনী, কাহার নন্দিনী
শ্রবণ মন বলে তোমারে চিনি চিনি,
তব আসার আশে চির-বিরহিণী
পথ চেয়ে আছি কবে থেকে ৷৷

মনের মধুবনে সহসা পাপিয়া
'পিয়া পিয়া' বলে উঠিল ডাকিয়া,
তোমার স্মৃতি আজি উদাস আকাশে
মেঘের কাজল দিল মেখে॥

২৬৭

ঠুংরী

পিয়া স্বপনে এস নিরজনে
আধো রাতে চাঁদের সনে॥

রহিব যখন মগন ঘুমে
যেও নীরবে নয়ন চুমে
মধুকর আসে যখন গোপনে
মল্লিকা চামেলি বনে॥

বাতায়নে চাঁপার ডালে
এস কুসুম হয়ে নিশীথ কালে।
ভীরু কপোতের সম
এস হৃদয়ে মম
মালা হয়ে বাসর-শয়নে॥

২৬৮

বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের
রাধিকার আঁখি-জলে।
বাদল সাঁঝের যুঁই ফুল হয়ে
আসিয়াছি ধরাতলে॥

তাই যেমনি মিলন-সাধ ওঠে জেগে
তুমি লুকাও যে চাঁদ বিরহের মেঘে;
আমি পুবালী পবনে ঝুরে যাই বনে
দলগুলি যেই খোলে॥

বঁধু এই বুঝি হায় নিয়তির খেলা—
মিলন আমার নহে,

ক্ষণিকের শুভ দৃষ্টি লভিয়া
কাঁদিব পরম বিরহে।
বুঝি মিলন আমার নহে।

আসিব না আমি মাধবী-নিশীথে,
বরষায় শুধু আসিব ঝুরিতে ;
অসহায় ধারাস্রোতে ভেসে যাব,
মালা হবো না কো গলে॥

২৬৯

সবার দেবতা তুমি, আমার প্রিয়—
এই শুধু জেনেছি মনে।
তাই আমার মাটির ঘরে তোমারে ডাকি—
তুমি আমি র'ব দু'জনে॥

দেবতা হে, মন্দির মাঝে
কহিতে না পারি কিছু লাজে,
কবে আমার মনের কথা শোনাব তোমায়
নিরালায় প্রেম-কূজনে॥

মোর পূজার থালিকা হতে নিয়েছ পূজা,
ভুলে গেছ পূজারিণীরে ;
তব দেউল-দুয়ার হতে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।

বলো বলো মোর প্রিয় বেশে
আমারে চাহিবে কবে এসে ;
কবে তোমার নয়ন দুটি মিলাবে প্রিয়
ভালোবেসে মোর নয়নে॥

২৭০

নিও না গো মোর অপরাধ
তোমার পানে চাই যদি বা ভুলে।
দেখলে পরে পূর্ণিমা-চাঁদ
চিরদিনই সাগর ওঠে দুলে॥

ধরণী যে নীল গগনে
তাকিয়ে থাকে আপন মনে ;
নিত্য ভোরে অরুণ পানে
সূর্যমুখী চায় যে নয়ন তুলে ॥

মনের বনে ফুলের মেলা
জাগায় তোমার সোনার হাসির আলো ;
তোমার দেওয়া অবহেলা
প্রিয়, আমার তাও যে লাগে ভালো।

তোমার পানে তাকাই যখন
প্রদীপ হয়ে ওঠে নয়ন ;
পূজারিণী আমি প্রিয়
ওই অপরূপ রূপের দেউলে ॥

২৭১

আসিবে তুমি, জানি প্রিয় !
আনন্দে-বনে বসন্ত এলো—
ভুবন হল সরসা, প্রিয়-দরশা
মনোহর ॥

বনান্তে পবন অশান্ত হল তাই,
কোকিল কুহরে,
ঝরে গিরি-নির্ঝরিণী ঝরঝর ॥

ফুল্ল যামিনী আজি ফুল-সুবাসে,
চন্দ্র অতন্দ্র সুনীল আকাশে ;
আনন্দিত দীপান্বিত অম্বর ॥

অধীর সমীরে দিগাঞ্চল দোলে,
মালতী-বিতানে পাখি পিউ-পিউ বোলে,
অঙ্গে অপরূপ ছন্দ আনন্দ-লহর তোলে।

দিকে দিকে শুনি আজ
আসিবে রাজাধিরাজ
প্রিয়তম সুন্দর॥

২৭২

আরো কতদিন বাকি!
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়!
নিভে যায় মোর আঁখি॥

কত আঁখিতারা নিভিয়া গিয়াছে
কাঁদিয়া তোমার লাগি',
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো
আকাশে রয়েছে জাগি'—
যেন নীড়হারা পাখি॥

যত লোকে আমি তোমার বিরহে
ফেলেছি অশ্রুজল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে
চাহে তব পদতল; —
সে সাধ মিটিবে না কি॥

২৭৩

শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী, গেলে চলে, শুনলে না কো তারে॥

আমার মুখের সে কথা, হায়!
শুনতে এলে অনেক আশায়;
ফুটেছে সেই কথার মুকুল বিজন অন্ধকারে॥
যে কথা, হায়! বলতে এলে, গেলে না কো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।

সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি,
তোমার আশায় জাগি রাতি;
তোমার চলে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই আকুল নয়ন-ধারে॥

২৭৪

বাহির দুয়ার মোর বন্ধ হে প্রিয়*
মনের দুয়ার আজি খোলা।
সেই পথে এসো হে মোর চিত-চোর,
হে দেবতা পথভোলা॥

সেথা নাহি কুললাজ কলঙ্ক ভয়,
নাহি গুরুজন-গঞ্জনা নিরদয়;
তাই গোপন মানস তমাল কুঞ্জে
আমি বাঁধিয়াছি ঝুলন-দোলা॥

মোর অন্তরে বহে সদা অন্তঃসলিলা
অশ্রুনদী—
সেই যমুনার তীরে কর তুমি লীলা
নিরবধি।
সেই সে মিলন-মন্দিরে জাগাবে না কেহ,
তব দেহে বিলীন হবে মোর দেহ;
অনন্ত বাসর-শয্যা রচিয়া
অনন্ত মিলনে রহিব উতলা॥

* পাঠান্তর—'বাহির দুয়ার মোর রুদ্ধ, হে প্রিয়'

২৭৫

(ভূপাল—তেতালা)

কহিতে নারি যে কথাগুলি,
গোলাপে কহে সে কথা বুলবুলি॥
উদাসী সমীরণ সেই কথা বলে
জবা ফুলের কাছে মরা ধূলিতলে;
সেই কথা কহে চাঁদে
প্রভাত গোধূলি॥

সত্যযুগ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৯

২৭৬

কালো ভ্রমর এলো গো আজ
গোলাপ তোমার ঘোমটা খোলো।
পাতলা মিহিন পাপড়ি ফাঁকে
রঙিন হাসি জাগিয়ে তোলো॥

কয়েদ ছিল কালকে সাঁঝে
পাগল বঁধুর বুকের মাঝে—
ভালো যদি বাসো ওকে,
সে অভিমান আজকে ভোলো॥

প্রেম ক্ষণিকের স্বপন-মায়া
শারদ মেঘের চপল ছায়া;
যেটুকু পাও তাই নিয়ে সই
দখিন হাওয়ায় দোদুল দোলো॥

২৭৭

বিদায়ের শেষ বাণী
তুমি মোরে বলো না,
জানি আমি তারে জানি॥

রাতের আঁধারে পাখি
সে কথা কহিছে ডাকি',
বায়ু করে কানাকানি॥

আকাশের পার হতে
যে তারকা ঝরে যায়,
সে যে আজ কয়ে গেল
তোমার কথাটি, হায়!

যাবে তুমি কোন্ ক্ষণে
ভুলে আছি আনমনে,
ভাঙিও না ভুলখানি॥

২৭৮

বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
এখন খোল আঁখি।
এই সোনার খনির কাছে এসে
ফিরলি ধূলা মাখি'॥

এ সংসারের সার ছেড়ে তুই
সং সেজে হায় বেড়াস্ নিতুই;
যে তোরে ধন-রত্ন দিলো
তারেই দিলি ফাঁকি॥

ভুলে রইলি যাদের নিয়ে তাদের
পেলি কোথা হতে,
তোর যাবার বেলায় কেউ কি সাথী
হবে রে তোর পথে।

এখনও তুই ডাক্ একবার,
নাই রে সীমা তাঁহার দয়ার;
সে-ই করবে ক্ষমা, ঘুম পাড়াবে
শীতল বুকে রাখি'॥

২৭৯

ব্যথা দিয়ে প্রাণ ব্যথা না পায়—
ওগো অকরুণ, লহ বিদায়॥

এ পথে যায় না পথিক, ভুল করে রূপ সন্ধানে;
এ মেঘে নাই বরিষণ, চম্‌কে চিকুর বাজ হানে;

কাঁটা নিকুঞ্জে এ মোর আর না মুকুল মুঞ্জরে,
উদাসীর মন বেঁধে না আর নয়নের ফুল-শরে;
ভুলে গেছে পাখি তার সুর সাখায়॥

আমারে চাও না যদি চাও মালিকার বন্ধনে,
পূজারীর প্রাণ চাহ না, চাও খালি ধূপ-চন্দনে;

ফিরে যাও, যাও মধুকর, আর নিলাজের গুঞ্জনে
ছলনার জাল বুনো না এই বেদনার ফুল-বনে ;
মিছে চেয়ে থাকা মোর মন কাঁদায়॥

২৮০

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার
দেখবে আমি নাই।
(মোরে) শূন্য তোমার বুকেরি কাছে
খুঁজবে গো বৃথাই॥

দেখবে জেগে বাহুর 'পরে
আছে নীরব অশ্রু ঝরে,
কাছে থেকেও ছিলাম দূরে
যাই গো চলে যাই॥

কাঁটার মত ছিলাম বিঁধে আমি তোমার বুকে,
বিদায় নিলাম চিরতরে
ঘুমাও তুমি সুখে।

একলা ঘরে জেগে ভোরে
হয়ত মনে পড়বে মোরে,
দূরে সরে হয়ত পাব
অন্তরেতে ঠাঁই॥

২৮১

শত জনম আঁধারে আলোকে
তারকা-গ্রহে লোকে লোকে
প্রিয়তম ! খুঁজিয়া ফিরেছি তোমারে॥

স্বপন হয়ে রয়েছ নয়নে,
তপন হয়ে হৃদয়-গগনে—
হেরিয়া তোমারে বিরহ-যমুনা
প্রিয়তম ! দুলিয়া ওঠে বারে বারে॥

হে লীলা-কিশোর! ডেকেছে আমারে
তোমার বাঁশি,
যুগে যুগে তাই তীর্থ-পথিক
ফিরি উদাসী।
দেখা দাও, তবু ধরা নাহি দাও,
ভালবাস বলে তাই কি কাঁদাও;
তোমারি শুভ্র পূজার-পুষ্প
প্রিয়তম! ফুটিয়া ওঠে অশ্রুধারে॥

২৮২

যাই গো চলে যাই না-দেখা লোকে
জানিতে চির-অজানায়।
নিরুদ্দেশের পথে মানস-রথে
স্বপন-ঘুমে মন যথা চলে যায়॥

সাগর-জলে পাতাল-তলে তিমিরে
অজানা মায়ায় আছে চিরদিন যে সে দেশ ঘিরে—
মেঘলোক পারায়ে
চাঁদের বুকে গ্রহ তারায়॥

যাই হিমাগিরি-চূড়াতে মেরুর অন্ধকারে,
আকাশের দ্বার খুলে হেরিতে উষারে।
রামধনু-রথে যথা পরীরা খেলে,
যে দেশ হইতে আসে এ জীবন,
যেখানে হারায়॥

২৮৩

ওরে যোগ-সাধনা পরে হবে
নাম জপ তুই আগে।
সকল কাজে সকাল সাঁঝে
গভীর অনুরাগে॥

ওরে যে ঠাকুরে পরান যাচে,
সে নামের মাঝে লুকিয়ে আছে ;
যেমন বীজের মাঝে মহাতরু সঙ্গোপনে জাগে ॥

বীজ না বুনে আগে ভাগেই
ফসল খুঁজিস্ তুই,
তাই চিরকাল পোড়ো জমি
রইল মনের ভূঁই।

তোর কোন্ পথ নাম-জপের শেষে
দেখিয়ে দেবেন তিনিই এসে,
তোর জীবন হবে প্রেমে রঙিন
রঙ যদি রে লাগে ॥

তার মধুর নামের রঙ যদি রে লাগে,
নাম জপ তুই আগে ॥

২৮৪

রুমুঝুম রুমুঝুম নূপুর বাজে।
আসিল রে, প্রিয় আসিল রে।
কদম্ব-কলি শিহরে আবেশে,
বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে,
হৃদি-ব্রজধাম রস-তরঙ্গে
প্রেম-আনন্দে ভাসিলে রে ॥

ধরিল রূপ অরূপ শ্রীহরি,
ধরণী হল নবীনা কিশোরী ;
চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ-চন্দ্রমা
গগনে হাসিল রে ॥

আবার মল্লিকা মালতী ফোটে,
বিরহে যমুনা উথলি ওঠে,
রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে—
"সুন্দর মোর ভালবাসিল রে ॥

২৮৫

আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়, মোর গোপাল ঘুমায়,
বহু রাত্রি হল আর জাগাস্ না মায়॥

কোলে লয়ে তোরে ধীরে ধীরে দোলাব,
ঘুম-পাড়ানিয়া গান তোরে শোনাব,
গায়ে হাত বুলাব, পাঙ্খা ঢুলাব,
মন ভুলাব কত রূপকথায়॥

ঘুম আয়, ঘুম আয়!
তোরে কে বলে চঞ্চল? এক-চোখো সে।
মোর শান্ত গোপাল, থাকে গোষ্ঠে বসে।

তোরে কে বলে ঝড় তোলে থির যমুনায়।
সে যে দিন রাত ঘোরে তার মার পায় পায়
ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয়!

এন. ১৭২৩৬.

২৮৬

তুমি যতই দহ না দুখের অনলে
আছে এর শেষ আছে।
আগুনে পুড়িব নির্মল হব
যাব চরণের কাছে॥

দহনের শেষে বরষা আসিবে,
করুণা-ধারায় হৃদয় ভাসিবে।
এ-দিন রবে না, কুসুম ফুটিবে
আবার শুষ্ক গাছে॥

তব ললাটের আগুন যখন
পেয়েছি, হে সুন্দর!
পাইব করুণা-জাহ্নবী-ধারা
শীতল চাঁদের কর।

ওগো মঙ্গলময় ! আঘাতের ছলে
স্মরণ করায়ে দাও পলে পলে,
এতদিন পরে আবার আমারে
তব মনে পড়িয়াছে॥

২৮৭

বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন,
হে দেবতা !
সেথা আর কেহ নাই, আমরা দু'জন
কহিব কথা॥

বাহির ভুবনে তব কত পূজারী,
সেথায় মনের কথা কহিতে নারি।
তাই হৃদয়-দেউলে রেখে দিয়েছি আগল
সেথা তোমার চরণ-তলে জানাব গোপন
প্রাণের ব্যথা॥

পূজা-মন্দির হতে এসে চুপে চুপে
হে দেবতা ! সাজায়েছি প্রিয় রূপে।
সবার সমুখে তাই
মালা দিতে লাজ পাই,
প্রেমের বাসর-ঘরে পরাব বরণ-মালা
হব প্রণতা॥

২৮৮

দেবতা হে, খোলো দ্বার, আসিয়াছি মন্দিরে।
ফিরায়ো না মোরে আর, আঁধার এলো যে ঘিরে॥

রিক্ত আজ কানন, নাই ফুল নিবেদন,
সাজায়েছি উপচার আকুল নয়ন-নীরে॥

ঘনালো অন্ধ ঝড় গগনে বিজলী-লিখা,
কেঁপে ওঠে থরথর ভীরু মোর দীপ-শিখা।

বহু দূর হতে এসে
তোমারে পেয়েছি শেষে
তুমিও ফিরালে মুখ পূজারিণী যাবে ফিরে॥

২৮৯

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল,
হে দেবতা, রাখো সেথা তোমার পদতল॥

নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ আমায় লহ;
যে আগুনে আমায় দহ,
সেই আগুনে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল॥

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদিয়ে পলে পলে,
মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।
যে চরণে হানো আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত
হে দেবতা, লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

২৯০

হে মহামৌনী, তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী
শোনাবে কবে।
যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা-রত আছে জাগি
ধরণী নীরবে॥

যে বাণী শোনার অনুরাগে
উদার অম্বর জাগে;
অনাহত যে বাণীর ঝঙ্কার
বাজে ওঙ্কার প্রণবে॥

চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারায়
জ্বলে যে বাণীর শিখা,

পুষ্পে পর্ণে শত বর্ণে
যে বাণী-ইঙ্গিত লিখা ;

যে অনাদি বাণী সদা শোনে
যোগী ঋষি মুনি জনে,
যে বাণী শুনি না শ্রবণে,
বুঝি অনুভবে ॥

২৯১

আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হল মম।
ঘরে এলো ফিরে পরবাসী প্রিয়তম ॥

আজ প্রভাতের কুসুমগুলি
সফল হল ডালায় তুলি'
সাজির ফুলে আজের মালা
হবে অনুপম ॥
এতদিনে সুখের হল প্রভাতী শুকতারা,
ললাটে মোর সিঁদুর দিল উষার রঙের ধারা।

আজকে সকল কাজের মাঝে
আনন্দেরই বীণা বাজে,
দেবতার বর পেয়েছি আজ
তপস্বিনী-সম ॥

২৯২

দুঃখ-সুখের দোলায় দয়াল
দোল দিতেছ অবিরত।
তুমি হাস বুঝি মনে মনে
ভয়ে আমি কাঁদি যত ॥

দাতা হয়ে সব কিছু দাও,
নিঠুর করে সব কেড়ে নাও ;

সাগর শুকাও, মরু ভাসাও,
ফুটায়ে ফুল ঝরাও কত॥

তোমার লীলা তুমি জানো ;
জানি না বুঝি না—কেন
ভাঙো যত গড়ো তত॥

অবহেলায় গেল বেলা,
ধুলা-খেলা হল মেলা ;
এবার কোলে তুলে দাও ভুলায়ে
অবুঝ মনের ব্যথা-ক্ষত॥

২৯৩

খুঁজে দেখা পাইনে যাহার,
পরাণ তবু আছে বলে—
করুণ সুরের মালাখানি
পরিয়ে দেব তারি গলে॥

কে আমারে জোছনা-রাতে
জাগালে গো ফুলের সাথে,
তার সাথে মোর হবে দেখা
চির-রাতের তিমির-তলে॥

সুখে দুখে আমার বুকে
শুনি কাহার চরণ-ধ্বনি,
জীবন ভরে আকুল করে
কে আমারে দিন-রজনী।

শিহর-লাগা অনুরাগে
তার লাগি মোর হৃদয় জাগে,
তার সাথে মোর হবে মিলন
চির-রাতের তিমির-তলে॥

২৯৪

সকাল-সাঁঝে প্রভু সকল কাজে
বেজে উঠুক তোমারি নাম।
নিশীথ রাতের তারার মত
উঠুক তোমারি নাম॥
বেজে উঠুক তোমারি নাম।

তরুর শাখায় ফুলের সম
বিকশিত হোক, প্রভু,
তব নাম নিরুপম ;
সাগর মাঝে তরঙ্গ-সম
বহুক তোমারি নাম॥

পাষাণ-শিলায় গিরি-নির্ঝর সম
বহুক তোমারি নাম,
অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারা-সম
জাগি রহুক তব নাম॥

প্রভু জাগি রহুক তব নাম।
শ্রাবণ-দিনের বারিধারার মত
ঝরুক ও নাম প্রভু অবিরত ;
মানস-কমল-বনে মধুকর-সম
লুটুক তোমারি নাম॥

২৯৫

মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশি বাজে গোপনে—
বিধুর মধুর সুরে কে এল, কে এল সহসা।
যেন সিগ্ধ আনন্দিত চন্দ্রালোকে ভরিল আকাশ,
হাসিল তমসা॥

অচেনা সুরে কেন ডাকে সে মোরে
এমন করে ঘুমের ঘোরে ;
নব-নীরদ-ঘন-শ্যামল কে এ চঞ্চল,
তারে হেরিয়া তৃষিত প্রাণ হল সরসা॥

কভু সে অন্তরে, কভু দিগন্তরে—
এই সোনার মৃগ ভুলাতে আসে মোরে ;
দেখেছি ধ্যানে যেন এই সে সুন্দরে—
শুনেছি ইহারি বেণু প্রাণ-বিবশা ॥

২৯৬

ডাকতে তোমায় পারি যদি
আড়াল থাকতে পারবে না ॥
এখন আমি ডাকি তোমায়,
তখন তুমি ছাড়বে না ॥

যদি দেখা না পাই কভু—
সে দোষ তোমার নহে প্রভু,
সে সাধনায় আমারই হার, স্বামী,
তুমি কভু হারবে না ॥
বহু লোকের চিন্তাতে মোর
বহু দিকে মন যে ধায়,—
জানি জানি, অভিমানী,
পাইনি আজো তাই তোমায়।

বিশ্ব-ভুবন ভুলে যেদিন
তোমার ধ্যানে হব বিলীন,
সেদিন আমার বক্ষ হতে
চরণ তোমার কাড়বে না ॥

২৯৭

মোর লীলাময় লীলা করে
আমার দেহের আঙিনাতে।
রসের লুকোচুরি-খেলা
নিত্য আমার তারি সাথে ॥

তারে নয়ন দিয়ে খুঁজি যখন
অন্তরে সে লুকায় তখন ;

আবার অন্তরে তায় ধরতে গেলে
লুকায় গিয়ে নয়ন-পাতে॥

ঐ দেখি তার হাসির ঝিলিক
আমার ধ্যানের ললাট-মাঝে,
ধরতে গেলে দেখি সে নাই—
কোন্ সুদূরে নূপুর বাজে।
যেন বর-কনে এক বাসর-ঘরে
অনন্তকাল বিরাজ করে,
তবু তাদের হয় না দেখা,
হয় না মিলন হাতে হাতে॥

২৯৮

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু—
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই তো কাঁদি তবু॥
তোমার মতই তোমার ভুবন
চির-পূর্ণ, হে নারায়ণ!
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন,
তাই এ দুঃখ, প্রভু॥

ঝরে যে ফুল ধুলায়, জানি, হয় না তারা কভু হারা,
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
তারা হয় না কভু হারা॥

হারালো মোর (ও) প্রিয় যারা,
তোমার কাছে আছে তারা;
আমার কাছে নাই তাহারা,
হারায়নি কো তবু॥

২৯৯

জগতের নাথ, করো পার!
মায়া-তরঙ্গে টলমল তরণী,
অকূল ভব-পারাবার (হে)॥

নাহি কাণ্ডারী, ভাঙা মোর তরী,
আশা নাহি কূলে উঠিবার।
আমি গুণহীন বলে কর যদি হেলা,
শরণ লইব তবে কার॥

সংসারের এই ঘোর পাথারে
ছিল যারা প্রিয় সাথী,
একে একে তারা ছেড়ে গেল, হায়!
ঘনাইল যেই দুখ-রাতি।

ধ্রুবতারা হয়ে তুমি জ্বালো
অসীম আঁধারে, প্রভু, আশার আলো ;
তোমার করুণা বিনা, হে দীন-বন্ধু!
পারের আশা নাহি আর॥

৩০০

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয়-সৃষ্টি তব পুতুল-খেলা নিরজনে,
প্রভু, নিরজনে॥

শূন্যে মহা-আকাশে
মগ্ন লীলা-বিলাসে
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে॥

তারকা-রবি-শশী খেলনা তব,
হে উদাসী—
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে
রাশি রাশি।

নিত্য তুমি, হে উদার,
সুখে-দুখে অবিকার,
হাসিছ খেলিছ, প্রভু, আপন মনে॥

৩০১

কাণ্ডারী গো, কর কর পার
এই অকূল ভব-পারাবার।
তোমার চরণ-তরী বিনা, প্রভু,
পারের আশা নাহি আর॥

পাপের তাপের ঝড়-তুফানে
শান্তি নাহি আমার প্রাণে;
আমি যেদিকে চাই দেখি কেবল
নিরাশারই অন্ধকার॥

দিন থাকতে আমার মত প্রভু
তোমায় কেউ নাহি সম্ভাষে;
দিন ফুরালে খাটে শুয়ে
এই ঘাটে সবাই আসে।

লয়ে তোমার নামের কড়ি'
সাধু পেল চরণ-তরী;
সে-কড়ি নাই যে, কাঙালের
হও হে দীনবন্ধু তার॥

৩০২

আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই
জড়িয়ে পড়ি তত।
শুভদিন এলো না, দিনে দিনে
দিন হলো হায় গত॥

শত দুঃখ অভাব নিয়ে
জগৎ আছে জাল বিছিয়ে,
অসহায় এ পরাণ কাঁদে
জালে মীনের মত॥

বোঝা যত কমাতে চাই
ততই বাড়ে বোঝা;

শান্তি কবে পাব, কবে
চলব হয়ে সোজা।

দাও বলে, হে জগৎ-স্বামী!
মুক্তি পাব কবে আমি,
কবে উঠবে ফুটে জীবন আমার
ভোরের ফুলের মত॥

৩০৩

তুমি যে হার দিলে ভালবেসে সে হার আমার হল ফাঁসি।
(প্রিয়) সেই হার আজ বক্ষে চেপে আকুল নয়ন-জলে ভাসি॥

তুমি জান অন্তর্যামী,
দান তো তোমার চাইনি আমি,
তোমায় শুধু চেয়েছিলাম, সাধ ছিল মোর হতে দাসী॥
দুখের মালা কেড়ে নিয়ে কেন দিলে মতির মালা
মালায় শীতল হবে কি, নাথ! শূন্য আমার বুকের জ্বালা?

মোরে রেখো না আর সোনার রথে,
ডাকো তোমার তীর্থপথে;
আমার সুখের ঘরে আগুন জ্বালো, শোনাও বাঁশি সর্বনাশী॥

৩০৪

যে পাষাণ হানি' বারে বারে তুমি
আঘাত করেছ স্বামী;
সে পাষাণ দিয়ে তোমার পূজায়
এ মিনতি রাখি আমি॥

যে আগুন দিলে দহিতে আমারে,
হে নাথ, নিভিতে দিইনি তাহারে,

আরতি-প্রদীপ হয়ে তারি বিভা
বুকে জ্বলে দিবাযামী॥

তুমি যাহা দাও, প্রিয়তম মোর,
তাহা কি ফেলিতে পারি;
তাই নিয়ে তব অভিষেক করি
নয়নে দিলে যে বারি।

ভুলিয়াও মনে কর না যাহারে,
হে নাথ, বেদনা দাও না তাহারে;
ভুলিতে পারো না মোরে, ব্যথা-দেওয়া ছলে
তাই নিচে আস নামি॥

৩০৫

এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে আমায়
চির-জনমের স্বামী—
তোমার কারণে এ তিন ভুবনে
শান্তি না পাই আমি॥

অন্তরে যদি লুকাইতে চাই—
অন্তর জ্বলে পুড়ে হয় ছাই;
এ আগুন আমি কেমনে লুকাই,
ওগো অন্তর্যামী॥

মুখ থাকিতেও বলিতে পারে না
বোবা স্বপ্নের কথা;
বলিতেও নারি লুকাতেও নারি
তেমনি আমার ব্যথা।

যে দেখেছে প্রিয় বারেক তোমায়
বর্ণিতে রূপ ভাষা নাহি পায়,
পাগলিনী-প্রায় কাঁদিয়া বেড়ায়
অসহায়, দিবাযামী॥

৩০৬

অনাদি কাল হতে অনন্ত লোক
গাহে তোমারি জয়।
আকাশ–বাতাস রবি–গ্রহ–তারা–চাঁদ,
হে প্রেমময়,
গাহে তোমারি জয়॥

সমুদ্র–কল্লোল, নির্ঝর–কলতান—
হে বিরাট, তোমারি উদার জয়গান ;
ধ্যান–গম্ভীর কত শত হিমালয়
গাহে তোমারি জয়॥

তব নামের বাজায় বীণা বনের পল্লব
জনহীন প্রান্তর স্তব করে, নীরব।
সকল জাতির কোটি উপাসনালয়
গাহে তোমারি জয়॥

আলোকের উল্লাসে, আঁধারের তন্দ্রায়
তব জয়গান বাজে অপরূপ মহিমায়,
কোটি যুগ–যুগান্ত সৃষ্টি–প্রলয়
গাহে তোমারি জয়॥

৩০৭

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছো তুমি জেনে
শান্তি ত নাহি পাই।
রূপ ধরে এস, দাঁড়াও সমুখে
দেখিয়া আঁখি জুড়াই॥

আমার মাঝারে যদি তুমি রহ
কেন তবে এই অসীম বিরহ,
কেন বুকে বাজে নিবিড় বেদনা
মনে হয় তুমি নাই॥

চাঁদের আলোকে ভরে না গো মন
দেখিতে চাই যে চাঁদ,
ফুলের গন্ধ পাইলে, জাগে যে
ফুল দেখিবার সাধ।

(ওগো) সুন্দর, যদি নাহি দেবে ধরা
কেন প্রেম দিলে বেদনায় ভরা,
রূপের লাগিয়া কেন প্রাণ কাঁদে
রূপ যদি তব নাই॥

৩০৮

পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট, মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে, হে বিশ্ব-ত্রাতা!
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা;
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর॥

দেখে ভীরু চোখ আষাঢ়ের মেঘে
বজ্র তব বিপুল,
মোর মালঞ্চে, সেই মেঘ হেরি
ফোটায় নব মুকুল।
আকাশের নীল অসীম পদ্ম 'পরে
চরণ রেখেছ, হে মহান, লীলা-ভরে।
সেই অনন্ত, জানিনা কেমন করে
আমার হৃদয়ে খেল দিবানিশি ভোর॥

৩০৯

ওগো অন্তর্যামী, ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায় মোর
তনু-প্রাণ-মন॥

নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমারি স্বরূপ ত্রিভুবন-স্বামী,
শিরে বহি যেন তোমারি পূজার অর্ঘ্য অনুক্ষণ॥

এ রসনা শুধু জপে তব নাম, এই বর দাও নাথ ;
তোমারই চরণ-সেবায় লাগুক মোর এই দু'টি হাত।
ওঠে তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবলি তব নাম ভাসে
তব মন্দির-পথে যেন সদা চলে মোর এ চরণ॥

৩১০

যত নাহি পাই দেবতা তোমায়, তত কাঁদি আর পূজি।
যতই লুকাও ধরা নাহি দাও, ততই তোমারে খুঁজি॥

কত সে রূপের রঙের মায়ায়
আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন কেন ধায় নাহি বুঝি॥

কাঁদাবে যদি গো এমনি করিয়া কেন প্রেম দিলে তবে
অন্তবিহীন এ লুকোচুরির শেষ হবে নাথ কবে।

সহে না হে নাথ বৃথা আসা-যাওয়া—
জনমে জনমে এই পথ চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুরাইয়া গেল চোখের জলের পুঁজি॥

৩১১

মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর।
নাই নাই মোর চিত্তে, ওরে মৃত্যুর ভয় আর॥

তাঁহার নামের অমৃত সুধায়
ভরিয়াছে প্রাণ কানায় কানায়,
পান করে মৃত-সঞ্জীবনী হল মধুময় সংসার॥

মৃত্যুরে আজ মনে হয় যেন ঘুমাই মায়ের কোলে,
হাসিয়া জাগিব পুনরায় নব জীবনে, প্রভাত হলে।
মৃত্যুর ভয় গিয়াছে যখন
মৃত্যু অমনি মরেছে তখন
আজ মৃত্যু আসিলে ধরিও জড়ায়ে, করি গলার হার॥

মোরই ভগবান মৃত্যুর রূপে
মুখোস পরিয়া আসে চুপে চুপে,
আমি ধরিয়া ফেলেছি এই লীলা মোর সুন্দর বিধাতার॥

৩১২

অসীম আকাশ হাত্‌ড়ে ফিরে
খুঁজিস রে তুই কাকে?
তোর দূরের ঠাকুর তোরই ঘরে
কাছে কাছে থাকে॥

মা হয়ে সে কোলে করে
পিতা হয়ে বক্ষে ধরে
সে প্রিয় হয়ে বন্ধু হয়ে বিলায় আপনাকে॥

ওরে মন-কানা! তুই দেশে দেশে কোন্
তীর্থে যাবি?
তোর খুললে মনের চোখ কত দেখবি নতুন লোক
তোরই আশে পাশে সে যে হাসে,
দেখতে পাবি।

তুই যাকে কেবল ভাবিস মায়া—
দেখবি তাতেই তাঁহার ছায়া;
শত্রু-মিত্র কত রূপে ছদ্মবেশে চুপে চুপে
সে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে
তোরে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে॥

৩১৩

সংসারেরি সোনার শিকল বেঁধো না আর পায়।
(তোমার) প্রেম-ডোরে ত্রিভুবন-স্বামী বাঁধো আমায়॥
সারা জীবন বোঝা বয়ে
এসেছি আজ ক্লান্ত হয়ে
জড়াও হে শান্তিদাতা তোমার শীতল ছায়॥

হে নাথ, যত দিন শক্তি ছিল বোঝা বহিবার
হাসিমুখে বয়েছি নাথ তোমার দেওয়া ভার।

শেষ হ'ল আজ ভবের খেলা
কি দান দিলে যাবার বেলা—
তোমার নামের ভেলায় যেন
এ দীন তরে যায়॥

৩১৪

গাহে আকাশ পবন নিখিল ভুবন
তোমারই নাম গাহে তোমারই নাম।
সাগর–নদী বন–উপবন
তোমারই নাম গাহে তোমারই নাম॥

মধুর তোমার গানের নেশায়
ঘোর লাগে ঐ গ্রহ–তারায়
অনন্ত কাল ঘুরিয়া বেড়ায়
ঘিরি' অসীম গগন
গাহে তোমারই নাম॥

তোমার প্রিয় নামে, হে বঁধু,
ফুলের বুকে পুরে মধু;
তোমার নামের মাধুরী মাখি'
গান গেয়ে যায় বনের পাখি;
নিখিল পাগল ও–নাম ডাকি
কোটি চন্দ্র তপন
গাহে তোমারই নাম॥

৩১৫

মোর প্রিয়জনে হরণ করে
তুমি প্রিয় হলে।
এবার ছেড়ে যেয়ো না নাথ
থাক চোখের জলে॥

যারা ছিল তোমায় আড়াল করে
তুমি তাদের নিলে হরে।
এবার ত্রিভুবনে তুমিই শুধু
রইলে আমার বলে॥

তুমি তাদের দিয়েছিলে
তুমিই ডেকে নিলে কাছে
তোমার দেওয়া তুমি নিলে
মোর কি বলার আছে।
হে নাথ, ভবে রইল না আর
কারুর তরে ভাবনা আমার,
তুমি বসো এবার শূন্য আমার
হৃদয়-পদ্ম-দলে॥

৩১৬

সুখ-দিনে ভুলে থাকি,
বিপদে তোমারে স্মরিয়া।
ডুবাবে কি তব নাম
আমারে ডুবাইয়া॥

মা'র কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন ডাকে মাকে
যত দাও দুখ শোক
ততই ডাকি তোমাকে।
জানি শুধু তুমি আছ
আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু,
তুমি চল বাহিয়া॥

৩১৭

প্রভু, লহ মম প্রণতি
(আমি) জনমে জনমে নিবেদিতা—
লহ প্রেম-আরতি॥

তোমারি লাগিয়া সব সুখ ছাড়িনু
প্রভুজী, ফিরায়ো না মোরে।
সকল তেয়াগি পেয়েছি হৃদয়ে
তব প্রিয় মুরতি॥

পরাণে বাজে মোর মিলন–বাঁশি,
নয়নে তবু বহে ধারা,
বিরহের রাতে মম দুখ–ভাগী
কে হবে প্রভু তুমি ছাড়া?

কত না স্রোতের ফুল তোমারি পূজাতে
ঠাঁই পায় তব চরণে
আমার হৃদয় প্রভু, সেও তো স্রোতের ফুল
রাখ মম বিনতি॥

৩১৮

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা, কেউ অচেনা নাই।
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু, প্রিয়, ভাই
কেউ অচেনা নাই॥

কোন্ সে লোকে নাই তা মনে
চেনা ছিল সবার সনে,
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
কেউ অচেনা নাই॥

চোখ যারে কয় "চিনতে নারি", প্রাণ কেন রে কাঁদে;
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শক্র হয়ে বাঁধে।

সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে,
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হলে (এত) আনন্দ পাই।
কেউ অচেনা নাই॥

৩১৯

আমার, মালায় লাগুক তোমার মধুর
হাতের ছোঁয়া।
ঘিরুক তোমায় মোর আরতি
পূজা-ধূপের ধোঁয়া॥

পূজায় বসে দেব-দেউলে
তোমায় দেখি মনের ভুলে,
তুমি নিলে আমার পূজা প্রিয়
হবে তাঁরই লওয়া॥
হবে দেবতারই লওয়া।

তুমি যেদিন প্রসন্ন হও, ঠাকুর চাহেন হেসে
আমার ঠাকুর চাহেন হেসে
কাঁদলে তুমি, বুকে আমার দেবতা কাঁদেন এসে।

আমি অন্ধকারে ঠাকুর পূজে
ঘরের মাঝে পেলাম খুঁজে
সে যে তুমি আমার চির
অবহেলা-সওয়া॥

৩২০

আঁধার রাতে দেবতা মোর এসে গেছে চলে।
রেখে গেছে চরণ-চিহ্ন শূন্য গৃহ-তলে॥

জেগে দেখি বুকের কাছে
পূজার মালা পড়ে আছে,
ফেলে গেছে মালাখানি বুঝি খানিক প'রে গলে॥

তার অঙ্গের সুবাস ভাসে মন্দির-অঙ্গনে,
তাহার ছোঁয়া লেগে আছে কুমকুম-চন্দনে।

অপূর্ণ মোর প্রণামখানি
দেবো কবে নাহি জানি'
সে আসবে বুঝি বাসনা-ধূপ পুড়িয়া শেষ হলে॥

৩২১

ছাড়িয়া যেও না আর।
বিরহের তরী মিলনের ঘাটে লাগিল যদি আবার॥

কত সে-বিফল জনমের পর
পথ-চাওয়া মোর ফিরে এলে ঘর,
এল শুভদিন, কাটিল অসহ রাতের অন্ধকার॥

দেবতা গো ফিরে চাও।
মোর বেদনার তপস্যা শেষ, মিলনের বর দাও।
লয়ে জীবনের সঞ্চিত ব্যথা
তোমার চরণে হলাম প্রণতা
লহ পূজা মোর নয়নের লোর
শীর্ণা তনুর হার॥

৩২২

নীরব সন্ধ্যা নীরব দেবতা
খোলো মন্দির-দ্বার।
ম্লান হল বেদনায়-অঞ্জলি নিশি-গন্ধার॥

নিভিয়া যায় হায় অঞ্চল-তলে
নয়নের প্রদীপ নয়নের জলে,
শুকাইল নিরাশায় চন্দন ফুলদল
তোমার বরণ-ডালার॥

মৌন রবে আর কতকাল বল পাষাণ-বেদীতে
কত জনম কত পূজারিণীর আয়ু-দীপ নিভাইতে।

দিনের তপস্যার শেষে সাঁঝ-লগনে
আশার চাঁদ কি গো উঠিবে না গগনে,
আমার শেষ বাণী তোমার চরণে
নিবেদনের ক্ষণ পাব নাকি আর॥

৩২৩

মৃত্যু-আহত দয়িতের তব
শোন করুণ মিনতি—
অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী
হে সাবিত্রী সতী॥

ঘন অরণ্যে বাজে মোর স্বর,
মোরি রোদনে উঠিয়াছে ঝড়,
সাঁঝের চিতায় ওই নিভে যায়
মম নয়নের জ্যোতি॥

যুগে যুগে তুমি বাঁচায়েছ মোরে
মৃত্যুর হাত হতে—
দেবী সাবিত্রী সতী।
মোরি হাত ধরে রাজপুরী ছেড়ে
চলেছেন বনের পথে
বিধবা অশ্রুমতী।

জীবনের তৃষা মেটেনি তাহার,
তুমি এসে মোরে বাঁচাও আবার;
মৃত্যু তোমারে করিবে প্রণাম—
ধরার অরুন্ধতী॥

৩২৪

লক্ষ্মী মা গো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে।
সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি লয়ে শুভ হাতে॥

সৌভাগ্যদায়িনী তুই মা এসে
দারিদ্র্য-ক্লেশ নাশ কর মা হেসে
কোজাগরী পূর্ণিমা আন মা
দুঃখের আঁধার রাতে॥

আন্ কল্যাণ শান্তি শ্রী জননী কমলা,
এ অভাবের সংসারে থাক মা হয়ে অচঞ্চলা।

রূপ দে মা যশ দে, দে জয়,
অভয় পদে দে মা আশ্রয় ;
ধরা ভরবে শস্যে ফুলে ফলে
মা তোর আসার সাথে॥

৩২৫

এ দেবদাসীর পূজা লও হে ঠাকুর।
দয়া কর, কথা কও, হয়ো না নিঠুর॥

লহ মান অভিমান, দেহ প্রাণ মন,
মম প্রেম-ধূপ নাও রূপচন্দন,
এই লহ আভরণ চুড়ি-কঙ্কণ,
চোখের দৃষ্টি? নাও কণ্ঠের সুর॥

আজ শেষ করে আপনারে দিব তব পায়
চাও চাও মোর কাছে যাহা সাধ যায়।

কহিবে না কথা কি গো তুমি কিছুতেই?
আরতির থালা তবে ফেলে দিনু এই।
নাচিব না, বাজুক না মৃদঙ্গ তাল
খুলিয়া রাখিনু এই পায়ের নূপুর॥

৩২৬

লক্ষ্মী মা গো এসো ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।
কমল বনের কমল গো
বিহরে হৃদি-কমল পরে॥

কোজাগরী পূর্ণিমাতে
দাঁড়াও আকাশ আঙিনাতে,
মা গো তোমার লক্ষ্মী-শ্রী
জ্যোৎস্না-ধারায় পড়ুক ঝরে॥

চঞ্চলা গো এই ভবনে
থাকো অচঞ্চলা হয়ে,
দারিদ্র্য আর অভাব যত
দূর হোক মা তোর উদয়ে।
সুমঙ্গলা দুঃখ-হরা
অমৃত দাও পাত্র-ভরা,
ঐশ্বর্য উপচে পড়ুক
হরি-প্রিয়া তোমার বরে॥

৩২৭

দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ
গগনে এলো বুঝি সমর-সাজে।
তাহারি মেঘ-মৃদঙ্গ গুরু গুরু
আষাঢ় প্রভাতে সহসা বাজে॥

গহন কৃষ্ণ ঐরাবত-দল
রবিরে আবরি ঘিরিল নভতল।

হানে খরশর বৃষ্টি ধারা-জল
পবন-বেগে প্রতি ভবন-মাঝে॥
বনের এলোকেশ বিজলী-পাশে
বাঁধিয়া দেব্-সেনা অট্টহাসে।
শ্যামল গৌড়ের অমল হাসি
শস্যে-কুসুমে ওঠে প্রকাশি।
অঙ্গে তাহার আঘাত রাশি
দেব-আশীর্বাদ হয়ে বিরাজে॥

৩২৮

ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট
মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে—হারায়নি তার
আত্মা ও ভগবান॥

তাহার ক্ষাত্র শক্তি গিয়াছে,
প্রেম ও ভক্তি আজও বেঁচে আছে,
আজিও পরম ধৈর্য ও বিশ্বাসে
তার আশা-দীপ জ্বালিয়া রেখেছে
সেই ভাগবত জ্ঞান ॥

দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার
প্রাণে কাঁদে নিরাশায় ;
'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী
ভুলিতে পারে না, হায় !

সেই আশ্বাসে আজ নব অনুরাগে
পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে,
জেগেছে সুপ্ত সিংহ, এসেছে
দিব্য অসি কৃপাণ ॥

৩২৯

মেঘে আর বিজুরীতে মিশায়ে
কে রচিল তনুখানি তোর !
ওরে সুন্দর নওল কিশোর ॥
যশোদার অন্তর-কামনা,
রাধিকার যত প্রেম-সাধনা—
হরণ করিলে চিত-চোর।
সুকোমল প্রেম-কিশোর ॥

কুঞ্জে ঘিরিয়া তোরে ফুল বলে ভুল করে
বনের প্রহরী গেয়ে যায় ;
রূপ দেখে ভালবেসে বনের ময়ূরী এসে
শিখী-পাখা যতনে সাজায়।

চাঁদ মুখাখানি চেয়ে
চাঁদ বুঝি লাজ পেয়ে
ছুটে যায় আপনি চকোর।
অপরূপ রূপ কিশোর।
সুন্দর নওল কিশোর ॥

৩৩০

মুখে তোমার মধুর হাসি
হাতে কুটিল ফাঁসি।
সুন্দর চোর, চিনি তোমায়,
তবু ভালবাসি॥

শত ব্রজে কেঁদে মরে
শত রাধা তোমার তরে,
কত গোকুল ডুবলো অকূল
আঁখির নীরে ভাসি॥

কত নারীর মন গেঁথে, নাথ,
পরলে বন-মালা,
যমুনাতে ডুবালে শ্যাম,
কত কুলের বালা।

দেখাও আসল হাত দু'খানি—
করাল গদা-চক্রপাণি,
তব এ দুটি হাত ছলনা, নাথ,
বাজাও যে হাতে বাঁশি॥

৩৩১

নিঠুর কপট সন্ন্যাসী—ছি, ছি,
লাজের নাহি ক লেশ।
এক দেশ তুমি জ্বালাইয়া এলে
জ্বালাইতে আর দেশ॥

নীলাচলে এসে রাজ-রাজ হয়ে
নদীয়া গিয়াছ ভুলে,
কত কুলে তুমি কালি দিয়া শেষে
আসিলে সাগর-কূলে।
(ওহে গুণের সাগর আসিলে সাগর-কূলে।)

কোন্ কুব্জায় কু-বুঝাইয়া—
নদীয়ার চাঁদে আনিলে হরিয়া,
কারে কাঁদাইয়া পাপক্ষয় লাগি'
মুড়ালে মাথার কেশ॥

তোমারে দণ্ড দিল কে, ওহে দণ্ডধারী,
তোমার হাতে দণ্ড দিল কে।
কোন্ সে নদীয়া-বাসিনীর লাগি'
যৌবনে তুমি হয়েছ বিবাগী,
নব-যৌবনে সে বিষ্ণুপ্রিয়া
ধরেছে যোগিনী-বেশ॥

৩৩২

ব্রজপুর-চন্দ্র পরম সুন্দর, কিশোর লীলা-বিলাসী—
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী।
অমৃত-রস-ঘন শ্যামল-শোভা, প্রেম-বৃন্দাবন-বাসী—
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী॥

চাঁচর চিকুরে শিখী-পাখা যার,
গলে দোলে বন-কুসুম হার,
ললাটে তিলক, কপোলে অলকা
অধরে মৃদু মৃদু হাসি॥
মকর কুন্তল দোলে শ্রবণে,
বোলে মণি-মঞ্জীর রাতুল চরণে,
চির অশান্ত, চপল কান্ত—
বিশ্ব সে রূপ-পিয়াসী॥

বক্ষে শ্রীবৎস—কৌস্তভ শোভে,
করে মুরলী বোলে মধুর রবে;
পীত বসনধারী সেই মাধবে
যেন যুগে যুগে ভালবাসি॥

৩৩৩

বনমালীর ফুল জোগালি বৃথাই, বনলতা!
বনের ডালায় কুসুম শুকায়, বনমালী কোথা॥

শুকনো পাতার শুনে নূপুর
চমকে ওঠে বনের ময়ূর,
রাস নাই আজ নিরাশ ব্রজে গভীর নীরবতা॥

যমুনা-জল উজান বেয়ে
কদম-তলে আসি
ভাটিতে যায় ফিরে, নাহি
শুনে শ্যামের বাঁশি।

তমাল ডালে ঝুলনা আর
গোপিনীরা বাঁধেনি এবার,
শ্রাবণ এসে কেঁদে শুধায় ঘনশ্যামের কথা॥

৩৩৪

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম!
আমারি মতন দিবস-নিশি
জপিতে শ্যাম-নাম॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কেরই জ্বালা
মনে হত মালতীর-মালা,
চাহিয়া কৃষ্ণ-প্রেম জনমে জনমে
আসিতে ব্রজধাম॥
কত অকরুণ তব বাঁশরির সুর—
তুমি হইলে শ্রীমতি ব্রজকুলবতী
বুঝিতে নিঠুর॥

তুমি যে কাঁদনে কাঁদায়েছে মোরে—
আমি কাঁদাতাম তেমনি করে,
বুঝিতে—কেমন লাগে এই গুরু-গঞ্জনা,
এ প্রাণ-পোড়ানি অবিরাম॥

৩৩৫

নীল যমুনা সলিল কান্তি
চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যামরূপে শ্যামল হল
সংসার ব্রজধাম॥

রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা অবনী
চেয়েছিল শ্যাম-স্নিগ্ধা লাবণী ;
আসিলে অমনি নবনীত তনু
ঢলঢল অভিরাম॥
চিকন ঘনশ্যাম॥
আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে
ধরায় সিন্ধুজল,
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল,
হইল গগনতল।

তব বেণু শুনি, ওগো বাঁশুরিয়া,
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া,
হেরি কান্তার-বন-ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম।
চিকন-ঘনশ্যাম॥

৩৩৬

নারায়ণী—ত্রিতাল

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
হিম-গিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা-বেশে॥
গিরিগুহা হতে জ্যোতির ঝরণা
ছুটে চুলে যেন চলচরণা,
তুষার-সায়রে সোনার কমল
যেন বেড়ায় ভেসে॥
খেলে হেসে হেসে।

মাধবী চাঁদ উঠে
কৈলাস চূড়ে ;
খেলা ভুলিয়া যায়,
অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা-প্রায়
সেই সুদূরে।

সতীহারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে ;
শিব-সীমন্তিনী পাগলিনী-প্রায়
'শিব শিব' বলে ধায় মুক্তকেশে॥

৩৩৭

খেলে নন্দের আঙিনায়
আনন্দ দুলাল।
রাঙা চরণে মধুর সুরে
বাজে নূপুর-তাল॥

নবীন নাটুয়া বেশে
নাচে কভু হেসে হেসে,
যশোমতীর কোলে এসে
দোলে কভু গোপাল॥
'ননী দে' বলিয়া কাঁদে
কভু রোহিণী-কোলে,
জড়ায়ে ধরে কদম তরু,
তমাল-ডালে দোলে।

দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে
বাজায় মুরলী লয়ে,
কভু সে চরায় ধেনু
বনের রাখাল॥

৩৩৮

আমি কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে,
সুন্দর শ্যাম হে।
আমি মরিতে চাহি ঝরি তব চরণে ;
সুন্দর শ্যাম হে॥

মোর ক্ষণিক এ জীবন-নিশি শেষে
প্রিয় ঝরে যাবে গো স্রোতে ভেসে ;
বঁধু কাছে এসে ছুঁয়ো ভালবেসে,
জাগায়ো প্রেম-মধু গোপন মনে ;
সুন্দর শ্যাম হে।

তব চরণ পরশ দিও মনোহর ;
মোর এ তনু রঙে রসে পূর্ণ কর ;
আমি তোমার বুকে রব পরম সুখে,
ঝরিব, প্রিয়, চাহি তব নয়নে ;
সুন্দর শ্যাম হে॥

মোর বিদায়-বেলা ঘনায়ে আসে ;
মোর প্রাণ কাঁদে মিলন-পিয়াসে ;
এই বিরহ মম, ওগো প্রিয়তম,
মিটাবে সে কোন্ শুভলগনে,
সুন্দর শ্যাম হে॥

৩৩৯

বিজলী খেলে আকাশে কেন—
কে জানে গো, কে জানে।
কোন চপলের চকিত চাওয়া
চমকে বেড়ায় দূর বিমানে॥

মেঘের ডাকে সিন্ধু-কূলে
অশান্ত স্রোত উঠলে দুলে ;
সজল ভাষায় শ্যামল যেন
কইল কথা কানে কানে॥

বারি-ধারায় কাঁদে বুঝি
মোর ঘনশ্যাম মোরে খুঁজি ;
আজ বরষায় দুখের রাতে
বন্ধুরে মোর পেলাম প্রাণে

৩৪০

মম বন-ভবনে ঝুলন-দোলনা
দে দুলায়ে উতল পবনে।
মেঘ-দোলা দোলে বাদল গগনে॥

আয় ব্রজের ঝিয়ারী পরি সুনীল শাড়ি
নীল কমলকুঁড়ি দুলায়ে শ্রবণে॥

নবীন ধানের মঞ্জরী কর্ণে
তপ্ত বক্ষ ঢাকি শ্যামল পর্ণে
ওড়না ছাপায়ে রাঙা রামধনু বর্ণে
আয় প্রেম-কুমারীরা আয় লো।
উদাসী বাঁশির সুরে ডাকে শ্যামরায় লো॥

ঝরিবে আকাশে অবিরল বৃষ্টি,
শ্যাম সখা সাথে হবে শুভদৃষ্টি
এই ঝুলনের মধু-লগনে॥

৩৪১

রাধাকৃষ্ণ নামের মালা
জপ দিবা নিশি নিরালা॥

অগতির গতি গোকুলের পতি
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি দেয় যে শ্রীমতি
ভব-সাগরের কৃষ্ণনাম ধ্রুব জ্যোতি
(সেই) কৃষ্ণের প্রিয়া ব্রজবালা॥

পাপ তাপ হবে দূর হরির নামে
শ্রীমতি রাধা যে হরির বামে
ঐ নাম জপি যাবি গোলকধামে
রাধা নাম হবে দুঃখ-জ্বালা॥

সাধনে সিদ্ধি হবে
রাধা বলে ডাক,
কৃষ্ণ-মূরতি হৃদি-মন্দরে রাখ,
জপরে যুগল নাম রাধাশ্যাম,
রাধাশ্যাম
আঁধার জগৎ হবে আলা॥

৩৪২

রাধা শ্যাম কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণ গোপাল,
বনমালী ব্রজের রাখাল।
কৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

কভু রাম রাঘব কভু শ্যাম মাধব
কভু সে কেশব যাদব ভূপাল॥

যমুনা-বিহারী মুরলীধারী
বৃন্দাবনে সখা গোপীমনহারী।
কভু মথুরাপতি কভু পার্থ-সারথি,
কভু ব্রজে যশোদা আনন্দ-দুলাল।

দোলে গলে তার মন-বন-ফুলহার,
বাজে চরণ নূপুর গ্রহ-তারকার,
কোটি গ্রহ-তারকার।
কালিয়-দমন কভু, করাল মুরারি,
কাননচারী শিখী-পাখাধারী,
শ্যামল সুন্দর গিরিধারী-লাল
কৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

৩৪৩

শুক-সারী সম তনু মন মম
নিশিদিন গাহে তব নাম।
শুক-তারা সম ছলছল আঁখি
পথ চেয়ে থাকি ঘনশ্যাম॥

হে চির সুন্দর, আধো রাতে আসি
বল বল কে বাজায় আশার বাঁশি,
কেন মোর জীবন-মরণ সকলি
তব শ্রীচরণে সঁপিলাম॥

কেন গোপন রোদনের যমুনায়
জোয়ার আসে?
কেন নব নীরদ মায়া ঘনায়
হৃদি-আকাশে।

দেখা যদি নাহি দেবে কেন মোরে ডাকিলে,
কেন, অনুরাগ-তিলক ললাটে আঁকিলে?
কেন কুহু কেকা সম বিরহ অভিমান
অন্তরে কাঁদে অবিরাম॥

৩৪৪

শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী।
মধুবন-চারী গিরিধারী
ত্রিভুবন-বিহারী॥
লীলা-বিলাসী গোলকবাসী
রাধা-তুলসী প্রেম-পিয়াসী
মহা বিরাট বিষ্ণু ভূ-ভার হরণকারী॥

নব নীরদ কান্তি-শ্যাম
চির কিশোর অভিরাম,
রসঘন আনন্দরূপ
মাধব বনোয়ারী॥

৩৪৫

শ্রীকৃষ্ণরূপের করো ধ্যান অনুক্ষণ
হবে নিমেষে সংসার-কালীয়দমন ॥

নব-জলধর শ্যাম
রূপ যাঁর অভিরাম
(যাঁর) আনন্দ ব্রজধাম লীলা-নিকেতন ॥

বিদ্যুৎ বর্ণ পীতাম্বরধারী,
বনমালা-বিভূষিত মধুবনচারী ;
গোপ-সখা গোপী-বঁধু মনোহারী।
নওল-কিশোর তনু মদনমোহন ॥

৩৪৬

সখি, সে হরি কেমন বল্।
নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে
চোখে আনে এত জল ॥

সখি সে কি আসে এই পৃথিবীতে
গাহি রাধা নাম বাঁশরীতে ?
যার অনুরাগে বিরহ-যমুনা হয়ে ওঠে চঞ্চল ॥
তারে কি নামে ডাকিলে আসে,
কোন রূপ কোন্ গুণ পাইলে সে
রাধা সম ভালোবাসে ?
সখি শুনেছি সে নাকি কালো,
জ্বালে কেমনে সে এত আলো ;
মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে না কি
করে গো মায়ার ছল ॥

৩৪৭

হে প্রবল-প্রতাপ দর্পহারি, কৃষ্ণমুরারি।
শরণাগত আর্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ
যুগ-যুগ-সম্ভব নারায়ণ দানবারি ॥

ভূ-ভার হরণে এস জনার্দন হৃষিকেশ,
কল্কীরূপে অধর্ম নিধনে এস দনুজারি,
কংসারি, গিরিদারী ডাকে ভয়ার্ত নরনারী॥

দুর্বল দীনের বন্ধু, জনগণ-ত্রাতা
নিঃসের সহায় পরমেশ, বিশ্ব-বিধাতা।
তিমির-বিদারী এস মহাভারত-বিহারী॥

এস উৎপীড়িতের নীরব বেদনে এস,
এস বীরের আত্মদানে প্রাণ-উদ্বোধনে এস,
দেশ-দ্রৌপদীর লজ্জাহারী, দৈত্য-গর্ব-খর্বকারী
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥

৩৪৮

আমার মন যারে চায় সে বা কোথায় গো
সখি, পাই না গো তারে।
আমার মনের দুঃখ সে বিনে কেউ জানে না রে॥
কৃষ্ণ প্রেম-বিরহানলে ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে গো,
অনল জ্বলে গেল দ্বিগুণ, জ্বলে নিভে না রে।

না পোলাম সেই বন্ধুর দেখা,
বসে কান্দি একা একা গো ;
আমার মন যে কেমন হল
রয় না ঘরে॥

আমার যে অন্তরের ব্যথা
মুখ ফুটে না বলি কথা গো—
আমার প্রাণ বিদরে, বুক চিরে
দুঃখ দেখাই কারে॥

৩৪৯

কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে
বুক ফেটে যায় বন্ধুর বিহনে॥
সখি গো, যাইতে যমুনার জলে
দেখা হলো কদমতলে,
কি কারণে চাইল না মোর পানে।
আমায় দেখে বাঁকা আঁখি
ফিরাইল কেন॥

যার সনে যার ভালবাসা
ক'দিন থাকে মনের গোসা,
বাঁচি না ঐ প্রাণবন্ধু বিহনে।
রাস্তাঘাটে দেখা হলে
ডাক দিলে না শোনে॥

তার সনে কইরে পিরীতি
রইল খোঁটা গেল জাতি,
জলাঞ্জলি দিলাম কুলমানে।
তার জন্য কান্দি না সখি
কান্দি তার গুণে॥

৩৫০

কালো পাহাড় আলো করে কে,
ও কে কালো শশী?
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশি
কদম তলায় বসি॥

সই লো, মানা কর না ওকে,
ও চায় না যেন অমন চোখে,
ওর চাউনি দেখে অল্প বয়সে হলাম দোষী।
গুরুজনরে সে ভয় করে না,
বাঁকিয়ে ভুরু ডাকে সে ডাকে,
আমায় সে ডাকে;
রাতের বেলা চোরের মত চাহে
বেড়ার ফাঁকে লো—
আমি মরেছি সই প'রে তাহার
বনমালার রশি॥

৩৫১

বাজলো শ্যামের বাঁশি বিপিনে
বাজলো শ্যামের বাঁশি।
কত ছলেবলে কলকৌশলে গো
কালাচাঁদকে দেখে আসি॥
চল চল ত্বরা করি'
চল চল সহচরি ;
ব্যাকুল হয়েছে হরি
দাসীর কারণে॥

নীলপদ্মে রাধাপদ্মে গো
আমরা করব যেয়ে মিশামিশি।
বেশ-ভূষণের কাজ কি আছে
গুরুজনে জানবে পাছে
জানলে হবো দোষী॥

বনে শেষে যাওয়া হয় কি না হয় গো
(আমরা) লোক-সমাজে হব দোষী॥

৩৫২

এস প্রাণে গিরিধারী, বন-চারী,
গোপী-জন-মন-হারী।
চঞ্চল গোকুল-বিহারী॥

লহ নব প্রীতির কদম-মালা।
আনন্দ-চন্দন প্রেম-ফুল-ডালা।
নয়নে আরতি প্রদীপ জ্বালা
অঞ্জলি লহ আঁখি-বারি॥

প্রণয়-বিহ্বলা প্রাণ-রাধিকা
পরেছে তব নাম-কলঙ্ক-টিকা।
অথির অনুরাগ গোপ-বালিকা
চাহে পথ তোমারি॥

৩৫৩

এল নন্দের নন্দন নব-ঘনশ্যাম।
এল যশোদা-নয়নমণি নয়নাভিরাম॥

প্রেম রাধা-রমণ নব বঙ্কিম ঠাম,
চির রাখাল গোকুলে এল গোলক ত্যজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

ভয়-ত্রাতা এল কারা-ক্লেশ নাশি'
কাজল নয়নে এল উজ্জ্বল শশী।
মুছাতে বেদন ব্যথা তিমিরহারী
ওই বিজলী ঝলকে এল ঘন গরজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

হে বিরাট তব মঙ্গল আঁখিতলে
যত পুষ্প ফোটে প্রেম-অশ্রুজলে।
অরবিন্দ পদে আর কিছু না চাহি যেন
গোপন প্রেমে মন রহে মজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

৩৫৪

দিও বর, হে মোর স্বামী, যবে যাই আনন্দ-ধামে
যেন প্রাণ ত্যজি, হে স্বামী, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে॥

ভাসি যেন আমি ভাগীরথী-নীরে
অথবা প্রয়াগে যমুনার তীরে,
অন্তিম সময়ে হেরি আঁখি-নীরে
যেন মোর রাধা শ্যামে॥

ব্রজ গোপালের শুনায়ে নূপুর
মরণ আমার করিও মধুর;
বাজায়ো বাঁশি, দাঁড়ায়ো আসি'
রাধারে লইয়া বামে॥

৩৫৫

দোলে ঝুলন-দোলায় দোলে নওল কিশোর
গিরিধারী হরষে।
মৃদঙ্গ বাজে নভোচারী মেঘে
বারিধারা ঝুমুঝুমু বরষে॥

নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ,
কাজরী গাহে বন-বিহঙ্গ,
যমুনা-জলে বাজে জলতরঙ্গ,
শ্যামসুন্দর-রূপ দরশে॥

৩৫৬

ব্রজ-দুলাল ঘনশ্যাম মোর
হৃদে কর বিহার হে॥

নব অনুরাগের জ্বালায়ে বাতি
অঙ্গে অঙ্গে রাখি তব শেজ পাতি'
গাঁথি অশ্রু-মোতিহার হে॥
আরতি-প্রদীপ আঁখিতে জ্বালায়ে রাখি
পথ-পানে চাহি বার বার হে।
নিবেদন করি নাথ তব চরণে
নিত্য পূজা-উপচার হে॥

বিরহ-গন্ধ-ধূপ বেদনা-চন্দন
পূজাঞ্জলি আঁখি-ধার হে,
দেবতা এস খোল দ্বার হে॥

৩৫৭

ব্রজে আবার আসবে ফিরে' আমার ননী-চোরা,
কাঁদিস নে গো তোরা।
স্বভাব যে ওর লুকিয়ে থেকে কাঁদিয়ে পাগল করা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

আমি যে তার মা যশোদা,
সে আমারেই কাঁদায় সদা,
যেই কাঁদি, সে যায় যে ভুলে বনে বনে ঘোরা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

মথুরাতে আমার গোপাল রাজা হল না কি?
সেখানে যায়, সে রাজা হয়, ভুল দেখেনি আঁখি॥

সে রাজা যদি হয়েই থাকে
তাই বলে কি ভুলবে মাকে?
আমি হব রাজ-মাতা, তাই ওর রাজবেশ পরা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

৩৫৮

শ্যাম-সুন্দর গিরিধারী।
মানস-মধুবনে মধুমাধবী সুরে
মুরলী বাজাও, বনচারী॥

মধুরাতে হে হৃদয়েশ
মাধবী চাঁদ হয়ে এসো,
হৃদয়ে তুলিও ভাবেরই উজান
রস-যমুনা-বিহারী॥

অন্তর মন্দিরে প্রীতি-ফুলশয্যায়
বিলাস করো লীলা-বিলাসী;
আঁখির প্রদীপ জ্বালি প্রিয়ের জাগিয়া রব
শ্যাম, তব রূপ-পিয়াসী।

কত সাধ-আশা গেল ঝরিয়া,
পরো তাই গলে মালা করিয়া;
নূপুর করিব তব চরণে গাঁথি'
মম নয়নের বারি॥

৩৫৯

রাধা-তুলসী, প্রেম-পিয়াসী,
গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।
নাম জপ মুখে, মূরতি রাখ বুকে,
ধেয়ানে দেখ তারি রূপ মোহন॥

অমৃত রসঘন কিশোর-সুন্দর,
নব নীরদ শ্যাম মদন মনোহর—
সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর
শোভিত যাহার রাঙা চরণ॥

মগ্ন সদা যিনি লীলারসে,
যে লীলা-রস ভরা গোপী-কলসে,
কান্না-হাসির আলো-ছায়ার
মায়ায় যাহার মোহিত ভুবন॥

৩৬০

মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো,
বেদনাহারী হে মুরারি।
অসীম দুঃখ-ঘেরা কৃষ্ণ তিথিতে এস হে কৃষ্ণ গিরিধারী॥

ব্যথিত এ চিত দেবকীর সম
মূর্চ্ছিত পাষাণের ভারে,
ডাকে প্রাণ-যাদব, এসো এসো মাধব,
উথলিছে প্রেম আঁখিবারি॥

হৃদয়-ব্রজে মম ভক্তি-প্রীতি গোপী
জাগিয়া আছে আশায়,
কদম্ব ফুল সম উঠিছে শিহরি'
প্রেম মম শ্যাম বরষায়।

ওগো বনশীওয়ালা, তব না-শোনা বাঁশি
শোনে অনুরাগ-রাধা প্রণয়-পিয়াসী;
গোপন ধ্যানের মধুবনে তব নূপুর খনে খনে
শুনিছে কিশোর বনচারী॥

৩৬১

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়—
তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা,
কেউ বা বলে শ্যামরায়॥

কেউ বা বলে তার সোনার অঙ্গে
রাধা-কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে,
ওগো কেউ বলে তায় গৌর-হরি,
কেউ অবতার বলে তায়॥

ভক্ত তারে ষড়ভুজ
শ্রীনারায়ণ বলে,
কেউ দেখেছে শ্রীবাসের ঘরে,
কেউ বা নীলাচলে।

দুই হাতে তার ধনুর্বাণ
ঠিক যেন শ্রীরাম,
দুই হাতে তার মোহন বাঁশি—
যেন রাধা-শ্যাম ;
আর দু'হাতে দণ্ড ঝুলি
নবীন সন্ন্যাসীর প্রায়॥

৩৬২

ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল—
কোথায় রাধার প্রাণ,
ব্রজের শ্যামল॥

আজো রাজ-সভা মাঝে
সে আসে কি রাখাল সাজে,
আজিও তার বাঁশি শুনে
যমুনারি জল
হয় কি উতল?

পায়ে নূপুর কি পরে,
শিরে ময়ূর পাখা,
আছে শ্রীমুখে কি
অলকা-তিলক আঁকা?

'রাধা রাধা' বলে কি গো
কাঁদে সেই মায়া-মৃগ?
নারায়ণ হয়েছে সে
তোদের মথুরা এসে
মোদের চপল॥

৩৬৩

আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব—
সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে।
লাখ যুগের পরে শুভ দিন এল
মেহেদি রঙে হাত রাঙায়ে দে॥
চন্দন-টিপ গলে মালতীর মালা
নয়নে কাজল পরায়ে দে।
অধর রাঙায়ে তাম্বুল রাগে
চরণে আলতা মাখায়ে দে॥

প্রেম নীল শাড়ি প্রীতির আঙিনা
অনুরাগ-ভূষণে বধূ সাজিয়া
হৃদয়-বাসরে মিলিব দোঁহে—
কুসুমেরই প্রেম সখি বিছায়ে দে॥

৩৬৪

হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব!
এমন করে তোমার বিরহ কত স'ব॥

বিহনে তোমার ফুলের বনে
সুরভি নাহি সমীরণে,
বাজে না বেনু আমার মনে অভিনব॥

মাধবী আবার ফুটেছে বনে,
হায় মাধব রহিলে দূরে,
যমুনা শুকায়ে যমুনা বহে,
মোর আঁখির আকাশ জুড়ে।
তুমি বিনে আর, হে শ্যামরায়,
কে আছে আমার বসুন্ধরায়,
হায় আমার দুঃখের কথা কারে কব॥

৩৬৫

ওরে রাখাল ছেলে!
বল্ কি রতন পেলে দিবি হাতের বাঁশি—
তোর ঐ হাতের বাঁশি
বাঁধা দিয়ে খাজু আনব ক্ষীরের নাড়ু
অমনি হেলে দুলে একবার নাচ রে আসি'॥

দেখ্ মাখাতে তোর গায়ে ফাগের গুঁড়া
আমার আঙ্গিনাতে ঝরা কৃষ্ণচূড়া,
আমার গলায় হার খুলে পরাবো, আয় কিশোর,
তোর পায়ে ফাঁসি॥

যেন কালিদহের জলে সাপের মানিক জ্বলে
চোখের হাসি তোর ঐ চোখের হাসি,
তুই কি চাস্ চপল—মোরে বল, আমি মরেছি যে
তোরে ভালোবাসি।

আসিস আমার বাড়ি রাখাল, দিন ফুরালে—
আমার চুড়ির তালে দুল্‌বি কদম-ডালে;
ছেড়ে গৃহ-সংসার, ওরে বাঁশুরিয়া,
হব চরণ-দাসী॥

৩৬৬

নন্দ-দুলাল নাচে, নাচে রে—হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে।
ব্রজের গোপাল নাচে, নাচে রে—হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে॥

হাতের নাড়ু মুখে ফেলে আড়-চোখে চায় হেলে-দুলে
আড়চোখে চায় যথায় গোপীর ক্ষীর-নবনী দই-এর হাড়ি আছে॥

শূন্য দু'হাত শূন্যে তুলে দেয় সে করতালি,
বলে "তাই, তাই, তাই"—
নন্দ পিতায় কয় ইশারায়—নাই ননী নাই।
নন্দ ধরতে গেলে যায় পিছিয়ে, মুচকি হেসে যায় এগিয়ে
যশোমতীর কাছেরে॥
যশোমতীর কাছে॥

কহে শিউরে উঠে কদম ফুল—নাচ রে গোপাল নাচ,
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে ডুমুর গাছ—
নাচ রে গোপাল নাচ ;
শিমুল গায়ে গাছের সুখে কাঁটা দিয়ে ওঠে
ফুল ফোটে মোর আকাশে॥
নাচ ভুলে সে থমকে দাঁড়ায়, মার চোখে জল দেখতে সে পায় রে ;
ননী মাখা দু'হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে লুকায় বুকের কাছে॥

৩৬৭

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়—
কনক পুতলী রসময় রে।
যত রূপ যত বেশ নয়নে প্রেমাবেশ
(নদীয়ায়) দিনে হল চাঁদের উদয় রে॥

চাঁদ উঠেছে—
নদীয়ায় অপরূপ চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে
বিজলী-জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো,
চরণ-নখর রাঙা হিঙুল-রাগে ;
মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥

অপরূপ বঙ্কিম চূড়ার টোলনে গো,
ললাট শোভিত চন্দন-তিলকে ;

ইন্দু-লেখার মাঝে আবার বিন্দু যেন—
এ-সাজে এ মনোহরে সাজায়ে দিল কে,
ত্রিলোক ভুলাইতে তিলক দিল কে,
চন্দন-তিলকে এ শচী-নন্দনে সাজায়ে দিল কে॥

রতন কুঁদিয়া কে যতন করিয়া গো
নিরমিল গোরা দেহখানি?
হবে যোগিনী তারি ধ্যানে,
মনের সহিত মোর,
এ পাঁচ পরাণী
এ পাঁচ পরাণী॥

৩৬৮

বাঁকা শ্যামল এল বন-ভবনে।
তার বাঁশির সুর শুনি পবনে॥

রাঙা সে চরণের নূপুর-রোলে রে,
আকুল এ-হৃদয় পুলকে দোলে রে,
সে নূপুর শুনি' নাচে ময়ূর
কদম-তমাল-বনে॥
বুঝি সে শ্যামের পরশ লাগিল,
আমার চরণে তাই নাচন জাগিল—
ঘিরি' শ্যামে দক্ষিণ-বামে
নেচে বেড়াই আপন মনে॥

৩৬৯

শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা নিশিদিন,
শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ বসন, শ্রীকৃষ্ণ ভূষণ,
ধরম করম মোর জ্ঞান

শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
মোর বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ আত্মা মম, কৃষ্ণ প্রিয়তম
ওই নাম দেহ মন প্রাণ॥

কৃষ্ণ গলার হার, কৃষ্ণ নয়ন-ধার,
এ হৃদয় তারি ব্রজধাম।
ঐ নাম-কলঙ্ক ললাটে আঁকিয়া গো
ত্যজিয়াছি লাজ-কুল-মান॥

৩৭০

আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে—
সই বলিস ননদীরে—
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে
প্রেম যমুনার তীরে॥

সংসারে মোর মন ছিল না,
তবু মানের দায়ে
আমি ঘর করেছি সংসারেরই
শিকল বেঁধে পায়ে ;
শিক্‌লি-কাটা পাখি কি আর
পিঞ্জরে সই ফিরে॥

বলিস্ গিয়ে—কৃষ্ণ নামের
কলসি বেঁধে গলে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী
কালিদহের জলে।

কলঙ্কেরই পাল তুলে সই
চললেম অকূল পানে—
নদী কি সই থাকতে পারে
সাগর যখন টানে !
রেখে গেলাম এই গোকুলে
কূলের বৌ-ঝিরে॥

৩৭১

আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
লয়ে তোমার নাম
আমার একতারাতে বাজে শুধু
তোমারই গান, শ্যাম ॥

নিভিয়ে এলাম ঘরের বাতি,
এখন তুমিই সাথের সাথী ;
আমি যেখানে যাই সেই সে এখন
আমার ব্রজধাম ॥

আমি আনন্দ-লহরী বাজাই
নূপুর বেঁধে পায়ে,
শ্রান্ত হলে জুড়াই তনু
বনবীথি-বটের ছায়ে।

ভাবনা আমার তুমি নিলে,
আমায় ভিক্ষা-পাত্র দিলে ;
কখন তুমি আমার হবে,
পুরবে মনস্কাম ॥

৩৭২

ওরে নীল-যমুনার জল বল্ রে, মোরে বল্—
কোথায় ঘন-শ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘন-শ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম ॥

তোর কোন্ কূলে কোন্ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে, বেণু বাজে
আমি যেথায় গেলে শুনতে পাবো 'রাধা' 'রাধা' নাম ॥

আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে—কৃষ্ণ কোথায় বল,
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল।

বল্ রে, আমার শ্যামল কোথায়—
কোন্ মথুরায় কোন দ্বারকায়,
বল্ যমুনা বল্—
বাজে বৃন্দাবনের কোন্ পথে তার নূপুর অভিরাম।।

৩৭৩

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে—
কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে ;
থির সৌদামিনী রাধিকা দোলে
নবীন ঘনশ্যাম সনে।
দোলে রাধাশ্যাম ঝুলন-দোলায়—
দোলে আজি শাওনে।।

পরি' ধানী-রং ঘাঘরি, মেঘ-রং ওড়না
গাহে গান, দেয় দোল গোপিকা চল-চরণা ;
ময়ূর নাচে পেখম খুলি' বন-ভবনে।।

গুরু গম্ভীর মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে
আঁধার অম্বর তলে,
হেরিছে ব্রজের রস-লীলা
অরুণ লুকায়ে মেঘ-কোলে।
মুঠি মুঠি বৃষ্টির ফুল ছুড়ে হাসে,
দেব-কুমারীরা হেরে অদূর আকাশে,
জড়াজড়ি করি' নাচে তরু-লতা উতলা পবনে।।

৩৭৪

জাগো জাগো গোপাল, নিশি হল ভোর।
কাঁদে ভোরের তারা হেরি' তোর ঘুম-ঘোর।।

দামাল ছেলে তুই জাগিসনি তাই
বনে জাগেনি পাখি, ঘুমে মগ্ন সবাই ;
বাতাস নিশাস ফেলে খুঁজিছে বৃথাই,
তোর বাঁশরি লুটায়ে কাঁদে আঙিনায় মোর।।

তুই উঠিস নি বলে দেখ রবি ওঠেনি,
ঘরে আনন্দ নাই, বনে ফুল ফোটেনি।

ধোয়াবে বলিয়া তোর চোখের কাজল
স্থির হয়ে আছে ঘাটে যমুনার জল;
অঞ্চল-ঢাকা মোর, ওরে চঞ্চল,
আমি চেয়ে আছি কবে ঘুম ভাঙিবে তোর॥

৩৭৫

রাস-মঞ্চে দোল দোল লাগে রে,
জাগে নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্যে নিরাশ চিত্ত জাগে রে, জাগে নৃত্যের দোল॥
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে,
আনো নিথর হেমন্ত হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥

শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি,
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরি;
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী,
যাবে তৃষ্ণা, পাবে কৃষ্ণের-কোল॥

তরল তাল ছন্দ-দুলাল
নন্দদুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচে রে।
মানস-গঙ্গা অধীর তরঙ্গা—
প্রেম যমুনা হল রে উতরোল॥

৩৭৬

বাঁশিতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুনঝুনিয়ে
এলে আজি বাদল প্রাতে।
কদম কেশর ঝুরে পুলকে তোমার পায়ে,
তমাল বিছায় ছায়া শ্যামল আদুল গায়ে,

অলকা পথ বাহি' আসিলে মেঘের নায়ে,
নাচের তালে বাজিয়া ওঠে চুড়ি কাঁকন হাতে ॥

ধানী রঙের শাড়ি ফিরোজা রঙ উত্তরীয়
পরেছি এ শ্রাবণ দোলাতে দুলিতে, প্রিয় !
কেশের কমল-কলি বনমালী তুলিয়া আদরে
চাঁচর চিকুরে আপনি পরিও,
তোমার রূপের কাজল পরায়ো আমার আঁখিপাতে ॥

৩৭৭

কালো জল ঢালিতে সই
চিকন কালারে পড়ে মনে।
কালো মেঘ দেখে শাওনে সই
পড়লো মনে কালো-বরণে ॥
কালো জলে দিঘির বুকে
কালায় দেখি নীল শালুকে,
আমি চমকে উঠি ডাকে যখন
কালো কোকিল বনে ॥

কলমি লতার চিকন পাতায়
দেখি আমার শ্যামে লো,
পিয়া ভেবে দাঁড়াই গিয়ে
পিয়াল গাছের বামে লো।
উড়ে গেলে দোয়েল পাখি
ভাবি কালার কালো আঁখি,
আমি নীল শাড়ি পরিতে নারি
কালারই কারণে লো কালারি কারণে ॥

৩৭৮

মোর ঘনশ্যাম এলে কি আজ
কালো মেঘের বেশে।
দূর মথুরার নীল-যমুনা
পার হয়ে মোর দেশে ॥
এলে কালো মেঘের বেশে ॥

বৃষ্টিধারায় টাপুর টুপুর
বাজে তোমার সোনার নূপুর,
বিজলিতে সেই চপল আঁখির
চমক বেড়ায় হেসে॥

তোমার তনুর সুগন্ধ পাই
জুঁই-কেতকীর ফুলে,
ওগো রাজাধিরাজ ব্রজে আবার
এলে কি পথ ভুলে।

মেঘ-গরজনের ছলে
ডাকো 'রাধা' 'রাধা' বলে,
বাদল হাওয়ায় তোমার বাঁশির
বেদন যে মেশে॥

৩৭৯

গোঠের রাখাল, বলে দে রে
কোথায় বৃন্দাবন।
যথা রাখাল রাজা গোপাল আমার
খেলে অনুক্ষণ॥
কোথায় বৃন্দাবন॥

যথা দিনে-রাতে মিলন-রাসে
চাঁদ হাসে রে চাঁদের পাশে,
যার পথের ধুলায় ছড়িয়ে আছে
শ্রীহরি চন্দন॥

যথা কৃষ্ণ নামের ঢেউ ওঠে রে
সুনীল যমুনায়,
যার তমাল বনে আজো মধুর
কানুর নূপুর শোনা যায়।
আজো যাহার কদম-ডালে
বেণু বাজে সাঁঝ-সকালে,
নিত্য লীলা করে যেথায়
মদন-মোহন॥

৩৮০

তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে
সকল কালো মম,
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম—
ঐ কালো রূপে থাক না ডুবে
সকল কালো সম।
নীল সাগর-জলে হারিয়ে যাওয়া
নদীর জলের সম॥
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম।

কৃষ্ণ নয়ন-তারায় যেমন
আলোকিত হেরি ভুবন,
তেমনি কালো রূপের জ্যোতি
দেখাও নিরুপম॥

যাক্ মিশে আমার পাপ-গোধূলি
তোমার নীলাকাশে,
মোর কামনা যাক্ ধুয়ে তোমার
রূপের শ্রাবণ মাসে।

তোমার আমার মিলন থাকুক
যেমন নীল সলিলে সুনীল শালুক,
তুমি জড়িয়ে থাক আমার হিয়ায়
গানের সুরেরই সম॥

৩৮১

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর।
চাহে দুঁহু দোঁহার মুখপানে চন্দ্র ও চকোর
যেন চন্দ্র-চকোর
প্রেম-আবেশে বিভোর॥

মেঘমৃদঙ্গ বাজে সেই ঝুলনের ছন্দে,
রিমঝিম বারিধারা ঝরে আনন্দে।
হেরিতে যুগল শ্রীমুখ চন্দে
গগন ঘেরিয়া এল ঘন-ঘটা ঘোর॥

নব-নীরদ দরশনে চাতকিনী-প্রায়
ব্রজ-গোপিনী শ্যামরূপে তৃষ্ণা মিটায়,
গাহে বন্দনা-গান দেবদেবী অলকায়
ঝরে বৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রেমাশ্রু-লোর॥

৩৮২

নাচো শ্যাম নটবর কিশোর মুরলীধর
অঙ্গ মিশায়ে মম অঙ্গে।
তোমার নাচের শ্রী ফুটুক আমার এই
নৃত্য-বিভঙ্গে॥

(মম) রক্তে বাজুক তব পায়ের নূপুর,
আমার কণ্ঠে দাও বাঁশরির সুর—
তব বাঁশরির সুর।
লীলায়িত হয়ে উঠুক এ-তনু
তোমার প্রেম-আনন্দ-তরঙ্গে॥

আমার মাঝে হরি নাচো যবে তুমি
আমি নাচি আপনা ভুলি',
সরম ভরম যায়, এই দেহ-যমুনায়
ছন্দের হিল্লোল তুলি।
মনে হয় আমি যেন রাসের রাধা
জনম জনম আমি নাচি তব সঙ্গে॥

৩৮৩

মোর শ্যাম-সুন্দর এস।
প্রেমের বৃন্দাবনে এস হে
ব্রজধাম-সুন্দর এস॥
এস হৃদয়ে হৃদয়েশ
মোর নয়নের আগে এস হে
মোর নব-অনুরাগে এস শ্যাম
কোটি-কাম-সুন্দর এস॥

রস-মানস-গঙ্গার কূলে রসরাজ এস এস হে
এস মুরলী বাজায়ে এস হে, এস ময়ূরে নাচায়ে এস হে মাধব,
মধু-বনমাঝে, এস এস হে॥

মোর মুখের ভাষায় এস, মোর প্রাণের আশায় এস,
নবীন নীরদ ঘনশ্যাম-রূপে রূপ-পিপাসায় এস,
এস মদন-মোহন শোভন অভিরাম-সুন্দর এস॥

৩৮৪

গজল

কেন বাজাও বাঁশি কালো শশী
মৃদু মধুর তানে।
ঘরে রইতে নারি, জ্বলে মরি
বাজাইও না বনে
বাঁশি আর বাজাইও না বনে॥

নিঝুম রাতে বাজে বাঁশি,
পরায় গলে প্রেম-ফাঁসি,
কেহ নাহি জানে হে শ্যাম
(আমি) মরি শুধু প্রাণে॥

রাখো রাখো ও বাঁশরি,
ওহে কিশোর-বংশীধারী,
মন নাহি মানে, হে শ্যাম,
(বঁধু) বাঁশি কি গুণ জানে॥

৩৮৫

ব্রজগোপী খেলে হোরি
খেলে আনন্দ নবঘনশ্যাম সাথে॥
রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম
অনুরাগ-আবীর নয়ন-পাতে।

পিরীতি-ফাগ-মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরি খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে।
বসন্তে এ কোন্ কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এল পিচকারি হাতে॥

গোপিনীরা হানে অপাঙ্গ
খরশর ভ্রূকুটি-ভঙ্গ,
অনঙ্গ আবেশে জ্বরজ্বর থরথর শ্যামের অঙ্গ।
শ্যামল তনুতে হরিত-কুঞ্জে
অশোক ফুটেছে যেন পুঞ্জে পুঞ্জে,
রং-পিয়াসী মন-ভ্রমর গুঞ্জে,
ঢালো আরো রং প্রেম-যমুনাতে॥

৩৮৬

বাদল রাতে চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণ মেঘের কোলে রে।
ব্রজপুরে তমাল-ডালের ঝুলনাতে দোলে রে॥
নীল চাঁদ আর সোনার চাঁদে
বাঁধা বন-মালার ফাঁদে রে
এ চাঁদ হেসে আর এক চাঁদের অঙ্গে পড়ে ঢলে রে॥

যুগল শশী হেরি' গোপী কহে 'বাদলা রাতই ভালো' রে।
গোকুল এলো ব্রজে নেমে, ধরা হলো আলো রে।
দেব-দেবীরা চরণ-তলে
বৃষ্টি হয়ে পড়ে গলে রে
বেদ-গাথা সব নূপুর হয়ে
রুনুঝুনু বোলে রে॥

৩৮৭

আজ গেছ ভুলে।
আজ সে-সব কথা গেছ ভুলে।
তা ধুয়ে গেছে চোখের জলে॥

অনেকের আছে অনেক সে নাথ, জানে এই সংসার,
তোমা বিনে আর কেহ নাই সখা,
অভাগিনী রাধিকার।
তার ঘর ও বাহির সবই প্রতিকূল
সে গোকুলে থেকেও অকূলে ভাসে,
সকলের সে যে চক্ষের শূল,
তারে সবাই কলঙ্কিনী বলে॥

হরি, সকলে যাহারে ছাড়িয়াছে তারে
ঠাঁই দাও পদতলে,
হরি, ঠাঁই দাও পদতলে॥

৩৮৮

তুমি কাঁদাইতে ভালবাস
আমি তাই নিশিদিন কাঁদি। (শ্যাম)
তুমি নিত্য নূতন বেদনার ডোরে
রেখেছ আমারে বাঁধি॥
বঁধু তোমারি করে রেখেছ আমারে বাঁধি॥

যদি সংসার-কাজে ভুলে যাই
তব নাম নিতে যদি ভুলে যাই
তুমি আঘাতের ছলে পরশ দিয়া
জানাও তুমি ভোল নাই।
জানাও তুমি ভোল নাই।
তুমি যে রাধার আরাধনা, নাথ,
তুমি যে আমার সাধনা,
মিলন তোমার মধুর হে প্রিয়
অধিক মধুর বেদনা॥

৩৮৯

প্রিয়তম হে,
আমি যে তোমারি চির-আরাধিকা।
তব নাম গেয়ে প্রেম-বৃন্দাবনে
ফিরি ব্রজবালিকা॥

মম নয়ন দুটি তব দেবালয়ে
জ্বলে নিশিদিন আরতি-প্রদীপ হয়ে,
নাম-কলঙ্ক তব হরি-চন্দন মোর
গলার মালিকা॥

মোরে শরণ দাও তব চরণে,
কর অবনমিতা ;
জনমে জনমে হয়ো প্রভু তুমি
আমি হব দয়িতা।
শুধু নাম শুনি', নাথ, মনে মনে
আমি স্বয়ম্বরা হয়েছি গোপনে,
বড় সাধ প্রাণে, র'ব তোমারি ধ্যানে
হব শ্যাম-সাধিকা॥

৩৯০

মম জনম মরণের সাথী
তোমারে না ভুলি যেন দিন-রাতি॥

তোমারে না হেরি আঁধার ত্রিভুবন
নিভে যায় নয়নের বাতি।
বাতায়ন খুলিয়া চাহি পথ পানে
কাঁদি কুসুম-সেজ পাতি॥

তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
আর মোরে রাখিও না দূরে।
তুমি যেন ছেড়ে না মোরে ঘনশ্যাম
মোরে বাঁধো তব চরণ-নূপুরে॥

মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর
তব প্রেম-রসে রহি মাতি'
পলক না পড়ে, হরি,
হেরি যেন নিশিদিন অপরূপ তব মুখ পাতি॥

৩৯১

সখি, আমি যেন রূপ-মঞ্জরি।
যেন আমার প্রেম-তুলসীর বনে
খেলিছেন এসে শ্রীহরি॥
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥

যেন লো মানস-গঙ্গার জলে
জল-লীলা মোরা করি কুতূহলে ;
মোর অঙ্গে অঙ্গে আনন্দে তাঁরি
নূপুর উঠিছে মর্মরি॥

মোর বাহু দুটি যেন বনমালা হয়ে
জড়ায়ে রয়েছে মাধবে,
যেন চাঁপা-রং মোর উত্তরী দিনু
পীতাম্বর শ্রীযাদবে।

যেন আমার হৃদয়-কমল নিঙাড়ি'
শ্রী চরণ রাঙাল বন-বিহারী,
মোর অঙ্গের লীলা-ব্রজধামে তাঁর
বেণু-রব ফেরে সঞ্চরি॥
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥

৩৯২

শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম
থির হও অধীর চিত্ত ওরে।
হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে॥

পদ্মপত্রে নীর-সম চঞ্চল
যাঁহার মায়ায় চিত টলে টলমল,
তাঁহারি শরণ নে রে, প্রাণ ভরে
ডাক তাঁরি নাম ধরে॥

৩৯৩

শ্যামল তুমি শ্যাম, তাই এ ধরাধাম
সাজায়েছ শ্যাম সুষমায়।
অসীম নভোতল সুনীল ঝলমল
তব নীল তনুর আভায়॥

তরুলতা পল্লবে হেরি
তব শ্যামরূপ আছে ঘেরি,
কালো বরণ হল সাগর-নদী জল
হে কৃষ্ণ তোমারি মায়ায়॥

দুখ শোকে দুর্দিনে বরষায়
নীরদ-বরণ তব রূপ ভায় ;
বিশ্বভুবন কবে কৃষ্ণময় হবে
জাগি নাথ তাহারি আশায়॥

৩৯৪

বাঁশরি বাজে দূর বনমাঝে
উদাস সুরে ঝুরে ঝুরে বলে :
আয় আয় প্রেম-যমুনায়
কূল ছেড়ে আয় আয় অকূলে॥
আয় আয় অকূলে॥

ত্যজি' সংসার-দুঃখ-জ্বালায়
জুড়াইতে আয় কৃষ্ণ-মায়ায়
গোপ গোপীর গোকুলে॥

কেউ হবি মাতা, কেউ হবি পিতা,
সখা হবি কেহ, কেউ হবি মিতা,
হবি কেহ প্রিয়, প্রিয়া হবি কেহ
নীপ-তরুমূলে॥

কেহ দিবি চন্দন কেহ দিবি মালা,
আনিবি কেহ পূজা-আরতির থালা,

ব্রজধামে ভেদ নাই, সকলের আছে ঠাঁই,
ডাকে শোন্ শ্যাম রায়
আয় ওরে চলে আয়
ঘর ভুলে॥

৩৯৫

বনে বনে খুঁজি মনে মনে খুঁজি
চঞ্চল গোকুল-চন্দে।
খুঁজি যমুনার তীরে, খুঁজি আঁখি-নীরে
রাখালের বাঁশরিতে নূপুর-ছন্দে॥

খুঁজি সে কৃষ্ণে কৃষ্ণাতিথিতে,
খুঁজি সে মাধবে মাধবী নিশীথে,
খুঁজি সে-শ্যামলে তমাল-কুঞ্জে
মালতী-মালায় হরি-চন্দন-গন্ধে॥

কংস বলে তাঁরে মধুকৈটভারি—
উদ্ধব বলে তিনি প্রভু মুরারি,
রুক্মিণী বলে—হরি জীবন-স্বামী মোর
রাধিকা বলে তারে প্রীতম চিত-চোর।

শুক সারি বলে আছে সে নামে,
গোপী কয় সে রয় রাধারে লয়ে বামে,
গোষ্ঠে থাকে সখা বলে শ্রীদামে,
কোলে ঘুমায়, বলে যশোদা নন্দে॥

৩৯৬

প্রেম-পাশে পড়লে ধরা চঞ্চল চিত-চোর।
শাস্তি পাবে নিঠুর কালা এবার জীবন ভোর॥
মিলন-রসের কারাগারে
প্রণয়-প্রহরী রাখব দ্বারে,
চপল চরণে পরাব শিকল নব-অনুরাগ-ডোর॥

শিরীষ কামিনী ফুল হানি' জরজর করিব অঙ্গ,
বাঁধিব বাহুর বাঁধনে, দংশিবে বেণীর ভুজঙ্গ,
কলঙ্ক-তিলক আঁকিব ললাটে হে গৌর কিশোর ॥

৩৯৭

নামে যাহার এত মধু
সে হরি কেমন!
শুধু নামে যাহার পরাণ এমন
করে উচাটন ॥

শুধু যাহার বাঁশরি-সুরে
আমার এত নয়ন ঝুরে,
না জানি তার রূপ কেমন
মদন-মোহন ॥

সে বুঝি লো অপরূপ সে চির-নতুন
তাঁর বাঁশরি সুরের মত আঁখি সকরুণ

সখি তারে আমি দেখি যদি
কাঁদব কি লো নিরবধি—
যেমন করে ঐ যমুনা কাঁদে অনুক্ষণ ॥

৩৯৮

নাম-জপের গুণে ফল্‌ল ফসল
চোখ মেলে দেখ আজ।
তোর মন-দেউলে হেলে দুলে নাচেন রসরাজ
প্রেমের ঠাকুর রসরাজ ॥

নামের মহামন্ত্র দিয়ে
(বেঁধে) আনল কারে, দেখ তাকিয়ে;
ত্রিজগৎ-পতি দাঁড়িয়ে দ্বারে পরে কাঙাল-সাজ ॥
চোখ মেলে দেখ আজ ॥

নাম-জপের গুণে স্থির হল যেই চঞ্চল তোর মতি,
মন-দর্পণে সেই দেখা দিলেন প্রিয় জগৎ-পতি।

আর অশান্তি নাই, নাই দুঃখ শোক
আনন্দময় হল ত্রিলোক ;
দেখ বিশ্বভুবন চন্দ্র রবি সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি সবই
তোরই হৃদয়-মাঝ॥

৩৯৯

দিন গেল কই দীনের বন্ধু
এলে না ত দিন-শেষে।
(মোর) নয়নে রবে কি, হে কৃষ্ণ
চির-কৃষ্ণাতিথির বেশে॥

মোর নয়নের আলো নিভায়েছ প্রিতম,
কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছে তাই আকাশের চাঁদ মম।
সে কৃষ্ণচাঁদ হৃদয়-গগনে
উঠিবে কখন হেসে॥

৪০০

তোমার লীলারসে হে কৃষ্ণগোপাল
ডুবিয়ে রাখ মোরে।
তোমার আনন্দ-ব্রজে হে নন্দ-দুলাল
রাখিও সাথী করে॥

যে গোঠে চরাও ধেনু কিশোর রাখাল,
(সেথা) রাখাল বালক যেন হই চিরকাল,
যে ফুলের গেঁথে মালা পরায় ব্রজের বালা
(যেন) লুকায়ে থাকি সেই ফুলের ডোরে॥

যে যমুনা-জলে যে কদম-তলে তুমি বিহর, প্রিয়,
(যেথা) রাধার সনে রহ নিরজনে, সেথা মোরে ডাকিও।

লাখো জনম লয়ে লাখো যুগ আসিব,
(তব) নিত্য রাসলীলা-রসে ভাসিব,
মোক্ষ মুক্তি আমি চাহি না জীবন-স্বামী
হেরিব তোমারে শুধু নয়ন ভরে॥

৪০১

কিশোর গোপ-বেশ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ
দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর মূরতি অপরূপ অনিন্দ্য
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ॥

পরমাত্মারূপী পরম মনোহর,
গোলোকবিহারী চিন্ময় নটবর
ময়ুর-পাখাধারী চিকুর চাঁচর,
মণি-মঞ্জীর-শোভিত শ্রীচরণারবিন্দ॥

গলে দোলে নব বিকশিত কদম ফুলের মালা
খেলে ঘিরে যাঁরে প্রেমময়ী গোপবালা।

শোভিত স্বর্ণবর্ণ পীতবাসে
ওঙ্কার বিজড়িত শ্রীরাধার পাশে,
পদ্মপলাশ আঁখি মৃদু হাসে
যে রূপ ধেয়ায় মুনি ঋষি দেববৃন্দ
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ॥

৪০২

আমি রব না ঘরে।
ওমা ডেকেছে আমারে হরি
বাঁশির স্বরে॥

আমি আকাশে শুনি আমি বাতাসে শুনি
ও মা নিশিদিন বাঁশরি বাজায় সে গুণী।
ও মা তাহারি সুরের সুরধুনী
বহে অন্তরে বাহিরে ভুবন ভরে॥

যবে জাগিয়া থাকি
হেরি শ্রীহরির পদ্ম-পলাশ আঁখি।
যদি ভুলিয়া কভু আমি ঘুমাই, মা গো,
সে ঘুম ভেঙে দেয়; বলে, 'জাগো জাগো'।

সে শয়নে স্বপনে মোর সাধনা গো
আমি নিবেদিতা, মা গো,
তাহারি তরে॥

৪০৩

আমি কেমন করে কোথায় পাব
কৃষ্ণ চাঁদের দেখা।
অন্ধকারে খুঁজি তাহার
ব্রজের পথরেখা॥

মেঘে-ঢাকা আকাশ সম
পাপে মলিন হৃদয় মম
সে আকাশে উঠবে কি সে
কৃষ্ণ-শশী-লেখা॥

অশান্ত তার বেণু বাজে
আমার ব্যাকুল বুকের মাঝে,
(আমি) শুনেছি সে ডাকে তারেই
যে বিরহী একা॥

৪০৪

মোরে ডেকে লও সেই দেশে প্রিয়
যে দেশে তুমি থাক।
মোর কি কাজ জীবনে, বঁধু, যদি
তুমি কাছে নাহি ডাক॥

এই পৃথিবীর হাসি-গান
বঁধু, সব হয়ে যায় ম্লান

মধু-মাধবী রাসের তিথি
হায়! মাধব এলে না কো॥

এত আত্মীয় প্রিয়জন মোর, কিছু ভালো নাহি লাগে;
ভিড় রহে না প্রেমের নীড়ে, সেথা দুটি পাখি শুধু জাগে।

ফুল তুলিয়া পূজার তরে
কেন ফেলে রাখো হেলা ভরে,
তার মরণের আগে, বঁধু,
শুধু বারেক চরণে রাখো॥

৪০৫
পাহাড়ি

কেমন করে বাজাও বল
তোমার বাশের বাঁশি
জাগিয়ে চাঁদের আলো
ফুটিয়ে উষার হাসি॥

তোমার সুরের কলরোলে
আমার মনে দোলা দোলে গো
তাই তো আমি লুকিয়ে সখা
কদমতলায় আসি॥

বাজাও ওগো বাজাও বেণু,
ঝরাও প্রাণে গানের রেণু,
ঐ বাঁশিতে নাও ভরে নাও
আমার অশ্রুরাশি॥

৪০৬

বন-তমালের ডালে বেঁধেছি ঝুলনা।
আজি রাতে দুলিব গো মোরা দু'জনা॥

পুলকে দুলিবে যমুনার জল,
নীপ-কেশর হবে চঞ্চল,
জোছনায় ঝলমল কৃষ্ণ মেঘদল
মোদের দোঁহার তুলনা॥

চাঁদ হয়ে রব আমি
শ্যাম গুণ্ঠনখানি—
মেঘের শ্যামল বুকে
ঢাকা রবে মোর মুখে ;
আনন্দ ঘনশ্যাম তব সনে
লীলা-হিল্লোলে দুলিব গোপনে ;
মিনতি-জড়ানো মোর হৃদয়-কসুম-ডোর
বাঁধিনু চরণে ভুল না॥

৪০৭

পথে কি দেখলে যেতে আমার গৌর দেবতারে।
যারে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে॥

নবীন সন্ন্যাসী, সে রূপে তার পাগল করে,
আঁখির ঝিনুকে তার অবিরল মুক্তা ঝরে,
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে॥
(আমার গৌর)

জগতের জগাই মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর-অঙ্গে মাখে।

উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সকল জাতে,
দেখেছ প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে?
একবার বল্‌লে হরি যায় নিয়ে সে ভবপারে॥
(আমার গৌর)

৪০৮
কীর্তন

কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়।
তোরা বলিস লো সখি, মাধবে মথুরায়॥

খর–বৈশাখে কি দহন থাকে
বিরহিণী একা জানে;
ঘৃত–চন্দন পদ্মপাতায়
দারুণ দহন–জ্বালা না জুড়ায়,
ফটিক জলের সাথে আমি কাঁদি
চাহিয়া গগন পানে।
জ্বালা না জুড়ায় গো,
হরি–চন্দন বিনা ঘৃত–চন্দনে
জ্বালা না জুড়ায় গো,
শ্যাম–শ্রীমুখ–পদ্ম বিনা পদ্মপাতায়
জ্বালা না জুড়ায়॥

বরষায় অবিরল ঝর ঝর ঝরে জল
জুড়াইল জগতের নারী;
রাধার গলার মালা হইল বিজলি–জ্বালা
সখি রে, তৃষ্ণা মিটিল না তারি।
প্রবাসে না যায় পতি
সব নারী ভাগ্যবতী
বন্ধু রে বাহুডোরে বাঁধে,
ললাটে কাঁকন হানি'
একা রাধা অভাগিনী
প্রদীপ নিভায়ে ঘরে কাঁদে।
জ্বালা তার জুড়ায় না জলে গো
শাওনের জলে তার মনের আগুন যেন
দ্বিগুন জ্বলে গো
জ্বালা তার জুড়ায় না জলে গো।
কৃষ্ণ–মেঘ গেছে চলে
সখি, অকরুণ অশনি হানিয়া হিয়ায়॥

আশ্বিনে পরবাসী প্রিয় এল ঘর (গো)
সখি রে, মিটিল বধূর মন–সাধ,
রাধার চোখের জলে মলিন হইয়া যায়
কোজাগরী চাঁদ।

(মলিন হইয়া যায় গো।)
আগুন জ্বালালে শীত যায় নাকি
রাধার কি হল, হায়!
বুক-ভরা তার জ্বলছে আগুন
তবু শীত নাহি যায়॥

যায় না, যায় না, আগুন জ্বলে—
বুকে আগুন জ্বলে, তবু শীত যায় না, যায় না,
শীত যদি বা যায় নিশীথ না যায় গো
(যায় না, যায় না),
রাধার যে কি হল, হায়॥

কলিয়া কৃষ্ণচূড়া, ছড়ায়ে ফাগের গুঁড়া
আসিল বসন্ত,
রাধা-অনুরাগে রেঙে কে ফাগ খেলিবে গো
নাই ব্রজ-কিশোর দুরন্ত।
মাধবী-কুঞ্জে কুহু পুকারিছে মুহু মুহু
ফুল-দোলনায় সবে দোলে,
এ মধু-মাধবী রাতে রাধার মাধব নাই
সখি রে, দুলিবে রাধা কার কোলে।
রাধা দোলে কার কোলে গো,
শ্যাম-বল্লভ কোলে দোল্ দোলে
শ্যাম-বল্লভ বিনা রাধা দোলে কার কোলে গো,
বল সখি, দোলে কার কোলে।
ফুল-দোলে দোলে সবে পিয়াল-শাখে,
রাধার পিয়া নাই, বাহু দুটি দিয়া
বাঁধিবে কাহাকে,
ঝরা-ফুল সাথে রাধা ধুলাতে লুটায়॥

৪০৯
কীর্তন

সখি, আমিই না হয় মান করেছিনু,
তোরা তো সকলে ছিলি;
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি'
কেন নাহি ফিরাইলি।

তারে ফিরায় যে পায়ে ধরি'
তার পায়ে পায়ে ফেরেন হরি,
পরিহরি' মান অভিমান
(তারে) কেন নাহি ফিরাইলি।
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস্।
তার স্বভাবের চেয়ে পরভাব বেশি
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস্।
তার স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে
ডাকিলি না পরবোধে,
তোদের পরম-পুরুষ পর বোধ হল
ডাকিলি না পরবোধে।
তারে প্রবোধ কেন দিলি নে সই,
তোরা তো চিনিস্ হরিরে,
প্রবোধ কেন দিলি নে সই
কেন ডাকিলি না পরবোধে।
হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাধার
ঈষৎ অনুরোধে
তারে অনুরোধ কেন করলি নে সই
তোরা যে আমার অনুরাধা,
অনুরোধ কেন করলি নে সই
তোরা যে রাধার অনুবর্তিনী—
অনুরোধ কেন করলি নে সই
কেন ডাকিলি না পরবোধে।

৪১৩

কীর্তন

সাজায়ে রাখলো পুষ্প-বাসর
তেমনি করিয়া তোরা—
কে জানে কখন্ আসিবে ফিরিয়া
গোপিনীর মনোচোরা॥

সে কি ভুলিয়া থাকিতে পারে
তার চিরদাসী রাধিকারে,
কত ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাদল-নিশীথে
এসেছে সে অভিসারে॥

মধুবন হতে চেয়ে আন আধফোটা বনফুল,
পাপিয়ারে বল গান গাহিতে অনুকূল,
চাঁপার কলিকা এনে নূপুর গেঁথে রাখ,
তেমনি তমাল-ডালে ঝুলনা বাঁধা থাক।

আখর ঃ—
[বেঁধে রাখ লো—ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ না—
তমাল-ডালে ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ লো]
সখী,—যোগিনীর বেশ ছাড়িয়া আবার পরিব নীলাম্বরী—
মথুরা ত্যজিয়া এ ব্রজে ফিরিয়া
আসিবে কিশোর হরি।

আখর ঃ—
[ফিরে আসিবে—কিশোর নটবর ফিরে আসিবে—
এই ব্রজে পদরজ দিতে ফিরে আসিবে—
আনন্দে ভাসিবে—নিরানন্দ ব্রজপুর আনন্দে ভাসিবে
এই নিরানন্দ ব্রজপুর হরিপদ-রজ লভি আনন্দে ভাসিবে॥

রচনা-কাল : ১৯৪০

৪১১
কীর্তন

ওলো বিশাখা—ওলো ললিতে
দে এই পথের ধূলি দে।
যে পথে শ্যামের রথ চলে গেছে
দে সেই পথের ধূলি দে॥

আখর ঃ—
[ধূলি নয় ধূলি নয়—
এ যে হরি-চন্দন, ধূলি নয়, ধূলি নয়—
এ যে হরি-চন্দন, অঙ্গ-শীতল-করা—।

ওর, ভাগ্য ভালো, রাধার চেয়ে ওর ভাগ্য ভালো—
ঐ ধূলি মাথায় তুলে দে লো।]
ঐ পথের বুকে গেছে কৃষ্ণের রথ।
সখী আমি কেন হই নাই ঐ ধূলি-পথ॥

আখর ঃ—
[বঁধু চলে যে যেত গো
আমার হিয়ার উপর দিয়া চলে যে যেত—
আমার সকল জনম সফল হত—চলে যে যেত গো।]
অনুরাগের রজ্জু দিয়া বাঁধিতাম সে রথে
নিয়ে যেতাম সে রথ প্রেম-পথে (ওলো ললিতে)
আখর ঃ—
[নিয়ে যেতাম—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—
প্রেমের পথে—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—]

রচনা-কাল : ১৯৪০

৪১২
কীর্তন

সুবল সখা!
এই দেখ্ এই পথে তাহার
সোনার নূপুর আছে পড়ে,
বৃন্দাবনের বনমালী গেছে রে এই পথ ধরে॥

হরি-চন্দন-গন্ধ পথে পথে পাই
ঝরা ফুলে ছেয়ে আছে বন-বীথি তাই,
ভ্রমে ভ্রমর শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে
রাঙা কমল ভ্রমে, ভ্রমে শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে
ভাসে বাঁশির বেদন তার মৃদু সমীরে॥

তারে খুঁজব কোথায়—
সেই চোরের রাজায় খুঁজব কোথায়?
তারে খুঁজলে বনে, মনে লুকায়
চোরের রাজায় খুঁজব কোথায়?

শ্রীদাম দেখেছে তাঁরে রাখাল দলে ;
গোপিনীরা দেখিয়াছে যমুনার জলে ;
বাঁশরি দেখেছে তাঁরে কদম-শাখায় ;
কিশোরী দেখেছে তাঁরে ময়ূর-পাখায়।
বৃন্দা এসেছে দেখে, রাজা মথুরায়
জানি না কোথায় সে—
দে রে দেখায়ে দে কোথা ঘনশ্যাম,
কবে বুকে পাব তারে মুখে জপি যাঁর নাম॥

৪১৩
কীর্তন

[শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেছেন, মথুরার রাজা হয়েছেন, বিবাহ করেছেন রূপসী কুব্জাকে। এদিকে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার বিরহ-বার্তা বহন করে মথুরায় এসেছেন সখী বৃন্দাদূতী। রাজ-সাজে রাজ-সিংহাসনে কুব্জার পাশে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বৃন্দা গাইছেন।]

ছি ছি ছি কিশোর হরি, হেরিয়া লাজে মরি,
সেজেছ এ কোন্ রাজ-সাজে
(যেন সং সেজেছ, ফাগ মুছে তুমি পাগ বেঁধেছ—
হরি হে যেন সং সেজেছ ;
সংসারে তুমি সং সাজায়ে নিজেই এবার সং সেজেছ)
যেথা বামে শোভিত তব মধুরা গোপিনী নব
(সেথা) মথুরার কুব্জা বিরাজে॥
(মিলেছে ভাল, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,
ত্রিভঙ্গ অঙ্গে কুব্জা-সঙ্গে বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল),
হরি, ভাল লাগিল না বুঝি হৃদয়-আসন,
তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন।
প্রেম ব্রজধাম ছেড়ে নেমে এলে কামরূপ,
হরি, এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ॥

(তব স্বরূপ বুঝি না হে
গোপাল রূপ ফেলে ভূপাল রূপ নিলে, স্বরূপ বুঝি না হে)
হরি হে, তোমার মোহন মুরলী কে হরি' নিল
কুসুম-কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজদণ্ড দিল
(হরি, দণ্ড দিল কে, রাধারে কাঁদাবে বলে দণ্ড দিল কে।

দণ্ডবৎ করি শুধাই শ্রীহরি, দণ্ড দিল কে)
রাঙা চরণ মুড়েছে কে সোনার জরিতে খুলে রেখে মধুর নূপুর॥

হেথা সবাই কি কালা গো
কারুর কি কান নাই, নূপুর কি শোনে নাই, সবাই কি কালা গো
কালায় পেয়ে হল হেথায় সবাই কি কালা গো
এরূপ দেখিতে নারি, হরি আমি ব্রজনারী, ফিরে চল তব মধুপুর।
সেথা সকলই যে মধুময়, অন্তরে মধু বাহিরে মধু
সকলই যে মধুময়—ফিরে চল হরি তব মধুপুর॥

৪১৪
কীর্তন

শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদি না বিশাখা
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়।
(আমি তারি তরে কাঁদি গো ;
সেই নিদয়ের তরে নয়
তার হৃদয়ের তরে কাঁদি গো)
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়॥

যে হৃদয় ছিল একা গোপিকার রাধিকার,
কুবুজা করেছে তারে জয়॥

(কুবুজা তারে কু বুঝায়েছে,
যে রাধা ছাড়া কিছু জানত না সই
কুবুজা তারে করেছে জয়)
কি হবে মথুরা গিয়া
হেরি' সে হৃদয়হীন পাষাণ দেবতায়?
(সে দেবতাই বটে গো, দেবো তায় সব কিছু,
সে কিছুই দেবে না,
সে দেবতাই বটে গো)
তোরা যেতে চাস, যা লো
ঠাকুর দেখিতে তোরা যেতে চাস, যা লো
রাজ–সাজে রাংতো–পরা ঠাকুর দেখিতে তোরা
যেতে চাস, যা লো॥

ধরম করম মম তনু মন যৌবন সঁপিনু চরণে যার
সে পর-পুরুষ, হল আজি অপরার পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার।
(সে ভ্রমরারই সমতুল
ফুলে ফুলে ভ্রমে সে যে ভ্রমরারই সমতুল
তারে দেখ্‌লে ভ্রমে জাতিকুল, সে ভ্রমরারই সমতুল
পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার)
যার হরি ছাড়া বোধ নাই,
প্রবোধ দিস না তায় সজনী।
সবারই পোহাবে নিশি, পোহাবে না রাধারই
এ আঁধার রজনী॥

৪১৫

কীর্তন

[বৃন্দাবনে আজও ব্রজনারীরা একে অপরকে রাধে বলে ডাকে]

তাই—
সখি, সেই ত পুষ্প-শোভিতা হল আবার মাধবীলতা,
মাধবী চাঁদ উঠেছে আকাশে, আমার মাধব কোথা?
রাধা আজি নিরাধারা সখি রাধামাধব কোথা?
মধুপ গুঞ্জরে মালতী-বিতানে,
নূপুর-গুঞ্জরণ নাহি শুনি কানে,
মোর মনো-মধুবনে মধুপ কানু কই—
আনন্দ-রাস নাই—রাস-বিহারী নাই—
আমি আর রাধা নই॥

সখি, পূর্বরাসে জনম লভিয়া
পুষ্প আহরণ তরে
কৃষ্ণপূজার লাগি' পুষ্প আহরণ তরে
গেয়েছিনু বনে অনুরাগ-ভরে
বৃন্দাবন-চারী কৃষ্ণ না পেয়ে
রাধা কাঁদে ব্রজপথে যেয়ে যেয়ে
'প্রাণবল্লভ আমার কই গো কই গো
সখি আমায় বলে দেগো
রাধা হল আজি অশ্রুর ধারা।
কৃষ্ণ-আনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কবে হবে
শ্রীকৃষ্ণ হারা॥

৪১৬
কীর্তন

ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ
আমার পাওয়ার বহু দূরে।
তবু মনের মাঝে বেণু বাজে
সেই পুরান সুরে সুরে॥

মনের মাঝে বেণু বাজে
প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে
আজো তার রেশ মনে বাজে ;

তব কদম-মালার কেশরগুলি
আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি।
ওগো আজকে করুণ রোদন তুলি
বয় যমুনা ভাটির সুরে॥
আর উজান বয় না

ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে
বসে আছি উদাস মনে,
তোমার দেশে চাঁদ উঠেছে
আমার দেশে বাদল ঝুরে॥

সেথা চাঁদ উঠেছে
ওগো সেথা শুক্লা তিথির চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে,
সখি তাদের দেশের আকাশে আজ
আমার দেশের চাঁদ উঠেছে।
ওগো মোর গগনে কৃষ্ণাতিথি
আমার দেশে বাদল ঝুরে॥

৪১৭
কীর্তন

বঁধু সেদিন নাহি ক আর—
যবে রাধার বিরহে আঁধার দেখিতে
ত্রিভুবন সংসার॥

তার বেশের লাগিয়া দেশের ফুল যে
আনিতে চয়ন করি';
নিতি গোকুলের পথে, বনে, যমুনাতে
বাঁশরি বাজাতে হরি
রাধা রাধা বলে।
ডাকিতে কতই ছলে হে রাধা বলে
আমরা সবই জানি
তোমার গুণের কথা সবই জানি।
আজ শত সে চন্দ্রাবলী নিয়ে কর ঢলাঢলি
কত অলি গলি ফের শ্যাম (সখা হে,)
তাই যমুনার জলে লাজে ডুবিয়া মরেছে সখা
যে বাঁশিতে নিতে রাধা নাম (সখা হে)
তুমি বলেছিলে হরি
তুমি নীল তনু হলে স্মরিয়া স্মরিয়া
রাধার নীলাম্বরী॥
আজ গেছ ভুলে সে-সব কথা গেছ ভুলে
অনেকের আছে অনেক যে নাথ জানে এই সংসার
তোমা বিনে কেহ নাই সখা অভাগিনী রাধিকার॥

৪১৮

জয় নারায়ণ অনন্তরূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥

কভু পার্থ-সারথি হরি
বংশীধারী কংস-অরি
কভু গোপাল বনমালী কিশোর রাখাল॥

বিপুল মহা বিরাট কত বৃন্দাবন-বিলাসী
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মপাণি মুখে মধুর হাসি।
সৃষ্টি-বিনাশে লীলা-বিলাসে
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদিকাল॥

৪১৯

নব দূর্বাদল–শ্যাম
জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম।
সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥

সজল জলদ নীল নবঘন কান্তি
নয়নে করুণা আননে প্রশান্তি,
নাম শরণে টুটে শোক তাপ ভ্রান্তি,
রূপ নেহারি' মূরছিত কোটি কাম॥

৪২০

লেটোর গান

আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই, দেখ্‌ব আজ তোরে।
প্রত্যেক বারের পরাজয়ে লাজ নাই অন্তরে॥

রমণীদের মত হয়ে শুধু সৈন্যদেরই মাঝে
আছিস্ কেন কাপুরুষ বুঝিলাম কাজে,
আর কি রে চাতুরী সাজ মম সমরে॥

কুকুর ছানায় বাদ সেধেছে হায়নার সাথে
এরা চড়াই পাখির দল এসেছে মার্জার মারিতে
এরা ভেবেছে সব ভুজঙ্গেতে মারবে গরুড়ে॥

বৃষ–শৃঙ্গে বসলে মশা হয় কি অনুভব?
নজরুল এসলাম বলে গাধা হয় না রে মানব।
বৃথা নাড়ো হস্তপদ বুঝবি এইবারে॥

৪২১

মা এলো রে, মা এলো রে
বরষ পরে আপন ছেলের ঘরে।
সাত কোটি ভাই বোন মিলিয়া আজ
ডাকি আকুল স্বরে॥
(মাগো আনন্দময়ী)

মা এসেছে। মা এসেছে ! আকাশ পাতাল 'পরে
আনন্দ তাই ধরে না যে আজকে থরে থরে,
শিউলি ফুলের মত আজ আনন্দ-গান ঝরে।।

কমল-মুকুল-শাপলা বনে ভ্রমর শোনায় গীতি—
জাগো, জাগো, আজকে মোদের আগমনীর তিথি ;
জলতরঙ্গ বেজে ওঠে নদীর বালুচরে।।

বুকের মাঝে বাঁশি বাজে অঝোর কলরোলে,
দূর প্রবাসী কাজ ভুলে আয় আপন মায়ের কোলে ;
আজকে পেলাম মাকে যেন কত যুগের পরে।।

৪২২

আজ আগমনীর আবাহনে
কী সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়েছে
বরণের এয়ো সেজে।।

ভরা ভাদরের ভরা নদী
কলকল ছোটে নিরবধি,
সে সুর-গীতালি দেয় করতালি,
নাচে তরঙ্গ-দোলনে যে।।

পূরব দীপক আরতির দীপ
শত ছটা মেঘ-জালে,
দিক্‌বালা তারা আল্‌তা গুলেছে
রক্ত-আকাশ-থালে।

ঘাসের বুকেতে শিশির-নীর
ধোয়াবে ও রাঙা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে
ধরণী শ্যামল সেজেছে যে।।

৪২৩

এল রে এল ঐ রণ-রঙ্গিনী শ্রীচণ্ডী,
চণ্ডী এল রে এল ঐ।
অসুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে
ধ্বংস করিতে সব বন্ধন বন্দী শ্রীচণ্ডী,
চণ্ডী এল রে ঐ॥

দনুজ-দলনী চামুণ্ডা এল ঐ
প্রলয়-অগ্নি জ্বালি' নাচিছে।
তাথৈ তাথৈ তা তাথৈ থৈ
দুর্বল বলে মা মাভৈঃ মাভৈঃ।
মুক্তি লভিবি যত শৃঙ্খল-বন্দী
শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এল রে ঐ॥
রক্ত-রঞ্জিত অগ্নিশিখায়
করালী কোন্ রসনা দেখা যায়।

পাতাল-তলের যত মাতাল দানব
পৃথিবীতে এসেছিল হইয়া মানব
তাদের দণ্ড দিতে আসিয়াছে চণ্ডিকা
সাজিয়া চণ্ডী, শ্রীচণ্ডী
চণ্ডী এল রে এল ঐ॥

৪২৪

"ওম্ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে॥"

জয় দুর্গা জননী, দাও শক্তি—
শুদ্ধ জ্ঞান দাও, দাও প্রেমভক্তি;
অসুর-সংহারী কবচ-অস্ত্র দাও মা, বাঁধি বাহুতে॥

অর্থ-বিভব দাও, যশ দাও মা গো, প্রতি ঘরে দাও শান্তি;
পরম অমৃত দাও দূর করো মৃত্যু-সম বাঁচিয়া
থাকার এই ক্লান্তি।

শ্রান্তিবিহীন উৎসাহ দাও কর্মে,
নবীন দীক্ষা দাও শান্তির ধর্মে ;
মোদের রক্ষা করো বরাভয়-বর্মে,
বিস্ময় জ্যোতি দাও প্রতি অণুতে॥

৪২৫

নৃত্যময়ী নৃত্যকালী
নিত্য নাচে হেলে দুলে।
তার রূপের ছটায়, নাচের ঘটায়
শম্ভু লুটায় চরণ-মূলে॥
সেই নাচেরি ছন্দধারা—
চন্দ্র, রবি, গ্রহ, তারা।
সেই নাচনের ঢেউ খেলে যায়
সিন্ধুজলে পত্র-ফুলে॥

সে মুখ ফিরায়ে নাচে যখন—
ধরায় দিবা হয় রে তখন।
এ বিশ্ব হয় তিমির-মগন
মুক্তকেশীর এলোচুলে॥

শক্তি যথায়, যথায় গতি ;
মা সেথা নাচে মূর্তিমতী।
কবে দেখব সে নাচ অগ্নি শিখায়—
আমরা সবাই চিতার কূলে॥

৪২৬

তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে,
উপবাস-ক্ষীণ তনু যোগিনী-বেশে॥

বুকে চাপি' করতল
বিল্বপত্র-দল,
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে॥

অস্তরবি তার সহস্র করে
চরণ ধরে বলে ফিরে যেতে ঘরে।

'শিব দাও, শিব দাও' বলে
লুটায় ধূলি-তলে,
কৈলাস-গিরি পানে চাহে অনিমেষে॥

৪২৭

সোনার বরণ মেয়ে আমার
"নন্দা" কোলে আয়।
(প'রে) সোনার বসন সোনার ভূষণ
সোনার নূপুর পায়॥

(আমার) কালো মেয়ের দুখ ভোলাতে
কে শ্যাম অঙ্গ সোনায় মুড়েছে!
(মা'র) গৌরী-রূপ দেখে আমার
চোখ জুড়িয়ে যায়॥

(এই) হেম-বরণী বালিকাকে, বালিকা কে বলে,
কে ভয়ঙ্করী বলে,
(তাই) আনন্দিনী রূপ দেখলো 'নন্দা' রূপের ছলে,
এল কন্যা হয়ে কোলে।

গোধূলি-লগনে বধূর বেশে
দাঁড়ালি মা অঙ্গনে মোর হেসে,
শিব-লোকে যাবার আগে দেখা দিয়ে যায়
বুঝি চাহিস্ মা বিদায়॥

৪২৮

যারা আজ এসেছে রইবে না কাল, আমার কেহ নয়
ওরা কেহ নয়।

মা গো ওরা তোরে শুধু আড়াল করে রয়
ওরা কেহ নয়॥

ওরা মোর ইচ্ছায় আসেনি ক কেহ,
ওরা মোর ইচ্ছায় যায় না ছেড়ে গেহ,
এ সংসারের পান্থশালায় ক্ষণিক পরিচয়,
ও মা, ওদের সাথে ক্ষণিক পরিচয়।
ওরা কেহ নয়॥

যারা কেবল আছে মা গো মা ভোলাবার তরে
নে তাদের মায়া হরে,

তোর পূজার ভোগ খায় কেড়ে মা
পাঁচভূতে আর চোরে।
ওরা সবাই যাবে রইবে না কো কেউ,
মিথ্যা ওরা ক্ষণিক মায়ার ঢেউ,
ওদের মায়ায় তোকে ভোলার ভুল যেন না হয়।
ওরা কেহ নয়॥

৪২৯

মাকে আমার দেখেছে যে
ভাইকে সে কি ঘৃণা করে।
ত্রিলোক-বাসী প্রিয় তাঁহার
পরান কাঁদে সবার তরে॥

নাই জাতিভেদ উচ্চ নীচের জ্ঞান
তাহার কাছে সকলে সমান ;
দেখলে গুহক চণ্ডালে সে
রামের মত বক্ষে ধরে॥

মা আমাদের মহামায়া
পরমা প্রকৃতি,
পিতা মোদের পরমাত্মা রে
তাই সবার সাথে প্রীতি।
মোদের সবার সাথে প্রীতি।

সন্তানে তাঁর ঘৃণা করে
মাকে করে পূজা,
সে পূজা তার নেয় না কভু
নেয় না দশভূজা।
এই ভেদ-জ্ঞান ভুলব যেদিন
মা সেইদিন আসবে ঘরে॥

৪৩০

কে এলি মা টুকটুকে লাল রক্তচেলী পরে।
সারা গায়ে আবীর মেখে ভুবন আলো করে।
ত্রিভুবন রূপে ভরে॥

পায়ে লাল জবার ফুল
কানে ঝুমকো জবার দুল,
লাল শাপলার মালা পরে দুলিয়ে এলোচুল,
শুভ্র-বরণ শিবকে ফাগের রঙে রঙিন করে॥

ওমা! যোগমায়া, তোর রঙে রসের ব্রজে এল হোরি,
(তোর) নাচের তালে আনন্দ-কুসুম পড়ে ঝরি'।
তোর চরণ-অরুণ-রাগে
মা, প্রভাত রবি রাঙে,
মণিপুর-কমলে গায়ত্রী জাগে
(সেই) অনুরাগের রঙিন ধারা পড়ুক বুকে ঝরে॥
তোর চরণ অরুণ রাগে।

৪৩১

ও মা! যা কিছু তুই দিয়েছিলি
ফিরিয়ে দিলাম তোকে।
তুই ছাড়া আর বলতে আপন
রইল না ত্রিলোকে॥

তুই কোলে নেবার দায় এড়িয়ে
রেখেছিলি মন ভুলিয়ে খেলনা দিয়ে।
তুই পালিয়েছিলি ঘুম পাড়িয়ে
কাজল দিয়ে চোখে।
মায়ার কাজল দিয়ে চোখে॥

কোটি জনম কাটল কেঁদে মা গো, তোকে ভুলে
(মা) তোরে মনে পড়েছে আজ,
নে মা কোলে তুলে,
(এবার) নে মা কোলে তুলে।
তুই ছাড়া মা মিথ্যা সবই,
এই পুত্র জাগায় মায়ার ছবি,
ভুলব না আর এবার আমি
জড়াব না দুঃখ-শোকে॥

৪৩২

অরুণ-কিরণে হেরি মা তোমারি
মুখের অভয় হাসি।
নাচে আনন্দে নদী-তরঙ্গ
প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি॥

আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ,
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ,
তোমারে পূজিতে পূজারিণী-বেশ
ধরণীরে দিল পরায়ে উদাসী॥

৪৩৩

নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি।
শতদল বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী॥

এস অমল ধবল শুভ সাত্ত্বিক বর্ণে
হংস-বাহনে লীলা-উৎপল কর্ণে,

এস বিদ্যারূপিণী মা শারদ ভারতী
এস ভীত জনে বরাভয় দানি'॥

শুদ্ধ জ্ঞান দাও, শুভ্র আলোক,
অজ্ঞান তিমির অপগত হোক,
মৃতজনে সঙ্গীত অমৃত দাও মা
বীণাতে মাভৈঃ ঝঙ্কার হানি'॥

৪৩৪

আনন্দ রে আনন্দ
দশ হাতে ওই দশ দিকে মা ছড়িয়ে এল আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশি, বইছে বাতাস সুমন্দ॥

আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎ-আলোর কিরণরাশি,
'কমল-বনে উঠছে ভাসি'
মায়ের গায়ের সুগন্ধ॥

উঠলো বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ,
মনের আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।

দেশান্তরী ছেলেমেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে,
শিশির-নীরে এল নেয়ে
স্নিগ্ধ অকাল বসন্ত॥

৪৩৫

জয় ব্রহ্ম-বিদ্যা শিব-সরস্বতী।
জয় ধ্রুব-জ্যোতি, জয় বেদবতী॥

জয় আদি কবি, জয় আদি বাণী
জয় চন্দ্রচূড়, জয় বীণাপাণি,
জয় শুদ্ধজ্ঞান শ্রীমূর্তিমতী॥

শিব! সঙ্গীত সুর দাও, তেজ আশা;
দেবী! জ্ঞান শক্তি দাও, অমর ভাষা।

শিব ! যোগধ্যান দাও অনাসক্তি,
দেবী ! মোক্ষ লক্ষ্মী ! দাও পরাভক্তি,
দাও রস অমৃত, দাও কৃপা মহতী ॥

৪৩৬

নমো নমো নমো হে নটনাথ
নব ভবনে কর শুভ চরণপাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সঙ্গীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব প্রভাত ॥
তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও, আদি কবি
শুচি ললাট-তলে
যে শিশু শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুঃখ-তিমির রাত ॥

হে চির সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত ॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, কর নব জীবন সঞ্জাত ॥

বি.দ্র. : 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'অগ্রন্থিত গান'গুলোর বাণী সংকলিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড থেকে। তবে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণ ও সংশোধন করা হয়েছে প্রধানত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড (২০০৪) এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত ও রশিদ-উন নবী সম্পাদিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে।

অগ্রন্থিত গান

১

নমো নমো নমো হে নটনাথ
নব ভবনে করো শুভ চরণপাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সংগীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব প্রভাত॥

তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও আদি কবি
শুচি ললাট-তলে
যে শিশু শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুঃখ তিমির রাত॥

হে চির সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, করো নব জীবন সঞ্জাত॥

২

ভোর হলো, ওঠ জাগ মুসাফির, আল্লা-রসুল বোল।
গাফলিয়তি ভোল রে অলস, আয়েশ-আরাম ভোল॥

এই দুনিয়ার সরাইখানায়
(তোর) জনম গেল ঘুমিয়ে, হায়!
ওঠ রে সুখ-শয্যা ছেড়ে, মায়ার বাঁধন খোল॥

দিন ফুরিয়ে এলো যে রে দিনে দিনে তোর,
দীনের কাজে অবহেলা করলি জীবন-ভোর।
যে দিন আজো আছে বাকি
খোদারে তুই দিসনে ফাঁকি,
আখেরে পার হবি যদি পুল-সেরাতের পোল॥

৩

ও কি ঈদের চাঁদ গো।
ও কি ঈদের চাঁদ চলে মদিনারই পথে, গো !
যেন হাসীন য়ুসোফ ফিরে এলো ফিরদৌস হতে গো॥

যাহারা তার রূপ দেখে তারা ঝুরিছে আসমানে,
গুল ভুলে তাই বুলবুলি চেয়ে আছে গুলিস্তানে ;
বুঝি বেহেশতেরই বাদশাজাদা এলো সোনার রথে গো॥

সাদা কবুতরের মতো চরণ দুটি ছুঁয়ে
গোলাপ চাঁপা উঠছে ফুটে ধূলি-মাখা ভুঁয়ে গো।

সেই চাঁদের মুখে জ্যোৎস্নাসম খোদার কালাম ঝরে
তার রূপ দেখে, তার গুণ শুনে মোর মন রহে না ঘরে লো ;
আমি উন্মাদিনী সেই মাদানী নবীর মোহব্বতে গো॥

৪

মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর।
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর॥
সই, দেখতে তারে লাখো হাজার লোক ছুটেছে পথে,
সে কোহিনূর মানিক এনেছে কোহিতূর হতে।
সে কোরান জাহাজ বোঝাই করে এনেছে সোনার মোহর॥

একবার যে কলমা পড়ে আল্লা বলে এসে
তারে বিনি-মূলে সলমা চুনি বিলিয়ে দেয় সে হেসে,
দুলিয়ে সে দেয় নামাজ রোজার হীরের তাবিজ বুকের পর।

সে বেহেশতের কুঞ্জিত লয়ে ডাকে অহরহ,
বলে, মান এনে বেহেশত যাবার সোনার চাবি লহ,
আমি প্রাণ দিয়েছি নজরানা, সই, দেখে তারে এক নজর॥

৫

কেন তুমি কাঁদাও মোরে, হে মদিনাওয়ালা !
অবরোধ–বাসিনী আমি কুলের কুলবালা,
হে মদিনাওয়ালা॥

ঈদের চাঁদের ইশারাতে
কেন ডাক নিঝুম রাতে,
হাসিন য়ুসোফ ! জুলেখারে কত দিবে জ্বালা।
হে মদিনাওয়ালা॥

একি লিপি পাঠালে নাথ, কোরানের আয়াতে,
পড়তে গিয়ে অশ্রুবাদল নামে আঁখি–পাতে।

বাজিয়ে শাহাদতের বাঁশি
কেন ডাক নিত্য আসি,
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি তো মালা।
হে মদিনাওয়ালা॥

৬

ওগো আমার নবী প্রিয় আল–আরবি !
তোমায় যেমন করে ডেকেছিল আরব মরুভূমি,
আমি তেমনি করে ডাকি যদি আসবে না কি তুমি॥

যেমন কেঁদে দজলা ফোরাত নদী
ডেকেছিল নিরবধি—
হে মোর মরুচারী, নবুয়ৎ–ধারী,
আমি তেমনি করে কাঁদি যদি, আসবে নাকি তুমি॥

মজলুমেরা কাবা–ঘরে
কেঁদেছিল যেমন করে
হে আমিনা–লালা, হে মোর কমলীওয়ালা,
আমি তেমনি করে চাহি যদি, আসবে না কি তুমি॥

৭

রোজ-হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার।
বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গোনাহগার॥

জেনে শুনে জীবন ভরে
আমি দোষ করেছি ঘরে পরে,
এখন আশা নাই যে যাব তরে বিচারে তোমার॥

বিচার যদি করবে, কেন 'রহমান' নাম নিলে ;
ঐ নামের গুণেই তরে যাবো—কেন এ জ্ঞান দিলে।

দীন ভিখারি বলে আমি
ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী—
তখন শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না কো আর॥

৮

আমার যখন পথ ফুরাবে, আসবে গহীন রাতি—
তখন তুমি হাত ধরো মোর, হয়ো পথের সাথী॥

অনেক কথা হয়নি বলা, বলার সময় দিও (খোদা),
আমার তিমির অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিও প্রিয় (খোদা) ;
বিরাজ করো বুকে আমার আরশ খানি পাতি॥

সারা জীবন কাটলো আমার বিরহে, বঁধু,
পিপাসিত কণ্ঠে এসে দিও মিলন-মধু।

তুমি যেথায় থাকো প্রিয়, সেথায় যেন যাই (খোদা),
সখা বলে ডেকো আমায়, দীদার যেন পাই (খোদা) ;
সারা জনম দুঃখ পেলাম, (যেন) এবার সুখে মাতি॥

৯

ইরানের বুলবুলি কি এলে
গোলাপের স্বপ্ন লয়ে সিন্ধু-নদীকূলে॥
চন্দনের গন্ধে কবি
মিশালে হেনার সুরভি,
তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥

কোন সাকির আঁখির করুণা নাহি পেয়ে
মরুচারী হে বিরহী এলে মেঘের দেশে ধেয়ে।

হেথা কাজল আঁখি নিরখি
তৃষ্ণা তব জুড়াল কি,
লালা ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

১০

অরুণ-রাঙা গোলাপ-কলি
কে নিবি সহেলি আয়।
গালে যার গোলাপি আভা
এ ফুল-কলি তারে চায়॥

ডালির ফুল যে শুকায়ে যায়—
কোথায় লায়লি, শিরী কোথায়,
কোথা প্রেমিক বিরহী মজনু
এ ফুল দেব কাহার পায়॥

পূর্ণ চাঁদের এমন তিথি
ফুল-বিলাসী কই অতিথি,
বুলবুলি বিনে এ গুল যে
অভিমানে মুরছায়॥

১১

অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া।
বহ্নিরাগে দিগন্ত গেল রে রাঙিয়া॥
রুদ্র রোষে কি শঙ্কর উর্ধ্বের পানে
লক্ষ ফণা-ভুজঙ্গ বিদ্যুৎ হানে
দীপ্ত তেজে অনন্ত নাগের ঘুম ভাঙিয়া॥
লংকা-দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র
যজ্ঞ-ধূম বেদ ওঙ্কার ছাইল অনন্ত।

খড়্গ-পাণি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে
দৈত্য নিশুম্ভ-শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে,
বিশ্ব কাঁদে প্রেম-ভিক্ষু আনন্দ মাগিয়া॥

১২

রুমঝুম ঝুমঝুম নূপুর বোলে।
বনপথে যায় কে বালিকা
গলে শেফালিকা,
মালতী-মালিকা দোলে॥

চম্পা মুকুলগুলি
চাহে নয়ন তুলি,
নাচে নট-বিহগ শিখী তরুতলে॥

১৩

রুমু রুমু ঝুম রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।
তালে তালে দোদুল দোলে নাচের নেশায় চুর॥

চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে ও কে যায়
নটিনী কল-তটিনীর প্রায়—
চিনি বিদেশিনী, চিনি গো তায় ;
শুনি ছন্দ তারি এ হিয়া ভরপুর॥

নাচন শিখালে ময়ূর মরালে,
মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে।

বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে,
ডাগর আঁখির নাচে সাগর দুলালে ;
গিরি-দরী বনে গো দোল লাগে নাচনের শুনে তার সুর॥

১৪

লীলায়িত চঞ্চল অঞ্চল পরশনে—
কে দিলে গো সাড়া চকিতা ফুলবনে॥

ঢলঢল নয়না চকিতা কুহেলি গো,
অবশ তনু-মন পলকের দরশনে॥

১৫

রিনিকি ঝিনিকি রিনিঝিনি
রিনিঝিনি পায়েলা বাজে।
নওল কিশোরী ধায় অভিসারে
ভবন তেয়াগি বন-মাঝে॥
বারণ করে তায়
লতিকা ধরি পায়,
ভাব-বিলাসিনী না মানে
গুরুজন ভয়-লাজে॥

১৬

কে গো গানে গানে হিয়া ভরালে।
নিরাশা ভুলায়ে আশা ধরালে॥
বলো বলো মোরে কেন এমন করে
পলকে পুলকে আঁখি ঝরালে॥

১৭

কেন আসিলে ভালোবাসিলে
দিবে না ধরা জীবনে যদি।
বিশাল চোখে মিশায়ে মরু
চাহিলে কেন গো বে-দরদি॥

ছিনু অচেতন আপনা নিয়ে,
কেন জাগাইলে আঘাত দিয়ে ;
তব আঁখিজল সে কি শুধু ছল,
এ কি মরু হায়, নয় জলধি ॥

ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন
করে হাহাকার বুকের তলায়—
ওগো কত নিরাশা, কত অভিমান,
ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায় ;
মিলন হবে কোথা সে কবে
কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী ॥

১৮

কাহারই তরে কেন ডাকে
'পিয়া পিয়া' পাপিয়া।
বঁধু বুঝি পরদেশে
(হায়) আছে ভুলিয়া ॥

বুঝি বা আসিবে বলে
ওগো প্রিয় তারই গেছে চলে
নিঠুর শ্যামেরই সম
পদে দলিয়া ॥

১৯

কিশোরী, মিলন-বাঁশরি শোন বাজায় রহি রহি
বনের বিরহী ;
লাজ বিসরি চল জলকে ॥

তার বাঁশরি শুনি কথার কুহু
ডেকে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু ;

রস–যমুনা–নীর হলো অধীর,
রহে না থির—
ও তার দুকূল ছাপায়ে
তরঙ্গ–দল ওঠে ছলকে॥

কেন লো চমকে দাঁড়ালি থমকে,
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমকে ;
পেয়ে তারি কি দেখা
নাচিছে কেকা,
হলো উতলা মৃগ কি দেখে চপলকে॥

২০

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়।
সুরের বেদন বাজে গোপন হিয়ায়॥
সুখ–স্মৃতি সাথে ওই সুর–মায়ায়
কত দুখ মিশে যেন আলোক–ছায়ায়॥

আজি নিশীথ রাতে জাগি তারার সাথে
তারি স্মৃতিটি নিয়া নীরব ব্যথায়॥

২১

কানন–পারে মুরলী–ধ্বনি শুনি।
মনের তারে তারি বাজে রাগিণী॥

সুরের মদিরা পিয়া
বিভোর অবশ হিয়া,
ভাসাই অকূল পানে হৃদি–তরণী॥

২২

কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয় যদি ঠেলিবে পায়ে।
বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে।
একা বন–কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে॥

ছিল পাশরি আপন-বেভুল কিশোরী হিয়া,
বধূর বিধুর যৌবন কেন দিলে জাগায়ে।
প্রিয় গো প্রিয়—
আকাশ বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি
দিলে রাঙায়ে॥

২৩

ঘন দেয়া গরজায় গো।
কেঁদে ফিরে পুবালি বায়॥

একা ঘরে মম ডর লাগে,
কার বিধুর স্মৃতি মনে জাগে ;
বারিধারে কাঁদে চারিধার—
সে কোথায়, আজি সে কোথায়॥

গগনে বরষে বারি,
তৃষ্ণা গেল না তবু আমারি ;
কোন দূর দেশে প্রিয়তম
এ বিধুর বরষায়॥

২৪

গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী।
মেঘ-ঘন-রস রিমঝিম বরষে
একেলা ভবনে বসি বাতায়নে
পথ চাহে বিরহিণী কামিনী॥

পুবালি পবন বহে দাদুরী ডাকে,
অভিসারে চলে খুঁজে কাহাকে
বৈরাগিনী সাজে উন্মনা যামিনী॥

২৫

ঢল ঢল নয়নে
স্বপনের ছায়া গো।
কোন অমরার
কোন মায়া গো॥

মনের বনের পারে
চকিতে দেখেছি যারে—
সে এলো কি আজ
ধরি কায়া গো॥

২৬

তুমি কেন এলে পথে।
ঝরা মল্লিকা ছড়াইতেছিনু
একাকিনী নদী-স্রোতে॥

কলসি আমার অলস খেলায়
ধীর তরঙ্গে যদি ভেসে যায়,
তীরে সে কলসি তুলে আনো তুমি
কেন নদীজল হতে॥

আমার নিরালা বনে
আমি গাঁথি হার, তুমি গান গাহি
ধ্যান ভাঙো অকারণে।
আমি মুখ হেরি আরশিতে একা,
তুমি সে মুকুরে কেন দাও দেখা;
বাতায়নে চাহি তুমি কেন হাসো
আসিয়া চাঁদের রথে॥

২৭

জানি জানি তুমি আসিবে ফিরে।
আবার উঠিবে চাঁদ নিরাশা-তিমিরে॥

নিঝুম কাননে থাকি
ডাকিবে গানের পাখি,
দখিন সমীরণ আবার বহিবে ধীরে॥

আবার গাঙের জলে আসিবে জোয়ার,
জ্বলিবে আশার দীপ, রবে না আঁধার।

তোমার পরশ লেগে
ঘুম মোর যাবে ভেঙে,
একদা প্রভাতে প্রিয় আকুল নয়ন-নীরে॥

২৮

ঝর্ঝর নির্ঝর-ধারা বহে পাহাড়ি-পথে
যেন বনদেবীর বীণা বাজে ভোর আলোতে॥

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি প্রভাতি তারা
শোনে সেই জল-ছলছল সুর তন্দ্রাহারা,
গলে পড়ে আনন্দে তুষার-ধারা
গিরি-শিখর হতে॥

রঙিন প্রজাপতি অলস মনে
হালকা পাখায় ফেরে দোপাটি বনে।
শোনে মঞ্জীর বন-লক্ষ্মীর,
কঙ্কণ চুড়ি বাজে নুড়ির তালে,
পাষাণ-জাগানো ঝর্না-স্রোতে॥

২৯

থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ,
এসো এসো পথ-ভোলা।
সবাই দুয়ার বন্ধ করেছে,
(আছে) আমার দুয়ার খোলা॥

সৃষ্টি ডুবায়ে ঝরুক বৃষ্টি,
ঘন মেঘে ঢাকো সবার দৃষ্টি ;
ভুলিয়া ভুবন দুলিব দুজন
বাঁধি প্রেম-হিন্দোলা॥

সব পথ যবে হারাইয়া যায়
দুর্দিনে মেঘে ঝড়ে,
কোন পথে এসে সহসা সেদিন
দোলো মোরে বুকে ধরে।

নিরাশা-তিমিরে ঢাকা দশ-দিশি,
এলো যদি আজ মিলনের তিথি—
আমার ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রীহরি,
দাও দাও মোরে দোলা॥

৩০

প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিয়ে, সই!
প্রাণে প্রাণে প্রাণের টানে
প্রাণের কথা কই॥

আঁখি-নটির নাচ দেখে তোর
ময়ূর নাচে গো,
দোলন-চাঁপার আতর মেখে
কোকিল ডাকে ঐ॥

হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে
তোমার কাছে গো,
পরে মোহন বাহুর বাঁধন
বন্দি হয়ে রই॥

৩১

নামিল বাদল।
রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চল লো বাদল-পরী আকাশ-আঙিনা ভরি
নৃত্য-উছল॥

চামেলি কদম যূথী মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে,
তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে
চল ধরাতল ॥

৩২

নিশি-ভোরে অশান্ত ধারায়
ঝরঝর বারি ঝরে।
আকাশ-পারের বিরহী বীণায়—
যেন সুর ঝুরে ব্যাকুল স্বরে ॥

কাহার মদির নিঃশ্বাস আসে
বকুলের বনে ঝরা ফুলবাসে?
কর হানি দ্বারে যেন বারে বারে
'খোলো দুয়ার' বলি ডাকে ঘুমঘোরে ॥

ডাকে কেয়া-বনে ডাহুক, কেকা,
বিরহের ভার বহি কত আর একা?
ম্লান হয়ে এলো চোখে কাজলের লেখা
অশ্রু-লোরে ॥

৩৩

ফুটলো যেদিন ফাল্গুনে, হায়, প্রথম গোলাপ কুঁড়ি
বিলাপ গেয়ে বুলবুলি মোর গেল কোথায় উড়ি ॥

কিসের আশায় গোলাপ-বনে
গাইত সে গান আপন মনে,
লতার সনে পাতার সনে খেলত লুকোচুরি ॥

সেই লতাতে প্রথম প্রেমের ফুটলো মুকুল যবে
পালিয়ে গেল ভীরু পাখি অমনি নীরবে।

বাসলে ভাল যে-জন কাঁদে
বাঁধব তারে কোন সে ফাঁদে,
ফুল নিয়ে তাই অবসাদে বনের পথে ঘুরি॥

৩৪

তব ফুলহার নহে মোর নহে।
ভুলায়ো না আর মালার মোহে॥

মালার সাথে যদি না মেলে হৃদয়
হানে আরো জ্বালা মালা সে নয়
আরও কাঁদায় বিরহে॥

৩৫

ও কে টলে টলে চলে একেলা গোরী।
নব-যৌবনা নীল-বসনা কাঁখে গাগরি॥

মদির মন্দ বায় অঞ্চল দোলে,
খোঁপা খুলে দোলে আকুল কবরী॥
তারে ছল ছল ডাকে দূরে ডাকে নদী,
তারি নাম জপে পাপিয়া নিরবধি,
ডাকে বনের কিশোর বাজায়ে বাঁশরি॥

৩৬

মধুর নূপুর রুমুঝুমু বাজে।
কে এলে মনোহর নটবর-সাজে॥

নিশীথের ফুল ঝরে রাঙা পায়ে,
মাধবী রাতের চাঁদ এলে কি লুকায়ে!
'পিয়া পিয়া' বলে পাখি ডাকে বন-মাঝে॥

৩৭

কথার কুসুম গাঁথা গানের মালিকা কার
ভেসে এসে হতে চায় গো আমার গলার হার ॥

আমি তারে নাহি জানি,
তার সুরের সূত্রখানি
তবু বিজড়িত হয় কেন গো আমার কঙ্কণে বারবার?

তার সুরের তুলির পরশে ওঠে আমার ভুবন রাঙি ;
কোন বিস্মৃত জনমের যেন কত স্মৃতি ওঠে জাগি।

আমার রাতের নিঁদে
তার সুর এসে প্রাণে বিঁধে,
যার সুর এত চেনা কবে দেখা পাবো সেই অচেনার ॥

৩৮

বিরহের অশ্রু–সায়রে বেদনার শতদল
উদাসী অশান্ত বায়ে টলে টলমল টলমল ॥

তব রাঙা পদতলে, প্রিয়,
এই শতদলে রাখিয়ো,
বাজাইও মধুকর বীণা
অনুরাগ–চঞ্চল ॥

ঝড় এলো এলো এলায়ে মেঘের কুন্তল,
তুমি কোথায়, হায়, নিরাশায় ঝরে কমল–দল ॥

কেমনে কাটে তব বেলা
কোথা কোন লোকে একেলা
দুই কূলে দুই জন কাঁদি,
মাঝে নদী ছলছল ॥

৩৯

আনো আনো অমৃত–বারি
পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণা নিবারি ॥

আনো নন্দন হতে পারিজাত-কেশর
তীর্থ-সলিল আনো ভরি মঙ্গল-হেম-ঝারি॥

প্রখর সূর্যকর দহিছে দিগন্তর,
মন্দাকিনী-ধারা সঞ্জীবনী আনো নারী॥

৪০

রুমুঝুম রুমুঝুম নূপুর বাজে
আসিল রে, প্রিয় আসিল রে।
কদম্ব কলি শিহরে আবেশে,
বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে,
হৃদি-ব্রজধাম রস-তরঙ্গে
প্রেম-আনন্দে ভাসিল রে॥

ধরিল রূপ অরূপ শ্রীহরি,
ধরণি হলো নবীনা কিশোরী ;
চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ-চন্দ্রমা
গগনে হাসিল রে॥

আবার মল্লিকা মালতী ফোটে,
বিরহ-যমুনা উথলি ওঠে
রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে—
'সুন্দর মোর ভালোবাসিল রে॥'

৪১

গাগরি ভরণে চলে চপলা ব্রজনারী
যৌবন-লাবণি অঙ্গে বিথারি॥

কাজল কালো নয়ন গরল-মাখানো বাণ,
চকিত চাহনি হানে চতুরা শিকারি॥

চঞ্চল অঞ্চল উড়ায় সাঁঝের বায়,
আধো আলো আধো ছায়া লুকোচুরি খেলে যায়।
রাঙা তপন হেসে লুকায় লতার পাশে
কাঁদে দরশ-ভিখারি॥

৪২

কাছে গেলে সে যে দূরে সরে যায়।
দূরে গেলে কেন ডাকে ইশারায়॥

বল সখি বল
কেন চোখে জল,
সদা কেন প্রাণ কাঁদে বেদনায়॥

অবোধ ললনা
না বুঝে ছলনা,
কেন দিনু প্রাণ বে-দরদী পায়॥

৪৩

নৃত্য সঙ্গীত

আজি নতুন এ চাঁদের তিথিতে
কোন অতিথি এলে ফুল-বীথিতে॥

যদি বেদনা পাও বঁধু পথ চলিতে
তাই ছেয়েছি বনপথ ফুল-কলিতে ;
জানি, ভাল জান হে বঁধু ফুল দলিতে
এসো বঁধু সুমধুর প্রীতিতে॥

এসো মনের মন্দিরে দেবতা আমার,
লহ প্রেমের চন্দন আঁখিজল-হার,
আজি সফল করো সাধ আমার পূজার
চির-জনম রহ মোর স্মৃতিতে॥

এন. ১৯২০

৪৪

খোল খোল গো আঁখি।
পোহাল পোহাল নিশি
খোল খোল গো আঁখি॥

কুঞ্জ-দুয়ারে তব গাহিছে পাখি
ওই গাহিছে পাখি॥

ওই বংশী বাজে দূরে
শোন ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খোল দ্বার, লহ বঁধুরে ডাকি॥

৪৫

কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম
গান গেয়ে কি ভেঙেছ ঘুম।
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম
হেরে কি মোর গানের স্বপন॥

সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
না দেখাতে মোদের মিলন॥

৪৬

একলা গানের পায়রা উড়াই।
সে কাছে নাই গো, সে কাছে নাই॥

চাঁদ ভালো লাগে না—তার চেনা কার যেন
ইহুদি মাকড়ি,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝরে যায়
গোলাপের পাপড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফরানি জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো
কি যেন চাই॥

৪৭

বসন্ত এলো এলো এলো রে।
পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহরে
মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।

মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ভ্রমর গুঞ্জে গুন গুন গানে

বেণুকার বনে বাঁশি বাজে,
বনমালী এলো বন মাঝে,
নাচে তরু লতিকা যেন গোপ গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে॥

পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া
মহুল, পলাশ বন ব্যাপিয়া।

সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন
আনে নব-যৌবন প্রাণে॥

৪৮

এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে।
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি রসধারা বহে॥

গভীর বেদনা মাঝে
শ্যাম-নাম-বীণা বাজে
প্রেমে মন মোহে যত ব্যথায় প্রাণ দহে॥

৪৯

গারা

নিরজন ফুলবন, এসো প্রিয়া।
রহি রহি বোলে কোয়েলিয়া॥
পথ পানে চাহি
নাই নিঁদ নাহি-
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া॥

৫০

নটমল্লার

নাচে নন্দ-দুলাল।
নদী-তরঙ্গে অধীর রঙ্গে
বাজে মঞ্জীর চঞ্চল তাল॥
চরণের নূপুর খুলে
ফুল হয়ে ঝরে তরুমূলে,
পুবালি পবন বন-ভবনে
দোলে সে ছন্দে পিয়াল তমাল॥

মধুকর কল-গুঞ্জনে
কাজরি গাহে নীপবনে,
ময়ূর পাপিয়া উঠিল মাতিয়া
বাজে বৃষ্টির বীণা করতাল॥

৫১

আনন্দী

দূর বেণু-কুঞ্জে বাজে মুরলি মুহু মুহু
যেন বারে বারে
ডাকে আমারে
বাঁশুরিয়ার মধুর সুরের কুহু॥

৫২

মিয়া কি মল্লার

ঝড়ের বাঁশিতে কে গেলে ডেকে
হে তরুণ অশান্ত।
গুরু গুরু বাজিল মেঘ-মৃদঙ্গ,
দুলিয়া উঠিল বন-বনান্ত॥

সাগর-তরঙ্গ মাঝে
তব মণি-মঞ্জীর বাজে,
অম্বর ব্যাপিয়া দোলে
ধূলি-গৈরিক তব বসন-প্রান্ত॥

শাওন-ঘন তব লাবণি
বিন্দু বিন্দু ঝরি ভরিল ভবনী,
কৃষ্ণচূড়ার রাঙা অঞ্জলি ঝরে
চঞ্চল তব চরণে, হে কান্ত॥

৫৩

যোগিয়া

কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে
যৌবনে মগন গভীর ধ্যানে॥
হের গো কুসুম ঝরিয়া পায়ে
চাহিয়া রহে ধরণির পানে॥

৫৪

দেশী-টোড়ী

এসো প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে যে বিরহী মন যাচে।
দেখাও প্রিয়-ঘন
স্বরূপ মোহন
যে রূপে প্রেমাবেশে পরান নাচে॥

•

৫৫

ভৈরবী

স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী,
মৃদুভাষিণী মধুহাসিনী।
রূপের তৃষ্ণা মোর রূপ ধরে এসেছিল
কল্পনা মনোবন-বাসিনী॥
যে পরম সুন্দর
আছে মোর অন্তরে
তারি অভিসারে আসে উদাসিনী॥

এন. ২৭০৬৩

৫৬

দেশী

সে ধীরে ধীরে আসি
আধো ঘুমে বাজাল বাঁশি
ফুল-রাখি দিল বাঁধি হাসি ॥

জাগিয়া নিশিভোরে
না হেরি বাঁশির কিশোরে,
চাঁদ-তরী বেয়ে গেলো ভাসি ॥

এন. ১৭২৬১

৫৭

টলমল টলে হৃদয়-সরসী।
নীর ভরণে এলে কে ষোড়শী ॥

এলে কি নাহিতে পরশ চাহিতে,
এলে কি অলস তরণী বাহিতে,
এলে কি ভুলিতে কমল তুলিতে
আমার স্বপন-মানসী ॥

৫৮

অনেক কথা বলার মাঝে
লুকিয়ে আছে একটি কথা।
বলতে নারি সেই কথাটি
তাই এ মুখর ব্যাকুলতা ॥

সেই কথাটি ঢাকার ছলে
অনেক কথা যাই গো বলে,
ভাসি আমি নয়ন-জলে
বলতে গিয়ে সেই বারতা ॥

অবকাশ দেবে কবে,
কবে সাহস পাব প্রাণে,
লজ্জা ভুলে সেই কথাটি
বলব তোমার কানে কানে।

মনের বনে অনুরাগে
কত কথার মুকুল জাগে
সেই মুকুলের বুকে জাগাও
ফুটে উঠার ব্যাকুলতা॥

৫৯

ঝিলের জলে কে ভাসালে
নীল শালুকের ভেলা
মেঘলা সকাল বেলা।
বেণু-বনে কে খেলে রে
পাতা-ঝরার খেলা
মেঘলা সকাল বেলা॥

কাজল-বরণ পল্লীমেয়ে
বৃষ্টিধারায় বেড়ায় নেয়ে,
বসে দিঘির ধারে মেঘের পানে
রয় চেয়ে একেলা।
মেঘলা সকাল বেলা॥

দুলিয়ে কেয়া ফুলের বেণী
শাপলা-মালা পরে
খেলতে এলো মেঘ-পরীরা
ঘুমতী নদীর চরে।
বিজলিতে কে দূর বিমানে,
সোনার চুড়ির ঝিলিক হানে,
বনে বনে কে বসালো
জুঁই-চামেলির মেলা।
মেঘলা সকাল বেলা॥

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৪৫

৬০

আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।
চম্পা কুঞ্জে আজো গুঞ্জে ভ্রমরা,
কুহরিছে পাপিয়া॥

প্রেম-কুসুম শুকাইয়া গেল, হায় !
প্রাণ-প্রদীপ মোর, হের গো, নিভে যায়,
বিরহী এসো ফিরিয়া॥
তোমারি পথ চাহি, হে প্রিয়, নিশিদিন
মালার ফুল মোর ধুলায় হলো মলিন,
জনম গেল ঝুরিয়া।

৬১

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ—
আছে শুধু প্রাণ—
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান॥

নিরাশার বিবর হতে—
আয় রে বাহির পথে,—
দেখ নিত্য সেথায়
আলোকের অভিযান॥

ভিতর হতে দ্বার বন্ধ করে—
জীবন থাকিতে কে আছিস মরে।
ঘুমে যারা অচেতন,—
দেখে রাতে কুস্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

৬২

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রাপথের
বাঁশি বাজলো, বাজলো বাঁশি।
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ-পথিক এলো রাশি রাশি॥

তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে,
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে।
(তারা তরুণ—তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে)
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি॥

মোরা প্রাচীরের পরে রে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।

আজ ভেঙে প্রাচীর হলো ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়াল উন্নত শির।
এলো মুক্ত-গগনতলে প্রাণ-পিয়াসী॥
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি॥

৬৩

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও
তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন
শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥

নিখিল মানবের প্রথমা ধাত্রী
শিক্ষা-সভ্যতা দীক্ষাদাত্রী!
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি
লভিতে তোমারি চরণস্পর্শ॥

শিল্প সঙ্গীত বেদ বিজ্ঞান
সাংখ্য-দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান,
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী, মা গো, সকলি তোমার দান।
জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সন্তান
আজি মলিন-মুখ লাজে বিমর্ষ॥

৬৪

দে দোল, দে দোল, ওরে দে দোল, দে দোল।
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গে কল-কল্লোল॥
পাষাণ গলেছে রে, অটল টলেছে রে,
জেগেছে পাগল রে, ভেঙেছে আগল।
দে দোল দে দোল॥

বন্ধন ছিল যত, হলো খান খান রে,
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে,
দুর্দম যৌবন আজি উতরোল।
দে দোল দে দোল॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হলো ক্ষয় রে,
আর নহি অচেতন, আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে,
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল্ দ্বার খোল্
দে দোল দে দোল॥

৬৫

[দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে]

জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয় !
ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে, হে অগ্নিশিখা,
ঊর্ধ্বে কারার বন্ধন-হারা, হে বীর জাগো,
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥

ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো,
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি জাগো,
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইও॥

ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়নলীনা, জাগো,
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

৬৬

আমি	রবি-ফুলের ভ্রমর।
তার	আলোক-মধু পিয়ে আমি
	আলোর মধুপ অমর॥
ঐ	শ্বেত শতদল ফুটলো যেদিন
	গভীর গগন নীল সায়রে,
তার	আলোর শিখা আকাশ ছেপে
	ছড়িয়ে গেল বিশ্ব পরে—
	স্তরে স্তরে,
সেই	বহ্নি-দলের পরাগ-রেণু
	আমিই যেন প্রথম পেনু—
	প্রথম পেনু গো ;
তাই	বাহির পানে ধেয়ে এনু
	গেয়ে আকুল স্বরে
আজ	জাগো জগৎ ! ঘুম টুটেছে
	বিশ্বে নিবিড় তমোর॥
তার	জাগরণীর অরুণ-কিরণ-
	গন্ধ যেদিন নিশি-শেষে
এই	অন্ধ জগৎ জাগিয়ে গেল
	আকাশ-পথের হাওয়ায় ভেসে—
	হঠাৎ এসে ;
আমি	ঘুম-চোখে মোর পেনু আভাস,
	ঘরের বাহির-করা সে বাস
	ভাঙলে আবাস মোর।
তাই	কূজন-বেণু বাজিয়ে চলি
	আলোর দেশের শেষে
যথা	সহস্রদল কমল-আনন
	জাগছে প্রিয়তমর॥
যেন	এ শ্বেত-সরোজ-সরোদ বাঁধা
	সপ্ত সুরের রঙিন তারে—
	রচছে সুরের ইন্দ্রধনু
	গগন-সীমার তোরণ-দ্বারে—
	তমোর পারে ;

তার সে সুর বাজি আমার পাখায়
গগন-গহন শাখায় শাখায়
তারায় কাঁপায় গো।
জাগে ঐ কমলে পরশ প্রিয়ার
চরণ নিরুপমর॥

৬৭

এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া।
বেণু-কুঞ্জ-ছায়ে এসো তাল তমাল বনে
এসো শ্যামল ফুটাইয়া যূথী কুন্দ নীপ কেয়া॥

বারিধারে এসো চারিধার ভাসায়ে
বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দশ দিক হাসায়ে
বিরহী মনে জ্বালায়ে আশা-আলেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া॥

শ্রাবণ-বরিষণ-হরষণ ঘনায়ে,
এসো নবঘন শ্যাম নূপুর শুনায়ে

হিজল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে,
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে,
যমুনা-স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া।
ঘন দেয়া মোহনীয়া শ্যাম পিয়া॥

৬৮

ও বাঁশের বাঁশি রে, বাজে বাজে
নদীর ওপারে॥
(ও সে) কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে
নদীর ওপারে॥

সই বন্ধুরে মোর আয় লো দিয়ে
আমার গলার মালা নিয়ে,
আমি চেয়েছি তার বাঁশিখানি বলিস লো তারে।
নদীর ওপারে॥

সই এ জনমে মিটলো না সাধ, হলাম না তার দাসী,
বলিস তারে আর-জনমে হই যেন তার বাঁশি।

গহীন রাতে মুখে মুখে
কাঁদব দুজন মনের দুখে,
(এবার) মনের আশা ধুয়ে গেল নয়ন-ধারে
নদীর ওপারে॥

৬৯

ঐ জলকে চলে লো কার ঝিয়ারী।
রূপ চাপে না তার নীল শাড়ি॥

এমন মিঠি বিজলি দিঠি
শেখালে তায় কে গো?
রূপে ডুবু ডুবু রবির রঙ-ভরা ছবির,
ছোঁয়াচ লেগেছে গো।
মন মানে না, আর কি করি!
চলে পিছনে ছুটে তারি॥

নাচে বুলবুলি ফিঙে ঢেউয়ে নাচে ডিঙ্গে
মাঠে নাচে খঞ্জন;
তার দুটি আঁখিতারা নেচে হতো সারা—
দেখেছে বল কোন জন?
আঁখি নিল যে মোর মন কাড়ি—
ঘরে থাকিতে আর নারি॥

গোলাপ বেলী যুঁই চামেলি—
কোন ফুল তারি তুল গো?
তার যৌবন-নদী বয়ে নিরবধি
ভাসায়ে দুকূল গো।
নিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি
রূপে দুকূল-ছাপা গাঙ তারি॥

৭০

দূরের বন্ধু আছে আমার গাঙের পারের গাঁয়ে।
ঝরাপাতার পত্র আমার যায় ভেসে তার পায়ে॥

জানি জানি আমার দেশে
আমার নেয়ে আসবে ভেসে,
চির-ঋণী আছে সে যে আমার প্রেমের দায়ে॥

নতুন আশার পাল তুলে সে আসবে ফিরে ঘরে,
তাই ফুটেছে কাশ-কুসুমের হাসি শুকনো চরে।

পিদিম জ্বেলে তারি আশায়
গহীন গাঙের সোঁতে ভাসাই,
ঐ পিদিমের পথ ধরে সে আসবে সোনার নায়ে॥

৭১

বেলাশেষে গিরি-পথের ছায়ে
কলস ভরে কুঁড়েয় ফেরে
সার বেঁধে ঐ বনের কালো মেয়ে॥

তাদের পায়ে বাজে মল,
চলন-দোলায় নয়ন ভোলায়
উছলে পড়ে জল;
তারা আপন মনে পথের টানে,
চলে রে গান গেয়ে॥

গাইল যে রে উদাস-করা গান
বিভোর করে বনের মন-প্রাণ,
সুরে ভুবন হলো মগন,
আকাশ গেল ছেয়ে॥

তাদের ফুলে বাঁধা কেশ,
কাজল-নয়ন, হৃদয়-হরণ,
বন-দেবীর বেশ;
তাদের কালো রূপের ধারায় নেয়ে
পাষাণ রহে চেয়ে॥

৭২

আকাশের আর্শিতে ভাই
পইড়াছে মোর মনের ছায়া।
ওরে ও পথের বাউল
ঘরের কোণায় কিসের মায়া॥

উজান গাঙের স্রোতের টানে
মন-পবনের নায়ের গানে
কানাকানি কইরা কী কয়
ঈশান কোণের পাগলা দেয়া॥

পাগলা দেয়া ভাঙলো বেড়া
মাচায় ওঠে জল,
তোর ছেঁড়া কাঁথা নেয় ভাসায়া,—
থাকবি কোথায় বল—
তুই থাকবি কোথায় বল—
আমার সাথে আয় না পথে রে
শেষ কইরা সব দেওয়া-নেওয়া॥

৭৩

নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে গো।
সে বলেও না টলেও না, থমথম করে গো॥
যেন নতুন পিঞ্জরের পাখি
ঘেরা টোপে ঢাকা থাকি ;
জটিলা কুটিলার ভয়ে
আছি আমি ঘরে গো॥

যেন চোরের বৌ কানতে নারি
ভয়ে ফুকারিয়া গো ;
আমি রান্নাঘরে কান্না লুকাই
লঙ্কা ফোঁড়ন দিয়া গো।

ব্যথার ব্যথী পাই রে কোথা
জানাই যারে মনের ব্যথা,
বুকে ধিকিধিকি তুষের আগুন
জ্বলবে চিরতরে,
বুঝি জ্বলবে জনম ভরে গো॥

৭৪

নাইতে এসে ভাটির স্রোতে কলসি গেল ভেসে।
সেই দেশে যাইও রে কলসি, বন্ধু রয় যে দেশে॥

জলকে এসে কাল সকালে কখন মনের ভুলে
ভাসিয়েছিলাম বন্ধুর লাগি খোঁপার কুসুম খুলে,
কূলে এসে লাগলো সে ফুল আজকে বেলাশেষে॥

কালকে আমার খোঁপার কুসুম পায়নি খুঁজে যারে—
কলসি আমার যাও রে ভেসে, খুঁজে আনো তারে।
আমার নয়ন-জল নিয়ে যাও, ঢেলো বন্ধুর পায় ;
(আমি) পিদিম জ্বেলে রইব জেগে তাহারি আশায় ;
আর কতদিন রইব এমন যোগিনীরই বেশে॥

৭৫

বৈঁচি মালা রইলো গাঁথা পিয়াল পাতা ঢাকা (লো)।
সে এলো না, সয় না লো আর একলা ঘরে থাকা (লো)॥
সে বর্শা ধনুক নিয়ে হাতে
ঘুরে বেড়ায় কাহার সাথে?
(সে) আসবে কবে চাঁচর কেশে বেঁধে পাখির পাখা (লো)॥

(সে) বলেছিল ডাগর হবে টগর-চারা যবে
লুকিয়ে এসে আমার হাতের বৈঁচি-মালা লবে (লো)।

আজ টগর গাছে ফুল ফুটেছে
ফাগুন মাসের চাঁদ উঠেছে,
আঙিনাতে ফুল ছড়িয়ে কাঁদে পলাশ-পাখা লো॥

৭৬

ডাল মেল, পত্র মেল, ওরে তরুলতা।
কইতে পার আমার প্রাণের বন্ধু গেল কোথা?

ও তরু তোর পাতার কোলে
ফোটা ফুলের হাসি দোলে,
(সে কি) তোর কুসুমের মালা গলে বসেছিল হোথা?

ঢেউ-এর মালা গলায় পরে নাচিস নদী-জল,
তরী বেয়ে বন্ধু আমার কোথায় গেল বল!
চাঁদের তিলক পরে আকাশ
হেসে হেসে কেন তাকাস?
তোর চাঁদ কি জানে মোর আকাশের চাঁদেরই বারতা॥

৭৭

তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি একলা বালুচরে।
নদীর পানে চেয়ে চেয়ে মন যে কেমন করে॥

অনেক দূরে তরী বেয়ে আসে যদি কেউ,
আমার বুকে দুলে ওঠে উজান নদীর ঢেউ;
নয়ন মুছে চেয়ে দেখি সে গিয়েছে সরে॥

আঁচল-ঢাকা ফুলগুলিও শুকায় বুকের তলে,
ঘরে ফিরি গাগরি মোর ভরে নয়ন-জলে।

বিদেশে তো যায় অনেকে আবার ফিরে আসে,
কপাল-দোষে তুমি শুধু রইলে পরবাসে;
অধীর নদীর রোদন বাজে বুকের পিঞ্জরে॥

৭৮

নাই যদি পাই তবু জানি যেন আমি
তুমি মোর প্রিয়তম, তুমি মোর স্বামী।

প্রতীক্ষা করিব অনন্ত জনম—
আমার সে স্বপন ভাঙিয়ো না॥
বঁধু তুমি ভুলে থাকো মোরে ভুলিতে দিও না ;
মোর সব কেড়ে নাও, তব স্মৃতি কেড়ে নিও না॥

শুধু কাঁদিতে দাও প্রিয় তব বিরহে,
আমি তোমারে পাব না সকলে কহে,
তবু প্রেম-দীপ মোর জ্বলিতে দাও—
তারে নিভায়ো না॥

৭৯

সখি নাম ধরে কে ডাকে দুয়ারে।
চলে যাওয়া বন্ধু বুঝি ফিরে এলো জোয়ারে॥

সখি, নিত্য আমার বুকের মাঝে
যাহার চরণ-ধ্বনি বাজে
সেই পায়েরই ধ্বনি কানে শুনি
আমার আঙিনার ধারে॥

সাজ পরতে সাধ কেন হায়, বাম অঙ্গ নাচে ;
থাকি থাকি 'বৌ কথা কও' পাখি ডাকে গাছে।
গাঙের পারে বাজে বাঁশি
চাঁদের মুখে রাঙা হাসি
মোর মন কেঁদে কয়, 'সে এসেছে
আনলো ডেকে উহারে॥'

৮০

প্রাণ বন্ধু রে ! তোমার জন্য জীবন করলাম ক্ষয়।
জ্বালা পোড়া প্রাণে আর কত সয়॥

তোমাকে ভালোবাসি এ জগতে হইলাম দোষী।
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়, বন্ধু রে !

শাশুড়ি ননদী বৈরী, ঐ ঘরে বসতি করি—
আমায় দিন-রজনী দেখায় কত ভয়॥

তোমায় দেখব বলে ঘরের জল বাইরে ফেলে
জলে যাব যখন মনে আশা হয়, বন্ধু রে!
কলসি যখন লই কাঁখে,
শাশুড়ি ননদী দেখে,
তারা ডেকে বলে, 'কই যাও অসময়?'

না জানিয়ে প্রেম করিলে
নয়ন-জলে ভাসে সব সময়, বন্ধু রে!
জানিয়ে যে প্রেম করে,
ভাসে আনন্দ-সাগরে,
ও তার দূরে গেছে কাল-শমনের ভয়॥
ও বন্ধু রে!

৮১

তুমি পীরিতি কি করো, হে শ্যাম, তৈল মেখে গায়ে (লো)
তৈল মেখে গায়ে।
তাই ধরতে গেলে পিছলে যাও হে পালায়ে॥

ননী চুরি করে করে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি করে বেড়াও অবিরাম,
তাই রাই দিয়াছে নূপুরেরই বেড়ি বেঁধে পায় (লো)
বেড়ি বেঁধে পায়ে॥

তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু ভ্রমরা হও রাতে;
আর কুলবধূর রইল না কূল ব্রজে মথুরাতে।
শ্যাম তোমার গুণে ঘরে ঘরে ননদ-জায়ে॥
হলো সতীন ননদ-জায়ে॥

তোমার হাতের বাঁশি রাতের বেলা সিঁদকাঠি যে হয়,
তোমার চুরি কে ধরিবে, হে চোর মহাশয়!
কবে আমার ঘরে বন্দী হয়ে রইবে চুরির দায়ে॥

৮২

সন্ধ্যা হলো ঘরকে চলো, ও ভাই মাঠের চাষী !
ভাটিয়ালি সুরে বাজে রাখাল ছেলের বাঁশি ॥

পিদিম নিয়ে একলা জাগে একলা ঘরের বধূ
হৃদয়-পাতে লুকিয়ে রেখে সারা দিনের মধু ;
পথ চেয়ে সে বসে আছে রে,
তার কাজ হয়েছে বাসি ॥

যে মন সারাদিন ছিল পড়ে হালের গরুর পানে,
দিনের শেষে ঘরের জরু সেই মনকে টানে ;
সেথা মেটে ঘরের দাওয়ায় লুটায় রে ভাই !
তার কালো চোখের হাসি ॥

পুবান হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায় আউশ ধানের ক্ষেতে,
এই ফসলের দেখব স্বপন
ও ভাই, শুয়ে শুয়ে রেতে ;
সকাল বেলা আবার যেন
এই মাঠে ফিরে আসি ॥

৮৩

ওগো ললিতে, আমি পারি না আর সহিতে,
শ্যাম-শোকে প্রাণ জ্বলে গো সদায়।
বৃন্দাবন পরিহরি শ্যাম গিয়াছে মথুরায়,
বন্ধু বিনে আমার প্রাণ যায় ॥

এনে দে গো প্রাণ বন্ধু রে, ধরি তোদের পায়,
আমার বন্ধু রইল পরবাসে
জীবন রাখি কার আশায় ॥

যার সনে যার মন মজেছে
সে কি ঘরে রইতে পারে প্রাণবন্ধু বিনে,
অহরহ সদাই পোড়ে, বন্ধু বিনে প্রাণ যায় ॥

হস্ত দিয়ে দেখ রে আমার গায়—
কোমল অঙ্গ দগ্ধ হলো প্রাণ-বন্ধুর জ্বালায়—
বিচ্ছেদ-জ্বালায় প্রাণ জ্বলে,
বন্ধু বিনে কে নিভায়॥

৮৪

ও বন্ধু, দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে॥
আমি যে একলা ঘাটে কুলবধূ
কেন তুমি এলে (ও বন্ধু)॥

আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে
বাজাও যখন বাঁশি—
আমি খিড়কি দুয়ার দিয়ে বন্ধু
জল ভরিতে আসি,
ভেসে নয়ন-জলে ঘরে ফিরি
ঘাটে কলস ফেলে॥

আমার পাড়ার বন্ধু, তোমার নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার দুলে উঠে পদ্মানদীর ঢেউ (ও বন্ধু)।

ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দুকূল-ভাঙা এমন জোয়ার,
কত ছল করে জল লুকাই চোখে
কাঁচা কাঠে আগুন জ্বেলে॥

৮৫

কানে আজও বাজে আমার
তোমার গানের রেশ।
নয়নে মোর জাগে তোমার
নয়নের আবেশ॥

তোমার বাণী অনাহত
দুলে কানে ফুলের মতো
ও-গান যদি কুসুম হতো
সাজাতাম মোর কেশ॥
নদীর ধারে যেতে নারি শুনে জলের সুর
মনে আনে তোমারই গান করুণ বিধুর।

শুনি বুনো পাখির গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি,
পরান আমার যায় যে ভেসে
তোমার সুরের দেশ॥

৮৬

ননদী! হার মেনেছি তোর সনে।
তব নিলাজ ভাষা শুনে লজ্জা পেয়ে বনে লুকালো,
রাখিতে কি পারি ঘোমটা তার আননে॥
চারিপাশে সই কৌতুক-মাখানো
হের ঐ উঁকিঝুঁকি লুকিয়ে তাকানো,
থাকি তাই সই লুকিয়ে নিরালা কোণে।
কে জানে কোথা হতে এলো সই কেমনে
এত মধু এত লাজ আমারই নয়নে॥

মধুরা মুখরা ওলো! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর জামাই চোর?
প্রিয় সঙ্গী তুই সই এ নব ভবনে॥

৮৭

ও কালো শশী রে, বাজাও না আর বাঁশি রে।
বাঁশি শুনিতে আসিনি আমি
জল নিতে আসি রে॥

আঁচল দিয়ে মুছি বন্ধু কাজলেরই কালি,
যায় না মোছা তোমার কালি লাগলে বনমালী॥

তোমার বাঁশির সুরে ভেসে গেল কত
রাধার মুখের হাসি রে॥

কাল-নাগিনীর ফণায় নাচো
বুঝবে তুমি কিসে
কত কুল-বধূ মরে যে ঐ বাঁশরির বিষে (বন্ধু)
বাঁশরির বিষে।

ঘরে ফেরার পথ হারায়ে
ফিরি তোমার পায়ে পায়ে,
জলের কলসি জলে ডোবে
আমি আঁখি-জলে ভাসি রে॥

৮৮

রাজার দুলাল ! রাজপুত্র ! বন্ধু গো আমার।
ভাঙো ভাঙো পাষাণপুরীর সাত মহলার দ্বার॥
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী
আমি বন্দিনী গো একলা ঝুরি,
তুমি চাঁদের মতো উদয় হয়ে ঘুমাও অন্ধকার॥

রক্ষী-ঘেরা রক্ষপুরী, মরি ভয়ে ভয়ে,
পঙ্খীরাজে এসো কুমার, যাও আমারে লয়ে।

সোনার কাঠি লয়ে হাতে
এসো বন্ধু নিশুত রাতে,
পথ চেয়ে আর রইতে নারি
বাসি হলো হার॥

৮৯

সাপের মণি বুকে করে কেঁদে নিশি যায়।
কাল-নাগিনী ননদিনি দেখতে পাছে পায়॥

সই প্রাণের গোপন কথা মম
পিঞ্জরের পাখির সম
পাখা ঝাপটিয়া কাঁদে, বাহির হতে চায়॥

পাড়ার বৌঝি জলের ঘাটে অনেক কথা কয়,
আমার কথা কইল বুঝি—মনে জাগে ভয়।

আমি চাইতে নারি চোখে চোখে
পাছে মনের কথা জানে লোকে।
আমার একি হলো দায়!
সই, লুকানো না যায়;
কাঙাল যেমন পেয়ে রতন কুটিরে ঠাঁই না পায়॥

৯০

কত নিদ্রা যাও রে কন্যা, জাগো একটুখানি।
যাবার বেলা শুনিয়া যাই তোমার মুখের বাণী॥

নিশীথিনীর ঘুম ভেঙে যায়
চন্দ্র যখন হেসে তাকায়,
চাতকিনি ঘুমায় কি গো দেখলে মেঘের পানি॥
ফুলের কুঁড়ি চোখ মেলে চায়
তাই না ভ্রমর বোলে, রে কন্যা!
তাই না ভ্রমর বোলে;
বসন্ত আসিলে কন্যা, বনের লতা দোলে।

যারা বাঁধা আছে প্রাণে প্রাণে
জাগে তারা, ঘুম না জানে,
আমি যখন রব না গো, জাগবে তুমি জানি
তখন জাগবে তুমি জানি॥

৯১

ঝুমুর

ওগো ননদিনি, বল
কপট নিপট কালা নিঠুর খল।

তার নাই ভয় নাই লজ্জা শরম
লইয়া যুবতীর ধরম (গো)
খেলে সে নিঠুর খেলা চতুর চপল॥

না শুনে লো তোদের গালি
মাখলাম কুলে কালার কালি (গো),
সে মুখে সরল বনমালী, অন্তরে গরল॥

তার শত জনে মন বাঁধা,
রাতে চন্দ্রা দিনে রাধা।
(তারে) কঠিন কথা শুনাইব, চললো গোঠে চল॥

কৃষ্ণ বলে অবিরত
দে লো গালি পারিস যত।
ননদী কয়, বুঝেছি, বউ,
(কৃষ্ণ) নাম শোনারই ছল।

ও বউ, কৃষ্ণ নাম তোর ভাল লাগে
তাই কৃষ্ণ নাম শোনারই ছল।
ও তোর নাম শোনারই ছল॥

৯২

চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও?
কোন বন-হরিণীর পরান নিতে বাঁশরি বাজাও?
তুমি শিষ দিয়ে গান গাও, তুমি কুটিল চোখে চাও॥

তীর-ধনুক নিয়ে সারাবেলা ও শিকারি, এ কী খেলা?
শাল গাছেরই ডাল ভাঙিয়া একটু বাতাস খাও॥

কাঁকর-ভরা কাঁটার পথে, নাই শিকারে গেলে আজ নাই শিকারে গেলে।
অশথ-তলে বাজাও বাঁশি হাতের ধনুক ফেলে
তোমার, হাতের ধনুক ফেলে॥

তোমার কালো চোখের কাজল নিয়ে ঝিল উঠেছে ঝিলমিলিয়ে।
ঐ কমল ঝিলের শাপলা নিয়ে বাঁশিখানি দাও, তোমার বাঁশিখানি দাও॥

৯৩

আয় ইরানি মেয়ে জংলা পথ বেয়ে আয় লো।
নদী যেমন চাঁদে
ঢেউ-এর মালায় বাঁধে
তেমনী চাঁদে বাঁধব চিরুনির মত্রে এলো খোঁপায় লো॥

দুপুর রাতে ঝি ঝি ঝিল্লি-নূপুর বাজে,
বেদের বাঁশি কাঁদে বৌ-এর বুকের মাঝে,

কাঁটা দিয়ে ওঠে গোলাপ লতার গায়ে
বুলবুলি কোথায় লো॥

বেদে গেছে বনে গো হরিণী শিকারে,
হরিণ-আঁখি তার প্রেয়সী তাঁবুতে কাঁদে মনের বিকারে।

আমাদের জলসায় সাকি শিরাজী নাই,
আসমানের তারা-ফুল নিঙড়ে অই মধু খাই,
বঁধু যখন আসবে
চেয়ে চেয়ে হাসবে,
কবরীর যুঁই ছুঁড়ে ফেলে দিব পায় লো॥

৯৪

পু॥ এলে তুমি কে, কে ওগো—
তরুণা অরুণা করুণা সজল চোখে।
স্ত্রী॥ আমি তব মনের বনের পথে
ঝিরি ঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী
আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানস-লোকে॥
পু॥ ভেসে-যাওয়া মেঘের সজল ছায়া
ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া,
স্বপনে আসি বাজায়ে বাঁশি
স্বপনে যাও মিশাইয়া।
স্ত্রী॥ বাহুর বাঁধনে দিই না ধরা,
আমি স্বপন-স্বয়ম্বরা

সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই
তোমার প্রেমের জুঁই-কোরকে॥

উভয়ে॥ আধেক প্রকাশ আধেক গোপন
আধো জাগরণ আধেক স্বপন
খেলিব খেলা মোরা ছায়া-আলোকে॥

৯৫

স্ত্রী॥ কোন বিদেশের নাইয়া তুমি আইলা আমার গাঁও।
কুলবধূর সিনান-ঘাটে বাঁধলে তোমার নাও॥
পু॥ আমি তোরই লাইগ্যা কন্যা, বেড়াই ভেসে স্রোতে,
ওগো তোমার রূপের হাট দেখলাম যাইতে এই পথে।

স্ত্রী॥ বুঝি তাই বাঁশের বাঁশি
তাই দিয়ে কি হে বিদেশী
অমূল্য এই মনের মানিক কিনতে তুমি চাও॥

পু॥ তোমায় প্যাবো বলে আজো শূন্য আমার তরী
রে কন্যা, শূন্য আমার তরী,
স্ত্রী॥ অমন করে চাইও না গো, আমি ভয়ে মরি।

পু॥ ভয়ে মরার চেয়ে কন্যা ডুবে মরা ভালো,
আমার মন ডুবেছে দেখে তোমার নয়ন কাজল কালো
(রে বন্ধু) নয়ন কাজল কালো।

উভয়॥ নূতন প্রেমের যাত্রী দুজন, ছোট মোদের নাও,
ওরে গহীন জলের আকুল জোয়ার অকূলে ভাসাও
মোদের অকূলে ভাসাও॥

৯৬

স্ত্রী॥ ফুলবীথি এলে অতিথি—
চম্পা মঞ্জরি কুঞ্জে পড়ে ঝরি চঞ্চল তব পায়।

পু॥ কুড়ায়ে সেই ঝরা ফুল, চাঁপার মুকুল
গেঁথেছি মোহন মালিকা
পরাব বলিয়া তোমার গলায়॥

স্ত্রী॥ হে রূপকুমার, সুন্দর প্রিয়তম,
এলে যে ফিরিয়া দাসীরে স্মরিয়া
জীবন সফল মম।

পু॥ পরো কুন্তলে, ধরো অঞ্চলে
অমলিন প্রেম-পারিজাত।
স্ত্রী॥ কি হবে লয়ে সে ফুলমালা যাহা নিশি-ভোরে শুকায়॥

পু॥ মোছ মোছ আঁখি-ধার, লহ বাহুর হার,
ভোলো অতীত ব্যথায়।
উভয়ে॥ বিরহ-অবসানে মিলন মধুর প্রিয়,
এ মিলন-নিশি যেন আর না পোহায়॥

৯৭

পু॥ সোনার বরণ কন্যা গো, এসো আমার সোনার নায়ে
চলো আমার বাড়ি।
স্ত্রী॥ ওরে অচিন দেশের বন্ধু রে, তুমি ভিন গেরামের নাইয়া,
আমি ভিন গেরামের নারী॥

পু॥ গয়না দিব পৈঁচি খাড়ু, শাড়ি ময়নামতীর;—
স্ত্রী॥ গয়না দিয়ে মন পাওয়া যায় না কুলবতীর।
পু॥ শাপলা ফুলের মালা দিব, রাঙা রেশমি চুড়ি।
স্ত্রী॥ ঐ মন-ভুলানো জিনিস নিয়ে
(বন্ধু) মন কি দিতে পারি।

পু॥ তুমি কোন সে রতন চাও, রে কন্যা, আমি কি তা জানি,
স্ত্রী॥ তোমার মনের রাজ্যে আমি হতে চাই রাজরানী।

দ্বৈত॥ হইও সাক্ষী তরুলতা পদ্মা নদীর পানি (আরে ও)
(আজি) কূল ছাড়িয়া দুটি প্রাণী অকূলে দিল পাড়ি॥

৯৮

দ্বৈত॥ ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছ ঘুঙুর বেঁধে গায় লো, ঘুঙুর বেঁধে গায়।
নাচব দুজন, মাদল বাঁশি নূপুর নিয়ে আয় লো, নূপুর নিয়ে আয়॥

স্ত্রী॥ আর-জনমে চোর-কাঁটা তুই ছিলি (রে), চোর-কাঁটা তুই ছিলি।
এ জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।

পু॥ চোর-কাঁটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো,
গয়না ছিলাম গায় লো গয়না ছিলাম গায়॥

স্ত্রী॥ ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল,
পু॥ শালুক যেন মুখখানি তোর লো,
ঝিলের ঢেউ যেন এলো চুল।

স্ত্রী॥ কুহু কুহু ডেকে কোকিল কাহার কথা কহে,
পু॥ সেই কথা কয় কোয়েলা,
আর জনমে কয়েছি যা তোরই বিরহে।
দ্বৈত॥ যে জনমের দুটি হৃদয়, এ জনমে হায়
এক হতে যে চায় লো, এক হতে যে চায়॥

৯৯

স্ত্রী॥ তুমি কি নিশীথ চাঁদ
ভাঙাতে ঘুম চুপি চুপি আসিলে বাতায়নে।

পু॥ তুমি কি গো বনদেবী পুষ্প-শোভিতা
চেয়ে আছ কোন দূর আনমনে॥

স্ত্রী॥ তোমারে হেরিয়া ফোটে মালতী হেনা,
হে চির-চেনা (প্রিয়),
পু॥ (সুদূর) বনান্তে সমীরণ হেরি তোমায় হলো অধীর,
পাপিয়া ডাকে বকুল বনে॥

স্ত্রী॥ তব কলঙ্ক অধিক মধুর লাগে, হে কলঙ্কী চাঁদ !
তোমারে হেরিয়া যত সাধ জাগে প্রাণে
জাগে ততো অবসাদ।

পু ॥ তোমার ছায়া পড়ে মোর আননে
কলঙ্কী নাম হলো মোর এই ভুবনে ॥

উভয়ে ॥ আকাশের চাঁদে কুমুদ ফুলে
মিলন হলো ধরায় ভুলে
অশ্রু–সায়রে সঙ্গোপনে ॥

১০০

স্ত্রী ॥ তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে ॥

পু ॥ যেতে যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল–বরণী মেয়ে ॥

স্ত্রী ॥ তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে, কলস ভেসে যায়।
পু ॥ তুমি পরো যে শাড়ি
ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে-যাই তারি সারি গান গেয়ে ॥

স্ত্রী ॥ গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে।

পু ॥ সেই মালা চাহি নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।
উভয়ে ॥ মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে ধেয়ে ॥

১০১

গোঁফ–দাড়ি সংবাদ

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপনারী।'
সারী বলে, 'গোঁফের বড়াই আছে বলে দাড়ি।
আমার গোঁফ–ঝিয়ারি ॥'

শুক বলে, 'মোর বাঁকা গোঁফ দেখে ভুবন ভোলে।'
সারী বলে, 'ঝুলন-রসের দোলনা যে দোলে
আমার দাড়ির কোলে॥'
শুক বলে, 'গোঁফ ওষ্ঠে থাকেন, গোষ্ঠে যেন কালা।'
সারী বলে, 'আমার দাড়ি কুলের কুলবালা
চলে হেলে দুলে॥'
শুক বলে, 'বীর শিকারিরা এই গোঁফে দেয় চাড়া।'
সারী বলে, 'মুনি ঋষির দেখলে দাড়ি নাড়া
কি বা বাহার খোলে॥'
শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিক ঠোঁট-বিহারী গোঁফ।'
সারী বলে, 'তমাল-কানন আমার দাড়ির ঝোপ
দখিন হাওয়ায় দোলে।'
শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দধি চুরি করে খায়।'
সারী বলে, 'দাড়ি মেদির রঙ মেখেছে গায়
যেন হোরির আবীর।
তাই দাড়ি বড়, গোঁফের গরব মিছে।'
শুক বলে, 'দাড়ি যতই বাড়ুক, তবু গোঁফের নীচে,
সারী কি যে বলো।'

হিজ মাস্টার্স ভয়েস, এন ৭৩১৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

১০২
খোকার মাসি

আমার খোকার মাসি শ্রী অমুক বালা দাসী
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক করে সে হাসি॥
তার চোখ প্রায় পুঁটি মৎস্যই,
তার চেহারাও নয়, জুৎসই,
তার আছে তিনটি বৎসই
কিন্তু স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥
সে খায় বটে পান-জর্দা
তার, চেহারাও মন্দা মন্দা।
তবু, বুঝলে কিনা বড়দা
আমি তারেই ভালোবাসি॥

শালী, অর্থাৎ কি না, বৌ সে পনর আনাই,
তারে দিয়া একটা আনি দাদা ঘরে যদি আনি
সে বৌ হয় ষোল আনাই,
কি বলো দাদা?
আমি তারই লাগি জেলে
মরবো ঘানি ঠেলে,
তারে নিয়ে ভাগবো রেলে
না হয় পরবো গলায় ফাঁসি॥

১০৩
বালা উমরী

হাঁ—বালা উমরী—
কুমরী পোকা গাহে ঠুমরী।
ধাঁই ধাপড় ধাঁই ধাপড়—
সেতার বাজায় তুলো-ধুনরী॥

মন্দিরা বাজায় ছুঁচো নেংটি ইঁদুর,
কোলা ব্যাং সোনা ব্যাং ছাড়ে
তানপুরার সুর;
সুখ-উৎসুক মিঞা আরশুল্লার
বুক ওঠে গুমরি॥

হুলোর মেম মিস মেঁও-র সাথে
সারমেয় ভুলো এসে সেই জলসাতে
গাহে গমক-মীড়ে খাম্বাজ-হাম্বীরে—
কঁকিয়ে ওঠে ভয়ে কুঁকড়ো-কুঁকড়ী॥

১০৪
শ্বশুরের মেয়ে

নাকে নথ দুলাইয়া চলে, কাঁখে কলস পোলা কোলে
যেন হুক্কা বাঁদা খোলে, এরা মোর হউরের মাইয়া॥

সে ছল কইর‍্যা কাশে
আর ফিক ফিক কইরা হাসে
তার ড্যাবরা চোখের পাশে ঝুল-কালি মাখাইয়া॥

তার গাল যেন জাম্বুরা, তার নারকেল-কুরা,
তার দাঁত কদুর বীচি রে ভাই, নয়ান লাট্টু ঘুরা,
আমি কিনছি চিকনাই দেইখ্যা
ঐ না তৈল হলুদ মাইখ্যা
সে আইসে আইক্যা বাইক্যা (হহ হেইত)
আসে ছাঁচি পান চাবাইয়া॥

মোরে কয় সে, 'বিটলে বাইট্যা',
করে কাইজ্যা কোমর সাইট্যা,
সে দেয় মোরে মুখ ভেস্কি,
দেয় গায়ে ফেইল্যা পেচকি,
তার চলার পথে রাখনু কি মুই—
গামছা মোর বিছাইয়া॥

১০৫
কৃষ্ণকলির ছাই

তুই পোড়ার মুখে অমন করে
হাসিসনে আর রাই লো।
ছি ছি, রঙ্গ করিস অঙ্গে মেখে কৃষ্ণকলির ছাই লো॥
বাঁশি হাতে গাছে চড়া
কয়লা-বরণ গয়লা ছোঁড়া (সে লো)
সেই নটের গুরু নষ্টের গোড়া তোর প্রেমের গোঁসাই লো॥
ঐ গো রাধা রাখালের সনে
তোর নিন্দা শুনি বৃন্দাবনে (রাই লো)
ছি ছি, কেষ্ট ছাড়া ইষ্ট কি আর ত্রিভুবনে নাই লো॥
ঐ অমাবস্যার কৃষ্ণ-চাঁদে
বাসলি ভালো কোন সুবাদে (তুই লো)
তুই দিন-কানা হয়েছিস রাধে ভাবিয়া কানাই লো॥

১০৬
পূজার ঠ্যালা

ওরে বাবা ! এর নাম নাকি পূজা ! (রে ভাই)
(এই) পূজার ঠ্যালা সইতে সোজা মানুষ হয় যে কুঁজা।

ষষ্ঠীর কৃপায় দশটি মেয়ে রাবণের গুষ্টি সঙ্গে
আঁচিলের মতন এঁটুলির মতন নেপটে আছেন অঙ্গে
এরা ছাড়ে না,—তবু আঁচিল ছাড়ে
খেলে হোমিওপ্যাথিক থুজা॥

বেনারসি, ঢাকাই, রেশমি তসর, এণ্ডি মটকা,
বইতে বইতে গা দিয়ে দাদা ঘাম ছুটে যায় বোঁটকা
(এই) চাওয়ার ভয়ে শিব ন্যাংটা, কথা কন না দশভুজা॥

গিন্নি কন্যে হন্যে হয়ে সদাই সওদা করে,
(ওরা ভাবে) ব্যাঙ্কের টাকা যেন ট্যাঙ্কের জলের মতন
ঝরঝর করে ঝরে,
তাদের এক গোঁ থিয়েটার, সিনেমা, এসেন্স পাউডার খোঁজা॥

এ সব যদি জুটল, তবে যেতে হবে চেঞ্জে,
শালা শালী সবাই এক-জোটে বলে এবার 'সস্তায় ট্রেন যে,' ও বোনাই
(না গেলে) দেখব সদাই গিন্নীর কুতুরে চক্ষু কেৎরে-বুঁজা।
সবাই যেন শ্রী দুর্গার গুষ্টি, আমি যেন বাহন সিঙ্গি,
আসছে বছর পূজায় মাগো হবো আমি ফিরিঙ্গি।
জয় বাবা যীশুখ্রীস্টের জয়
(এই পূজার সময়) পিতা হওয়ার চেয়ে হাড়ি কাঠের পাঁঠা হওয়া সোজা।

১০৭
নাত-জামাই

ঠানদি॥ ভাই নাত-জামাই !
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি
তুমি বৌ-এর তীর্থে ন্যাড়া হও
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও,

বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

ফোঁস ফোঁসাবে বাইরে শুধু,
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।

দিনের বেলায় ফরফরাবে
রাত্রিবেলা খোঁড়া হও।
সূয্যি চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরটা কাল ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ম্যাড়া হও।
কার আজ্ঞে, না, কামরূপ
কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞে॥

১০৮

ভ্যাবাকান্ত

হে ভ্যাবাকান্ত ! দাও হে গানে ক্ষান্ত,
তব তান শুনে তানসেন লুঙি ফেলে ভেগে যায়,
পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বড়শীর প্রায়।
ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা
বেচারি গানের যেন করিছ বাপান্ত॥

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়ি-ভাড়া
সা-রে-গা-মা সাধা শুনে প্রাণ হলো খাঁচাছাড়া।
হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব বিশেষের লাঙ্গুল-প্রান্ত॥

সুরের অসুর তুমি গানের আফগান
সরস্বতীরে ধরে পরাইছ চাপকান,
দেখে বীণা ফেলে দেয় নারদ পিঠটান
বাহনের গান শুনে শিব উদভ্রান্ত॥

১০৯

কলির রাধা

কলির রাই-কিশোরী কলিকাত্যাইয়া গোরী
'বেবী অস্টিনে' চড়ি চলিছে সাঁঝে !

ঢাকুরিয়া লেকে পিয়াকে সাথ চলকে,
হাঁটে সে এঁকেবেঁকে আধুনিক ধাঁজে ॥
প্যাকাটির মতো ক্ষীণা ওড়ে বসন ফিনফিনা
গোকুলচন্দ্র বিনা গুন গুন গুন ভাঁজে ॥

মুখে তার মাখা খড়ি চোখে চশমা খড়খড়ি
হাতে তার কবজি-ঘড়ি টিক টিক টিক বাজে ॥

পালায় এদের দেখে পুরুষ ছাতা ঢেকে
বলে ও-বাবা এ কে ! মডার্ন বামা যে !
ভীমা বামা যে ॥

১১০

স্প্রাং রিদম্

লাম্ পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্
লাম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্ ॥

দুর্বল ডান্সের লম্ফং ফং ঝম্পং ভুড়ি কম্পং
মারে ডম্ফাই দিল্লী বোম্বাই হনুলুলু হংকং ॥

বাঁশের কঞ্চি এগার ইঞ্চি নাচে মেমের বোনঝি
হাঁদা খ্যাঁদার পরান ছ্যাঁদা, ভিজল ঘামে গেঞ্জি
কেৎরে চক্ষু দেখে মটকু চামারু ছক্কু
চোমরায় দাড়ি গুম্ফং ॥
ল্যাংড়া লেংড়ি হেলায় টেংরি
উস খুস করে চ্যাংরা চেংড়ি
যেন ট্যাংরার হাটে গলদা চিংড়ি
ঝুড়িতে খেলে পিং-পং ॥

১১১

কুব্জার রূপ

মরি হায় হায় হায় !
কুব্জার কি রূপের বাহার দেখো !

তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা
উপুড় করলে হয় সাঁকো !
হরি ঘোষের চার নম্বর খুঁটে
হরি হায় হায় হায় !

১১২

ডোয়ারকিন

কি চান ? ভাল হারমোনি ?
কাজ কি গিয়ে—জার্মানি ?
আসুন দেখুন এইখানে
যেই সুরে আর যেই গানে
গান না কেন, দিব্যি তাই
মিলবে আসুন এই হেথাই ?
কিনবি কিন
'ডোয়ার-কিন !'

['ডোয়ারকিন এন্ড সন্স' কোম্পানির বিজ্ঞাপন]

১১৩

বাহাদুর

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান তো কিনুন 'বাহাদুর' !
দু'দিন পরে বলবে না কেউ 'দূর দূর !'
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর !
করতে চান কি, মনের প্রাণের আহা দূর ?
একটি বার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর' !

যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরিন ভরাট
বাহা সুর।
চিনুন কিনুন 'বাহাদুর'।

['বাহাদুর' কোম্পানির বিজ্ঞাপন]

১১৪
বিবাহ-মঙ্গল

ও—হো—
আজকে হইব মোর বিয়া
কালকে আইব বৌ নিয়া (রে)
রইবা তোমরা ত্যাহাইয়া
(নি) বুঝল্যা গোপাল্যা মুকুন্দ্যা॥

তাইরে নাইরে নাইরে না
রইমু ঘরে বাইরে না
বিহান সইনধ্যা মাদান্যা
চইল্যা যাইব কোহান দ্যা॥

ও—হো—
উঠমু কি গাছৎ গিয়া
উৎকা মাইর‍্যা ফাল দিয়া,
ভাই রে, হালায় পরানডা
নাইচা উঠছে এ্যাহন থ্যা॥

হউর হাউরী পাইমু কাল
সুমুন্দী আর শালীর পাল
কইব মোরে 'জামাই গো
আর দুডা দিন থাকুন গ্যা'॥

খাইমু কি কি, অরে শুনই—
মাংস লুচি পাতক্ষীর দই ;
হাসবে তোমরা অভাগ্যা
চাটবো চুকা কাসুন্দ্যা॥

ফুচকি দিয়া তোমরা চোর
দেখবার চাইবা বউরে মোর,
রাখমু তারে ছাপাইয়া
বস্তা হোগলা চাপন দ্যা॥

তাইরে নাইরে নাইরে নাই
বউরে ছাইর‍্যা বাইরে ভাই
থাকতে পরান আসুম না
(ঘরে) পইচা হইব ফালুন্দ্যা ॥

১১৫
বিবাহ-চাষ

বাপ রে বাপ কি পোলার পাল
পিলপিল কইর‍্যা আসে
সব কিলবিল কইর‍্যা আসে।
কি ফলই পৈল্যাছে বাবা এই বিবাহ-রূপ চাষে ॥

পোলার পাল না ছাতাইর‍্যা পাখি
খ্যাট খ্যাটাইয়া উঠছে ডাকি
'অমুক দাও আর তমুক দাও'
'চয়ে খাইমু আর উয়ো লাও'
মাংস যেন ছিইর‍্যা খাইব গিলতে চায় গোগ্রাসে ॥

কেউ বা আইস্যা ধরে কোঁচা, কেউ বা টানে কাছা,
কাউয়ার দল যেমন কইর‍্যা খ্যাদায় দেখলে প্যাঁচা,
নেউরি গেঁড়রি যেন তৈলের ভাঁড়,
লবণের ভাঁড় জ্বালায় হাড়।
ব্যাঙের ছাও ব্যাঙাচি যেন বাইরায় আষাঢ় মাসে
আমি জাইন্যা শুইনা চইড়্যাছি বাপ
আপন শূলের বাঁশে ॥

ইসলামী সংগীত

১১৬

তোমাতে যে করে প্রাণ নিবেদন
ভয় নাহি আর তার।
শত সে বিপদে আপদে তাহারে
হাত ধরে করো পার ॥

দুঃখ ও শোকে ভাবনায় ভয়ে
তব নাম রাজে সান্ত্বনা হয়ে
সে পার হয়ে যায় তব নাম লয়ে
দুস্তর পারাবার॥

ঝড়–ঝঞ্ঝায় তার প্রাণ–শিখা
শান্ত অচঞ্চল
ঝলমল করে রূপে রসে তার
জীবনের শতদল।

যেমন পরম নির্ভরতায়
শিশু তার মার বক্ষে ঘুমায়
তোমারে যে পায় সেজন তেমনি
ডরে না ত্রিসংসার॥

১১৭

মোরে নই লগন।
লাগে রে তুম সে মোহাম্মদ নবী প্যারে
সুখরন করত রাহত
নিশিদিন ঘড়ি পল পল ছিনা।
নই লগন লাগেরে॥

হুঁ তেহ্‌রি বাট তকত হুঁ
আঁধার দেত নইয়্যা
সদারঙ্গীলে তর সায়ে
নই লগন লাগে রে॥

১১৮

য়্যা এলাহি য়্যা এলাহি
তোমার রাহের করো মোরে রাহি॥

ফরজ ওয়াজেব আমি জানি না হে স্বামী
তোমার নামে মশগুল দিবা যামী

চাহি না শাফায়ৎ বেহেশত দৌলত
হে প্রভু শুধু তোমারে চাহি॥

পতঙ্গ যেমন ধায় দীপ পানে
তোমার জ্যোতি মোরে তেমনি টানে
তোমার বিরহে নিশিদিন কাঁদি
পরানে আমার শান্তি যে নাহি॥

আমারে রাখ তব প্রেমে ছেয়ে
বিশ্ব ভুলি যেন তোমারে পেয়ে,
নদী যেমন যায় সাগরে ধেয়ে
তেমনি ছুটি যেন তব নাম গাহি॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১১৯

ভালোবাসা পায় না যে জন
রসুল তারে ভালোবাসে
উম্মতেরে ছেড়ে কভু
বেহেশতে যায় না সে॥

যে জন বেড়ায় পিয়াস লয়ে
দ্বারে দ্বারে নিরাশ হয়ে
সবুরেরি মেওয়া নিয়ে
নবীজি তার সামনে আসে॥

যে খেটে খায় হালাল রুজি
তারি দুনিয়াদারি
মোর নবীজি কমলিওয়ালা
সহায় যে হন তারি।

সংসারে যে নয় উদাসীন
খোদার কাজে যে রহে লীন,
রসুল তারে বক্ষে বাঁধে
রহমতেরি বাহুর পাশে॥

১২০

যাহাদের তরে এই সংসারে
খাটিনু জনম ভোর।
তাহাদের কেহ হবে না হে নাথ
মরণের সাথি মোর॥

শত পাপ শত অধর্ম করে
বিভব রতন আনিলাম ঘরে,
সে সকল ভাগ বাটোয়ারা করে
খাবে পাঁচ ভূত চোর॥

জীবনে তোমার লই নাই নাম
তোমাতে হয় নাই মতি
মরণ–বেলায় তাই কাঁদি প্রভু
কি হবে মোর গতি।

চেয়ে দেখি আজ যাবার বেলায়
কর্ম কেবল মোর সাথে যায়
তরিবার আর না দেখি উপায়
বিনা পদতরী তোর॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১২১

হে মোহাম্মদ এসো এসো আমার প্রাণে আমার মনে।
এসো সুখে এসো দুখে আমার বুকে মোর নয়নে॥

আমার দিনের সকল কাজে
যেন আমার স্মৃতি রাজে
এসো আমার ঘুমের মাঝে
এসো আমার জাগরণে॥

কোরান দিলে, দিলে ঈমান, বেহেশতের দিশা দিলে
পাপে তাপে মগ্ন আমায় খোদার রাহে ডেকে নিলে।

তোমায় আমি ভুলব কিসে
আছ আমার রুহে মিশে
আমি তোমার প্রেমের পাগল
রেখো আমায় ঐ চরণে॥

এফ.টি. ৪৩৬৯, টুইন আব্দুল লতিফ

১২২

অন্তর্যামী ! ভক্তের তব শোনো শোনো নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায়
মোর তনু প্রাণ মন॥

নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমারি স্বরূপ ত্রিভুবন স্বামী
বহি যেন শিরে তোমার পূজার
সম্ভার অনুখন॥

এ রসনা শুধু জপে তব নাম
এই বর দাও নাথ
তোমারি চরণ সেবায় লাগুক
মোর এ দুটি হাত॥

জপি তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবল তব নাম ভাসে
তব মন্দির-পথে যেন সদা
ধায় প্রভু এ চরণ॥

১২৩

কুকভ-একতালা

অরুণ কিরণ সুধা-স্রোতে
ভাসাও প্রভু মোরে।
গ্লানি পাপ তাপ মলিনতা
যাক ধুয়ে চিরতরে॥

প্রশান্ত স্নিগ্ধ তব হাসি
ঝরুক অশান্তি প্রাণে বুকে[১]
প্রভাত আলোর ধারা
যেমন ঝরে সব ঘরে॥
যেমন বিহগেরা জাগি ভোরে
আলোর নেশার ঘোরে
আকাশ পানে.......
বন্দে প্রেম–মনোহরে॥[২]

১২৪

ভজন

আজ নাই কিছু মোর
মান অপমান বলে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের
রাঙা চরণের তলে॥

মোর দেহ প্রাণ, জাতি কুল মান
লজ্জা, অহংকার, অভিমান,
দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো
কালো যমুনার জলে॥

মোরে যদি কেউ ভালোবাসে আজ, জল আসে আঁখি ভরে
মোর ছল করে ভালোবাসে সে যে মোর শ্যামসুন্দরে।

মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা করো নাথ
বৃন্দাবনে যে প্রেম গাঢ় হয়
আঘাত নিন্দা–ছলে॥

১২৫

আমার যারা আশ্রিত নাথ তারা তোমার দান
হে নাথ যেন সেই অতিথির হয় না অসম্মান॥

---

১. পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্ত লাইন হিসেবে 'সবারে আজ যেন ভালোবাসি' লেখা আছে।

২ পাণ্ডুলিপিতে গানটির সঙ্গে কবি–কৃত স্বরলিপি আছে।

ওরা দেহে মনে সুন্দর হোক
পেয়ে তোমার পুণ্য আলোক,
কর্মে ওদের মহান করো ধর্মে বলবান।।

তোমার দেওয়া ভার বহিবার শক্তি মোরে দাও
আমার স্বাস্থ্য আয়ু নিয়ে আশ্রিতে বাঁচাও।

(যাদের) পাঠিয়ে দিলে আমার ঘরে
আমায় পরখ করার তরে
যেন দিতে পারি অকাতরে তাদের তরে প্রাণ।।

আমায় যারা ঘিরে আছে আমার মুখে চেয়ে
তারা আমার নহে হে নাথ, তোমার ছেলে মেয়ে
তারা তোমার ছেলে মেয়ে।।

ওদের তুমি রেখো সুখে
ধরে তোমার আপন বুকে
বাঁচুক ওরা তোমার আশীর্বাদের প্রসাদ পেয়ে।।

আমায় দিও দুর্ভাবনার বোঝা যত আছে
(নাথ) থাকুক পরম নির্ভরতায় ওরা আমার কাছে।

শুধু তোমার ভরসাতে নাথ
আমি ওদের ধরেছি হাত
তোমার স্নেহ মায়ের মতো থাকুক ওদের ছেয়ে।।

১২৬

আমার হাতে কালি মুখে কালি।
আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি।।

মোর লেখাপড়া হলো না মা
আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা
'ক' দেখলেই কালি বলে
নাচি, দিয়ে করতালি।।

কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে,
আমার বর্ণ পরিচয় হলো না
তোর বর্ণ বিনা কালি॥

যা লিখিস মা বনের পাতায়,
সাগর-জলে, আকাশ-খাতায়
সে লেখা তো পড়তে পারি
লোকে মূর্খ বলে দিক না গালি॥

১২৭

আমার সারা জনম কেঁদে গেল,
(কবে) শেষ হবে মোর কাঁদা।
পথে পথে ঘুরে মরি, পদে পদে বাধা॥

বাঁচতে চাইরে যে ডাল ধরে
সে ডাল অমনি ভেঙে পড়ে,
সুখের আশায় ছুটে ছুটে
দুঃখ হলো সাধা।
(কবে) শেষ হবে মোর কাঁদা॥

দুখী জনের বন্ধু কোথায় দীনের সহায় কোথা
(নাই) অসহায়ের তরে বুঝি বিধাতারও ব্যথা!
আকুল হয়ে কাঁদি যত
বেড়ে ওঠে বোঝা তত,
আদায় করে ফিরি যেন
আমি দুখের চাঁদা॥

১২৮

আমি কালি নামের ফুলের ডালি
এনেছি গো মাথায় করে।
দুখের সাগর পার হয়ে যায়
এ ফুল যে বুকে ধরে॥

(এই) প্রসাদি ফুল দিবস যামী
ফিরি করে ফিরি আমি
(এই) ফুল নিলে তার ভুলের আড়াল
চিরতরে যায় গো সরে॥

১২৯

আমি কালি যদি পেতাম কালি
রইত না এ মনের কালি।
মোর সাদা মনের পদ্মপাতায়
লিখতাম তোর শ্রীনাম খালি॥

(মা) কালি পেলে সকল কালো
এক নিমিষে হতো আলো,
(মা) কালো পাতার কোলে যেমন
ফুটে থাকে ফুলের ডালি॥

(তোর) কালো রূপের নীল যমুনা
বইত যদি মনের মাঝে।
(শ্যামা !) দেখতে পেত এই ত্রিভুবন,
কোথায় শ্যামের বেণু বাজে !

তোর কালো রূপের কৃষ্ণ আকাশ পেলে,
(আমি) ময়ূর হয়ে নাচতাম মা তারার পেখম মেলে।
দুঃখে কালো কপালে মোর
হাসত শিশু-চাঁদের ফালি॥

১৩০

আমি বেলপাতা জবা দেব না
মাগো দেবো শুধু আঁখিজল।
মাগো হাত দিয়ে যাহা দেওয়া যায়
পাই হাতে শুধু তার ফল॥

হাত দিয়ে ফল দিতে যাই
হাতে হাতে তার ফল পাই (মাগো)
পাই অর্থ বিভব যশ
পাই না অমৃত আনন্দ মাগো
পাই না হৃদয়ে রস।
তাই আঁখিতে রাখিব বলে মা
আনিয়াছি আঁখি ছলছল॥

এবার রাখিব চোখে চোখে তোরে
ছাড়িয়া দেব না আর
মাগো তুই চলে গেলে হয়ে যায় মোর
ত্রিলোক অন্ধকার।

এবার দেখিবে নিত্যহৃদয়
তোর রাঙা চরণের অরুণউদয়
তাই জবা ফেলে দিয়ে মেলিয়াছি তাই
হৃদয়ের শতদল॥

১৩১

আমি মৃতের দেশে এনেছি রে
মাতৃ নামের গঙ্গা ধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি
অনুতাপে মলিন যারা॥

আয় আশাহীন ভাগ্যহত
শক্তি–বিহীন পদানত
(আয় রে সবাই আয়)
এই অমৃতে আয়, উঠবি বেঁচে
জীবন্মৃত সর্বহারা॥

ওরে এই শক্তির গঙ্গা–স্রোতে
অনেক আগে এই সে দেশে
মৃত সাগর–বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে।

এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
নবীন ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য স্রোত ভেঙেছিল
ভেদবিভেদের লক্ষ কারা॥

১৩২

এসো মা পরমা শক্তিমতী।
দাও শ্রী দাও কান্তি আনন্দ শান্তি
অন্তরে বাহিরে দিব্য জ্যোতি॥

দাও অপরাজেয় পৌরুষ শক্তি
দাও দুর্জয় শৌর্য পরা-ভক্তি
দাও সূর্য সম তেজ প্রদীপ্ত প্রাণ
ঝঞ্ঝার সম বাধাহীন গতি॥

এসো মা পরম অমৃতময়ী
নির্জিত জাতি হোক মৃত্যুজয়ী।
পরম জ্ঞান দাও পরম অভয়
রূপ-সুন্দর তনু, প্রাণ প্রেমময়
আকাশের মতো দাও মুক্ত জীবন
সকল কর্মে হও তুমি সারথি॥

হরফ H.M.V. P. ১১৭৫৫ কে. মল্লিক

১৩৩

ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ আমার পাওয়ার বহু দূরে।
তবু মনের মাঝে বেণু বাজে সেই পুরানো সুরে সুরে॥
মনের মাঝে বেণু বাজে
প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে
আজো তার রেশ মনে বাজে॥

তব কদম–মালার কেশর–গুলি
আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি,
ওগো আজিকে করুণ রোদন তুলি বয় যমুনা ভাটির সুরে॥
(আর উজান বয় না,)

ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে, বসে আছি উদাস মনে
তোমার দেশে চাঁদ উঠেছে আমার দেশে বাদল ঝুরে॥
সেথা চাঁদ উঠেছে।
ওগো সেথা শুক্লাতিথি চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে।
সখি তাদের দেশের আকাশে আজ—আমার দেশের চাঁদ উঠেছে।

ওগো মোর গগনে কৃষ্ণ তিথি আমার দেশে বাদল ঝুরে॥[১]

১৩৪

ভজন

আর কত দুখ দেবে, বলো মাধব বলো।
দুখ দিয়ে যদি সুখ পাও, তবে কেন আঁখি ছল ছল॥

আমি চাই তব শ্রীচরণ ঠাঁই,
তুমি কেন ঠেল বাহিরে সদাই;
আমি কি এতই ভার এ জগতে যে, পাষাণ–তুমিও টল॥

ক্ষুদ্র মানুষ ভোলে অপরাধ, তুমি নাকি ভগবান,
তোমার চেয়ে কি পাপ বেশি হলো (মোরে) দিলে না চরণে স্থান!

(হে) নারায়ণ! আমি নারায়ণী সেনা
(মোরে) কুরুকুলে দিতে প্রাণে কি বাজে না,
(যদি) চার হাতে মেরে সাধ নাহি মেটে
দুচরণ দিয়ে দল॥

১. বহুল পরিবর্তিত হয়ে গানটি পরে মুদ্রিত হয়েছে। ফজিলাতুন্নেসার বিবাহের সংবাদ পেয়ে কবি যে গানটি রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে গানটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১৩৫

কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়।
এতদিনে গেল আমার জাতি কুলের ভয়॥
হে কলঙ্কী বন্ধু, মোরে
এবার লহ সঙ্গী করে
আমি গাইব হে শ্যাম ভুবন ভরে
কলঙ্কেরই জয়।
(কৃষ্ণ) কলঙ্কেরই জয়॥

১৩৬

কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়
শ্যামের নামে হউক এবার আমার পরিচয়॥
কলঙ্কিণীর তিলক এঁকে কলঙ্ক চন্দন মেখে
(আমি) শোনাব গো ডেকে ডেকে (কৃষ্ণ) কলঙ্কেরই জয়॥

ভুবনে মোর ঠাঁই পেয়েছি ভবন হতে নেমে
(হয়ে) বৈরাগিনী আমার কৃষ্ণ প্রিয়তমের প্রেমে।
(যারে) কৃষ্ণ টানে বিপুল টানে সে কি কুলের বাধা মানে
(এই) বিশ্ব ব্রজে ভাগ্যবতী সেই শ্রীমতী হয়॥

১৩৭

কলহংসিকা বাহনা পদ্মিনী-পাণি
মণি মঞ্জীরা শোভনা, ছন্দিতা বাণী
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দা-বন-চন্দে
মত্ত ময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে॥

পল্লব-ঘন চক্ষে ঝরে অশ্রু-রস-ধারা
পুব হাওয়াতে বংশী ডাকে আয়রে পথ-হারা
রুমঝুম ঝুম মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণি বন্ধে॥

রিম ঝিম রিম ঝিম ঝিম কেকা-বন ঘন বর্ষে
তৃষ্ণ-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দালোক হর্ষে
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝার তাল বাজে শূন্যে মেঘ মন্দ্রে॥

১৩৮
কীর্তন

কহিস লো সখি মাধবে মথুরায়
কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়॥

খর বৈশাখে কী দাহন থাকে বিরহিণী শুধু-জানে
ফটিক জলের গলা ধরে কাঁদি চাহিয়া গগন-পানে
সিত-চন্দন পদ্মপাতায়
দারুণ দাহন-জ্বালা না জুড়ায়
হরি-চন্দন বিনা সিত-চন্দনে জ্বালা না জুড়ায় গো
শ্রীমুখ পদ্ম বিনা পদ্মপাতায় জ্বালা না জুড়ায় গো॥

বরষায় অবিরল
ঝর ঝর ঝরে জল
জুড়াইল জগতের নারী
রাধার গলার মালা
হইল বিজলি-জ্বালা
তৃষ্ণা মিটিল না তারই।
প্রবাসে না যায় পতি
সব নারী ভাগ্যবতী
বন্ধুরে বাহু-ডোরে বাঁধে
ললাটে কাঁকন হানি
একা রাধা বিরহিণী
প্রদীপ নিভিয়ে ঘরে কাঁদে॥

জ্বালা জুড়ায় না জলে গো
(তার) আগুন শাঙনের জলে দ্বিগুণ জ্বলে গো।
তার বুকে অশনি হানি (কৃষ্ণ) মেঘ গেছে চলে গো॥
টলমল শতদলে ঝলমল শারদীয়ার হাসি
শুধু রাধা কমলিনী অনাদরে ঝরে হলো বাসি।
কাত্যায়ণী ব্রত করে এই পেল বর
পূজার মাসে তারই প্রিয় রইল হয়ে পর।
হরি ভালোবাসে পর গো
সে ঘরকে কাঁদায় পরকে হাসায় চিরকালই পর গো
সেই কালোর পরা প্রীতি ভালো জানে এ দ্বাপর গো॥[১]

---

১. কীর্তনটি বহুল পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

১৩৯

(তুই) কালি সেজে ফিরলি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে।
(তাদের) ভ্রান্ত চোখের মায়া মুছে
এলি মা তোর ছায়া এঁকে॥

(তুই) আলোর দীপালি জ্বালি
কেন তাদের ঘুম ভাঙালি
(দেখ) মাতৃহারা কেঁদে মরে
স্বপনে তার মাকে দেখে॥

(মা) জানতে তারা অনাথ ছেলে,
মা যে তাদের গেছে মরে
(কেন) চোখ মুছিয়ে বললি কেঁদে,
'এইত আছি বুকে ধরে।'

(আজ) আকাশ-ভরা চাঁদের আলো
লাগে না আর তাদের ভালো
এই আলোর পারে যে মা থাকে
কাঁদে তারে ডেকে ডেকে॥

১৪০

(আমার) কালি বাঞ্ছা-কল্পতরুর ছায়াতলে আয় রে।
(এই) তরুতলে যে যাহা চায় তখনি তা পায় রে॥

তুই চতুর্বর্গ ফল কুড়াবি
যোগেও পাবি, ভোগেও পাবি।
(এমন) কল্পতরু থাকতে কেন মরিস নিরাশায় রে॥

দস্যু ছেলের আবদারে সে
সাজে ডাকাত-কালির বেশে,
(কত) রামপ্রসাদের কন্যা হয়ে বেড়া বেঁধে যায় রে॥

ওরে পুত্র কন্যা বিভব রতন
চেয়ে নে যার ইচ্ছা যেমন,
আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছাময়ীর পায় রে॥

সে আর কিছু না চায়
চেয়ে চেয়ে বাসনা তার শেষ হলো না হায়।
এবার খালি হাতে তালি দিয়ে আমি চাইব কালিকায় রে॥

১৪১

ভক্তিগীতি 'ভ্রামরী' রূপ

কে মা তুই কার নন্দিনী
ভ্রমর নিয়ে করিস খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা॥

এ কি অপরূপ চিত্র-কান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে
আকাশে ছড়াস সারাটি বেলা॥

ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই
তেজোমণ্ডল-বিমণ্ডিতা
কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী
ভ্রমরীরূপা আনন্দিতা।

কোন সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছড়াস আকাশে বাতাসে,
সব উৎপাত বিনাশিনী-শিবে
দে মা আমারে চরণ-ভেলা॥

১৪২

কোন অজানা জনে দিব প্রাণ মোর।
নেবে আমার মালা সে কোন কিশোর॥

কাহার লাগি একেলা জাগি
কোথা সে আমার প্রেয়-অনুরাগী
কোন কাননে রয় সে বনমালী চোর॥

পরি বধূর সাজ ভুলিয়া কুল লাজ
বৃথা আছি বসে কোথা হৃদয়-রাজ
মম যৌবন-নিশি জেগে হলো ভোর॥

১৪৩

দেশ-তেতালা

ঘন গগন ঘিরিল ঘন ঘোর।
শাওন-ধারা ঘন-শ্যাম-বরণ চরণ লাগি
ঝর ঝরে অঝোর॥

কুহু কেকা গাছে চম্পা শাখে (গো)
বিরহী বেণু ডাকে প্রিয়তমাকে[১] (গো)
মেঘ মাঝে খুঁজে ফিরে সৌদামিনী
কোথা লুকালো প্রিয়-ঘন চিতচোর॥

রহে না মন ঘরে অন্ধকারে
অভিসারে যেতে চায় বন-পারে
ঝুরে মৌন ব্যথায় কাননে কেতকী
কাঁদে চিত-চাতকী কোথা শ্যাম কিশোর॥

১. কাহাকে।

১৪৪

চুম্বক পাথর হায় লোহারে দেয় গালি,
আমার গায়ে ঢলে পড়ে কুল দিলে কালি॥

লোহা বলে, হায় পাষাণী
তুমিই লহ বুকে টানি
(কেন) সোনা রুপা ফেলে দিয়ে আমায় টানো খালি॥

চুম্বক আর লোহায় চলে দ্বন্দ্ব সারা বেলা,
কেঁদে মরে, বুঝতে নারে (এ) কোন নিঠুরের খেলা।
হঠাৎ তাদের দৃষ্টি গেল খুলে
ঊর্ধ্ব পানে চান নয়ন তুলে,
(দেখে,) খেলেন তাদের নিয়ে রস-শেখর বনমালী॥

১৪৫

শ্রী তুলসী-বন্দনা

জয় কৃষ্ণ-ভিখারিনি তুলসী
হরি-শির-বিহারিণী তুলসী।
জয় কল্পতরু সমা বিষ্ণুর মনোরমা
কলির কলুষ-বারিণী তুলসী॥

অভিষ্ট-দায়িনী তুমি বসুধায়
শ্রেষ্ঠ পুষ্প তুমি দেব-পূজায়
তপে ও জপে তুমি মন্ত্র-শক্তি রূপা
ভক্তি-প্রেম সঞ্চারিণী তুলসী॥

তীর্থসমূহ মাগো তোমার কাছে
আত্মশুদ্ধি তরে শরণ যাচে
সকল কর্ম হয় নিষ্ফল ত্রিলোকে
তোমার প্রসাদ বিনা তারিণী তুলসী॥

শুদ্ধ সত্ত্বা রূপা তপস্যা মগ্না
বিরাজ দীনা বেশে মন্দির-লগ্না
হে হরি-বল্লভে, তব দীন পল্লবে
অনন্ত নারায়ণ-ধারিণী তুলসী॥

১৪৬

'মনসা'-বন্দনা

জয় শঙ্কর-শিষ্যা, কশ্যপ-দুহিতা মনসা।
জয় নাগেশ্বরী জয় অনন্ত নাগ-গণ পূজিতা মনসা॥

প্রখর তপস্বিনী নাগেন্দ্র-বন্দ্যে
সর্প-নৃত্যময়ী বিচিত্র ছন্দে
জ্যোতি সঞ্চারিণী পাতাল-রন্ধ্রে
ফণি-মণি-বিভূষণে ভূষিতা মনসা॥

সর্বলোকে রিপু-নাগ-ভয়-হারিণী
ব্রহ্ম তেজোময়ী প্রদীপ্তা যোগিনী

অনন্ত-অনুজা আস্তিক-জননী
জরুৎকারু-ঋষি-দয়িতা মনসা॥

হরি-হর-সেবিকা বিষহরি মাগো
এ দেহের পাপ-বিষ হর হর জাগো !
(সব) মন্ত্র-অধীশ্বরী ধুতুরা-বর্ণা
প্রসীদ যোগী মুনি-সেবিকা মনসা॥

১৪৭

জয় হর-পার্বতী জয় শিব শক্তি
পরম পুরুষ জয় পরা প্রকৃতি।
বিনাশ যুগে যুগে অজ্ঞান-তিমির
মায়ার বন্ধন
অন্তর বাহিরের দানব-ভীতি॥
ওম নমঃ শ্রীশিবায়
ওম নমঃ শ্রীশিবায় !

১৪৮
ভজন

তুমি আমার চোখের বালি, ওগো বনমালী।
আমার চোখে পড়ল কখন, তোমার রূপের কালি
ওগো বনমালী॥

চোখ চাইলে ও রূপ সইতে নারি
নয়ন মুদেও রইতে নারি
তোমার লীলা, প্রিয়জনে কাঁদাও খালি।
ওগো বনমালী॥

কাঁদিয়ে আমায় করলে কানা, কানাই, এ কি লীলা
এবার মরে আর জনমে যেন হই কুটিলা !

তোমার নয়ন-মণি রাইকে নিয়ে
রাখব ঘরে দুয়ার দিয়ে
চোখে চোখে সেদিন যেন হয় মিতালি।
ওগো বনমালী॥

সুর : সুবল দাশগুপ্ত। শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা।

১৪৯

তুমি যুগে যুগে নাথ আসিলে
দুখ নাশিলে ভালোবাসিলে
হে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি।
তুমি ধরাধামে আস শতনামে
রাম পরশুরাম শ্যাম কংস-অরি॥

ধরি পীড়িত মানবের বেদনার পথ
আসে বিপদ-তারণ তব দুর্জয় রথ[১]

১. অসমাপ্ত।

১৫০

তুমি সংহারে টানো যবে আমি হই শিব,
তুমি সৃষ্টিতে আনো যবে হই জড় জীব।
যবে স্থিতিতে রহ সাথে, হই নারায়ণ
দাস হয়ে সৃষ্টি তব করি গো পালন॥

আমি নিত্য চরাই তব সৃষ্টি-ধেনু
যবে ধেনু ভালো লাগে না গো বাজাই বেণু।
বলি, রাধা প্রেম ভিক্ষা দাও
ধেনু চরায়ে শ্রান্ত আমি — রাধাপ্রেম ভিক্ষা দাও
ছড়াও শ্রান্ত তনু — রাধা প্রেমানন্দ দাও!

এই বেনুকার সুর, প্রেম-ভিক্ষা অভিসারে আহ্বান,
যবে সংসার তারে ছাড়ে না, আনি দুর্যোগ অভিযান।

১৫১

তুমি সুন্দর যবে নর রূপ ধরো হও সুন্দরতর।
অধর-চাঁদ ধরা দাও যবে ধরাধামে লীলা করো॥
আমাদের সাথে যবে কাঁদো হাসো
প্রিয় হয়ে সখা হয়ে ভালোবাসো
বিভূতি তোমার লুকাইয়া আসো
রাখালিয়া সাজ পরো॥

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ফেলি যবে ধরো বাঁশি
তখনি তোমার প্রেমে উন্মাদ গোপী রূপে ছুটে আসি।

বিরাট বিপুল তুমি চিন্ময়
ভাবিতে ও রূপ মনে লাগে ভয়
মোর কাছে তুমি চির মধুময়
মদন মনোহর॥

১৫২
ভজন

তোমার নামের মহিমা শ্রীহরি
নাহি হয় যেন ম্লান।
তব নাম গেয়ে বেড়াই জগতে,
সে নামের সম্মান
হরি নাহি হয় যেন ম্লান॥

তব নাম লয়ে করিব যে কাজ
হরি, তাহে যেন নাহি পাই লাজ,
তোমার নামের দুধ বেচে যেন
মদ নাহি করি পান॥

আমারে নরকে পাঠায়ো শ্রীহরি
যদি অপরাধ করি,
তব নাম শুনে ও নামের গুণে
পাপী যায় যেন তরি।

(যেন) মোর কর্মের দোষে, মাধব !
(কারও) অবিশ্বাস না আসে নামে তব
হরি মোরে মুচি করো শুচি হোক সবে
শুনে তব নাম গান॥

১৫৩

তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
আর মোরে রাখিও না দূরে।
তুমি যেন ছেড়ো না মোরে ঘনশ্যাম
মোরে বাঁধো তব চরণ–নূপুরে॥

বিরহের বেদনা অন্তরে ঘনায়
শান্তি দাও ব্যথা–বিধুরে।
তব চিত্তে মিলাও প্রভু চিত্ত এ মম
তব অঙ্গে মিলাও মোর অঙ্গ প্রিয়তম
জনম জনম মীরা তোমারি দাসী
হৃদি–বৃন্দাবনে নিতি ঝুরে।
শত গীতে শত সুরে॥

এইচ. এম. ভি.। শিল্পী : হরেন চ্যাটার্জী।

১৫৪

তোর জননীরে কাঁদাতে কি
মেয়ে হয়ে এসেছিলি।
তুই ত্রিলোক আনন্দ দিয়ে
মাকে শুধু দুঃখ দিলি॥

মা নিতুই যে এ বুকের মাঝে
তোর আগমনীর বাঁশি বাজে..........

(ওরে) পার্বতী না দেখে তোরে
জীয়ন্তে মা আছি মরে
(আমার) শূন্য বুকের শ্মশানে আয়
মেয়ে জামাই দুজন মিলি॥[১]

১. এই গানটির পাঠান্তর ও পূর্ণরূপ পাওয়া যাবে পরের গানটিতে

১৫৫

তোর জননীরে কাঁদাতে কি
মেয়ে হয়ে এসেছিলি
তুই কোন শিব-লোক করলি আলো
উমা মাকে শুধু দুঃখ দিলি ॥

মা তোর সেই খেলনা আছে পড়ে
তুই শুধু নেই খেলাঘরে
তোর সেই খেলনা বুকে ধরে
কাঁদব কত নিরিবিলি ॥

শুনেছি মা, পূজায় যাহার
মেয়ে নাহি ফেরে ঘরে
তুই নাকি তার শূন্য বুকে
আসিস মেয়ের মূর্তি ধরে।

মা কোথায় আছিস সে কোন রূপে
সেই রূপে আয় চুপে চুপে
কোন মা-কে তোর শান্তি দিয়ে
আপন মাকে কাঁদাইলি ॥

১৫৬

(মা) তোর স্নেহ-প্রেম-বন্যা ঝরে
ঘরে ঘরে কন্যা হয়ে।
তোর সৃষ্টি রাখেন সজীব, এঁরাই
গঙ্গাধারার মতো বয়ে ॥

ঝর্না ঝরায় এঁদের স্নেহে
পুরুষ প্রাণে প্রতি গেহে
(এঁরাই) সতী শিব সীমন্তিনী
প্রেম-মগ্ন পতি লয়ে ॥

১৫৭

কোরাস

থির সৌদামিনী থির কৃষ্ণ মেঘে অপরূপ শোভা।
হের প্রেম-পিয়াসী গোপ গোপিনী সব রূপ মনোলোভা॥

যুগল-মিলন দেখ দেখ রূপ মনোলোভা।
রাধা কৃষ্ণ মিলন হলো অপরূপ শোভা॥
বল, রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ
পরম-আমির পরম-তুমির সাথে মিলন হলো
পরম প্রেমের পরম প্রেমময়ের মিলন হলো
বল, রাধা কৃষ্ণ
জয় রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ॥

১৫৮

ভজন

দেবতা কোথায় স্বর্গের পানে চাহি অসহায়
কাঁদি বৃথাই।
নাই অমরায়, বিগ্রহে নাই, মন্দিরে নাই
তীর্থে নাই॥

কংস-কারার পাষাণ-পুরীতে
বন্দীর সাথে দেখেছি ঝুরিতে
(ওরে) চল সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
সেথা গিয়ে মোরা কেঁদে লুটাই॥

ক্ষুধিত, পীড়িত, উপসবাসীদের মাঝে
তাঁহার বেদনা-রক্ত চরণ-রাজে
কাঁদে দুর্বল যথায় দৈন্য লাজে
সেথা তাঁর গীতা শুনিতে পাই॥

ঘুমায় যে সিন্ধুতে নারায়ণ
(সেথা) সুরাসুর মিলে তোল আলোড়ন
দেবতা জাগাতে আরো মন্থন
আরো অসহন পীড়ন চাই॥

শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ।

১৫৯

ভজন

নওল কিশোর শ্যামল এলো মধু-জ্যোৎস্নায় নাহিয়া।
নবনী-গল্যানো লাবণি ঝরে রস-বিগ্রহ বাহিয়া॥

বনে উপবনে কুসুম ছড়ায়ে
নীরদ-কণ্ঠে বিজলি জড়ায়ে
বেণু বাজায়ে ধেনু চরায়ে
'রাধা রাধা' গান গাহিয়া॥

আমার হৃদয়-ব্রজধামে একি রাস-উৎসব, সজনি,
নিশিদিন আমি শুধু চাঁদ হেরি, পোহায় না মোর রজনি।

তারে কালো বলে কে করে উপহাস
আনে যে এমন আনন্দ-রাস,
যত দেখি তত বাড়ে যে তিয়াস
(ঐ) ঘনশ্যাম পানে চাহিয়া॥

১৬০

নটনাথ নৃত্য

নাচে নটরাজ মহাকাল।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া
আলোছায়ার বাঘ-ছাল॥

কাল-সিন্ধু-জলে তাথৈ তাথৈ রব
শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব,
বিষাণ-মন্দ্রে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল॥

গঙ্গা-তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে—
ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে।
জ্যোৎস্না-আশীষ ধারা ঝরে চরাচরে
ছাপিয়া ললাট-শশী-থাল॥

টুইন। শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস।

১৬১

নাচে নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল নটবর
সুঠাম মনোহর মধুর ভঙ্গে।
ঘিরি সে চরণ ঘুরিছে অগণন
গ্রহ তারা গোপী সম রঙ্গে॥
হেরিয়া তাহারি নৃত্য হিল্লোল
পবন উন্মন সাগরে জাগে দোল,
সে নাচে বিবশ নিশীথ দিবস
জাগে হিন্দোল আলো আঁধার-তরঙ্গে॥

সে নাচে বৃষ্টি হয় কোটি সৃষ্টি
নির্ঝর সম ঝরে ছন্দ,
সে নাচ হেরিয়া বন্ধন টুটেরে
জাগে অনন্ত আনন্দ।
ষড় ঋতু ঘুরে ঘুরে হেরে সেই নৃত্য
প্রেমাবেশে মাতোয়ারা নিখিলের চিত্ত,
তাই এই ত্রিভুবন হলো নারে পুরাতন
পেল চির-যৌবন নাচি তারি সঙ্গে॥

১৬২

দাদরা

নাথ সহজ করো লঘু করো এই জীবনের ভার।
সুন্দর ও সরল করো জটিল এ সংসার॥

লোভ দিওনা তৃপ্তি দিও
অল্পে যেন মন ভুলিও
শক্তি দিও ধৈর্য দিও দুঃখ সহিবার॥
বিপুল হয়েও সাগর যেমন হিল্লোলিয়া ওঠে
তেমনি যেন বোঝা বয়েও গানের ভাষা ফোটে।
সারা দিনের শ্রমের পরে
ডাকব তোমায় পরান ভরে
তোমার নামের ভেলায় চড়ে হেসে হবো ভব পার॥

১৬৩

নাথ সারা জীবন দুঃখ দিলে
(তোমার) দুখ দেওয়া কি ফুরাবে না।
যে ভালোবাসায় দুঃখ ভাসায়
সে কি আশা পুরাবে না॥

আমার জনম গেল ঝুরে ঝুরে
নিত্য-দুখের চিতায় পুড়ে
তোমার স্নিগ্ধ পরশ দিয়া কি নাথ
দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥

আমার ব্যথার কারাগারে
দুখের কৃষ্ণা অষ্টমীতে
পথ চেয়ে যে বসে আছি
আসবে কবে মুক্তি-দিতে?

তুমি অশ্রুতে গো বুক ভাসালে
সেই চক্ষে এসো দিন ফুরালে
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে
হাত দিয়ে কি কুড়াবে না॥

১৬৪

শ্যামা-সংগীত

নীল হরি এসো নীলে হিরণে সেজে মন হরিতে
হে নীল হৃষীকেশ বিজড়িত হয়ে এসো
হিরণ বরণ রাই কিশোরীতে॥

চাঁচর কেশে নীল ময়ূর পাখা
অধরে সোনার হাসি জোছনা মাখা
সুনীল উদার বক্ষ ঢাকা কাঞ্চন কদম মঞ্জরিতে॥

স্বর্ণ পাখা নীল প্রজাপতি সম
পীত বসন পরে এসো নীল কিশোর মম।

নীলমনি এসো হলুদ চাঁপার বনে
কনক নূপুর পরি নীল চরণে
সোনার ভ্রমর ঘেরা নীল পদ্ম যেন
নব ঘন শ্যাম এসো, বিজড়িত হেম-তড়িতে॥

ঢাকা-বেতার কেন্দ্রের জন্য।

১৬৫

পায়ের বেড়ি কাটল না তোর
আরো আঘাত হানতে হবে।
ওরে আরো নিষ্ঠুর হ
হয়তো শিকল টুটবে তবে॥

পালিয়ে যেতে চাইবি যত
প্রহরীরা ঘিরবে তত
যত ফাঁকি চাইবি দিতে
(ওরা) ততই সজাগ হয়ে রবে॥

মায়ার ডোরে বন্দী ওরে সহজে কি মুক্তি মেলে
আয় বেরিয়ে মিথ্যা সুখের জতু গৃহে আগুন জ্বেলে।

বাঁধতে তোরে আসবে ধেয়ে
কাঁদতে কাঁদতে ছেলে মেয়ে
দেখবি না পিছনে চেয়ে
(এসব) মায়ার খেলা বুঝবি যবে॥

টুইন। ইন্দু সেন।

১৬৬

পাষাণ যদি হতে তুমি
অনেক আগে গলে যেতে।
দেবতা যদি হতে তুমি
আমার কাঁদন শুনতে পেতে॥

প্রেমিক নহ তুমি কপট
তুমি নিঠুর সুন্দর শঠ
এড়িয়ে তুমি চল সে পথ
যে পথে দিই পরান পেতে॥

তৃষ্ণার জল নহ তুমি ছলনাময় মরীচিকা
প্রদীপ হয়ে কাছে ডেকে পুড়িয়ে মার অগ্নি-শিখা।

দেখে মোর যাতনা দিবস যামী
হয়তো তুমি গলবে স্বামী
তোমার পাষাণ বিগ্রহ তাই
রেখেছি হৃদ মন্দিরেতে॥

১৬৭

প্রেম অনুরাগ শ্রী কান্তি মধুর
হে চির সুন্দর
রুচির শুভ্র শুচি
অপরূপ মনোহর॥

তব রূপে নিরুপম
গগন পবন মম
হইল মধুরতম
রাঙিল এ অন্তর॥
হেরি সাধ মিটিবে না কোটি জনম যদি
কোটি নয়ন দিয়ে হেরি ও রূপ নিরবধি।

তোমার রূপের মধু
পিয়াও আমারে বঁধু
যে রূপের নেশায় পাগল
ত্রিভুবন চরাচর॥

১৬৮

(এই) পৃথিবীতে এত শক্তির খেলা
আমরা পাই না খেলিতে।
(তোর) বিপুল ভুবনে আমাদেরই ঠাঁই
নাই মা হাত পা মেলিতে॥

দশভুজা দশ দিকে একি আনন্দে
নৃত্য করিস প্রাণের[১] ছন্দে
মোরা দুর্বল তারি তালে তালে
পারি না চরণ ফেলিতে॥

কোন অপরাধে কার অভিশাপে
পাই এ শাস্তি বল মা
দনুজ দলনী এই শৃঙ্খল
প্রবল চরণে দল মা।

নিষ্ঠুর হাতে দূরে ফেল টানি
জীবনের এই দাসত্ব গ্লানি
ঢেকে ফেল এই দারুণ লজ্জা
মা তো রক্ত-চেলিতে॥

১. প্রবল।

১৬৯
কীর্তন

বন-কুসুম ! বলরে তোরা 'কোথায় বনমালী' ?
যাঁহার আশায় ফুটে থাকিস্ গহন বনের ধারে॥
(ফুটে থাকিস রে, ও ফুল, ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে ফুটে থাকিস রে)
তোরাও কি মোর মতো চাহিয়া তার পথ ফুটে আছিস রে॥

ও যমুনা ছুটে চলিস কোন সাগরের টানে
আমার শ্যাম-সাগর কোথায় তোর সাগর কি জানে ?
ওরে সাগর ! দুলে উঠিস যে চাঁদকে দেখে,
সে চাঁদ যে চাঁদ হলো মোর চাঁদের সুধা মেখে
(সে কোন গগনে থাকে রে ?
আপনাকে সে চাঁদ সুরুযের আড়াল দিয়ে রাখে রে।)

ওরে বাতাস, বাউল হয়ে দেশে দেশে খুঁজিস কারে
ওরে আকাশ, ধেয়ান-মগন চির জনম চাহিস যারে,
সেই তো আমার প্রিয়তম
জনম জনম বল্লভ সেই মোর, সাধনা মম।

আয়রে সবাই ডাকিব মোরা কেঁদে কেঁদে তারে গভীর প্রেমে,
করুণা-সিন্ধু নাম শুনি তার অবিরাম
(সে) হয়তো অনুরাগে আসিবে নেমে॥

১৭০

বাঁশি কি হরি শুনিতে পাব না
পাশরিয়া আছি বলে !
তব রাস-উৎসবে ভিখারির মতো
বসে আছি পথ তলে॥

যে ডাকে, যদি তারি হও একা,
ডাকে না যে, সে কি পাইবে না দেখা,
কাঁদে না যে ছেলে জননী কি তারে
ডাকিয়া লয় না কোলে॥

(হরি !) পথ ভুলিয়া যে ঘোরে অরণ্যে,
দেখাবে না তারে পথ
(তুমি) সেদিনো ফিরায়ে দাওনি কংস
দুর্যোধনের রথ।

হরি ! তুমি যদি নাহি ডাক আগে
তাহার কি হরি-প্রেম কভু জাগে ?
(হরি !) শুনে তব বাঁশি ব্রজ বাসিনীরা
যেত যমুনার জলে॥

শিল্পী : কমল গাঙ্গুলি। মেগাফোন

১৭১

বিয়ে হয়েও সাজল না বৌ শিবানী মোর তেমনি আছে।
মাথায় ঘোমটা দেয় না মেয়ে হাসে বসে শিবের কাছে॥
যেমন মেয়ে তেমনি জামাই
সাজ সজ্জার নাইক বালাই
ডাকাত মেয়ের ভয় ডর নাই, দাঁড়িয়ে শিবের বুকে নাচে॥

সে লাজশরমের ধার ধারে না, বেড়ায় শিবের কোলে চড়ে,
যেন বুনো পায়রা দুটি, যেন দুটি মানিক জোড়ে।
শিবকে আধেক অঙ্গ দিয়ে
শিবের আধেক অঙ্গ নিয়ে
(আমার) ভুবনমোহিনী উমা হর-গৌরী সাজিয়াছে॥

১৭২

বুঝি চাঁদের আর্শিতে মুখ দেখেছে
কালো মেয়ে কালিকা।
তারার নূপুর তাই ছড়িয়ে ফেলেছে
নীল আকাশে বালিকা॥

অভিমানে তাই বাঁধে না কেশ
ধরেছে সে সংহারিণী বেশ,
চণ্ডী হয়ে মুণ্ডুমালা পরেছে
ফেলে ফুলের মালিকা॥

যত বলি তুই কালো নস গোরী গো
মুখ মেখেছিস কাজলে
উমা ততই শ্যামা হয়ে ঢাকে মুখ
কৃষ্ণা তিথির আঁচলে।

মোরা বুঝি তেমনি দেখি মায়া
আলোর দেহে মিথ্যা কালোর ছায়া
তোর এ কালোর খেলা এবার ভোলা মা
বিশ্বভুবন-পালিকা॥

১৭৩

ব্রজ-বনের ময়ূর! বল কোন বনে
শ্যামের নূপুর বাজে।
ওরে গোঠের ধেনু! কোথায় বাজে বেণু
(মোরে) নিয়ে চল সেই বনের মাঝে॥

ওরে নীপ-বন বল কোথা লুকালো শ্যামল?
বল যমুনার জল কই মোর চঞ্চল?
বল লুকালি কোথায় ওরে রাখাল
আমার রাখাল-রাজে॥

ওরে কৃষ্ণ-ভ্রমর বল করুণা করি
কোন কুঞ্জে রহে মোর কিশোর হরি?
ওগো মাধবী লতা মম মাধব কোথা
কোথা মদন-মোহন বল ব্রজ-নাগরী!

যদি দেবে না দেখা সেই কলঙ্কী চাঁদ
কেন ঘর ভুলালো পেতে মোহন ফাঁদ
কেন আনিল ব্রজে ভিখারিনি সাজে॥

১৭৪

ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ভব ভয় হরা
অসি করা অকলঙ্ক শশী-শেখরা॥

জগত-জন-জননী
দনুজ-রিপু দলনী
(কভু) জীবের জীবন হর
(হর) শোক মৃত্যু জরা॥

মহিষাসুর মর্দিনী
ত্রিভুবন পালিনী
অশিব নাশিনী
অয়ি শিব স্বয়ম্বরা॥

তব ধ্রুব পদ
শিবের সাধনা...
সৃজন-প্রলয় পায়ে
যুগল নূপুর পরা॥

১৭৫

(মা গো) ভুল করেছি, চোরের রাজায়
ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে
বাঁধিস উদূখলে।
(সেই খল কপটে বাঁধিস উদূখলে)॥

মা জানত কে যে এমনিভাবে
সে ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে
মা ভুলব না আর সেই মায়াবীর
কাজল-চোখের জলে॥

প্রেম-প্রীতি-ডোর বাহুর বাঁধন
করুণ চোখের জল
আনব মাগো বাঁধতে তারে
(আছে) যার যাহা সম্বল।

তারে নীল যমুনা বন উপবন
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখব কেমন করে তখন
পালায় সে কোন ছলে॥

১৭৬

মণ্ডলী রচিয়া ব্রজের গোপীগণ
করে রাস-কেলি সঙ্গে রাধাপ্যারী মদনমোহন॥

(যেন) মেঘের কোলে সৌদামিনী খেলে
(যেন) তমাল ডালে স্বর্ণলতা দোলে,
নীল গগন-থালায় যেন জোছনারই চন্দন॥

তারাগণ মধ্যে যেন চাঁদের উদয়
নীল কমলে যেন সোনার পরাগ রয়
নীল গিরিতে যেন ঝর্নার হরষণ॥

পূর্ণিমা কৃষ্ণা রাতি একই তিথিতে
জড়াজড়ি করে নাচে মাধবী-বীথিতে
আনন্দ-গোলক হলো আজি মধুবন॥

শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা

•

১৭৭

মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মাগো দেখি শুধু কালো॥

সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি
মা আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি?
মা ছেলে কেন মন্দ হলো, জননী যার ভালো॥

তুই নিত্য প্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি
চির শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা ঝুলি?

বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধু জলে রয়ে
(তোর) চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে
মোর জীবন্মৃত দেহে এবার চিতার আগুন জ্বালো॥

১৭৮

'ষষ্ঠী'-বন্দনা

মাতৃরূপা দয়ারূপা ষষ্ঠী মাগো নমঃ নমঃ।
ত্রিজগতের ধাত্রী তুমি, শিশুগণের মাতৃ সম।
ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ॥
সৃষ্টির সূতিকা-গেহে।
জাগো তুমি বিপুল স্নেহে,
নব-জাত শিশু যত
তোমার প্রাণের প্রিয়তম।
ষষ্ঠী মাগো নমঃ নমঃ॥

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় হতে মা রক্ষা করে
রাখ সকল শিশুদেরে তোমার অভয় বক্ষে ধরে।

তোমারই দান মোর সন্তান
(এরে) দাও মা আয়ু, দাও কল্যাণ,
স্তবে মোর তুষ্টা হয়ে
(এর) সব অপরাধ ক্ষম ক্ষম।
ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ॥

১৭৯

মুক্তি দিলে আমায় হে নাথ
মোর যে প্রিয় তারে নিয়ে।
আমি কিছু রাখতে নারি
দেখলে যারে বারে দিয়ে॥

যত্ন আদর পায় না হেথা
কথায় কথায় দিই যে ব্যথা
(নাথ) তোমার দানের মান থাকে না
(তাই) বারে বারে যায় হারিয়ে॥

তোমার প্রিয় এসেছিল
অতিথি হয়ে আমার ঘরে
ফিরে গেল অভিমানে
বুঝি আমার অনাদরে।

যে ছিল নাথ মোর প্রাণাধিক
সে যে তোমার বুকের মানিক
এবার সে আর হারাবে না,
বাঁচল তোমার কাছে গিয়ে॥

শিল্পী : যূথিকা রায়

১৮০

মোর গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল
যুগে যুগে হয়ো প্রিয়।
জনমে জনমে বঁধু তব প্রেমে আমারে ঝুরিতে দিও॥

(তুমি) চিরচঞ্চল চির পলাতকা
প্রেমে বাঁধা পড়ে হয়ো মোর সখা
মোর জাতি কুল মান তনু মন প্রাণ
হে কিশোর, হরে নিও॥

রাধিকার সম কুবুজার সম রুক্মিণী সম মোরে
গোকুল মথুরা দ্বারকায় নাথ রেখো তব দাসী করে।

(তুমি) গোপনে চেয়েছ শত গোপিকায়
চন্দ্রাবলী ও সত্যভামায়
তেমনি না হয় চাহিও আমায়
লুকায়ে ভালোবাসিও॥

১৮১

মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর।
ভুবনে ছড়ালো প্রভাতের আলো
আমারি ভবনে কেন আঁধার ঘোর॥

সূর্য কিরণে সাগর শুকায়
সে রবি কিরণে শুকাল না হায়
আমারই বিরহী আঁখির লোর॥

অশোক-বনে সীতার সঙ্গিনী প্রমীলার সম
নিশীথের আঁধার মুখ লুকায়ে কাঁদে অন্তরে মম।

মালা চন্দন লয়ে মন্দির মাঝে
এলো নব বধূসম পূজারিণী সাজে
শূন্য মন্দিরে আমি একা কাঁদি
জড়ায়ে ছিন্ন মালার ডোর॥

১৮২

মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে গো।
ঐ নাম ধরে গো উঠব মোরা ব্রজধামের পথে॥

ঐ নামেরই মন্ত্রগুণে
পথের মানুষ গোঠের বেণু শুনে গো
ভুলের কূলে কূলে খেলে যে
সে ওঠে ফুলের রথে॥

ঐ নাম পেলে যে সুমুখে তার শ্যাম গো
দেখা দেবার তরে নিতুই ঘোরে অবিরাম গো।

ঐ কৃষ্ণ নামের টানে
ধীরে ধীরে প্রেম-যমুনা আনে
ঐ নামের গুণে গঙ্গাধারা নামে হিমগিরি হতে॥

১৮৩

কীর্তন

যমুনার জল দ্বিগুণ হয়েছে চাঁদ কি উঠেছে গগনে?
(শাম-চাঁদ কি উঠেছে গগনে?)
চন্দন-রজ-সুগন্ধ পাই ব্রজের মন্দ পবনে!

মৃদু মৃদু বহে মন্দ পবন
ব্রজ হলো যেন নন্দন-বন,
আনন্দ আজ উথলি উথলি উঠিছে ভবনে ভবনে॥

কৃষ্ণচূড়ার ডালে নাচে ময়ূর
তালে তালে বাজে চুড়ি কাঁকন কেয়ূর।
বন হতে ছুটে এলো হরিণী হরিণ
ওরা বুঝি শুনিয়াছে শ্যামের নূপুর।
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে বেণুকার বন
ও বুঝি শুনেছে গো বাঁশরি কানুর।

সখি আন ঘরে যেতে হাত হতে তাই পড়ে গেল বুঝি থালিকা,
কাঁপে ঘন ঘন বাম নয়ন, শিহরে কণ্ঠে মালিকা।
বন-মালী কি এলো গো
অঞ্চল লয়ে খেলে তাই কি চঞ্চল বায়ু এলোমেলো গো?
সখি কেবলই নয়ন জলে ভরে আসে বল্‌লো কেমন করে
কিশোর চাঁদের চাঁদ মুখখানি দেখিব নয়ন ভরে?

১৮৪
কীর্তন

যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম,
তুই কুবুজা সখার কাছে নিসনে লো নিসনে রাধা নাম॥

তারে রাধার কথা
স্মরণ করায়ে দিয়ে দিসনে লো দিসনে ব্যথা।
বড় ব্যথা বাজবে প্রাণে
মোর হরি যদি ব্যথা পায় প্রাণে সই দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে প্রাণে।
দেখে তোরে বিন্দে লো বৃন্দাবনের কথা গোবিন্দ শুধায় যদি
বলিস হে মাধব, মাধবীকুঞ্জ তব পড়ে গেছে শুকায়েছে যমুনার নদী।

ব্রজে আর সুখ নাই, শুক নাই সারী নাই
শুকায়েছে সবি হায়, শুক নাই সারী নাই
সারি সারি গোপ-নারী পাগলিনি প্রায়
শূন্য যমুনাতে জল নিতে যায়
দেখে তীরের কদম-তরু আছাড়ি পড়ি
শূন্য যমুনা-বুকে মুখ রাখিয়া দুখে গিয়াছে মরি॥

ব্রজবাসী সবে উদাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে
শুধু রাই অভাগিনী শ্মশানে আগুলি বসিয়া আছে॥

১৮৫

যূথিকা মাধবী মল্লিকা লহ শ্যাম হে
নব বিকশিত চম্পা, লহ আরতি ফুল-গন্ধে।
যমুনা আকলি উঠিছে উথলি,
গুঞ্জরে অলি বিহগ-কাকলি শুকসারী আনন্দে,
ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে বন্দে॥

তরুলতা সব নাচে বায়ু-ভরে
তোমার পূজার ফুল ডালা ধরে
হংস সারসী কমল-কাননে নাচে জলধারা ছন্দে॥

ময়ূর–ময়ূরী শঙ্খ বাজায়
বনলতা পাতা দেউল সাজায়
পূজিতে তাদের বন–দেবতায়
কিশোর গোকুল–চন্দে॥

শিল্পী : কুঞ্জলাল সিনহা

১৮৬

যেন ভোরে জাগি তব নাম গেয়ে
ঘুম যেন ভাঙে তব মুখে চেয়ে॥

যদি নিদ্রা–মোহে
হৃদি–দ্বার রুদ্ধ রহে,
আসিও হে নাথ প্রভাত আলো বেয়ে॥
সারা দিনমান সব কাজের মাঝে,
যেন তব স্মৃতি বীণা সম বাজে।

তব স্নিগ্ধ কান্তি
শুভ্র প্রশান্তি,
থাকে যেন নাথ প্রাণ মন ছেয়ে॥
তপনের রূপে
এসো চুপে চুপে
যেন আঁখি খোলে তব আলো পেয়ে॥

১৮৭

রাঙা জবার বায়না ধরে
আমার কালো মেয়ে কাঁদে !
তারার মালা ছড়িয়ে ফেলে
এলোকেশ নাহি বাঁধে॥

পলাশ অশোক কৃষ্ণচূড়ায়,
রাগ করে সে পায়ে গুঁড়ায়
সে কাঁদে দুহাত দিয়ে ঢাকে
যুগল আঁখি সূর্য্যচাঁদে॥

অনুরাগের রাঙা জবা ফোটে না মোর মনের বনে
আমার কালো মেয়ের রাগ ভাঙাতে
ফিরি জবার অন্বেষণে।

মার রাঙা চরণ দেখতে পেয়ে
বলি এই যে জবা হাবা মেয়ে !
জবা ভেবে রাঙা আপন পায়ে
উঠল নেচে মধুর ছাঁদে॥

১৮৮
কীর্তন

রাই জাগো রাই জাগো বলে কেঁদে কেঁদে ডাকে শুক সারী।
দেখিয়া এসেছি মথুরা আছে মোদের মুরলী-ধারী॥
(রাই জাগো রাই জাগো
শ্যাম-নিবেদিত সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায়ো না গো।)
দেখিয়া এসেছি মথুরায় আছে মোদের মুরলী-ধারী॥
(সেথা মুরলীধারী আছে মুরলী তার হাতে নাই
সেথা মুরালী রূপ তার দেখে লাগে ভয় তার মুরলী হাতে নাই।
সাথে হ্লাদিনী রাধা নাই তাই মুরলী সাধা নাই)।
সে ধড়াচূড়া ফেলিয়া পরেছে রাজবেশ
তার মুখ দেখে মনে হয় কানু আর সে কানু নয়
কে যেন দিয়েছে তারে দণ্ড অশেষ।
সে রাধারে কাঁদায়েছে তাই বুঝি কে বাঁশি কেড়ে নিয়ে হাতে দণ্ড দিয়েছে।

সখি যেমনি আমরা চম্পার ডালে গাহিনু শ্রীরাধা নাম
রাজ-সভা মাঝে কাঁদিয়া লুটায়ে পড়িল শ্যাম।
রাজবেশ ছিঁড়ে ফেলে রাধা বলে মুরছিত ভেল
সে গোকুলে ভুলে নাই ভোলেনি লো তোরে রাই
চল আনিতে যাই শ্যাম চাঁদকে লো॥

১৮৯
ফণিনী

লুকায়ে রাখিব সাপিনি যেমন
মানিক লুকায়ে রাখে
ঘিরিয়া থাকিব ভামিনী যেমন
শ্যাম মেঘ ঘিরে থাকে॥

মেঘের মতন হে চাঁদ তোমায়
আবরি রাখিব আঁখির পাতায়
নিশীথে জাগিয়া কাঁদিব দুজন
চাঁদ চকোরিণী সম॥

নওল কিশোর এসো ! লুকায়ে রাখিব আঁখিতে মম।
আমার আঁখির ঝিনুকে বন্দী রহিবে মুক্ত সম॥
তুমি ছাড়া আর এই পৃথিবীতে
এ আঁখি কারেও পাবে না দেখিতে
তুমিও আমারে ছাড়া কাহারেও হেরিবে না প্রিয়তম॥

১৯০

শঙ্কর সাজিল প্রলয়ঙ্কর সাজে রে
বজ্রের শিঙ্গা মেঘের ডম্বুরু গুরু গুরু
বাজে অম্বর মাঝে রে॥

রুদ্র নৃত্য বেগে জটাজুট গঙ্গা
বৃষ্টি হয়ে ঝরে সৃষ্টির বক্ষে
অধীর তরঙ্গা॥

শন শন ঝঞ্ঝায় বিদ্যুৎ নাগিনীর ঘন শ্বাস
অপগত হলো ভয়
বন্ধন হলো ক্ষয়
হেরি অশিব-সংহর নাটরাজের॥

১৯১
কীর্তন

শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম।
যে নাম শুনি পবনে, যে নাম হৃদি-ভবনে,
(সখি) যে নাম ত্রিভুবনে বাজে অবিরাম॥

নাম শোনালো, শোনালো,
যে নাম শুনি কুলনারী হয় আনমনা লো।
সখি, ধেয়ায় যে নাম প্রতি ঘরে প্রতি জনা লো।
সখি, ভোলায় যে গৃহকাজ, ভোলায় যে কুললাজ
যে নাম শুনিতে লো কান পেতে রই
সাধ যায় যে নাম-নামাবলী গায়ে দিয়ে যোগিনী হই।
নহে শুধু রাধিকার, সাধকের সাধিকার, যে নাম জপমালা সই,
তোরা শোনা সেই নাম লো,
তোরা বাহিরে শোনা, তোরা গাহিয়া শোনা
যে নাম অন্তরে জপি অবিরাম লো।৷

কথা ও সুর : নজরুল। টুইন। শিল্পী : নারায়ণদাস বসু ১৯৩৪

১৯২
কীর্তন

সখি নবীন নীরদে ছাইল গগন, নব ঘন শ্যাম কই।
দেবদারু শাখে বাঁধিয়া ঝুলনা পথ পানে চেয়ে রই।৷
(চাতকীর মতো পথ পানে চেয়ে রই
দামিনী দমকে চমকিয়া উঠি পথপানে চেয়ে রই)
সখি কাজ আছে তার এত কি ?
ঝুরে অভিমানে বনপথ-তলে বকুল কামিনী কেতকী।
পুবালি বাতাস করে হাহাকার ঝর ঝর জল ঝরে অনিবার
যেন বেদনায় শ্রীমতী রাধার আঁধার আকাশ আজি
যমুনার জলে ভাসায়ে দে মালা চন্দন ফুল-সাজি।
(ফুল-সাজি কেন আনিলাম ফুল-সাজে কেন সাজিলাম।
বনমালী নাই, কার তরে তবে এই বনমালা গাঁথিলাম)।৷

সখি সবার তৃষ্ণা মিটাইল আজ ঘনশ্যাম তৃষ্ণাহারী
রাধারই হৃদয় রহিল নীরস পেল না বিন্দু বারি।
(করুণা সিন্ধুর শরণ লইয়া পেল না বিন্দু বারি
তৃষ্ণাহারীর চরণ ধরিয়া পেল না বিন্দু বারি)।৷

১৯৩
ফণিনী

সখি দেখলো বাহিরে গিয়া
কে অমন করে সকরুণ সুরে ডাকিল পিয়া পিয়া।
পিয়া ডাক শিখে বনের পাপিয়া এলো কি মথুরা হতে?
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর বাজায়ে শ্যাম চলে যায় বন-পথে।

(তোরা ডাকিলি না বলে বনে চলে যায় গো
ঝরা পাতার নূপুর বাজায়ে বনমালী বনে চলে যায় গো।)
সখি হলুদ-রাঙা কার পীত-ধড়া
ঐ সোনাল ফুলের ডালে দোলে, দেখলো তোরা।
তোরা দেখে আয় ঐ মোর মদনমোহন
ও সোনাল তরু নয়, মলয় হাওয়ায় দোলে পীত-বসন॥

(সখি) ও নহে দোয়েল, ও নহে কোয়েলা পাখি।
রাধারে খুঁজিয়া বেড়ায় উড়িয়া শ্যামের কাজল-আঁখি
দেখিতে বুঝি আসিয়াছে মোর হৃদ-পিঞ্জরের পাখি॥

কৃষ্ণ বিরহে রাধার প্রাণ আজও আছে কিনা আছে।
তারে ডেকে এনে বলো
রাধার পাষাণ প্রাণ যাবে না যাবে না, না হেরি হরির চরণ-কমল॥

১৯৪

সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি
মম জীবন মরণের সাথি।
জনম জনম কব, মাধব মাধব
ওই ধ্যানে রব দিন রাতি॥

আমি ওই ধ্যানে রহিব—
ভুলে গৃহকাজ ভুলে লোক-লাজ
আমি ওই ধ্যানে রহিব—
কৃষ্ণকলি মেখে কলঙ্ক পশরা হাসিমুখে বহিব।

শ্যাম মাথার মণি, শ্যাম মালার মণি
(সখি) শ্যাম মোর নয়নতারা

কৃষ্ণ মোর কৃষ্ণ নয়নতারা
তৃষিত জীবনে শ্যান নাম মোর শীতল সুরধুনি ধারা।
প্রাণ জুড়াইব,
ওই সুরধুনি-ধারায় প্রাণ জুড়াইব।
দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম
নাম সুরধুনি ধারা॥

১৯৫

শ্যামকল্যাণ — একতালা

স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে রয়েছ মোদেরে ঘেরি
তব অনন্ত করুণা ও স্নেহ নিশিদিন নাথ হেরি॥
তব চন্দন-শীতল কান্তি
সৌম্য-মধুর তব প্রশান্তি
জড়ায়ে রয়েছে ছড়ায়ে রয়েছে
অঙ্গে ত্রিভুবনেরই॥

বাহিরে তুমি বন্ধু স্বজন আত্মীয় রূপী মম
অন্তরে তুমি পরমানন্দ প্রিয় অন্তরতম।

নিবেদন করে তোমাতে যে প্রাণ
সেই জানে তুমি কত সে মহান
যেমনি সে ডাকে সাড়া দাও তাকে
তিলেক করনা দেরি॥

১৯৬

(ওরে) হতভাগী রক্ত-খাগী, কোথায় ছিলি বল!
(তোর) দেখে ছিরি ভয়ে মরি চোখে আসে জল॥

বেণি খুলে এলোকেশে
বেড়াস এ কোন পাগল-বেশে
চাঁদকে ফেলে নীল আকাশে আনলি কোন অনল।
(কপালে জ্বাললি কোন অনল॥)

(ঐ) সদ্য ফোঁটা পদ্মফুলে কে মাখাল কালি?
মা, আমারি কপাল মন্দ কারে দিব গালি।
রাজ–দুলালি আদর পেয়ে
সাজলি ছি ছি নাগার মেয়ে
(তোরে) চিনতে পারি, গৌরী দেখে রাঙা পদতল॥

১৯৭

হরি মোরে হোরির রং দিওনা, আপনি রঙিলা আমি।
বঁধু তোমার প্রীতি প্রতি অঙ্গে রং দিয়ে যায় দিবস যামী॥
তব গভীর প্রেমের আবির ফাগে হরি
অরুণ–রাঙা হলো নীলাম্বরি
আজ রং বদলে গেছে রাধার প্রেম–যমুনার জলে নামি॥
রং যদি দাও ওগো শ্যামল, সেই রং দাও মোরে
যে রঙে রঙে দেখলে আমায় এমন মধুর করে।
রং দেবে আর কোথায় বঁধু বলো,
তোমার রঙে আমার ভুবন নিত্য ঝলমল।
জনমে জনমে গায়ে রং দিতে গো রেখো পায়ে
হয়ো রাধার পরম স্বামী॥

১৯৮

(আমি) হাত তুলেছি তোর পানে মা
(তুই) মোর হাত ধরবি বলে,
(তুই) ভিক্ষা কেন দিস মা হাতে
হাত বেঁধে রাখ চরণ–তলে।
আমি ভিক্ষা পেয়ে চলে যাব
আসি নিত সে আশাতে॥
তুই যবে হাত দিস মা ছেড়ে
চোরে প্রসাদ নেয় মা কেড়ে
তাইতো মাগো ভিক্ষা পেয়েও
দাঁড়িয়ে থাকি আঙিনাতে॥

পথ যে আমার ফুরিয়ে গেছে
জননী তোর কোলে এসে
(আমায়) এখন শুধু ধরো মা বুকে
পুত্র বলে ভালোবেসে।

মা যেমনি তোর কোলে যাব
নিত্য প্রেম আনন্দ পাব
দেখব পূর্ণ চাঁদ উঠেছে মা
তোর রূপের আঁধার রাতে॥

১৯৯

হে নাথ, তোমায় দোষ দেব না
আমারি সুখ সইল না।
তুমি, চাওয়ার অধিক দিয়েছিলে
আমার দোষেই রইল না
তা আমার দোষেই রইল না॥

তুমি আপন হাতে তিলে তিলে
আমার সুখের বাগান সাজিয়ে দিলে
মোর কপাল-দোষে ফুটল না ফুল
মলয় হাওয়া বইল না।
সেথা মলয় হাওয়া বইল না॥

সুখের দোসর সুখের সাথি
তোমার আপন হাতের দান
সারা জীবন আমি তাদের
করেছি নাথ অসম্মান।

নাথ, বৈরাগীর এ সইবে কেন
বিভব রতন বিলাস হেন
তারে ভিক্ষা ঝুলি দাও হে তুলি
সোনার স্বর্গ লইল না
যে সোনার স্বর্গ লইল না॥

২০০

হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ কালো॥

তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তব সকলই বাঁকা
চোখে তব ছলনা কাজল মাখা,
নিষাদের হাতে বাঁশি সেজেছে ভালো॥

২০১

হে পরমাশক্তি পরা প্রেমময়ী তোমারি মধুর প্রেমে
(আমি) চির-রূপহীন রূপ ধরে আসি সৃষ্টির বুকে নেমে (গো)।

প্রিয়া সেইতো বৃন্দাবন
(নিতি) সৃষ্টি স্থিতি সংহার-লীলা করি যথা অনুখন।
ঘোর কালো রূপ আলোময় হয়ে ওঠে যেই গো
সে যে তোমারি রূপ প্রিয়া, মোর রূপ নেই গো।
হে মহাশক্তি, তোমারে ফিরায়ে মায়ার শ্মশান হতে
তোমার নিত্য রাধা রূপে আমি প্রেমের ব্রজের পথে গো।

(তুমি) না ফিরিলে শ্রীমতী পরম শূন্যে
অভিমানে লয় হয়ে যাই
(তুমি) ফিরে এসে কাঁদ যবে বিরহ যমুনায়
অসীম শূন্যে খোঁজ গো আমায়
সৃষ্টিতে হয় প্রেমবৃষ্টি তখনই গো
যবে তব শ্রীচরণ বক্ষে জড়াই॥

২০২

হোরির মাতন লাগল আজি লাগল রে।
বন উপবন নিখিল ভুবন আবীর রঙে রাঙলরে॥
বনের-আনন্দ ফোটে রাঙা হয়ে
রাঙা কুসুমে রাঙা কিশলয়ে
মনের খুশি রাঙা রূপ লয়ে
কুমকুম ফাগে জাগল রে॥

জাগিয়া ওঠে তৃষ্ণা ঘুমন্ত
অনন্ত আশা সাধ অনন্ত
আসিয়া পাগল বনের বসন্ত
মনের আগল ভাঙল রে॥

মনে পড়ে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ লীলা
প্রেমের রঙে হলো গোকুল রঙিলা
সেই প্রেম ফাগে আজো হৃদি রাঙে
মন ব্রজ তাহারি শ্রীপদরজ মাগল রে॥

২০৩

(মোর) হৃদয়-দোলায় দোলে ঘন শ্যাম।
(কভু) রূপ দোলে কভু দোলে শুধু নাম॥

একি প্রীতি জাগে নব অনুরাগে
অনুখন তনুভরি ছোঁয়া লাগে
(তাঁর) ছোঁয়া লাগে
মনে হয়ে এই দেহ তাঁর ব্রজধাম॥

ফুল চন্দন আনি থালাতে
মুখ ভার করি চায় পালাতে
বিরহ যমুনার তীরে তীরে
মোর নাম লয়ে যেন কেঁদে ফিরে।
প্রেম দাও প্রেম দাও বলে অবিরাম॥

২০৪

নট-বেহাগ

হৃদি বৃন্দাবন-বিহারিণী
তিনি রাধা (শ্রীরাধা)।
(আমি) তাঁহারি গোলকে প্রেম-ভিখারি
তাঁরই শ্রীচরণে বাঁধা॥

দেখিয়াছি আমি তাঁহারি রূপের মাঝে
চির-সুন্দর অপরূপ মোর শ্যাম-রূপ বিরাজে
(মোর) শত জনমের সাধ ছিল
তাঁর রাধা নাম সাধা॥

তাই কৃপা করে পিয়া রূপ ধরে আসেন এ পৃথিবীতে
বিরহ-যমুনা করেন সৃজন কাঁদিতে ও কাঁদাইতে।

বুঝি তাঁরও সাধ ছিল কেমন মধুর শোনা যায়
তাঁর প্রিয় নাম কবিতা-নূপুরে আমার সুরের বেণুকায়
(তাঁর) মিলনের চেয়ে ভালো লাগে বুঝি
বিধুর বিরহে কাঁদা॥

২০৫

সখা, অসীম আকাশ দিক হারায়েছে, রাধা হারায়নি দিক।
ঘন দুর্যোগে প্রেম-দীপ জ্বালি পথ চলে অনিমিখ।
(কৃষ্ণ প্রেম-যোগিনী রাই দুর্যোগে ভয় করে না,
বলে, কৃষ্ণ যোগের এই শুভখন, দুর্যোগে ভয় করে না)।
সখা, বৃষ্টির চিক ফেলিয়া, ভাবিছ রাখিবে নিজেরে ঢাকি
চিকের আড়ালে ঝিকমিক করে তোমার সজল আঁখি!
(হে নিঠুর, তব এ কি লীলা?
তুমি পথে ডেকে পথ ভুলাইতে চাহ, একি লীলা?
সোজা পথ তুমি বাঁকা করো, বাঁকা এ কি লীলা?)
ভেবেছ পথের কাদা মেখে রাধার রূপ পড়িবে ঢাকা,
কলঙ্কী চাঁদ হে, তোমার বিলাস বুঝি গৌর রূপ দেখিলেই
(তোমায় ঐ ভয়ে কেউ চাহে না কালো কলঙ্ক মাখা!
কলঙ্ক লাগিবার ভয়ে কৃষ্ণ নাম গাহে না!)
তুমি সকল রসের আধার তাই এত সাধ জাগে রাধার
রস-সুধা পান করিবার তরে জড়াইয়া তব দেহ
(যেমন) পাত্র জড়ায়ে রস পান করি, পাত্র খাই না কেহ!
যে দেহে প্রেম-অমৃত-রস-স্রোত বয়ে যায়,
হে কিশোর, কাঁদে প্রাণ তাহারি তৃষ্ণায়!
বঁধু, মোরা গোপী কুলবতী
তুমি ভাব বুঝি তোমারি মতন মোরা চঞ্চল মতি?
(কিশোর মতি চঞ্চল হয় — শ্রীমতী চঞ্চলা নয়
তোমার মতি শ্রীযুক্ত হলে তুমি হও শ্রীমতীময়!

তুমি মতির মালা পর হে
তখন বনমালা ফেলে শ্রীমতীর মালা পর হে!
ভরিলে কলঙ্কে পথের পঙ্কে অভিসারে এনে রাধার প্রিয় হে
বাহিরে দিলে লাজ অসহ বিরহ, অন্তরে আনন্দ প্রেম রস দিও হে॥

২০৬
শ্রীরাধার গান

বঁধু আমার ভুবন ঘিরিল যখন ঘন বাদল ঝড়ে
কাঁদিয়া উঠিল মন প্রাণ অভিসারে আসিবার তরে।
(মোর মনে হলো কেহ নাই,
এই কৃষ্ণ আঁধার নিশীথে রাধার কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই!)
বঁধু, দিনের আলোক পাই নাই খুঁজে, কাঁদিয়া ফিরেছি একা,
সব পথ যবে হারালো আঁধারে, তখন পাইনু দেখা!
হে পরম প্রিয়তম! বলো মোরে বলো
তব অভিসারে এসে সংসার-পথ চিরতরে শেষ হলো।
(যেমন আর ফিরে নাহি যাই,
তুমি ছাড়া তব রাধা নিরাধার হয়ে যায় — যেন আর ফিরে নাহি যাই!)
হে কিশোর বলেছিলে,
তুমি নিজেরে নিঙাড়ি আমারে মধুর রসময়ী রূপ দিলে!
বঁধু তাই জড়াইয়া ধরি
তুমি না ধরিলে সব রস মধু ধুলায় যায় যে ঝরি!
(বঁধু আনন্দ আর রয় না তখন
নিরানন্দ হয় ত্রিভুবন)
সব সাধ অবসাদে বিস্বাদ হয়,
(মূল) রস নাহি দিলে দেহ-তরু প্রেম-ফুল কি বাঁচিয়া রয়?
প্রিয়তম হে!
আর ভ্রমপথে ভ্রমিতে দিও না এই অভিসার শেষে
মোরে বক্ষে লুকায়ে রেখো হে
যদি খোঁজে ননদিনি এসে,
বলো, অভাগিনি রাধা যমুনার জলে ডুবিয়া গিয়াছে ভেসে।
(বলো, রাই আর নাই দেশে
নিরুদ্দেশের বিরহিণী গেছে হারায়ে নিরুদ্দেশে)।

২০৭
শ্রীরাধার গান

শোন মেঘ–ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিসনে লো পথে বাধা।
সখি বাধায় প্রেম–বিন্দু পড়িলে বাধা হয় অনুরাধা।
(পথের সব বাধা রাধার অনুসারিণী হয়, বাধা হয় অনুরাধা)।
তটিনী শুনেছে সাগরের আহ্বান, আর কে রাখিবে তারে,
মেঘ দেখে সুখে কদম্ব কেয়া ফুল না ফুটিয়া কি পারে?
কোটি কুসুম–শর অঙ্গ যার বরষে কি করিবে বারিধারা তার?
(নিতি) অসহ বিরহ–দাহনে জ্বলে যে, বজ্র তাহার মণি–হার!

(তার বিদ্যুতে কিবা ভয়
বিদ্যুৎ তার কৃষ্ণ দূতী বিদ্যুতে কিবা ভয়?
যে ঘরে পরে নিতি লোক–গঞ্জনা সয়
তার বিদ্যুতে কিবা ভয়?)
যার প্রেমের পথে বাধা বিধির অভিশাপ, সাপেরে সে ভয় করে না।
পথের শঙ্কটে কন্টকে সখি কৃষ্ণ প্রেমময়ী মরে না!
(যদি দেহ মরে যায়, বিদেহ প্রেম তার মরে না মরে না!)
সখি এইতো অভিসারের লগন!
গৃহতারা মেঘে মগন
রাধারে যেতে দেখিবে না কেহ
শ্যাম মেঘ হয়ে আবরিবে দেহ।
কৃষ্ণ প্রেম বৃষ্টি ধারায় নাইবি যদি চল
(দেখ) আকাশ–ভরা মোর বিরহীর আঁখি ছলছল।
(সে অভিমানে গলেছে
কেঁদে কেঁদে কার বিরহে অভিমানে গলেছে!
ঝড় হয়ে সে দুলেছে, বিজলি হয়ে জ্বলেছে—
অভিমানে গলেছে!)
চল মান ভাঙাব
আমার অভিমানীর মান ভাঙাব
এই বৃষ্টি হবে শেষ তার দেখব মধুর বেশ
ইন্দ্রধনুর রঙে সখি সজল আকাশ রাঙাব!

২০৮

ললিতার গান

রূপের পেখম খুলে ময়ূরীর প্রায়
(তোর) দেহ নব নীরদ পানে যেতে চায়!
কোনো বাধা মানে না,
(বিজলিরে দীপ ভাবে, বাধা মানে না!
বাদল গরজিলে মাদল ভাবে সে, বাধা মানে না!
পুব-হাওয়ারে কানুর বেণুকা ভাবে সে, বাধা মানে না!
রাধা চরণ-ধূলি দে!
যে প্রেমে সব বাধা হয় রাধার কিঙ্করী, সেই প্রেম দে লো!
আমি উপনদীর মতো লো
মিশিব তোর প্রেম-যমুনায় উপনদীর মতো লো,
তোর সাথে কৃষ্ণ সাগর-তীর্থে যাব
উপনদীর মতো লো)॥

২০৯

অভিমানিনী

গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম কিশোরে হেরে প্রেমময়ী রাধা।
রাধারে ত্যজিয়া আঁধার নিশীথে চন্দ্রার সাথে বাঁধা (শ্যামচাঁদ)।

যেন চাঁদের বুকে কলঙ্ক গো নির্মল শ্যাম চাঁদের বুকে চন্দ্রা যেন কলঙ্ক গো
অরুণ নয়ানে মলিন বয়ানে জাগিল অভিমানিনী
(ভাবে) রাধার হৃদয় আধার যাহার সে কেন ভজে কামিনী।
শ্রীরাধার মান, ভয়হীন তাই শ্রীরাধা অভিমানিনী
পরমশুদ্ধ প্রেম শ্রীরাধার, নির্ভয় অভিমানিনী।
কৃষ্ণকেও সে ভয় করে না, নির্ভয় অভিমানিনী রাধা বুঝতে নারে গো।
চির সরল অমৃতময় গরল কেন হয় বুঝতে নারে গো।
কাঁপে থরথর সারা কলেবর, ভাবে রাধা একি বিপরীত।
'প্রেম-ভিক্ষু' কহে, বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥

বোঝা যে যায় না চঞ্চল শ্যামের রীত
অবুঝ মনের বোঝা যায় না তাতে তবু কখন সে রাধার, কখন সে চন্দ্রার॥

২১০

অন্তর বাহির মোর যেখানে কৃষ্ণ চেয়ে সতৃষ্ণ চোখে
কালার সেই কালো ঢাকিয়া দে সখি পরম শুভ্র আলোকে।
কালো, দেখব না আর দেখব না
কালা দেখলে অঙ্গ জ্বালা করে
কালা দেখব না দেখব না।
সে থাকুক পরম সুখে, রাধা বাধা দেবে না
বুকে তার থাকুক চন্দ্রা।
ধ্যানমনা হব গভীর বনে যাব — হবো সেথা রজনীগন্ধা।।

২১১

সখির গান

হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে
সে যে সকল পান্থ দিগ দিগন্ত আগলি আছে শ্যাম বেশে।।
শুভ্র জ্যোতিরে ঘিরিয়া আছে দেখ
আকাশ হয়ে শ্যাম-লাবণি;
অভিমানে ফিরে আসিলে হেরিবি নিম্নে শ্যামময় অবনি।
সবই শ্যামময় শ্যামময়
সবই কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
আলোর তৃষ্ণা শেষে হেরিবি সব দেশে—কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ নিম্নে কৃষ্ণ—কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়।
(ওলো) গৌরী চাঁপার কলি, আর একটি কথা বলি
কৃষ্ণ ছেড়ে যাবি তুই কোথা
ভাস্বর জ্যোতি যিনি ভাসুর যে হন তিনি
বলরাম আলোর দেবতা
তুই ফিরে যে আসবি
শুভ্র জ্যোতি রূপে ভাসুরকে দেখে তুই ঘোমটা দিয়ে হাসবি
ফিরে যে আসবি।
সেই ঘোমটার আবরণে
আসিবে স্মরণে
ঘন শ্যাম বরণে সজনি
আসিবে ফিরে তোর মাধবী কুঞ্জে
সচন্দ্রা রজঃ নয়, সচন্দ্রা রজনি

রজঃগুণের ত্যজিয়া
নির্মল সুনীল চাঁদ আবার আসিবে ফিরে রাধা নাম ভজিয়া
রাধা প্রেমে মজিয়া।
বলবে, রাধা রাধা
তোমার প্রেমে আমি চির-বাঁধা—
রাধা ! রাধা
জয় রাধা ! রাধা ! !

২১২

কালো মেঘে কেন খেলে বিজলি
সোনার-প্রতিমার প্রতিবিম্ব কালো জলে
কালো মেঘে যেন খেলে বিজলি
হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সতিনীর রূপ আমি যত দেখি গো
তত মজি (সখি গো)
অতি জ্যোতি গর্বিতা যেন পতি-সোহাগিণী
সতী সম কে ঐ সতিনী, ললিতে,
মোর শ্যাম অঙ্গে অপরূপ ভঙ্গে
আমার সমুখে করে খেলা, মোরে ছলিতে।
ওকি কায়া না ছায়া !
ওকি কৃষ্ণ রূপের চঞ্চল জল-তরঙ্গ মায়া ?
(ওকি কায়া না ছায়া) !
সখি মান ভাঙাতে মোর এসেছিল গোপনে
শ্যাম আজি প্রভাতে (সখি)
শ্যাম-তনুমুকুরে হেরিলাম বিরাজে
গৌর-বর্ণা নারী অপরূপ শোভাতে।
এলো অভিমানে মনে, তাই
মনে হলো যমুনায় ডুবিয়া ললিতা শান্তি যদি পাই।
এখানেও দেখি সেই গৌরী কিশোরী
আছে শ্যামে জড়ায়ে।
ওকি কায়া না মায়া
ওকি কৃষ্ণেরই রঙ্গ না আমারই ছায়া
কায়া না মায়া।
কোন দেশে যাব সখি কোন দেশে পাব শ্যামে একাকী
আন-নারীরে ছেড়ে কেবল আমার হয়ে দেবে দেখা কি।।

২১৩
ললিতার গান

দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে
মুরলীধারী পায়ে ধরে সাধে॥
মানের গুণে তুই গুণময়ী হয়ে লো
ভুল দেখিস বুঝি সবই।
স্বচ্ছ শ্যাম তনু দর্পণে দেখিছিলি
রাধা আপনারই ছবি।
(সে যে ছায়া–রাধা
তারই আপনার মায়া
মহামায়াময়ী মায়া–রাধা।
সে যে ছায়া–রাধা॥)

এই বৃন্দাবন রূপ তোরই যে স্বরূপ
তোরই রূপ ললিতা বিশাখা
তুই সে পীতাম্বর কিশোরের বেণুকা
তুই বনমালা, তুই শিখি পাখা।
শ্যামের চরণে তুই নূপুর রুনুঝুনু
ভ্রমরী তুই তাঁর চরণ–কমলে
অরুণ–বর্ণা হয়ে তুই যে চন্দ্রা হস
ভুলাইলি মোরে কোন ছলে।
(আজ সব কথা বলব
তোর লীলার আজ সব কথা বলব।
হাটের মাঝে ভাঙব হাঁড়ি, সব কথা বলব।
তুই আপনি নাচিস কৃষ্ণে নাচাস
নাচাস গোপিনীদেরে — সব কথা বলব।
নিত্য প্রেমময়ী তুই নিত্য প্রেমময়ের সাথে খেলিস যে খেলা
(সবই জানি ব্রজ–রাণী–সবই জানি গো
তোর প্রেমের এক কণা পেয়ে, সবই জানি গো)
দিনে তুই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা কুলবধূ
নিশীথে নিলাজ সাথে নিলাজ খেলা
যেমন নিলাজ শ্যাম তেমনি নিলাজ তোর অপরূপ লীলা।
যে বুঝেছে তোর খেলা প্রেমে সে গলে গছে
যে বোঝেনি হয়ে আছে পাষাণ শিলা॥

২১৪

ভূমিকম্প

রসিক জ্যোতিষী করেছে গণনা
পৃথিবী টলিবে তেসরা মার্চ,
আল্লাহ, হরি, যিশুকে ডাকিছে
মসজিদ, মন্দির ও চার্চ।
ভয়ে আর কেহ রয় না বাড়িতে
লরিতে মোটরে ছ্যাকড়া গাড়িতে
বোঁচকা পোঁটলা হাঁড়িতে কুঁড়িতে
ছেলেতে মেয়েতে বুড়োতে বুড়িতে
কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি যাপিতে
চলিছে সকলে গড়ের মাঠ।
কাছা কোঁচা খুলে বাঙালি ছুটিছে
গায়ের উড়ুনি ধুলায় লুটিছে
তারো আগে ছুটে লইয়া খাটিয়া
মাড়োয়ারি আর উড়িয়া ভাটিয়া
বাঙালির পায়ে হারাইয়া দিয়া
বন্ধ করিয়া দোকান পাট।
পগগড় খুলে বদন মেলিয়া
দোক্তা-খৈনি বটুয়া ফেলিয়া
ছুটিছে পথের ষাঁড়েরে ঠেলিয়া
তাঁরো আগে চলে ভুঁড়ি বিশাল।

১. অসম্পূর্ণ।

২১৫

আগমনী (কমিক)

সবাইকে তুই বর দিলি মা পাষাণ-রাজার ঝি!
(আমি) ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি?
এই শিয়ালগুলোয় ভাঙা বেড়া কে দেখাল বল
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল হুড়োর দল!
দূরে থেকেই বলছি মাগো, (আঃ কি গণ্ডগোল!)

তুই কি শুনতে পাবি মাগো বাজছে যা ঢাক ঢোল
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা ঘোল ঢালতে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা।
(তোর) সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে
আমার যত পাওনাদার মা — সব কটারে ধরে
ঠেসে গোটা কতক করে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বলব, 'বাপু, আর কি টাকা চাবা?'
ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস তাড়া
বাড়িওয়ালা যেই আসবে চাইতে বাড়ি ভাড়া?
(আমার) টাকার খাঁকতি নাই মা তেমন, বছরে দশ হাজার
মা ছড়িয়ে যদি দিস, ভাবব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ ম্যাজিস্টর, মেয়ে হবে রানী,
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টানবে ঘানি!
রাত্রে যেমন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলা সইতে পারি গায়ে মাছি বসা।
মা খাবার কথা বলি যদি ভাববি পেটুক ছেলে,
আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজা ভুজ্জি,
হ্যাদে দ্যাখো দই সন্দেশ বলিনিক বুঝি?
দেখলি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নেই মোটে,
পেটুক-বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।
কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এমনি একটা মোটর।
জানিসত সন্ন্যাসী হবো আমি দুদিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি রাখিস মনে করে —
তোর বৌমার বাকস ভরে গা ভরে দিস গয়না
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না।
আমিও যুদ্ধ করতে পারি, তোরই তো মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে, ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে!
বলিস যদি, ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
তা কাঁদিয়ে মাকে আমি কি আর যুদ্ধে যেতে পারি?

নাতিপুতি রেখে মা গো একশ বছর পরে
মায়ার সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ক্রোড়ে !
আরো অনেক চাওয়ার ছিল দিলুম সে সব ছেঁড়ে
হেসে ফেলে বলবি হয়তো 'খোকা বড্ড একবেঁড়ে' !

২১৬

কমিক-বাউল

ওরে ভবের তাঁতি !
হরিনামের এঁড়ে গরু কিনিস নে।
তুই মূলে শেষে হাবাত হবি
ঠাকুরকে তুই চিনিস নে॥
রসিক ঠাকুরকে তুই চিনিস নে॥

তুই খাচ্ছিস বেশ ভবের তাঁত বুনে
চালিয়ে মাকু, ঘুরিয়ে টাকু, তাঁতের গান শুনে
সুখে খাবি আয়েশ পাবি
ঐ গরু কেনার টাকাতে তুই জরু আনার জিনিস নে॥

পরমার্থের কিনলে এঁড়ে, অর্থ যাবে ছেড়ে
তোর ঘাড়েরই লাঙল শেষে আসবে তোকে তেড়ে !
কূল যাবে তোর, যাবে জাতি মান
(এই গো-কুলের এঁড়ে এনে) যাবে জাতি মান,
দুঃখ অভাব শোক এসে তোর ধরবে রে দুই কান
শেষে কি কান খোয়াবি কানা হবি ভজে কানাই শ্রীকৃষ্ণ॥

শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

২১৭

খাওজাইয়া খাওজাইয়া মরলাম
মা গো মা খোস পাঁচড়ায়।
যেন কাবলিওয়ালা হালুম বাঘা
কুত্তা মেকুর আঁচড়ায়॥

ইচ্ছা করে হালায় আমার এই যে দেহ খইস্যা
ধইর্যা এক্কুরে শেষ কইর্যা দিই কইস্যা কইস্যা ঘইস্যা,
ময়লা কাপড় লইয়া ধোবি ঘাটে যেমন আছড়ায়॥

ফোট হইছে, গোট হইছে, অঙ্গে ধরছে পোক
ইন্দ্রের লাহান গায়ে যেন হইছে হাজার চোখ,
হ্যাঁচড় দিমু কি মাদার গাছে, বেত-বনে, গাছ-গাছড়ায়॥

আমার সারা গায়ে যেন বড়ি দিছে কোন আভাগ্যা বুড়ি,
পক্ষীর দল ঠোকরাইয়া খায়, আমি হাত-পা ছুড়ি,
প্যাচাঁ ভাইব্যা এক লাখ কাওয়া আমারে যেন খ্যাঁচরায়॥

২১৮
বাগেশ্রী-তেতালা

(ঠাকুর !) তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল
(তুমি) যেমন বুনো ওল।
তোমার কূলের কথা (গোকুলের কথা) রটিয়ে দেবো
বাজিয়ে ঢাক ঢোল॥
বাজায়ে শ্রীখোল॥

কেঁদে হেঁই হেঁইয়ে যে করে, তার তরে তোমার প্রেম নেই
তুমি আয়ান ঘোষকে দেখা দিলে দেখলে লাঠি যেই
সেদিনও নদীয়াতে কলসি কানার এক ঘায়েতে
পাপ নিয়ে জগাই মাধাইএর দিলে তুমি কোল॥
বাজায়ে শ্রীখোল॥

(ঐ অগ্রদ্বীপে) ভোগ দিল না গোবিন্দ ঘোষ
তারে বাবা বলে করলে আপোস
বাগবাজারে ধমক খেয়ে
সাজলে তামাক মদনা হয়ে
বদলে ফেলে ভোল॥
ঠাকুর বাজিয়ে শ্রীখোল॥

ভাল চাওত শুনিয়ো নূপুর (রোজ) রাত্রি দুপুর কালে
মন্দিরে মোর নাই অধিকার এসো ঘরের চালে।
আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে।

জান আমি ভীষণ গোঁয়ার
ধার ধারি না ভক্তি ধোঁয়ার
ধরব যেদিন বুঝবে ইয়ে,
চাঁচর কেশ মুড়িয়ে ঢালব মাথায় ঘোল ॥

শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

বি.দ্র. : 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'অগ্রন্থিত গান'গুলোর বাণী সংকলিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড থেকে। তবে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর ক্ষেত্রে অনুসরণ ও সংশোধন করা হয়েছে প্রধানত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড (২০০৪) এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত ও রশিদ-উন-নবী সম্পাদিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে।

২১৯

নহে ঝিঙে উচ্ছে নহে, নহে সে পটোল ব্রজের আলু ॥
পিয়া হতে জনম তার (সে) পিয়াজ সুডৌল —
ব্রজের আলু ॥

রসঘন রসুনের গন্ধতুত দাদা
রস কিছু কম হলে হতো আম-আদা,
আরো খানিক ডাগর হলে ওই হতো ওল
ব্রজের আলু ॥

পরম বৈষ্ণব ও যে ফল-দল মাঝে
শিরে তাই চৈতন চুটকি বিরাজে
মাথাটি বাবাজি সম চাঁছা ছোলা গোল।
ব্রজের আলু ॥

২২০

নাচিছে মোটকা পিলে-পটকা নাচে
নাচে বকনা নাচে বলদা হাঁ পেত্নী ভূতের নাতনি
ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই শ্যাওড়া গাছে॥

নাচে পায়জামা মেমের মামা
নাচে মিস্টার সিস্টার মিসেস
ইতর বিশেষ যক্ষী পিচেশ যত আছে॥

(বৌ) রান্নাঘরে রান্না ফেলে শেখে নাচের ঢং
(দেয়) হলুদ বলে তরকারিতে মুখে মাখার রং।
বাঙালি সাত কোটি হলো সব নট নটী
বেচে সব ঘটি বাটি
নেড়ে ঠ্যাংটা আধা-ল্যাংটা নাচ শেখে শঙ্করের কাছে॥

টুইন। সুর : রঞ্জিত রায়। গোপাল।

২২১

শ্যালিকা-তালিকা

পাঁচমিশালি শালির পাল।
মাঝারি ও ছোট বড় মিশাল
আমড়া চালতা আম কাঁঠাল।

কেউ বিশালী মোটকিনী
কেউ নিকপিকে শুঁটকিনী
কেউ উড়িয়ানী কটকিনী
(কেউ) বাঁটকুলী কেউ লম্বা শাল॥

কেহ আসে বিনা চেষ্টাতে (ঐ বড় শালি)
কেহ জল যেন তেষ্টাতে (এই মেজো শালি)
কেহ বা মিষ্টি শেষ্টাতে (আরে সেজো শালি)
কারে দেখে হয় পস্তাতে (মোর ছোট শালি)
(ছুঁলে) খিমচিয়ে তোলে গায়ের ছাল॥

কেউ তেল পানা কেউ খসখসে
কেউ চিমসানো কেউ টসটসে
কেউ আঁট সাঁট কেউ থসথসে
কেউ টক কেউ কোশো কেউ বা ঝাল ॥

কাউকে দেখিয়া প্রাণ শুকায়
কাউকে দেখিয়া কান লুকায়
কাউকে দেখিয়া হায়রে হায়
তনু মন প্রাণ বেসামাল ॥[১]

১. এই হাসির গানটি অনেক পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

২২২
কমিক

বাপ ! তুর্কি-নাচন নাচিয়ে দিলে।
কোন অভাগা অঙ্ক-লক্ষ্মী নাম দিল
এই শঙ্খ চিলে ॥

এ দিন রাত্তির অঙ্ক কষে
পান হতে চুন কখন খসে,
স্ত্রী বলে আননু ঘরে
শাড়ি পরা কোন উকিলে ॥

প্রাণ-পাখি মোর খাঁচা-ছাড়া
(এই) ঝুলতি বেণির গুলতি ঢিলে
মাতঙ্গিনী মহিষিণী গুঁতিয়ে ফাটায়
পেটের পিলে ॥
যেমন বাঘ দেখে ছাগ ছুটে রে ভাই
তেমনি কাছা খুলে পালিয়ে বেড়াই
ওগো মাগো এসে রক্ষা করো
হালুম-বাঘায় ফেলল গিলে ॥

টুইন। সুর : আর আর। (সম্ভবত রঞ্জিত রায়)

২২৩

রাম-ছাগলে ও খোদার খাসিতে যুদ্ধ লেগেছে দাদা।
দেখত, ওদুটো ছাগল? না দুটো দামড়া এবং গাধা॥

দুটোই ন্যাজে ও গোবরে হয়েছে, দুইটারই শিং নাই,
(তবু) হুঁস নাই কারু মনে করে জোড়া সিংহ করি লড়াই,
(শিং নাই বলে, বলে সিংহ, সিংহ)
(এরা) না জানি করিত কি লড়ুই যদি গোঁজে না থাকিত বাঁধা॥

লেংচে কেন চলছি আমি জামায় কেন কাদা
দুঃখের সে কাহিনী মোর নাই শুনিলে দাদা॥

পাণ্ডুলিপিতে অসম্পূর্ণ। শিল্পী : হরিদাস ব্যানার্জী।

২২৪
মীরা!

জ্যোৎস্না সিক্ত ফাল্গুন-বন-পুষ্প ছানি
ভরেছ শিশির শশমহলে সে খোসবু আনি।
নাগ কেশরের ফণা-ঘেরা মউ করিয়া খালি
সাজায়েছ তব গন্ধ উতল 'প্রীতি'র ডালি।
গন্ধ নহে ও, ও যেন বিধুর মধুর স্মৃতি
প্রিয়া আর আমি-একা নদীতট-কানন বীথি।
নব যূথিকার প্রেম-ঘন বাস কাঁদায় মেঘে
'মানসী' এনেছে জুঁই কুঁড়ির সে সুরভি মেগে।
গন্ধে তাহার প্রিয়ার খোঁপার জুঁই মালিকা
মনে পড়ে, ঝরে বাদলের মেঘ, একা বালিকা।
'প্রেমগীতি' তব ঠুংরি গানের মতোই মিঠে
বাসর-নিশির প্রিয়ার মুখ-মদিরা ছিটে।
কেমনে আনিলের বন্দী করিয়া এ 'বনগীতি'
লাজুক বধূর যেন এ প্রথম প্রণয়-ভীতি।
লুকাইতে নারে বুকের গোপন গন্ধ-মধু
বনের বালিকা-'ষোড়শী'র মতো যাচে না বঁধু।

'রেশমি' অলক চূর্ণে মাখিয়া সুন্দরীরা
করিবে আলগ প্রেমের বাঁধন খোপার গিরা।
করিবে স্মরণ তোমারে নিখিল বন্দি হিয়া —
বেণির বাঁধন শিথিল করেছ 'রেশমি' দিয়া।
ওগো ফুলমালী মুগ্ধ প্রাণের অর্ঘ্য লহ ;
ঘরে ঘরে তব সুবাস বিলাক গন্ধ-বহ॥

[তথ্যের উৎস : 'মীরা' পুষ্পনির্যাস ও প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। 'দুন্দুভি', ২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯। 'মীরা' : পুষ্প নির্যাস ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতকারক ; হেড অফিস : ১১ নং ক্লাইভ রো কলকাতা। কারখানা : ১১/এ এ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলকাতা।]

২২৫

ভারতী আরতি

বন্দনা-বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ কণ্ঠময়
জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
বীণা বিধাত্রী সিদ্ধিধাত্রী মানস-তামস-নাশিনী মা !
আলস নাশিনী মুরজ-ভাষিণী মূঢ়-জড়-রিপু তোষিণী মা !
মা তোর পরশে গগন বীণায় তারার রাগিণী কাঁপিয়া বয়
জয় বীণাপাণি বীণা-বিহারিণী জয় মা জননী জয় মা জয় !
চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর সুরধুনী বহিয়া যায়
বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিঃস্ব কবির বন্দনায়।
ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে আকাশ বাতাসময় —
জয় জয় শুভ শতদল-দল বাসিনী জননী জয় মা জয় !
উর মা শারদা আকাশ কাঁপানো ঝঙ্কারে তব ভরিয়া দিক
আগুনের রাগে রাঙিল ফাগুন, উদাসী দোয়েল পাপিয়া পিক
বিহগ-কণ্ঠে বেহাগে লুণ্ঠে তব আগমনি অশ্রুময়
জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয় !
হুতাশে না আজ হতাশ বাতাস পুরবীর বায়ে ঝরে না লোর
উষীর সিক্ত দখিনা সমীর ঢুলায় চামর মাতা গো তোর।
নিবিড় নীলে মা সাজায়ে পথটি গাহিছে প্রণত দিগ্বলয়
জয় বীণাপাণি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
সুদূর আকাশ অচপল-আঁখি আনত তোমার চাহিয়া পথ
উদয় না সে মা, অস্ত-তোরণে উদিবে তোমার পুষ্পরথ ?

বন বালাদল কচি কিশলয়ে সাজিয়া দুলিয়া দুলিয়া কয়
জয় বীণাপাণি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা নয় গো মা তোর পূজারি আজ
তাপস ছেলে মা আমরা এসেছি গৈরিক রাঙা পরিয়া সাজ॥
ব্যথা পাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া সুখের অশ্রু বয়
জয় বীণাপানি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
অঞ্জলি ভরা আমের নবীন মঞ্জরি দিয়ে ভরেছি থাল,
মঙ্গলঘটে দুখলোর ধারা, দীর্ণ হিয়ার ছিন্ন ডাল।
রোদনে যদিও বোধন মা তোর মার কাছে নাই লজ্জা ভয়
জয় বীণাপাণি বীণা-বিহারিণী তাপস জননী জয় মা জয়॥

[তথ্যের উৎস : 'অলকা' ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩২৮।]

কাব্যগীতি

২২৬

আজি আকাশ মধুর বাতাস মধুর
মধুর গানের সুর
আজি ভুবন লাগে মধুর।
পরানের কাছে যেন আসিয়াছে
হারানো প্রিয়া সুদূর।
এ কি মাধুরী জড়িত লতায় পাতায়
যাহা হেরি তাই পরান মাতায়
অবনি ভরিয়া ঝরিছে লাবণি মাধুরীতে ভরপুর।
আগেও ফুটেছে এ গাঁয়ের মাঠে পথপাশে ভাঁটফুল
এই পথ বেয়ে জলে যেত বধূ পিঠভরা এলোচুল।
আজ মনে হয় নতুন সকলি
মধুময় লাগে বিহগ কাকলি
আজি অকারণ নেচে ফেরে মন যেন বনের ময়ূর॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬ ; গিরীন চক্রবর্তী ; এন. ৯৮২১। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত 'কথা : কাজী নজরুল']

২২৭

আমি গত জনমে হে প্রিয়
যত কথা বলেছিনু তব কাছে
ফুল হয়ে সেই কথা আজ পৃথিবীতে ফুটিয়াছে।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যত আঁখি মম
নিভিয়া গিয়াছে ওগো প্রিয়তম
তারা হয়ে সেই আঁখিগুলি মোর
তব পথ চেয়ে আছে।।
যত দীপ জ্বেলে নিশি জেগেছিনু
একা বাতায়ন তলে
কমল কুমুদ হয়ে সেই দীপ
ফুটেছে সায়র জলে ;
চকোরিণী হয়ে অপূর্ণ সাধ
আজো কেঁদে যায় ওগো মোর চাঁদ
চাতকিনি হয়ে আজো মোর প্রাণ
তৃষ্ণার জল যাচে।।

[‘কমল দাশগুপ্তের কথা’ : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪]

২২৮

আমি হবো মাটির বুকে ফুল
প্রভাত বেলা হয়তো পাব তোমার চরণ মূল।
ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়
রইব তোমার গলার মালায়
সুগন্ধ মোর মিলবে হাওয়ায়
আনন্দ আকুল।।
আমারি রঙে রঙিন হবে বন
পাখির কণ্ঠে আনব আমি
গানের হরষণ ;
নাই যদি নাও তোমার গলে
তোমার পূজা বেদীতলে
শুকাব গো সেই হবে মোর
মরণ অতুল।।

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। শিল্পী : কুমারী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। এফ. টি. ১২৫৩০]

২২৯

আয় ছুটে আয় চোখের বালি চিঠি এসেছে।
খামের উপর অদেখা কার মুখ ভেসেছে।
চিঠির গায়ে আতর মাখা
দায় হলো সই সামলে থাকা
প্রাণের কথা কয়ে নিঠুর পরান ফেঁসেছে।
জলছবিতে পাখনা মেলা পায়রা আঁকা তায়।
সত্যি তাতে লেখা লো সই 'ভুলো না আমায়।'
পরানপ্রিয় পাঠায় লিপি
কয় 'খোলো সই প্রাণের ছিপি'
প্রাণ দিয়ে সই সেই তো মোরে ভালোবেসেছে।

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬, মিস আমোদিনী, এফ. টি. ৪১৭৯]

২৩০

আশা নিরাশায় দিন কেটে যায়
হে প্রিয় কবে আসিবে?
প্রতি নিশ্বাসে নয়ন প্রদীপ
মোর আসিছে নিভে॥
ফুল ঝরে যায় হায়, পুন ফুল ফোটে
কৃষ্ণাতিথির শেষে চাঁদ হেসে ওঠে
আমারি নিশীথের অসীম আঁধার
ওগো চাঁদ কবে নাশিবে?
শীত যায় মনোবনে ফাল্গুন আসে গো
আসিল না আমারই ফাল্গুন
চাঁদের কিরণে পৃথিবী শীতল হয়
মোর বুকে জ্বালে সে আগুন॥
নিশীথে বকুল শাখে
পিয়া পিয়া পাপিয়া ডাকে
আমারই প্রিয়তম 'জাগো পিয়া'
বলে কবে ডাকিবে?

[টুইন, মে, ১৯৪৬, শিল্পী গীতশ্রী গৌরী চট্টোপাধ্যায়, এফ. টি. ১৩৯৯২ ; সুর চিত্ত রায়]

২৩১

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে
আজিকে আমার বিদায় লগনে
জানালা পাশে চাঁপার শাখে
'বউ কথা কও' পাখি কি ডাকে ?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার সাধের কুসুম বনে
সাঁঝ গগনে।
তুলসী তলায় জ্বলছে কি দীপ
পরেছে আকাশ তারকার টিপ ?
হারিয়ে যাওয়া বঁধু অবেলায়
এলো কি ফিরে দেখিতে আমায়
ঝুরিছে বাঁশি পিলু বারোয়াঁয়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে।

[রেকর্ড নং : এফ. টি. ৩০৮০ ; শিল্পী : মিস লীলা ; এপ্রিল, ১৯৩৪]

২৩২

ওকে কলসি ভাসায়ে জলে আনমনে।
তীরে বসে কি ভাবে আর ঢেউ গনে॥
নিয়ে শিথিল আঁচল খেলে উতল সমীর
তার আলতা পায়ের মুছে নেয় নদী নীর
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে॥
সে জলকে আসার ছলে নদী তীরে
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৩৩

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥
এখনো ভাঙেনি মল্লিকার ঘুম
এখনো অমলিন কবরী কুসুম

নয়নে নিশির ঝরেনি শিশির
বিহগ পাখায় বিহগী ঘুমায়॥
অভিসার নিশি বৃথাই জাগি কোথা
অভিমানিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা।
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা
রবি না ওঠে যেন মিনতি জানায়॥

[গীতিগ্রন্থ — গানের মালা]

২৩৪

কেঁদে কেঁদে নিশি হলো ভোর
মিটিল না সাধ উঠিল না চাঁদ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিয়া আসে
ভোরের বাতাস কাঁদে হতাশে
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
এসো এসো চিতচোর।

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৩৫

ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।
ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন পার
লালসে ঝরে তার পায় রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে
এলো খোঁপা পড়ে খুলে
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর আর সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোলে
টলে তার চরণ চটুল
হরিণী চায় পথ বেভুল
মায়া লোক বিহারিণী
রচি চলে ছায়াছবি ॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। তথ্যের অন্য উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা।]

২৩৬

এলো শারদশ্রী কাশ-কুসুম-বসনা
রসলোক বাসিনী
লয়ে ভাদরের নদী সম রূপের ঢেউ
মৃদু মধু হাসিনী ॥
যেন কৃশাঙ্গী তপতী তপস্যা শেষে
সুন্দর বর পেয়ে হাসে প্রেমাবেশে
আমন ধানের শীষে মন ভোলানো
কোন কথা কয় সে মঞ্জুল-ভাষিণী।
শিশির স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ
ওকি উত্তরী তার
অরণ্য কুন্তলে খদ্যোত মণিকা
মালতীর হার।
তার আননের আবছায়া শতদলে দোলে
হংসধ্বনিতে মায়া মঞ্জীর বোলে

সে আনন্দ এনে কেঁদে চলে যায় বিজয়ায়
বেদনার বেদবতী সন্ন্যাসিনী ॥

[তথ্যের উৎস : বেতার জগৎ, ১লা নভেম্বর, ১৯৪১ ; 'শারদশ্রী' গীতি আলেখ্যের প্রথম গান ; গীতি আলেখ্যটি বেতারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩.৯.৪১ তারিখে]

২৩৭

ও বৌদি তোর কি হয়েছে চোখে কেন জল ?
দাদার তরে মন বুঝি তোর হয়েছে উতল ॥

তোর দিব্যি, দেখেছি স্বপনে
যেন দাদা কথা কইছে সে তোর সনে।
দেখিস এবার আমার স্বপন হবে না বিফল॥
তোর কান্নার সাগরে যখন উঠেছে জোয়ার
বৌদি লো! তোর চাঁদ উঠিবার নাইরে দেরি আর।
ও বৌদি তোর চোখের জলের টানে
আমার দাদার সোনার তরী আসছে সে উজানে।
(দেখ্) বাটনা ফেলে হাসছে দিদি চল ও ঘরে চল॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত — 'কথা : কাজী নজরুল' ; এছাড়াও তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ; টুইন, ১৯৪৩ ; শিল্পী : বেলা রাণী ; এফ. টি. ১৩৮৭ ; সুর : চিত্ত রায় ; নৃত্য সম্বলিত]

২৩৮

ওগো ও আমার কালো
গহন বনের বুকের মাঝে জ্বালাও তুমি আলো।
কাজলা মেঘের অন্তরালে তোমার রূপের মানিক জ্বলে
আমার কালো মনের তলে জ্বালাও তুমি আলো।
একলা বসে দিন যে না মোর কাটে
কইতে কথা বুক যে আমার ফাটে,
আঁধার যখন আসবে ঘিরে জ্বালবে তুমি আলো॥

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬ ; শিল্পী : সমর রায় ; এফ. টি. ৪৪৭৫।]

২৩৯

ও তুই কারে দেখে ঘোমটা দিলি (ও) নতুন বৌ বল গো?
তুই উঠলি রেঙে যেন পাকা কামরাঙার ফল গো।
তোর মন আই ঢাই কি দেখে কে জানে
তুই চুন বলে দিস হলুদ বাটা পানে;
তুই লাল নটে শাক ভেবে কুটিস শাড়ির আঁচল গো॥

তুই এ ঘর যেতে ও ঘরে যাস্ পায়ে বাধে পা,
ও বউ ! তোর রঙ্গ দেখে হাসছে ননদ জা।
তুই দিন থাকিতে পিদিম জ্বালিস ঘরে,
ওলো রাত আসিবে আরো অনেক পরে।
কেন ভাতের হাঁড়ি মনে করে, উনুনে দিস জল গো॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ; টুইন, ১৯৪৩ ; শিল্পী : বেলা রাণী ; এফ. টি. ১৩৮৮৭ ; সুর : চিত্ত রায় ; নৃত্য সম্বলিত।]

২৪০

ওগো পিয়া তব অকরুণ ভালোবাসা
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ, কবিতায় দিল ভাষা॥
মোর গানে দিল সুর করুণ ব্যথা বিধুর
বাণীতে দিল সুদূর স্বর্গের পিপাসা॥
তুমি ভালো করিয়াছ ভালোবাস নাই মোরে
রাখ নাই ধরে আমারে তোমার করে।
মম বিরহের বেদনাতে তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে
ভুলেছি সবারে চেয়ে তোমারে পাবার আশা॥

[হিজ. নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : গোপাল সেন ; এন. ৭৪৩৩ ; আধুনিক।]

২৪১

কনে তুই চোখ তুলে দেখ বরের পানে।
সে তোরে বিঁধবে বুঝি সোহাগ ভরা নয়ন বাণে॥
কত খেলবি খেলা দু'জনে
কইবি কথা নীরব রেতে মধুর কূজনে
হিয়ায় তোমার যে গান আছে
গাইবি সে গান কানে কানে॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা ; এন. ৭১৪৩ — ৭১৫৪ ; রাজপুত রমণীদের মঙ্গল গীত।]

২৪২

কদম কেশর পড়ল ঝরি
তখন তুমি এলে।
বাদল মেঘে গগন ঘেরি
ঝড়ের কেতন মেলে।
ঝরিয়ে বন কেয়ার রেণু
বজ্ররবে বাজিয়ে বেণু
বৃষ্টি ভেজা দূর্বাদলে
অরুণ চরণ ফেলে।
নদীর দুকূল ভাঙল যবে
অধীর স্রোতের জলে
তখন দেখি হে অশান্ত
তোমার তরী চলে।
যূথীর নীরব অশ্রু ঝরে
শ্যামল তোমার চরণ পরে,
আকাশ চাহে তোমার পথে
তড়িৎ প্রদীপ জ্বেলে॥

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬ ; শিল্পী : কুমারী গীতা বসু, এফ. টি. ৪৪৭১ ; সুর : নজরুল ; আধুনিক।]

২৪৩

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
প্রাণের গাঙে লহর তুলে॥
তোমার চটুল চরণ ছন্দে
মন ময়ূর নাচে আনন্দে
ঝরে ফুলদল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে।
আমার গানে আমার সুরে
প্রাণে আনে তব নূপুরে
রূপ তরঙ্গ খেলিছে রঙ্গে
ব্যাকুল তনুর কূলে কূলে॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; খাম্বাজ দাদরা]

২৪৪

কে নিবি মালিকা এ মধু যামিনী
আয় লো যুবতী কুল কামিনী॥
আমার বেলফুলের মালা গুণ জানে গো
পরবাসী বঁধুরে ঘরে আনে গো
আমার মালার মায়ার ভালোবাসা পায়
কেঁদে কাটায় রাতি যে অভিমানী॥
আমি রূপের দেশের মায়া পরী
আমার মালার গুণে কুরূপা যে সে হয় সুন্দরী।
যে চঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধিতে চায়
যার নিঠুর বঁধু সদা পালিয়ে বেড়ায়
আমার মালার মোহে ঘরে রহে সে
ফোটে মলিন মুখে হাসির সৌদামিনী॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত — 'কথা : কাজী নজরুল' ; হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬, শিল্পী : মিস হরিমতী ; এন. ৭৭৯৯।]

২৪৫

কেন চঞ্চল অঞ্চল দুলিয়া ওঠে রহি রহি
মুহু মুহু কুহু কুহু কুহু যে কহে এলে কে বিরহী
কেন নূপুর বেজে ওঠে ছন্দে
দোলা লাগে অঙ্গে আনন্দে
দখিন হাওয়া কেন অধীর হলো হেন
কুসুমের কানে যায় কি কথা কহি॥

[তথ্যের উৎস : নিতাই ঘটকের খাতা]

২৪৬

কেন বারে বারে আমি এসে
ফিরে যাই তাহারি দুয়ারে।
পাষাণ ভাঙ্গিয়া বহিবে গো কবে
নির্ঝর শত ধারে॥

পাষাণে গঠিত দেবতা বলিয়া
গলে না হিয়া হায়,
বৃথা বেদীতলে কুসুম শুকায়
দেউল আঁধারে ॥

[তথ্যের উৎস : নাচঘর, ৯ই পৌষ, ১৩৩৮ ; 'আলেয়া' নাটকের গান]

২৪৭

গলে টগর মালা কাদের ডাগর মেয়ে।
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে ॥
তার সুডোল তনু নিটোল বাহুর পরে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ও কি বিজলি পরী এলো মেঘ পাসরি
চাঁদ ভুলে যায় লোকে তার নয়নে চেয়ে ॥
যেন রূপকথার দেশে সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
মদন রতি করে তার আরতি
তার রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে ॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও রয়্যালটি রেজিস্টার ; হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল) ; এম. ৭৪৩০]

২৪৮

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়া যায়
গায় সাথে চপল ঝরনা ॥
চলে নূপুর মুখর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তাথৈ তাথৈ হাততালি দেয় সাথে তালবনা ॥
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে চখা চাহে নয়ন তুলে।

ওঠে রেঙে আকাশ কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আলপনা॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

২৪৯

গোলাপ গুলের পিয়ালাতে
সুরভি শরাব ঝরে চাঁদিনিরাতে॥
চামেলি ফুলের আতর মাখি
বিলাসী বুলবুল কহিছে ডাকি।
প্রেমাবেশে কার আজ ঢুলুঢুলু আঁখি
কণ্টক ফোটে কার ফুল বিছানাতে।

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তীর খাতা]

২৫০

চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশীথিনী
মদির হাওয়ার তালে নাচন লাগে ডালে ডালে
ঝিল্লি নূপুর পরি পায় নাচে কানন বিহারিণী॥
নেশার ঘোর লাগে বনে পাপিয়া জাগে
'চোখ গেল চোখ গেল' গেয়ে ওঠে গুল বাগে
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী॥
মহুয়া বকুল ফুলে মদির সুবাস ঘনায়
চাঁদের ওই মুখ মদের ছিটে লাগে কনক চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম দুলিছে সাগর সম
এমন রাতে সে কোথায় আমি যার অনুরাগিণী॥

[তথ্যের উৎস : আব্বাহারউদ্দীন তালিকা ও রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল)। এন. ৭২২৬।]

২৫১

জানি পাব না তোমায় হে প্রিয় আমার
এ জীবনে আর।
এ আমার ললাট লেখা
আমি রব চির একা
নিমেষের দিয়ে দেখা
কাঁদাবে আবার॥
তবু হে জীবন স্বামী
তোমারি আশায় আমি
আসিব এ ধরণিতে
যুগে যুগে অনিবার॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। এফ. টি. ৪৭৭৭। মনোরঞ্জনী — আদ্ধা কাওয়ালি ঠুংরি।]

২৫২

(কার) ঝর ঝর বর্ষণ বাণী
যায় দিক দিগন্তে বেদনা হানি॥
করুণ সুরে দূর অলকায়
যেন অবিরল বীণা বাজায়
বিরহের বীণাপাণি॥
গীত পিপাসিতা বসুন্ধরা
শোনে সেই সুর প্রাণ উদাস করা
তারি ভাষায় বেদনা আভাস
কাঁদায় ভুবন আকাশ বাতাস
পথ প্রান্তর বনানি॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও কোম্পানির রেজিস্টার। টুইন, আগস্ট, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী গীতা বসু। এফ. টি. ৪০৩১।]

২৫৩

তাহারি ছবিটি গোপনে আঁকিয়া
যতনে রাখি এ হিয়ায়।
তাহারি লাগি জ্বালিয়া প্রদীপ
জ্বলিব তাহারি শিখায়।

নিশি পোহায় জাগরণে হায়
চঞ্চল আঁখি তবু তারে চায়।
দোল দিয়ে যায় ভোরের হাওয়ায়
আমারি মরণ দোলায়॥
ছিনু একেলা ছিল না জ্বালা
খেলিলাম নতুন খেলা
মিলিল সাথি অনেক দ্বারে
চিরতরে হেলা ফেলা।
কেন এ খেলার ছল করে হায়
ছলিয়া গেল গো আমায়॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৪। শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। এফ. টি. ৩৪৩৮।]

২৫৪

তোমারে চেয়েছি কত যুগ যুগ ধরি প্রিয়া
এসেছি তাই ফিরে পুন পথিকের প্রীতি নিয়া।
তোমার নয়নে তাই চাহি ফিরে ফিরে
হের তব ছবি প্রিয় মোর আঁখি নীরে।
কত জনম শেষে এসেছি ধরণি তীরে
কার অভিশাপে ছিনু হায় চির পাশরিয়া॥
আরো প্রিয় আরো হাতে এ নব বাসর রাতে
যেয়ো না স্বপনসম মিশায়ে নিশীথ প্রাতে।
তারার দীপালি জ্বলে হের গো গগন তলে
হের শুক্লা একাদশী চাঁদের তরণি দোলে
মোদের মিলন হেরি নিখিল ওঠে দুলিয়া॥

[টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩২। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মানিকমালা। এফ. টি. ২৩২২।]

২৫৫

তোমার বীণার মূর্ছনাতে বাজাও আমার বাঁশি
তোমার সুরে শোনাও আমার গানের আধেকখানি॥

শুনব শুধু তোমার কথা
এবার আমার নীরবতা
আমার সুরের ছবি আঁকুক
তোমার পদ্মপাণি॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪১০৬।]

২৫৬

তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশি নেয়ে।
যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল বরনী মেয়ে।
তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে কলস ভেসে যায়
তুমি পর যে শাড়ি ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি গান গেয়ে।
গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে
সেই মালা চাহি নিতি এই পথে গো আমি তরী বাহি।
মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে বেয়ে॥

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬, ইন্দু সেন ও মিস রেণুবালা, এফ. টি. ৪২১৫। তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা।]

২৫৭

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব পবনে শুনেছি বনে বনে।
হে বিরহী তব বিরহ আভাস পাণ্ডুর করেছে আমার আকাশ
বিজনে তোমার করিয়াছি ধ্যান শুধায়ে ফিরিনি জনে জনে।

সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছে আধ রাতে
স্মৃতি মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়
অশ্রু সলিলে ধুয়ে রাখি তায়
দেবতা তোমারে এ মৌন পূজায়
নীরবে ধেয়াই নিরজনে।

[টুইন, আগস্ট, ১৯৩৫। শিল্পী : কু: সান্ত্বনা সেন। এফ. টি. ৪০৩৩। সুর : নজরুল।]

২৫৮

পিও পিও হে প্রিয় শরাব পিও।
চোখে রঙের নেশা লেগে সব অবসাদ
হোক রমণীয়।
জীবনের নহবতে বাজুক সানাই
আঁধার দুনিয়ায় জ্বলুক রোশনাই
(আজি) আবছা আলোয় যারে লাগবে ভালো
তারি গলায় চাঁদের মালা পরায়ে দিও।
(আজি) লেগে অনুরাগ রঙ শিরাজীর
প্রাণে প্রাণে লহর বহুক রস নদীর
সেই মধুর ক্ষণে বঁধু নিরজনে
ভালোবাসি দুটি কথা মোরে বলিও॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রয়্যালটি রেজিস্টার। টুইন, এপ্রিল, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস রাধারানী। এফ. টি. ১২৩৫১। সুরসঙ্গত : রঞ্জিৎ রায়।]

২৫৯

প্রাণের কথা বলব কারে সই
পিয়া বিনু ম্যায় ভৈন কাহিকা
জনম দুঃখিনী মিলন পিয়াসী
ছোড় চ্যালা আর রতন ইহাকা।
যোগিনী হয়ে আমি বনে বনে ফিরি
ম্যায়া তেরে যৌবনকা ধুম সুন কর।

অনলে পুড়িনু সই তারে ভালোবেসে
নাম না লেভে ক্যভি বাফাকা
পায়ে ধরি তোর বলে দে উপায়
জিসসে আপনে পিয়াকো দেখুঁ
যার লাগি আমি হইনু যোগিনী
উয়ো মেরা প্যেয়ারা নেই আদাকা।
মালা করে যদি কণ্ঠে নাহি লয়
নাহি তো জিনেসে ম্যরহি যাঁউ
এসো এসো মোর আব্‌রার পেয়ার
খুলা সাজনা চামন সবাকা॥

[টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৬। শিল্পী : মিস আমোদিনী। এফ. টি. ৪১৭৯ হাল্কা সুরের গান। তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬০

(মম) প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল এ কি খেলা (হায়)।
ক্ষণে ভালোবাসা হায় ক্ষণে অবহেলা।
সকালে গাঁথিয়া মালা
পায়ে দল বিকালে তায়।
তেমনি দলিতে চাহ
আমার পরান কি হায়।
সহিতে পারি না আর এই হেলাফেলা।
জলরূপী একি কোন মরীচিকা তুমি কি গো।
ডেকে এনে মরুভূমে বধিবে এ বনমৃগ।
বুঝিয়াছি কখন হায় ফুরায়েছে বেলা।

[টুইন, মে, ১৯৩৪। মিস উষা রাণী। এফ. টি. ৩৩০৫। তথ্যের উৎস এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬১

প্রিয়তম এসো ফিরে
রহিবে কি দূরে দূরে
ভুলি মোরে চিরতরে
ভাসাইয়া আঁখি নীরে।

আছি বসে পথ চেয়ে
আঁধার এলো যে ছেয়ে
মনের বনের ছায়ে
এসো মিলন মধুর সুরে॥
নয়নের মণিহারা
নিভে গেছে শুকতারা
ভেসে আসে কালো মেঘ
আমার গগন ঘিরে॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৪, ১৯৩৪। মাস্টার কমল। এফ. টি. ৩৪৩৮। সুর : কমল দাশগুপ্ত।]

২৬২

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া।
টগর হেনা চামেলি মালতী বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া॥
মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির মতি
নাচে হরিণ চপল গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

২৬৩

ফুল চাই — চাই ফুল — টগর চম্পা চামেলি
ফিরি ফুলওয়ালি নিয়ে ফুল ডালি
মল্লিকা মালতী জুঁই বেলি॥
যার প্রাণে বিরহ জ্বালা
লহ এ অশোক মাধবী মালা
এ হাসুহানা নেবে যে বালা
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি॥
মোর এই বকুল মালা পরে যে আদর করে
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।

আমার এই পলাশ জবা রঙন ও কৃষ্ণচূড়া
বিনোদ বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা।
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারানী
পরে গোধূলি রাঙা চেলি॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরনো রেজিস্টার। হিজ, মে. ১৯৩৪। শিল্পী : মিস অনিমা (বাদল)। এন. ৭২২৬।]

২৬৪

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি কে বাজায়।
সে বাঁশরি শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
রয় না মন ঘরে সেই বাঁশির সুরে
দূরে ভেসে যেতে চায়
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥
তারি যে লীলাভূমি নিতিদিনি প্রাণে মোর
নিবিড় রাতে আসে পাশে বসে মনোচোর।
তারে কি মালা দিব পদ্ম–মন্দা গাঁথা
বিছাব পথে কি তার মরা ফুল ঝরা পাতা
প্রাণের কি টানে, জানি না কি ব্যথায়॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরনো রেজিস্টার ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পাণ্ডুলিপি হতে রেকর্ডের বাণী বেশ কিছুটা ভিন্ন। এফ. টি. ২৯৯৭। শিল্পী : মিস পদ্মরানী। এই পদ্মরানী, পদ্মরানী চ্যাটার্জী (গাঙ্গুলি) নন। ইনি অভিনয়ও করতেন।]

২৬৫

বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে
গোপন পায়ে আসিলে তুমি।
রাতের শেষে ভোরের মতন
ভাঙিলে স্বপন নয়ন চুমি॥
ফুলের বুকে মধুর সম
আসিলে তুমি আমার প্রাণে

মরুর বুকে উঠিল ফুটে
রঙিন কুসুম বেদন ভুলি॥
জাগিয়া হেরি পরান ভরি
উঠিতেছে ঢেউ এ কি এ ব্যথার
বেদনা যত মধুও তত
হিয়াতে শরম নয়নে আশার।
অকালে ফাগুন আগুন শিখায়
রাঙিল মনের কানন ভূমি॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এই পাণ্ডুলিপির পাঠ হতে রেকর্ডের পাঠ কিছুটা স্বতন্ত্র। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস ঊষারানী। এফ. টি. ৩৩০৫।]

২৬৬

বাঁশির কিশোর লুকায়ে হেরিছে একেলা
পিয়াল বনের পথে নিরালা সাঁঝের বেলা।
হেলে দুলে চলে কে কাঁখে গাগরি
কাহার ঝিয়ারি ও কাহার পিয়ারি ওই নবীনা নাগরি॥
নূপুর মিনতি করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আমারে রাখিও চরণে বাঁধিয়া
পিয়া পিয়া বলে ডেকে ওঠে পাপিয়া
অঙ্গ জড়ায়ে দোলে আনন্দে ঘাগরী॥
চাঁদের মুখে যেন চন্দন মাখিয়া
কাজল কালো চোখের কলঙ্ক আঁকিয়া
আকাশ সম ওরে রেখেছে ঢাকিয়া
পিয়া বলে এসেছে ভাবিয়া॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মিস হরিমতী। এন. ৯৭৯৯। শেষ পঙ্‌ক্তিটির বুলেটিনে পাঠ — 'নীলাম্বরী'।]

২৬৭

বিদেশি অতিথি সিন্ধুপারে।
পথহারা ফেরে দ্বারে দ্বারে
চাই এ হৃদয়ে
বন্ধু এসো এ পারে॥

তোমারে বুঝি না, বুঝি না এ দেশ
নয়নের ভাষা বঁধু সব দেশে এক।
তুমি উদ্দাম তুমি সুন্দর করো খেলা ভোরবেলা
দুবেলা স্বপনসম রাঙা জীবন মম শোভন দুধারে॥
তব কণ্ঠে সুরগুলি হায় অপরূপ স্মৃতি জাগায়;
গেঁথেছি নব কুসুমের মালিকা পর গলায়।
চল যাই যথা নাই দেশের বন্ধন
লভিব সুন্দর নিরুদ্দেশের পথে লোভন ওপারে॥

[মেগাফোন, ১৯৩৩। শিল্পী : জ্ঞানদত্ত ও শ্রীমতী পারুল। জে. এন. জি. ৭১। তথ্যের উৎস : মেগাফোন কোম্পানির রেজিস্টার।]

২৬৮

বহে বনে সমীরণ ফুল জাগানো
এসো গোপন সাথি মোর ঘুম ভাঙানো॥
এসো আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন সাধ
এসো পরানে পাতি মায়ার ফাঁদ।
ধীরে আঁখি নীরে এসো হৃদয় সায়রে দোল লাগানো॥
বনে মোর ফুলগুলি আছে তব পথ চেয়ে
পরান পাপিয়া পিউ পিউ ওঠে গেয়ে
এসো তরুণ অরুণ আলোকের পথ বেয়ে
এসো আমার হৃদয় আকাশ রাঙানো॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। তিলককামোদ মিশ্র দাদ্‌রা।]

২৬৯

বৈকালি সুরে গাও চৈতালি গান
বসন্ত হয় অবসান।
নহবতে বাজে সকরুণ মুলতান॥
নীরব আনমনা পিক
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখ
ধূলি ধূসর হলো দিক
আসে বৈশাখ অভিযান॥

চম্পা-মালা বিমলিন লুটায়
ফুল ঝরা বন বীথিকায়,
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু
যৌবন দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ ব্যথায়
ক্ষণিকের মিলন হেথায়
ফিরে নাহি আসে যাহা যায়
নিমেষের মধুতর গান॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪৮৩২। 'চৈতী' গান। তথ্যের উৎস : আজহারউদ্দীন তালিকা ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য।]

২৭০

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না
দলিত এ হৃদি মম দলে যেও না॥
লয়ে কত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসা
(বঁধু) দিলে যদি ভালোবাসা ফিরে নিয়ো না॥
স্রোতের কুসুম প্রায়
ভাসিতাম অসহায়
তুলে নিয়ে বুকে তারে ফেলে দিলে পুনরায়।
নিরদয় এ কি খেলা
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা
খেলার লাগিয়া ভালোবাসিও না॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস উষারানী। এফ. টি. ৩২১৩।]

২৭১

ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার
জ্বলিছে দিবস রাতি গো
কাঁদিতে আসিলে এ তনু শ্মশানে
কে তুমি ব্যথার ব্যথী গো।

মুছিয়া গিয়াছে চন্দনের লেখা
খুলে শুকাইয়া গিয়াছে মন্দারের মালা
নিভেছে আশা দীপ আজি অবেলায়
কে তুমি রাতের সাথি গো॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও মেগাফোন রেজিস্টার মেগাফোন ১৯৩৩। শিল্পী : গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। জে. এন. জি. ৮২।]

২৭২

ভুলে যাও বলে জানাও মনে রাখার আবেদন
অনুরোধে ভুলবো যদি মনে রাখা সে কেমন॥
মনে যে রাখতে জানে সে কি মুখের মানা মানে
ভুল দিয়ে যার মন ভরা তারে ভুলতে বলা অকারণ॥
চাঁদ চলে যায় আবার আসে ফিরে আসে ফাগুন হাওয়া
কোয়েল এসে যায় কয়ে তার মনে রাখার দাবি–দাওয়া।
ভালোবাসায় ফুলের বাগে ঝরে কুসুম আবার জাগে
বন্ধ দুয়ার মন দেউলের খোল হাজার বাতায়ন।

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার। হিজ, জানুয়ারি, ১৯৩৪। শিল্পী : মিস বীণাপাণি। এন. ৭১৮৩।]

গজল

২৭৩

ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি ওড়না দিয়ে গুলবদন
পিয়েই না হয় নিলে ও রূপ আঁখির ক্ষুধা আর্ত মন॥
'হারুত' সম সই হামেশা আশেক হওয়ার হয়রানি।
হায়, যদি না দেখত কভু ও রূপ আমার দুই নয়ন।
'হারুত' কি হায় বন্দি হতো চিবুক টোলের রস–কুঁয়ায়
'মারুত' যদি না কইতো গো সেই রূপসির রূপ কেমন॥
আমার মতন ও রূপ দেখে ভুল বকে কি বুলবুলি?
তোমার মুখের খোশবু লেগে ফুলের বাসে মাতল বন॥
তোমায় ভালোবেসে সখি দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই।
ঘোমটা খোলো, হাফিজ তোমার রূপ দেখে নিক মনমোহন।

[তথ্যের উৎস : কল্লোল ভাদ্র, ১৩৩৪। গজল। কল্লোল, পত্রিকার উক্ত সংখ্যার সূচিপত্রে পরিচিতি হিসাবে 'গান' নির্দেশিত হয়েছে।]

২৭৪

যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনি
কাহার আশে কাহার অনুরাগিণী ॥
আমি কনক চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু উষার রঙের গাঙে নেয়ে
আমি মল্লিকা গো পল্লিবাসিনী ॥
চিনি চিনি ওই চুড়ি কাঁকনের রিনিকিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
তোমার রঙে কবি আঁক আমারই ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিনি ॥
এসো ধরণীর দুলালি আলোর দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
আনো আলোক তরী আমি যাইব ভেসে।
চল যাই ধরণীর ধূলির উর্ধ্বে
যথা বয় অনন্ত প্রেম মন্দাকিনী ॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। হিজ, এপ্রিল, ১৯৩৪। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মিস হরিমতী। এন. ৭২২৪।]

২৭৫

যৌবনে যোগিনী সাজিয়া লো সজনি
খুঁজি বন-মালীরে বনে বনে।
শুনি তার বাঁশরি কুল-লাজ পাশরি
পথে পথে ধাই তারি অন্বেষণে ॥
হেরেছি বৈশাখে তার মোহন-চূড়া কৃষ্ণচূড়ায়
হেরেছি ঘূর্ণি ঝড়ে চাঁচর তার চিকুর ওড়ায়।
হেরেছি আষাঢ়-মেঘে নব দুর্বাদলশ্যামে
শ্রাবণ বারিধারায় তারি নূপুর-ছন্দ নামে
রাখালিয়া বেণু শুনি ভাদর নদী তটে
বনশিওয়ালারে মোর পড়ে মনে ॥
তাহারি শীতল পরশ হেমন্তিকার হিমেল হাওয়ায়,
মায়াবী গুণ্ঠন তার শীতের ধূসর কুহেলিকায়।

বসন্তে দোলে তাহার বাসন্তী রং পীত ধড়া
চোখে ধরেছি তারে বুকে তবু যায় না ধরা।
জনমে জনমে সখি সে আমার আমি তার
জীবনে মরণে বিরহে মিলনে॥

[তথ্যের উৎস : 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থ। ভজন। দেশমিশ্র।]

২৭৬

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে?
সাঁঝ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই
ওলো রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগবধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি
পিকবধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি
আহা বউল ব্যাকুল মহুল তরুর সরস ঐ শাখে॥

[তথ্যের উৎস : ছায়ানট ও পূবের হাওয়া গীতগ্রন্থ। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৮। গৌড় সারঙ–দাদ্‌রা।]

২৭৭

যাবার বেলায় মিনতি আমার রাখিও মনে,
ডাক দিও গো সাঁঝের ছায়ে সঙ্গোপনে।
যখন সন্ধ্যাবধূ আঁকবে রঙের আলপনা,
আমার হিয়া দুলবে তখন তোমার প্রদীপ সনে
যখন নিরালাতে গাঁথবে মালা আনমনে।
(আমি) রইব ঘিরে তোমার মালার গন্ধসনে (প্রিয় আমার)
আমি দুলিয়ে যাব অলক তব মৃদু পবনে
ওগো একটি মালা গলায় নিও আমার স্মরণে॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : কালীপদ সেন। এফ. টি. ৪১১৬।]

২৭৮

শ্রাবণ রাতের আঁধারে নিরালা
বসে আছি বাতায়নে
রেবা নদীর অধীর খর স্রোত
বহে বেগে আমার মনে।
দিগন্তে করুণ কাতর
শুনি কার ক্রন্দন স্বর
ভেসে আসে বন-মর্মর ঝরঝর
সজল উতল পুবালি পবনে।
বিরহী যক্ষ কাঁদে একাকী কোথায়
কোন দূর চিত্রকূটে
আমার গানে যেন তার বেদনার
সকরুণ ভাষা ফুটে।
আমার মনের অলকায়
কোন বিরহিণী পথ চায়
মালবিকার আঁখি ধার ঝরে হায়
অঝোর ধারায় মোর নয়নে॥

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী গীতা বসু। এফ. টি. ৪৪৭১। সুর : নজরুল। আধুনিক।]

২৭৯

সুদূর সিন্ধুর ছন্দ উতল
আমরা কলগীতি চল চঞ্চল॥
তুফান ঝঞ্ঝা
কল্লোল ছলছল
ঊর্ধ্বে আমি ঝড় বহি শন্‌শন্‌
মম বক্ষে তব মঞ্জরি তোলে গো রনন্‌
আনন্দ চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল॥
তুমি গগন তলে উঠি মেঘের ছলে
জল বিম্বমালা বালা পরাও গলে॥
তুমি বাদল হাওয়ায় করো আদর যখন
মোরে কান্না পাওয়ায়।

ধূলি গৈরিক ঝড়ে সাগর নীলাম্বরি
জড়াইয়া অপরূপ করে ঝলমল ॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও নজরুল সংগীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]
হিজ, এপ্রিল ১৯৩৪। শিল্পী : ধীরেন দাস ও মিস বীণাপাণি। এন ৭২২৪। পাণ্ডুলিপির বাণী ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, যথা —

পাণ্ডুলিপির বাণী	**রেকর্ডধৃত বাণী**
ক. তাই আনন্দ চিত্তে উঠি নৃত্যে	ক. আনন্দ চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
খ. গুরু গুরু শুনি বাদল মাদল	খ. গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল

২৮০

হার মানি ননদিনি,
মুখর মুখের বাণী শুনি তোর লজ্জাও লাজে সখি ভোলে
পুলকে প্রাণ মন দোলে দোলে
পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এত মধু এত লাজ নয়নে
বাহিরে নীরব কথার কুহু
অন্তরে মুহু মুহু বোলে
মুহু মুহু কুহু কুহু বোলে ॥
তোরি মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী
মানি নাই কোনদিন তাদের ভ্রূভঙ্গি
মধুরা মুখরা ওলো ! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর জামাই চোর ?
তব অভিনব বাণী হিল্লোলে
গুণ্ঠন আপনি খোলে
পুলকে প্রাণ মন দোলে ॥

['বিয়ে বাড়ি' রেকর্ড নাটিকা।]

২৮১

হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে
মোর স্মৃতি তাই রেখে যাই শত গীতে।
বিষাদিত সন্ধ্যায় শুনিবে দূরে
বিরহী বাঁশি ঝুরে আমারি সুরে

আমারি করুণ কথা গাহিবে কে কোথা
সজল মেঘ ঘেরা নিশীথে।
গোধূলি ধূসর ম্লান আকাশে
হেরিবে আমারি মুরতি ভাসে
তব পদদলিত ফুলের বাসে
পড়িবে মনে আমারে চকিতে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী বিজন ঘোষ। এন. ৯৮৩৬।]

২৮২

বলো এ কোন রঙ্গ রে
পিয়ার বিরহে হিয়া কেঁদে কহে
চাহি সে নিঠুরের সঙ্গ রে।
ভালো যে বেসেছে ভোলে সে কেমনে,
যদি গো ভুলিলো পড়ে কেন মনে,
আঁখি জলে ভাসি তবু ভালোবাসি
একি নিদারুণ আনন্দ রে ;
বলো এ কোন রঙ্গ রে॥

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৩

চঞ্চল হিয়া বারে বারে হায় যারে চায়,
তারে নাহি যে পায় তাই সে কেঁদে সুধায়
সে কোথায় সে কোথায় হায় গো সে কোথায়
মোর মতো হা হুতাশ
করে আকাশ বাতাস
শিশির বিন্দু হয়ে আঁখি ঝরে যায়।

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৪

আয়লো আয়লো লগন যায় লো
খেলিবি যদি হোরি।
হরষিত মনে হরিৎ কাননে
হরি উঠেছে ভরি।
আগুন রাঙা ফাগুন লাল
রঙিন অশোক গালে দেয় গাল
জোছনা আঁচল করিল বিভোল
লাগে যেন লাল জরি॥

[তথ্যের উৎস : দুর্গাদাস চক্রবর্তী। বেতারের অনুষ্ঠান হতে গৃহীত।]

২৮৫

বয়ে যাই উতরোল অসীম সুদূরে
অজানার লাগি চলি অচিন সে পুরে।
না জানি পথের কথা
উদাসী পথিক যথা
হয়েছে উদাস মন
বাঁশির ঐ সুরে॥
কবে মোর হবে জয় — মন অভিসার
সফল হইবে সে মুখ হেরি বঁধুয়ার
জানি না সে কোন দেশে
সে কোন পথের শেষে
মোর প্রিয় সনে হবে দেখা
আঁখি তাই ঝরে॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৬

শীতের হাওয়া বয় রে ও ভাই
উদাস হাওয়া বয়।
ঘরের পানে ফিরতে রে ভাই
মন যে উতল হয়।

বেলা শেষে বাঁশির তান
নেয় যে কেড়ে বিরহী প্রাণ ;
থেকো না আর মান করে রাই
বাঁশির সুরে কয়
সেই সুরে মন করে কেমন
পরান পাগল হয়॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৭

বল কতদূর ! আর কতদূর
কবে হবে পথ অবসান।
তোমারি কণ্ঠে শুনিব হে স্বামী
কবে তব প্রিয় আহ্বান॥
শ্রান্ত মনের বেদনার ভার
ক্লান্ত তনু বহে না যে আর
দিন শেষে আজ তোমার চরণে
দাও মোরে প্রিয় স্থান॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৮

রহিতে যে নারি ধৈরজ ধরি
যাচি হে তোমার দেখা।
পথের বেদন সহিতে যে নারি
পথের মাঝারে একা॥
শুনেছি তোমার বাঁশরির সুর
কোন্ সে অতীতে দূর বহুদূর
তব বাঁশরির সুরে সঙ্গীত ঢালি
(আজি) শোনাও সে প্রেম গান॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত 'প্রবাহ' ও 'জীবনস্রোত' গীতি-আলেখ্যের গান।]

২৮৯

আমার মনের বেদনা হে অভিমানী
বুঝিলে না ; আমার মনের বেদনা
চাহিনি মালার ফুল
বুঝিলে না আপনার ভুল
মালা দিলে মন দিলে না
আমার মনের বেদনা॥

[রেকর্ড নং ৭ ই পি ই ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ। ১৯৭৭ সাল। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত : কথা : কাজী নজরুল ইসলাম।]

২৯০

আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া কে গো
সুদূর আকাশে॥
জাগিয়া থেকো কবরীর মালা
পথ যেন পাই এসে
তোমারি শুভ যে এলে॥

[হিজ, জানুয়ারি, ১৯৪১। শিল্পী : দীপালি তালুকদার ; এন. ২৭০৭৩। সুর : নজরুল, কাফি কানাড় — আদ্ধা চৌতাল]

২৯১

পিউ পিউ বোলে
পাপিয়া পিউ পিউ বোলে
ফাগুন উন্মন বন ব্যাপিয়া॥
বিরহিণী মন বিহগী
ওরি সাথে কাঁদে একা
ঘরে নিশি জাগিয়া॥

[হিজ. অক্টোবর ; ১৯৪১ ; শিল্পী : দীপালি তালুকদার এন. ২৭১৯৩।]

২৯২

বিষাদিনী এসো শাওন সন্ধ্যায়
কাঁদিব দুজনে
দীপালির উৎসবে আঁধারের ঠাঁই নাহি
কাহারো হাসি যদি নিভে যায়।
তোমারি মতো তাই ম্লান মুখ চিরদিন
লুকায়ে রাখি অবগুণ্ঠনে॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি (ফটো) নজরুল মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক : ১২ই ভাদ্র, ১৩৯৬। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। ৭ ই পি ই ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ। ১৯১৭। শাওন্তী কল্যাণ — ত্রিতাল]

২৯৩

রিম ঝিম রিম ঝিম বরষা এলো
আমারি আশালতা সজল হলো।
কুসুম কলি মুঞ্জরিল
বিরহী লতিকা সহসা ফুটিল
মন এলোমেলো মেদুর ছাইলো॥

[৭ ই. পি. ই. ৩১৭১। শিল্পী : দীপালি নাগ : ১৯১৭ সাল। তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল।]

২৯৪

সুনয়না চোখে কথা কয়ে যায়
বনের বাণী
দুটি ফুলে শুনি
নয়ন ফাঁকে প্রাণ লুকিয়ে চায়॥
দেহ দেউলে
দুটি দীপ দুলে
হেরি সারা অন্তর তায়॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন-তালিকা ও নিতাই ঘটকের পুরানো গানের খাতা এবং এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৩। শিল্পী : মিস মানদা। এন. ৭১৭৫।]

ভক্তিগীতি

২৯৫

অন্ধকারের তীর্থপথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী
মায়া মোহের ঝড় বাদলে এবার আমি ভয় না করি
যে নাম লেখা তারায় তারায়
যে নাম ঝরে অশ্রুধারায়
যাত্রা শুরু সেই নামেরি জপমালা বক্ষে ধরি ॥
এই আঁধারের অন্তরালে লক্ষ রবি চন্দ্র জ্বলে
নিত্য ফোটে আলোর কমল জানি তোমার চরণ তলে
এবার ওগো অশিব নাশন থামাও তোমার ঢেউর নাচন
সেই তো অমর মরণ যদি ধ্যান সাগরে ডুবে মরি ॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : জগন্নাথ মুখার্জী এফ. টি. ৪১১৪। আধুনিক]

২৯৬

আজিকে তোমারে স্মরণ করি
মৃত্যু আড়ালে জীবন তোমার
ওঠে অপরূপ মহিমায় ভরি ॥
জীবন তোমার তটিনীর মতো
বয়ে গেছে বাধা উপল–আহত
আত্মারে রাখি চির জাগ্রত
অম্বরে শির রেখেছিলে ধরি ॥
তোমার এ স্মৃতি বাসরে আমরা
তোমারে শ্রদ্ধা তর্পণ দানি,
তোমার ধর্ম তোমার কর্ম
দিক অভিনব মহিমা আনি।
এসো আমাদের করুণ স্মৃতিতে
নয়নের জলে বিষাদিত চিতে
জীবনের পরপার হতে
পড়ুক আশীষ সান্ত্বনা ঝরি।

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

২৯৭

আমারে চরণে দিও ঠাঁই
ও চরণ বিনা ওহে গিরিধারী
কামনা কিছুই নাই।
ব্যথিত হৃদয় হতে
আকুল মরম বাণী।
থেকে থেকে ভেসে আসে
ফিরে এসো এসো রানী
ফিরিতে পারি না আর অসীমে মিশিয়া যাই
তুমি ফিরে যাও সখা আমাতে আর আমি নাই॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। মীরার গান]

২৯৮

আয় মা মুক্তকেশী আয়
(মা) বিনোদ বেণী বেঁধে দোব এলোচুলে।
প্রভাত রবির রাঙা জবা (মা) দুলিয়ে দোব বেণীমূলে
আয় মুক্তকেশী আয়।
মেখে শ্মশান ভস্ম কালি,
ঢাকিস কেন রূপের ডালি
তোর অঙ্গ ধুতে গঙ্গাবারি
আনব শিবের জটা খুলে।
দেব না আর শ্মশান যেতে
সহস্রারে রাখব ধরে।
খেলে সেথা বেড়াবি মা রামধনু রং শাড়ি পরে।
ক্ষয় হলো চাঁদ কেঁদে কেঁদে
(তারে) দেব মা তোর খোঁপায় বেঁধে
মোর জীবন মরণ বিল্বজবা।
দিব মা তোর পায়ে তুলে॥

[মেগাফোন, জুন, ১৯৪০। শিল্পী : পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু)। জে. এন. জি. ৫৪৮০। সুর : নজরুল]

২৯৯

আয় সবে ভাই বোন
আয় সবে পদধূলি শিরে লয়ে মার।
মার বড়ো কেহ নাই কেহ নাই কেহ নাই
নতি করি মা আমার মা আমার মা আমার।

[মাতৃস্তোত্র রেকর্ড নাটিকা ; রেকর্ড নং জি. টি. ৩৭ ; শিল্পী : শিশু মঙ্গল সমিতি]

৩০০

আজো হেথা তেমনি ধারা বাজে শ্যামের বাঁশরি
আজও হেথা নিশীথরাতে কুঞ্জে আসে কিশোরী॥
বাঁশির তানে শ্রীযমুনা তেমনি উজান বয়
গোঠে গিয়ে বৎস ধেনু ঊর্ধ্বমুখী রয়
কে বলে শ্যাম চলে গেছে
যায়নি কানু ব্রজেই আছে
সে কিরে সই থাকতে পারে বৃন্দাবন পাসরি॥

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। এন. ৭১৪৩—এন ৭১৫৪]

৩০১

একি অসীম পিয়াসা
শত জনম গেল তবু মিটিল না
তোমারে পাওয়ার আশা।
সাগর চাহিয়া চাঁদে
চির জনম কাঁদে
তেমনি যত নাহি পায়
তোমা পানে ধায়
অসীম ভালোবাসা॥
তোমারে যে চাহিয়াছে ভুলে একদিন
সেই জানে তোমারে ভোলা কি কঠিন
তোমার স্মৃতি তার মরণের সাথী হয়
মেটে না প্রেমের পিয়াসা॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ। এন. ৯৮৩৬। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : নজরুল]

৩০২

এসো মাধব এসে পিও মধু
এসো মাধবী লতার কুঞ্জ বিতানে
মধু মাধবী রাতে এসো বঁধু।
এসো মৃদুল মধুর পা ফেলে
এসো ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে
এসো বাজায়ে বাঁশরি যে সুর লহরি
শুনে কূল ভোলে ব্রজবধূ॥
এসো নিবিড় নীরদ বরণ শ্যাম
তমাল কাননে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর দাম।
এসো বামে হেলায়ে শিখী পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এসো বঁধু॥
এসো নারায়ণ এসো অবতার
পার্থসারথি বেশে এসো পাপ কুরুক্ষেত্রে আরবার
তুমি মহাভারতের ভাগ্যবিধাতা
গীতা উদ্গাতা নহ শুধু॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

৩০৩

এলো শিবানী-উমা এলো এলোকেশে
এলোরে মহামায়া দনুজদলনী বেশে।
এলো আনন্দিনী গিরি নন্দিনী
রবে না কেহ আর বন্দী বন্দিনী
শক্তি প্রবাহ বহিল মৃতদেশে।
এলো রে বরভয়া ভয় হরিতে
শ্মশান কঙ্কালে বজ্র গড়িতে।
এলো মা অন্নদা আয়রে ভিখারি
বর চেয়ে নে যার যে অধিকারী
মুক্তি বন্যায় ভারত যাক ভেসে॥

[কলম্বিয়া, শারদীয়া অর্থাৎ অক্টোবর ১৯৪৩। শিল্পী : সত্য চোধুরী এন্ড পার্টি। জি. ই. ২৬১৪।
সুর : চিত্ত রায়। রেকর্ড লেবেল মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল]

৩০৪

চির আপনার তুমি হে হরি
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাসরি॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে
হরি হে তোমারও মুকুতি রাজে
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা]

৩০৫

এসো মা দশভুজা
দশহাতে কল্যাণ আন দশভুজা
মৃত্যুঞ্জয় ঘরনি ! মৃতজনে অমৃত দান
নিরাশ প্রাণে দেও আশা
মূকজনে দাও ভাষা
আঁধার মহিষাসুর বুকে
আলোর ত্রিশূল মান।
দেও জয় বরাভয়, শক্তি, তেজ, প্রেম, প্রীতি

দনুজদলনী ! শাপ মুক্ত করো ক্ষিতি
এলে যদি আর বার মাগো
ভক্তের হৃদি মাঝে জাগো
দুঃখ শোক আর দিও না গো
তারিণী সন্তানে ত্রাণ॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : মাতৃপূজারীর দল। রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস। এফ. টি. ৪১০১। সুর : নজরুল]

৩০৬

আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব
আমি নাচিব প্রেম যাচিব ॥
নেচে নেচে রস শেখরে মোহিব
মধুর প্রেম তার যাচিব (আমি)
প্রেম প্রীতির বাঁধিব নূপুর
রূপের বসনে সাজিব (আমি) ॥
মানিব না লোক-লাজ্ কুলের ভয়
আনন্দ রাসে মাতিব।
শ্যামের বেদিতে বিরাজিব বামে
হরিরে মীরার রঙে রাঙিব (আমি) ॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক ! নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা (বাংলাদেশ), ভাদ্র, ১৩৯৪]

৩০৭

ওমা দৈত্য দলে তুই বিনাশ ছলে
আশ্রয় দিলি মাগো চরণ তলে
অভাজনে মহামায়া দিবি নাকি পদ-ছায়া।
করুণাময়ী মাগো আশ্রিত-পালিনী ॥

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

৩০৮

(ওমা) কালী সেজে ফিরলি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে
একলা আমি কেঁদেছি মা
সারাটি দিন ডেকে ডেকে।
হাত বাড়ায়ে মা তোর কোলে
(আমি) যাব না আর মা মা বলে
মা হয়ে তুই ঘুরে বেড়াস
আমায় ধুলায় ফেলে রেখে।

তোর আর ছেলেদের অনেক আছে
আমার যে মা নেই গো কেহ
আমি শুধু তোরেই জানি, যাচি শুধু তোরই স্নেহ।
তাই আর কারে যেই ধরিস কোলে
মোর দু চোখ ভরে ওঠে জলে (মা গো)
আমি রাগে অনুরাগে কাঁদি
অভিমানে দূরে থেকে॥

[কলম্বিয়া, জুন, ১৯৪৪। শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। জি. ই. ২৬৭৯ ; সুর চিত্ত রায়। অপ্রকাশিত নজরুল (হরফ) গ্রন্থে গানটির যে বাণী আছে ; প্রথম পংক্তি ছাড়া, তার সাথে এই বাণীর কোন মিল নেই। এই বাণী রেকর্ডের]

৩০৯

ওরে অবোধ আঁখি
আর কতদিন রইবি রূপে ভুলে
অরূপ সাগর দেখলি না তুই দাঁড়িয়ে রূপের কূলে।
যে সুন্দর চুপে চুপে লীলা করেন রূপে রূপে
তুই দেখলি না সেই অপরূপে
রূপের দুয়ার খুলে॥

[বিল্বমঙ্গল রেকর্ড নাটিকা]

৩১০

ওরে তরু তমাল শাখা
আছে পল্লবে তোর মোর বল্লভ
কৃষ্ণ কান্তি মাখা।
আমি তাইতো তমাল কুঞ্জে আসি
তাইতো তমাল ভালোবাসি
তোর পথ–ছায়ায় আছে যে তার
চরণ চিহ্ন আঁকা (কৃষ্ণ)॥
তোর চূড়ায় ময়ূর নাচে
যেন কৃষ্ণ–ময়ূর পাখা

তাই দেখে পরান বাঁচে
কৃষ্ণহারা পরান আমার বাঁচে।
তোর শাখাতে স্বর্ণ-লতা দোলে
আমি ভাবি শ্যামের পীত বসন বলে
মোর অঙ্গ যেন থাকেরে তোর
কালো ছায়ায় ঢাকা
তোর ছায়া নয়রে শ্যামের ছোঁওয়া
যেন শ্যামের শীতল ছোঁওয়া।

['কমল দাশগুপ্তের কথা' আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪]

৩১১

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী
চির কিশোর আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে গোপিনী ভূলোকে।
সেবিকা প্রকৃতি পরমা তপতী॥
শ্যাম ভুবন কালে রাই অরুণ আলো।
হরি পূজারিনি প্রেম মূর্তিমতী॥
ব্রজধাম বাসিনী লীলা বিলাসিনী
শ্যাম নাম ভাষিণী বিরহ ভারতী॥
শ্যাম মেঘ গলে রাই বিজলি দোলে
শ্যাম পত্র কোলে রাই ফুল আরতি॥
লয়ে যাঁহার নাম হরি হন রাধা শ্যাম।
সুর নর অবিরাম করে যাঁয় প্রণতি॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত। এন. ৭৪৩৪]

৩১২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল
রে মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে বোল
প্রেমের লহর তোল
(রে মন) মালার বন্ধন খোল॥

নিরালা হ্রদ যমুনাতে
কে বাজায় বাঁশি আধেক রাতে
কূল ভুলে চল অরি সাথে
প্রেম আনন্দে দোল ॥
সে গোলক হতে ভালোবাসে গোকুল বৃন্দাবন
মধুর প্রেমের ভিখারি সে মদনমোহন
প্রেম দিয়ে যে বাঁধতে পারে
সাধ করে তার কাছে হারে
মুনি ঋষি পায় না তারে
গোপীরা পায় কোল ॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল। টুইন। শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এফ. টি. ৪৭৪৮]

৩১৩

কও কথা কও কথা, কথা কও হে দেবতা।
তুমি তো জান স্বামী আমার
প্রাণে কত ব্যথা ॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার ! সহে না যে আর
সহে না এ নীরবতা ॥
শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
গলিবে না পাষাণের নারায়ণ
ভোল অভিমান চরণে লুটায়
পূজারিনি আশাহতা ॥

[তথ্যের উৎস : নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এই গ্রন্থের বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর কিছু পার্থক্য আছে। উপরে উদ্ধৃত বাণী রেকর্ডধৃত বাণী। মীরাবাঈ, রেকর্ড নাটিকা। শিল্পী : মিস প্রভা, মীরার গান।]

৩১৪

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি
যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর

এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায় নাকো খুঁজি
আমি জীবনে মরণে যেন সেই নামই ভজি॥
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥
যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন সখা সারথি সাজি
এই পাপ কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশি নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি
মোর মন গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি॥

[নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।]

৩১৫

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম
মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম॥
যে নামের গুণে কংস কারার খোলে দ্বার
বসুদেব যে নামে যমুনা হলো পার
যে নাম মায়ায় হলো তীর্থ ব্রজধাম॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৫ ; শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত ; এন. ৭৪৩৪]

৩১৬

চোখের বাঁধন খুলে দে মা
খেলব না আর কানামাছি।
আমি মার খেতে আর পারি না মা
এবার বুড়ি ছুঁয়ে বাঁচি॥
তুই পাবি অনেক মেয়ে ছেলে
যাদের সাধ মেটেনি খেলে খেলে।

তুই তাদের নিয়েই খেলনা মাগো
শ্রান্ত আমি রেহাই যাচি।
দুঃখ শোক ঋণ অভাব ব্যাধি
মায়ার খেলুড়িরা মিলে।
শত দিকে শত হাতে
আঘাত হানে তিলে তিলে॥
চোর হয়ে মা আর কত দিন
ঘুরব ভেবে শান্তিবিহীন
তোর অভয় চরণ পাই না কেন
মা তোর এত কাছে আছি॥

[হিন্দ, এপ্রিল, ১৯৪৮। মৃণালকান্তি ঘোষ। এন. ২৭৮১২ ; সুর : চিত্ত রায়]

৩১৭

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা
জয় গোবর্দ্ধন চেতন শিলা
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !
চেতন যমুনা চেতন রেণু
গহন কুঞ্জ বন ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !
খেলা খেলা খেলা খেলা
নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ ! নারায়ণ ! নারায়ণ !

[বিল্বমঙ্গল রেকর্ড নাটিকা]

৩১৮

জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ংকর,
ভৈরব শ্মশানচারি শিব প্রমোদিত শঙ্কর।
ভয়াল করাল দানব এসো পরিহার মানব
ধূর্জটি রুদ্র মহেশ জয় জয় শিব শঙ্কর।

[প্ল্যানচেট রেকর্ড নাটিকা]

৩১৯

জ্বালো দেয়ালি জ্বালো
অসীম তিমিরে শ্যামা মা যে
অযুত কোটি আলো।
এলো শক্তি অশিব নাশিনী
এলো অভয়া চির বিজয়িনী
কালো রূপের স্নিগ্ধ লাবণি
নয়ন মন জুড়ালো॥
গ্রহ তারার দেওয়ালি জ্বলিছে পবনে
জ্বালো দীপালি জীবনের সব ভবনে।
এলো শিবানী প্রাণ দিতে সবে
নাশিতে লোভী পাপ দানবে
রক্ষা করিতে পীড়িত মানবে
ধারারে বাসিতে ভালো॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : ইন্দু সেন। এফ. টি. ৪৬৪৯]

৩২০

তুমি বিরাজ কোথা হে উৎসব দেবতা
মম গৃহ অঙ্গনে এসো সঙ্গী হয়ে
দানো আনন্দ বারতা।
পূজা সম্ভারে প্রসন্ন দৃষ্টি হানো
শুভ শঙ্খ বাজাও দশদিক জাগানো
হে মঙ্গলময় ! আসি অভয় দানো
আনো প্রভাত আকাশ সম নির্মলতা।
লহো বিহগের গীতি অভিনন্দন
চাঁদের থালিকা হতে গোপীচন্দন
আনন্দ অমরার নন্দন হে প্রণত করো চরণে
কহো কথা কহো কথা॥

[টুইন, মে, ১৯৩৮। শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস। এম. টি. ১২৩৭৩। লেবেল : কথা ও সুর : নজরুল]

৩২১

তোমার মদন মোহন রূপেরই দোষ সুন্দর শ্যাম চাঁদ
মুনির যদি মন টলে নাথ তাদের নয় সে অপরাধ॥
তোমার রূপমাধুরী দেখি যত
রূপের তৃষ্ণা বাড়ে তত
হায় দু'দিনের জীবন দিয়ে সাধলো বিধি বাদ
কোটি জনম ও রূপ দেখে মিটবে না সে সাধ॥
হে অপরূপ চির মধুর
কি দোষ দেব কুলবঁধুর
যে দেখেছে ভুবন-মোহন তোমার রূপের ফাঁদ
সাধ করে যে ভুলেছে নাথ কুল মানের বাঁধ॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪। শ্রীমতী রাধারানী গানটি ৮.৬.১৯৪০ তারিখে ঢাকা বেতার কেন্দ্র হতে নজরুলের গান হিসাবে গেয়েছিলেন।]

৩২২

তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর
দূর করো নাথ ভক্তি দাও।
যেখানে হোক তুমি আছে—
এই বিশ্বাস শক্তি দাও।
যে কোন জনমে আমি
পাবই পাব তোমায় আমি
অবিশ্বাসের আঁধার রাতে
তোমায় পাওয়ার পথ দেখাও॥
শত দুঃখ ব্যথার মাঝে
এইটুকু দাও শান্তি নাথ।
কাঁদিবে তুমি আমার দুঃখে
আজকে যতই দাও আঘাত॥
হয়তো কোটি জনম পরে
পাব তোমায় আমার করে,
তোমায় আমায় মিলন হবে
এই আশাতে মন দোলাও॥

[টুইন, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : অমরেন্দ্র ঘোষ। এফ. টি. ৪৭১১। ভজন।]

৩২৩

তোরা দেখে যা আমার কানাই সেজেছে নবীন নাটুয়া সাজে॥
তালে তালে রুমুঝুমু রুমুঝুমু চরণে নূপুর বাজে॥
ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচে হেলে দুলে
টলে শিখি-পাখা চূড়া পরে টলে
হেসে পড়ে ঢলে গোপীদের কোলে
অপরূপ এই রসরাজে দেখে গলে যায় চাঁদ লাজে॥
রসের অমিয়া সাগর মথিয়া
মেঘ গলাইয়া আকাশ ছানিয়া
কে গড়িল কৃষ্ণ চাঁদে
সে যখন নাচে চরণের কাছে ত্রিভুবন-বাসী কাঁদে
এ কোন অপরূপ রূপধার এলো আমার আঙিনা মাঝে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩২৪

তোরা মা বলে ডাক তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে রে
রইবে না আর দুঃখ শোক।
আমার মুক্তকেশী মায়ের নামে
মুক্তি লভে সর্বলোক॥
নাম জপে যে বরাভয়ার
ত্রিভুবনে ভয় কি রে তার।
সে অন্তবিহীন অন্ধকারে
দেখতে পায় আশার আলোক॥

['সুরথ উদ্ধার' রেকর্ড নাটিকা]

৩২৫

দাসী হতে চাই না আমি হে শ্যাম কিশোর হে বল্লভ,
আমি তোমার প্রিয়া হওয়ার দুঃখ লব।
জানি জানি হে উদাসীন,
দুঃখ পাব অন্তবিহীন,
বঁধুর আঘাত মধুর যে নাথ
সেই গরবে সকল সব

তোমার যারা সেবিকা নাথ, আমি নহি তাদের দলে,
সর্বনাশের আসায় আমি ভেসেছি প্রেম-পাথার জলে।
দয়া যে চায় যাচুক চরণ,
আমার আশা করবো বরণ,
বিরহে হোক মধুর মরণ,
আজীবন সুদূরে রব।।

[টুইন, জুন ১৯৩৬। শিল্পী : কুমারী রেণু বসু। এফ. টি. ৪৩৯৯। সুর : নজরুল। 'আমার আশা করব বরণ' রেকর্ডধৃত এই পংক্তিটি রেকর্ড বুলেটিনে—'আমার আশায় করব বরণ'।]

৩২৬

নতুন করে গড়ব ঠাকুর
কষ্টি পাথর দে মা এনে
দিব হাতে বাঁশি মুখে হাসি
ডাগর চোখে কাজল টেনে।।
মথুরাতে আর যাবে না
মা যশোদায় কাঁদাবে না
রইবে ব্রজ গোপীর কেনা
চলবে রাধার আদেশ মেনে।।
শ্রীচরণ তার গড়ব না
গড়লে চরণ পালিয়ে যাবে
নাইবা শুনলে নূপুর ধ্বনি
ঠাকুরকে তো কাছে পাবে
চরণ পেলে দেশে দেশে
কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে সে
গন্ধমালা দিসনে মাগো
ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে।।
দেখে কখন করবে চুরি
একলা ঘরে মরব ঝুরি
গন্ধমালা দিস নে মাগো
ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে।

[কলম্বিয়া, জানুয়ারি, ১৯৬৫। শিল্পী : ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। জি. ই. ২৫২০৩।]

৩২৭

নন্দকুমার বিনে সই
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার
নাহি ব্রজে আনন্দ আর ॥
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে
ঝরি গোকুলে অশ্রুধারা।
শীতল জানিয়া মেঘ বরন
শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিতা চাতকি জ্বলে মরি হায়
বিরহ দাহনে ভস্ম হই
শীতল মেঘে অশনি থাকে।
কে জানিত সখি সজল কাজল
শীতল মেঘে অশনি থাকে।
ব্রজে বাজে না বেণু আর
চরে না ধেণু
(আর) পড়ে না গোকুলে শ্যাম চরণ রেণু;
তার ফেলে যাওয়া বাঁশি নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
ধায় মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
কৃষ্ণে না হেরি দূর বন পার উড়ে গেছে শুক সারি
কৃষ্ণ যেথায় সেই মথুরায় চল যাই ব্রজনারী ॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন : তালিকা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, ১৯৩৪। শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্ত। এফ. টি. ৩৩০০। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' পুস্তকটিতে পাণ্ডুলিপিধৃত বাণীর সাথে রেকর্ডের বাণীর কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানে রেকর্ডধৃত বাণীই দেওয়া হয়েছে।]

৩২৮

ফিরে এলে কানাই মোদের এবার ছেড়ে দিস নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে বাঁধবো সে ননী চোরায় ॥
তুই যখন তায় রাখতিস বেঁধে ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে
তখন জানতো কে যে খুললে বাঁধন পালিয়ে যাবে মথুরায় ॥
আমরা এসে ডাকলে শ্যামে গোঠে যেতে দিসনে তায়
অক্রুর মুনির সাথে গো মা পালিয়ে যাবে শ্যাম রায় ॥
কেউ যাব না বনে মা আর খেলবো তোর এই আঙ্গিনায়।
শুধু খেলবো লুকোচুরি খেলা আগলাতে চোরের রাজায় ॥

[হিজ, এপ্রিল, ১৯৩২। শিশুমঙ্গল সমিতি। জি. টি. ১৭]

৩২৯

বন তমালের শ্যামল ডালে
দোলে ঝুলন দোলায় যুগল রাধাশ্যাম
কিশোরী পাশে কিশোর হাসে
ভাসে আনন্দ সাগরে আজ ব্রজধাম
ওগো যুগলরূপ হেরি মুনির মন হরে
পুলকে গগন ছাপিয়া বারি ঝরে
বাজে যমুনা তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম।
বনে ময়ূর নাচে ঘন দেয়ার তালে
দোলা লাগে কেতকী কদম ডালে
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে
হেরে ত্রিলোক থির হয়ে রূপ অভিরাম।

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৬। শিল্পী : সমর রায়। অফ. টি. ৪৪৭৫। সুর : নজরুল। ভজন।]

৩৩০

বল দেখি মা নন্দরানী ওগো গোকুলবালা
(ওমা) কেমন করে তোদের ঘরে (মা) এলো নন্দলাল।
(মা তুই) কোন সাধনায় দধি মথন করে
তুললি ননী হৃদয় পাত্র ভরে ;
(তুই) সেই নবনী দিয়ে যতন করে
(মা তুই) গড়লি কি এই ননীর পুতুল
আঁধার চিকণকালা॥
অমন রসবিগ্রহ মা গড়তে পারে কে?
গোপঝিয়ারী গড়তে পারে কে?
গোকুল মেয়ে নস তুই মা তুই কুমারের ঝি।
(মাগো) তুই নস যোগিনী তবু স্বগুণ বলে
(মা তুই) শ্রীকৃষ্ণে বাঁধলি উদূখলে
(আমায়) সেই যোগ তুই শিখিয়ে দে মা
বসেই জপমালা॥

[মেগাফোর্স, সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। শিল্পী : কমল গাঙ্গুলী। জে. এন. জি. ৫৪৯৮। সুর : নজরুল]

৩৩১

ভুবনময়ী ভবনে এসো সীমার মাঝে এসো অসীমা,
ভক্ত মনের মাধুরী দিয়ে গড়িয়াছি মা তোমার প্রতিমা।
চিন্ময়ী গো ধর মৃন্ময়ীরূপ
কত যুগ মাগো জ্বলিবে পূজাধূপ
মানসপটে বোধন ঘটে
হও চির আসীনা করুণাময়ী মা।
সে কোন অতীতে সুদূর ত্রেতায়
এসেছিলে মা অশিব নাশিনী
আসিলে না আর ধূলির ধরায়
দিলে না মা বর অমৃত ভাষিণী।
কত যুগ গেল কত বরষ মাস
কত বিফল পূজা কত কাঁদন হুতাশ
জাগ যোগমায়া যোগনিদ্রা ভোল
পুন বিশ্বে প্রচার হোক তব মহিমা।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : মাতৃপূজারীর দল (রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস)। এফ. টি. ৪১০১। সুর : নজরুল। ভৈরবী।]

৩৩২

মাগো মহিষাসুর সংহারিণী
অসুর কারায় শৃঙ্খলিতা।
কাঁদিছে মা গো তব দুহিতা॥

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

৩৩৩

মোরে পূজারী কর তোমার ঠাকুর ঘরে
হে ত্রিজগতের নাথ।
মোর সকল দেহ লুটাক তোমার পায়ে
(হয়ে) একটি প্রণিপাত॥
নিত্য যেন তোমারি মন্দিরে
চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ফিরে

গ্রহ যেমন সূর্যলোক ঘিরে
ঘুরে দিবস রাত॥
মোর নয়ন যেন তোমারি রূপ হেরে
সকল দেখার মাঝে
যেন এ রসনা জপে তোমারি নাম
হে নাথ সকল কাজে।
তোমার চরণ রয় যে শতদলে
তারি পানে মোর মন যেন চলে
নিত্য তোমায় নমস্কারের ছলে
(যেন) যুক্ত থাকে হাত॥

[টুইন, মে, ১৯৩৮। শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস। এফ. টি. ১২৩৭৩। সুর : নজরুল।]

৩৩৪

মা মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস যদি মা
তোরেই সে ডোর খুলতে হবে।
খুলিয়া মায়া ডোর মুছিবি আঁখি লোর
(আমি) আকূল হয়ে মা কাঁদব যবে॥
ওমা তোর কালি নাম যখনই মনে হয়
মনের কালিমা অমনই হয় লয়
অভাবে দুঃখে শোকে আমার কিবা ভয়
আমি যে গর্ব করি তোরি গরবে॥
শত অপরাধ করে দিনের খেলায়
ছুটে আসি তোর কোলে সন্ধ্যাবেলায়
সংসার পথে মা মাখি যতই ধূলি
মুছিয়ে রাঙা হাতে কোলে নিবি তুলি
আমি সেই ভরসাতে মা হাসি খেলি ভবে॥

[হিজ, অক্টোবর, ১৯৪৪)। শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। এন. ২৭৪৮২। সুর : চিত্ত রায়।]

৩৩৫

ললাটে মোর তিলক এঁকো মুছে বঁধুর চরণ ধূলি
আঁখিতে মোর কাজল মেখো ঘনশ্যামের বরনগুলি॥

বঁধুর কথা মধুর প্রিয় কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও
বক্ষে আমার হার পরিও বঁধুর পায়ের নূপুর খুলি॥
(তার) পীত বসন দিয়ে করো এই যোগিনীর উত্তরীয়
হবে অঙ্গেরি চন্দন আমার কলঙ্ক তার মুছে নিও।
সে দেয় যা ফেলে মনের ভুলে
তাই অঞ্চলে মোর দিও তুলে
(তার) বনমালার বাসি ফুলে ভরো আমার ভিক্ষা ঝুলি॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : শ্রীমতী বীণাপানি মুখার্জী (মধুপুর)। এন. ৯৮১৭।]

৩৩৬

সখি কই গোপীবল্লভ শ্যামল পল্লব কান্তি
সখি আমার হরি বিনে হরি চন্দনে নাহি শান্তি।
ঐ দেখ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম তমাল পিয়াল পিয়া মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুণ শাখা ও যে মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
পুষ্প পাগল তরু কি কখনো দুলে গো অমন করিয়া
(ও যে) বনমালা গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া।
তোরা দেখে আয় তোরা দেখে আয়
অভিমানে শ্যাম আসিছে না কাছে
ডেকে আয় তারে ডেকে আয়।
তারি বিগলিত নীল লাবণি কি ঐ
যমুনার কালো জলে
বিজলির আঁখি ইঙ্গিতে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ দলে।
সখি গো ! তোরা যেতে দে মোরে যেতে দে
আর দিস্ নে বাধা
(ঐ) গহন কালোতে গাহন করিয়া
জুড়াক আলোক রাধা॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। টুইন, জুন, ১৯৩৪। শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্ত। এফ. টি. ৩৩০০। কীর্তন। পাণ্ডুলিপি ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।]

৩৩৭

সখি কেন এত সাজিলাম যতন করি
জাগিয়া পোহাল হায় বিভাবরী
চাহিতে মুকুর পানে
সজ্জা লজ্জা ম্লানে।
অভিমানে লুটাইয়া কাঁদে কবরী।
সখি, লুকায়ে হাসিবে সবে দেখিয়া মোরে
বল এ মুখ দেখাব আমি কেমন করে?
সখি ঐ দেখ লোকে জাগে
কেহ জাগিবার আগে
নিয়ে চল যমুনাতে ডুবিয়া মরি॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল। টুইন, জানুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : শান্তা বসু। এফ. টি. ৪৭৪৭। রেকর্ডের 'চাহিতে মুকুর পানে' পংক্তিটি রেকর্ড বুলেটিনে রয়েছে—'চাহিয়া মুকুর পানে।']

৩৩৮

সখি এবার রাধার আধার ভাঙিয়া
মিশিব হরির সঙ্গে।
সে কেমন লীলা মাধুরী
আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে।
ভালো মন্দ দেখবো না তার
সাঁতারির লীলার পাথার
দেখিব সখি—
সে কেমন লীলা মাধুরী
আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে
মিশিব হরির সঙ্গে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা' : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩৩৯

সখি গো বৃথা প্রবোধ দিস নে
কোন প্রাণে তুই বলতে পারিলি মোর শ্রীকৃষ্ণে ভুলিতে।
সেই নন্দপুরের চন্দ্র বিহনে নাহি আনন্দ মোর
তারে না হেরিলে তিলেকের তরে বাঁচে না চিতচকোর।

বলে দে বলে দে কোথা আমার প্রাণসখা
ভাসি আমি আঁখিনীরে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম
ভাসি আমি আঁখিনীরে।
সখি, এই তো আমার সাধনা
আমার মতো জগত কাঁদুক এই তো আমার কামনা
কাঁদতে হবে,
যে হরিবে মোর হরিবে তায়
রাধার মতো কাঁদতে হবে।
সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চিরজীবন কাঁদবে ভবে।
সখি কাঁদলে তারে যায় না পাওয়া
তাহলে সখি আমি পেতাম।
যদি কাঁদলে তারে পাওয়া যেত
যশোমতী তারে হারাতো না।
সে যে প্রেমের চিরকাঙাল
প্রেম বিনে তায় যায় না পাওয়া।

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫। শিল্পী : চিত্ত রায়। এফ. টি. ১৩৯৭৭। সুর : চিত্ত রায়।]

৩৪০

সখিরে আমি তো নিয়েছি বঁধুরে কিনে॥
আমি যে সবার মাঝে
কিনেছি যে ব্রজ রাজে
তবু কেন মোরে কহে চোর
কেহ কহে লইয়াছি ছিনে॥
যাহার যাহা সাধ বলুক না ওরা
কেহ বলে কালো কেহ বলে গোরা
আমি তো লয়েছি সখি আঁখি খুলে চিনে॥
কেহ নির্গুণ কয়
কেহ কহে গুণময়
আমি জানি প্রেমময় গো—
আমি দিয়েছি তাহারে মোর অঙ্গের ভূষণ
মনি মুকুতার হার মুকুট ও কঙ্কন
পূর্ব জনমের শপথ ছিল তাই
মীরা লয়েছে তার গিরিধারী চিনে॥

['কমল দাশগুপ্তের কথা : আসাদুল হক, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, বাংলাদেশ, ভাদ্র, ১৩৯৪।]

৩৪১

সন্ধ্যা হলো ওগো রাখাল এবার ডাক মোরে
বেণুর রবে ধেনু গণে ডাক যেমন করে
সংসারেরি গহন বনে ঘুরে ফিরি শূন্য মনে
ডাকবে কখন বাঁশির স্বনে আমায় আপন ঘরে।
ভেঙেছে মোর প্রাণের মেলা ভেঙ্গেছে মোর খেলা
মোরে ডাক এবার তোমার পায়ে, আর করো না হেলা
মোর জীবনের কিশোর রাখাল
বাঁশি শুনে কাটল সকাল
তন্দ্রা আন ক্লান্ত চোখে
তোমার সুরের ঘোরে।

[টুইন, জুলাই, ১৯৩৫। শিল্পী : শ্রীমতী আশালতা রায়। এফ. টি. ৪১০৫। সুর : নজরুল। মালবশ্রী।]

৩৪২

সদা হরিরস-মদিরায় মাতাল যে জন
আমি শিরে ধরি তার মদ অলস চরণ॥
যে কলঙ্কিনী নারী
আপন পতিরে ছাড়ি
শ্রীহরিরে পতিরূপে করেছে বরণ
তার কলঙ্ক-কালী মোর গোপী চন্দন॥
যে গুহকে কোল দেন আপনি শ্রীরাম
সেই চণ্ডালের পায়ে আমার প্রণাম
উৎপীড়নের ছলে
যে অসুর কৌশলে
ধরিয়াছে শিরে শ্রীহরির শ্রীচরণ
আমি যাচি সেই গয়াসুরের স্মরণ॥

[তথ্যের উৎস : প্রবর্তক, চৈত্র, ১৩৪৩।]

৩৪৩

(হরি) নাচত নন্দদুলাল
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল।

নাচত গিরিধারী ময়ূর মুকুট পরি
দিকে দিকে ছন্দ আনন্দ পড়িছে ঝরি
নাচে গোপী সখা বংশিওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজাওতো ঘুঙ্গুর তাল॥

[তথ্যের উৎস : ১লা আগস্ট, ১৯৩৬, বেতার জগৎ ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা। শিল্পী : মিস প্রভা।]

৩৪৪

হরি প্রভু বলে মোরা দূরে রাখি
তুমি তাই দূরে থাক সরে
পাষাণ দেউলে রাখিয়াছি হায়
তোমারে পাষাণ করে।
তোমায় পেয়েছিল গোপিনীরা
সে দিনও পেয়েছে মীরা
ডেকে প্রিয়তম বলে
গোপাল বলিয়া ডাকিয়া পাইল
যশোদা ও শচী কোলে
অন্তরতম হতে নিশিদিন
কাঁদ তুমি অন্তরে
দেবতা ভাবিয়া পূজা দিই মোরা তুমি তাহা নাহি খাও
তুমি লুকায়ে ভিখারি সাজিয়া মোদের পাতের অন্ন চাও
রাখাল ছেলের আধ খাওয়া ফল
কেড়ে খাও তুমি হে চির-সরল
মোরা ভয় করি তাই লুকাইয়া থাক
তুমি অভিমান ভরে॥

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : ভবানীচরণ দাস। জে. এন. জি. ৫৪৭৩। সুর : নজরুল।]

৩৪৫

হায় ভিখারি কাহার কাছে হাত পাতিলে হায়।
তোমায় চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায়।
আমার হয়তো কিছু ছিল কভু
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু

আমায় তিনি নেননি তবু
তাঁহার রাঙ্গা পায়।
তোমায় তিনি পথ দেখালেন
ভাবনা কিসের ভাই
তোমার আছে ভিক্ষা ঝুলি
আমার তাহাও নাই।
চাইনে তবু আছি পড়ে
সংসারেরে জড়িয়ে ধরে
কবে তোমার মতন পথের ধুলি
মাখব সারা গায়।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : শ্রীমতী আশালতা রায়। এফ. টি. ৪১০৫।]

৩৪৬

হোরি খেলে নন্দলালা
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা।
বিশ্ব-রাধা সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে॥
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি রবি শশী থালা॥
আজি বনে বনে মনে মনে হোরি
মনের মরুতে লতায় তরুতে
রাঙা ফুল ফোটে মরি ! মরি !
আজি প্রাণে প্রাণে ফুলদোল
দোল পূর্ণিমা রাতি রাঙা ফুল-তারা বীতি
ধরণিতে আকাশে জ্বালা॥

[তথ্যের উৎস : নিতাই ঘটকের খাতা ও নজরুল সঙ্গীত সম্ভার : নজরুল হস্তলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পাণ্ডুলিপি ও রেকর্ডের বাণীর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ছন্দেও পার্থক্য আছে। পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ছন্দ ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ দাদরা কিন্তু রেকর্ডে তালফেরতা (দাদরা ও ত্রিতাল)। পাণ্ডুলিপিতে 'রঙের খেলায় মাতে' এই পংক্তির পর 'রঙে রঙে ত্রিভুবন ছায়' এই পংক্তিটি রয়েছে—যা রেকর্ডে নেই।]

৩৪৭

দেব আশীর্বাদ—লহ সতী পুণ্যবতী
লহ ত্রিলোকের আশিস বাণী—লহ লহ আয়ুষ্মতী॥
ধর পূজা আরতির শুভ বরণ ডালা
পর স্বর্গের মন্দার পারিজাত মালা,
রবি দিল কুণ্ডল সাগর মুকুতা দল
চাঁদ দিল চন্দন স্নিগ্ধ জ্যোতি॥
মঙ্গল ঘট দিল দেবী মেদিনী
পুণ্য সলিল দিল মন্দাকিনী
অগ্নি দিলেন দীপ—শুকতারা দিল টিপ
দিল ধান্য দূর্বা মুনি ঋষি তপতী॥
বিষ্ণু দিলেন তাঁর লীলা কমল
ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু জল—
সিঁথির সিন্দুর ভূষা দিলেন অরুণা ঊষা
(চির) এয়োতির নোয়া দিল অরুন্ধতী॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৪৮

বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয় পটে,
চাঁদের পাশে আগুন জ্বলে যাহার ললাট তটে॥
সে সোনার অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে
বেড়িয়ে বেড়ায় সাপ-নাচিয়ে ;
এই ভবঘুরে বেদে নিয়ে তোর কলঙ্ক না রটে॥
ঘটে ইহার বুদ্ধি হতে সিদ্ধি অনেক বেশি,
বিষ খেয়ে এঁর প্রশান্ত মুখ লীলা এ কোন দেশী,
আপনারে যে করে হেলা
তার সনে তোর একি খেলা,
তুই দেখলি কোথায় আত্মভোলা
এই সে তরুণ নটে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৪৯

বাবার হলো বিয়ে
ষাঁড়ের পিঠে চড়েরে ভাই—
(সাপের) খোলস মাথায় দিয়ে॥
বাবার জটায় ছিলেন গঙ্গা এবার কোথায় এলেন সতী
প্রাণের কোঠায় এলেন সতী
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি পেলেন পরম পতি :
মাকে দেখে রেগে মেগে পেত্নীরা সব গেল ভেগে
(আজ) গৃহীর দীক্ষা নিলেন বাবা দাক্ষায়ণী নিয়ে॥
মোরা মা আসবার অনেক আগে জন্মে আছি ঘরে
এই অগ্রপথিক ছেলেদের মা চিনবে কেমন করে ;
বাজা রে সব বগল বাজা, আর খাব না সিদ্ধি গাঁজা
এই ভূতেরা সব মানুষ হবে (মায়ের) স্নেহ সুধা পিয়ে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫০

দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে
রাঙা আবির কুঙ্কুম ফাগে।
কি হবে আলতা পরায়ে (যে পায়)
সন্ধ্যা উষা সদা জাগে॥
রাঙা রামধনু হেরিয়া যে পায়
উঠিয়া লুকায় নিমেষে লজ্জায়
অশোক কিংশুক অঞ্জলি হয়ে চরণে শরণ মাগে॥
তব চরণ-রাগ নব বসন্তে
জাগে ফুলদলে নারী সীমন্তে
রবি শশী তারা হলো জ্যোতির্ময়—তর চরণ অনুরাগে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৫১

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
বাজো বাজো বাজো
আসে নন্দন নন্দিনী আনন্দিনী
সবে উৎসব সাজে সাজে ॥
পুষ্প মাল্য আনো, আনো হেম ঝারি ;
মঙ্গল ঘটে আনো তীর্থ বারি ;
লাজ অঞ্জলি লয়ে পুরাঙ্গনা নগর ভবনে ভবনে বিরাজো ॥
হংস-মিথুন আঁকা নীলাম্বরী,
পরি এসো তরুণী নাগরী কিশোরী,
চলো পথে পথে গাহি আগমনী
ঘরে আলসে বসিয়া কে আছিস আজো ॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

৩৫২

পাষাণী মেয়ে ! আয়, আয় বুকে আয়।
জগত জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায় ॥
রাজার দুলালী কোন অভিমানে
ভিখারিনি হয়ে বেড়াস শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস পায় ॥
তোর সোনার বরন হইয়াছে কালি বলে এসে কত লোকে,
কুস্বপন দেখে জেগে উঠি প্রাতে ধারা বহে মাগো চোখে—
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি
তোরে যে মাগো খোঁজে মোর আঁখি
প্রতি—রূপ—প্রতিমায় ॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৩

ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখরে দেখ চেয়ে।
পাহাড়ী বাবার পাশে রাজদুলালী মেয়ে ॥

দেবতা মোদের হর পরম মনোহর
হরমনোহারিণী তার চেয়ে সুন্দর
যেন ঝরে রূপের পাগল ঝোরা ধবল গিরি বেয়ে॥
বরফের পাহাড় ঘিরে ভোরের সোনার আলো
আছে থির হয়ে যেন দেখে চোখ জুড়াল ;
চাঁদ যেন লো লতা হয়ে
(আছে) চন্দ্রচূড়ে ছেয়ে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৪

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো
তুমি ফিরিলে না ঘরে।
শূন্য ভবনে ভয়ে ভয়ে মরি মা
মন যে কেমন করে॥
তোমার বিরহে মা গভীর বিষাদে
শ্মশানে মশানে মহাকাল কাঁদে
সূর্যে তেজ নাই জ্যোতি নাই চাঁদে
উঠিয়াছে হাহাকার চরাচরে॥
ক্ষুধার অন্ন নাই শুধায়না কেহ—
উপবাসী চিত্ত চায় মার স্নেহ।
মাতৃহারা হয়ে বিশ্বের সন্তান
ফিরে আয় ফিরে আয় ডাকে কাতরে॥

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান]

৩৫৫

ঐ কালো অঙ্গ রাঙা হবে
মোদের রঙ্গের পিচকারিতে।
এসো ও শ্যাম নাইবে যদি
গুলাল ফাগের রং-ঝারিতে॥

আজ ফাগুনের আগুন সাথে
প্রেম আগুনে পরান মাতে
তোমায় সেই প্রেমেরই রাঙা রঙে
এসেছি শ্যাম রাঙিয়ে দিতে॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান]

৩৫৬

চলে ঐ আনন্দে ঝর্ণারানী
নৃত্যভঙ্গে দোলে অঙ্গখানি।
সে নাচ ছন্দে ঝরে স্বর্ণরেণু
বন রাখাল বাজায় মোহন বেণু
আবেশে অবশ আজি শ্যাম বনানি॥
হেরে সে নৃত্য ঐ শত তারকা ;
গগনে খুলিয়া আজি মেঘ ঝরোকা।
বিহগ বিহগী নাচে শিখরে শিখী
তরুলতা সাথে নাচে কাননে মৃগী
করে চাঁদিমায় রজনীতে কানাকানি॥

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান]

৩৫৭

জল ফেলে জল আনতে গেলি
ওলো কূলের রাধা ;
ছল করে তুই নামলি ঘাটে
ভাঙতে কূলের বাধা॥
কদমতলায় রাখাল ছেলে
বাজায় বসে বাঁশি
তাই শুনে তুই আসলি ছুটে ওলো সর্বনাশী।
ঘরের বাঁধন সইল না তোর রইলি না তাই বাঁধা।
জটিলা শাশুড়ি রে তোর কুটিলা ননদী
শাস্তি তোরে দেবে কঠিন জানতে পারে যদি।

নন্দের নন্দন ও কালা
মানে নাকো মানা।
কত বধূর কুল ভাঙ্গালো
নেই কো যে অজানা।
ঐ বাঁশির সুরে যাদু আছে শেষে
সার হবে তোর কাঁদা।।

[তথ্যের উৎস : জগৎ ঘটকের পাণ্ডুলিপি। বেতারে অনুষ্ঠিত প্রবাহ ও জীবনস্রোত গীতি আলেখ্যের গান।]

৩৫৮

ওরে ব্যাকুল বেণুবন
তোকে দিয়েই হতো শ্যামের মুরলি মোহন।।
তোর শাখাতে লেগে আছে শ্যামের হাতের ছোঁয়া
আজো কি তার পরশ লোভে ডালগুলি তার নোওয়া
আমার পড়লো মনে
তোরে দেখে ও বেণুবন পড়লো মনে
বৃন্দাবনে যে সাতটি সুর বাজাত
শ্যাম বাঁশির শুনে।।
তার প্রথম সুরে
আয় আয় বলে গোপিকায় ডাকে দূরে
তার দ্বিতীয় সুরে
বহে যমুনা উজান ব্রজকুমারী ঝুরে।
তার তৃতীয় সুরে
সেই সুরে বাজে তার পায়ের নূপুর
সেই সুর শুনে নাচে বনের ময়ূর
শুনি চতুর্থ সুর
গুরু গম্ভীর রোল
মেঘে মৃদঙ্গ বাজে লাগে ঝুলনায় দোল।

৩৫৯

পঞ্চম সুরে তার
কোয়েলা বোলে
ব্রজ বসন্ত আসে মাতে হোরির রোলে।

ষষ্ঠ সুরে
কেঁদে ডাকে সে রাধায়
সপ্তমে নিষাদ সে ভুবন কাঁদায়।
(আখর)
নিষাদ সে তাই সাধ মিটিল না
ডাকিয়া বাঁশির সুরে বধে হরিণীরে
নিষাদ সে
তারে ভালোবেসে সাধ মেটে না
নিষাদ সে॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও আসাদুল হকের সাক্ষাৎকার : বাবু রহমান, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, বাংলাদেশ, গ্রীষ্ম ১৩৯৪। বেতার জগৎ ১-৬-৩৯। গানটি বেতারে ১১/৬/৩৯ তারিখে বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার গেয়েছিলেন। জনাব আসাদুল হক বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের খাতা হতে সংগ্রহ করেছিলেন।]

৩৬০

জগতের নাথ, তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়
(আমি) জগতের বাহিরে নহি দেহ চরণে আশ্রয়।
যাহাদের তরে আমি খাটিনু দিবস রাতি
(আমার) যাবার বেলায় কেহ তাদের হলো না সাথের সাথী
সম্পদ মোর পাঁচ ভূতে খায়
কর্ম কেবল সঙ্গে রয়॥
ভুলিয়া সংসার মোহে লই নাই তোমার নাম,
তরাতে এমন পাপী পাবে না হে ঘনশ্যাম।
শুনেছি তোমারে যদি কাঁদিয়া কেহ ডাকে,
তুমি অমনি তারে কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে,
(আমি) সেই আশাতে এসেছি নাথ
যদি তব কৃপা হয়॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৬। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এফ. টি. ৪৬০৭। সুর : নজরুল। রেকর্ড বুলেটিনে প্রকাশিত বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর সামান্য পার্থক্য আছে, যথা :

	বুলেটিন :		বুলেটিন :
ক.	যাবার বেলায় তাদের কেহ হলো না সাথের সাথী	ক.	আমার যাবার বেলায় কেহ তাদের হলো না সাথের সাথী
খ.	তুমি অমনি তায় কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে	খ.	তুমি অমনি তারে কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে

৩৬১

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার
লহ সংসারেরই ভার।
আজকে অতি ক্লান্ত আমি বইতে নারি আর
এ ভার বইতে নারি আর।
সংসারেরই তরে খেটে
জন্ম আমার গেল কেটে
তবু অভাব ঘুচল না হায়
খাটাই হলো সার।
বিফল যখন হলাম পেতে
সবার কাছে হাত
তখন তোমায় পড়ল মনে
হে অনাথের নাথ
অভাবকে আর করি না ভয়
তোমার ভাবে মগ্ন হৃদয়
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময়
তোমারি সংসার।

[টুইন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫। শিল্পী : আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪০৭৪।]

৩৬২

তুমি সুন্দর কপট হে নাথ মায়াতে রাখ বিভোর।
তোমার ছলনা যে বুঝে না নাথ সেই সে দুঃখী ঘোর।।
কত শত রূপে নিঠুর আঘাতে
তুমি চাও নাথ তোমারে ভোলাতে
তবু যে তোমারে ভুলিতে পারে না
ধরা দাও তারে চোর।।
কাঁদাও তাহারে নিশিদিন তুমি
জপে যে তোমার নাম,
তোমারে যে চাহে শত বন্ধনে
বাঁধ তারে অবিরাম।
সাগরে মিশিতে চায় বলে নদী
জনম গোঁয়ায় কেঁদে নিরবধি

ভক্তে তেমনি দিয়াছ হে নাথ
অসীম আঁখিলোর॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪৭৭৫ ; সুর : কে. মল্লিক।]

ইসলামী সংগীত

৩৬৩

আল্লা নামের দরখতে ভাই ফুটেছে এক ফুল
তাঁরে কেউ বলে মোস্তফা নবী কেউ বলে রসুল॥
পরগম্বর ফেরেস্তা হুর পরী ফকির ওলি
খুঁজে জমিন আসমান ভাই দেখতে সে ফুল-কলি
সে ফুল যে দেখেছে সেই হয়েছে বেহেশতি বুলবুল॥
আল্লা নামের দরিয়াতে ভাই উঠলো প্রেমের ঢেউ,
তারে কেউ বলে আমিনা দুলাল, মোহাম্মদ কয় কেউ,
সে ঢেউ যে দেখেছে সে পেয়েছে অকূলেরও কূল॥
আল্লা নামের খনিতে ভাই উঠেছে এক মণি
কোটি কোহিনূর ম্লান হয়ে যায় হেরি তার রোশনি
সেই মণির রঙে উঠলে রেঙে ঈদের চাঁদের দুল
তাঁরে কেউ বলে মোস্তফা নবী, কেউ বলে রসুল॥

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : অনন্তবালা। জে. এন. জি. ৫৪৭১। সুর : নজরুল।]

৩৬৪

ঈদ মোবারক হোক আজি ঈদ মোবারক হোক।
সব ঘরে পঁহুচুক এ ঈদের চাঁদের আলোক।
যে আছে আজ প্রাণের কাছে আছে আপন পুরে
যে আছে পরদেশে যার লাগি নয়ন ঝুরে
আজ সবারে বারে বারে খোশ খবরি কোক॥
আজের মতো দিলে দিলে থাকুক মহাব্বত
আজের মত খুশি থাকুক সবার তবিয়ত
কারো যেন থাকে না আর দুঃখ ব্যথা শোক॥

আজের মতো এক জামাতে মিলন ঈদগাহে
দাঁড়াই যেন চলি যেন খোদারই রাহে
দীন ইসলামের এ কওমি যোশ জিন্দা হোক॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : লুতফাউন্নিসা। এন. ৯৮২৫]

৩৬৫

এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারি ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল॥
এই একমাস রোজা রেখে, পরহেজ থাক্ গুনাহ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল॥
বন্দি রহে এই মাসে শয়তান মালাউন
এই মাসে যা করবি সওয়াব দর্জা হাজার গুণ
তার দর্জা হাজার গুণ।
ভোগ বিলাসের মাখলি যে পাঁক
রমজানে তা হবে রে সাফ
এফতারের তোর করবে সামান আল্লা রসুল বোল॥

[হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : রাবেয়া খাতুন। এন. ৯৮২২। রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত—কথা : কাজী নজরুল।]

৩৬৬

খোদার রহম চাহ যদি নবীজিরে ধর
নবীজিরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়।
আল্লা যে ভাই অসীম সাগর
কয়জন জানে তাঁহার খবর
(যদি) ঐ সাগরে যাবে নবী নামের নায়ে চড়।
নবীর সুপারিশ বিনা আল্লার দরবারে
কেউ যেতে নাহি পারে
ও ভাই আল্লা যেন সুর সেই সুরে সুমধুর
বাজে নবীর বীণা তারে।

আল্লা নামের ঝিনুকে ভাই মুক্তা যেন নবী
আল্লা নামের আসমানে ভাই নবী যেন রবি
প্রিয় মোহাম্মদের নামরে ভাই আল্লাতালার চাবি
খোদা দয়া করবেন সদা নবীরে সার কর।

[মেগাফোন, মে, ১৯৪০। শিল্পী : অনন্তবালা। জে. এন. জি. ৫৪৭১। সুর : নজরুল]

৩৬৭

ছয় লতিফার ঊর্ধ্বে আমার আরফাত ময়দান ;
তারি মাঝে আছে কারা জানে বুজর্গান॥
যবে হজরতেরি নাম জপি ভাই হাজার হজের আনন্দ পাই,
জীবন মরণ দুই উটে ভাই দেই সেথা কোরবান॥
আমি তুর পাহাড়ে সুর শুনে ভাই প্রেমানন্দে গলি,
ফানাফির রসুলে আমি হেরার পথে চলি।
হজরতের কদম চুমি হিজরে আসোয়াদ
ইব্রাহিমের কোলে চড়ে দেখি ঈদের চাঁদ
মোরে খোদবা শুনান ইমাম হয়ে জিব্রাইল কোরআন॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৪১। শিল্পী : মিঃ আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৭০৬।]

৩৬৮

তোমার গরবে গরব আমার আল্লা পরম স্বামী।
(মোর) অন্তর বাহির জুড়িয়ে থেক যেন দিবাযামী॥
আমি যদি পথ ভুলি, আল্লা, হাত ধরে ফিরাইও
মোর নিবেদিত দেহ-মন-প্রাণ কবুল করিও প্রিয়
(তব) পরমাশ্রয় ছেড়ে যেন আর ধূলি পথে নাহি নামি॥
প্রেম যদি মোরে নাহি দাও, খোদা, পরম বিরহ দিও
পাষাণ এ প্রাণ তোমার বিরহে তিলে তিলে গলাইও।
কোথায় দুনিয়া কোথা আখেরাত, তুমি ছাড়া কিছু নাই,
তুমি লা-শরিক—এই বিশ্বাস চিরদিন যেন পাই
রহমত দিয়া ফুল ফুটাইও ভুল যদি করি আমি॥

[টুইন, নভেম্বর, ১৯৪১। শিল্পী : মিঃ আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৭০৬।]

৩৬৯

তোমারি মহিমা গাই বিশ্বপালক কর তার।
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার।
রোজ হাশরের বিচার দিনে তুমি মালিক অ্যায় খোদা।
আরাধনা করি প্রভু আমরা কেবলি তোমার॥
সহায় যাচি তোমারি নাথ দেখাও মোদের সরল পথ।
তাদের পথে চালাও খোদা বিলাও যাদের পুরস্কার।
অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত পথ
চালাও না তাদের পথে এই চাহি পরওয়ার-দেগার॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩২। শিল্পী : মহ: কাশেম। এন. ৭০৫৬।]

৩৭০

নতুন করে রেজওয়ান জান্নাত সাজায়—আজ রোজায়
লাগল চাবি দোজখেরই দরওয়াজায়—আজ রোজায়।
মসজিদেরই মিনার চূড়ে
আজ বেহেশতি নিশান উড়ে
গাফলতি নাই আর কারো নামাজ কাজায়—আজ রোজায়॥
রোজার শবে-কদর রাতে
কোরান এলো দুনিয়াতে
ফেরেশতা সব সালাম জানায় মোর্তজায়
আজ রোজায়॥

[রেকর্ড লেবেলে মুদ্রিত : কথা : কাজী নজরুল। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : রাবেয়া খাতুন। এন. ৯৮২২।]

৩৭১

পাপে তাপে মগ্ন আমি জানি জানি তবু
পাপের চেয়ে তোমার ক্ষমা অনেক অধিক প্রভু॥
শিশু যেমন সারা বেলায় ধুলা মাখে
খেলার শেষে সন্ধ্যাবেলায় মাকে ডাকে,
(ওগো) ধুলায় মলিন সে ছেলেরে মা কি ত্যাজে কভু॥

তোমার ক্ষমা যে দেখেছে হে মোর প্রেমময়
অশেষ পাপে পাপী হলেও করে না সে ভয়॥
মুছবে তুমি তুমিও যদি মাখাও ধূলি
কাঁদাও যদি তুমি নেবে কোলে তুলি,
আমি তাই করি যা করাও তুমি হে লীলাময় প্রভু॥

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : আবদুল লতিফ। এফ. টি. ৪৭৭৫। সুর : কে. মল্লিক।]

৩৭২

ফিরদৌসের শিরনি এলো ঈদের চাঁদের তশতরিতে
লুট করে নে বনি আদম ফেরেশতা আর হুরপরীতে॥
চোখের পানি হারাম আজি
চলুক খুশির আতস বাজি
(তার) মউজ লাগুক দূর সেতারা
জোহরা আর মোশতরিতে।
দুশমনে আজ দোস্ত মেনে নে
তারে তুই বক্ষে টেনে
হসনে নারাজ দরাজ হাতে
দৌলত তোর বিলিয়ে দিতে
বিলিয়ে দিতে॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা/হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : লুতফাউন্নিসা। এন. ৯৮২৫।]

৩৭৩

মরুর ফুল ঝরিল অবেলাতে
ফোরাত নদী কাঁদে বেদনাতে
সাকিনা কাঁদে পড়ে ধুলায়
হাতের মেহদি মুছিয়া হায়।
কেয়ামত এলো যেন কারবালাতে॥
খুনের বাদল ঝরিছে আসমানে
হুরপরী কাঁদে থির নাহি মানে।

কাঁদিছে আলি ফাতেমা কাঁদে
ঘেরিল মেঘে সূরয চাঁদে
ঝরিছে আঁসু রসুলের আঁখি পাতে॥

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭। শিল্পী : মুসলিম বন্ধুদ্বয়। এন. ৯৮৭২। সুর : শিল্পী।]

৩৭৪

মাঠে আমার ফলল ফসল মনের ফসল কই
শূন্য মনে আল্লা তোমার পানে চেয়ে রই॥
আরব মরুভূমে নবীজিরে পাঠাইলে
আমার মনের মরুভূমি বিফল রাখিলে
গরিব বলে আমি কিগো বান্দা তব নই॥
চাই না যশ মান আমি চাহি না দৌলৎ
আমি চাহি শুধু—তোমার নামেরি সরবত
যে যাহা চায় তুমি নাকি তারে তাহাই দাও
আমার মানত পূর্ণ করে পরান বাঁচাও
আমি যেন আল্লা নামের তস্‌বি শুধু বই॥

[টুইন, আগস্ট, ১৯৪০। শিল্পী : আসরফ আলি। এফ. টি. ১৩৩৯৫। সুর : নজরুল।]

দেশাত্মবোধক

৩৭৫

গাও স্যব ভারত কা প্যারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা
হিন্দুস্থানকা তিলক থা বো
মিটগ্যায়ে আব্ মিটগ্যায়ে উয়ো
ভ্যকত তুমহি হো দেশ তুমহারা॥
হিন্দু-মুছলমান স্যব মিলি আও
ভুলো বেদ অ্যর গ্যল ল্যগ যাও
গাও প্রেম নদী কিনারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা॥

[হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮; শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ; এন. ১৭১৯০। সুর : শিল্পী।]

৩৭৬

জাগো ভারত রানী
ভারতজন তুমহে চাহে
গগনমে উঠত যো বাণী
সো হি জগজন গাহে॥
রোবত ভারতকে নরনারী
বোলাতা জাগ মাই হামারী
দুঃখ–দৈন্য ভারতকো ঘেরি
তুম অব সেবত কাহে।
নীল সিন্ধু তুম্‌হা লাগি
গ্যারজত ঘন অনুরাগী
কেঁউ নাহি উঠত জাগি
যব্ ভারত প্রেম গাহে॥

[হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। কুমারী বিজনবালা ঘোষ। এন. ১৭১৯০। সুর : শিল্পী।]

৩৭৭

হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত
হোক সার্থক নাম।
হোক এই জাতি ধর্মে এক, কর্মে এক, মর্মে এক
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্যাবর্তধাম।

[সুরথ উদ্ধার রেকর্ড নাটিকা]

কমিক

৩৭৮

কুব্জা কীর্তন

ঐ কুব্জার কি রূপের বাহার দেখো
তারে চিৎ করলে নৌকা যেন উপুড় করলে হয় সাঁকো॥

চিৎ হয়ে সে শুতে গেলে কাৎ হয়ে পড়ে
কুপোকাৎ হয়ে পড়ে
আবার উল্টে গিয়ে ডিগবাজি খায় চাইতে গেলে উপরে
আবার চলতে গেলে ঢেঁকির মতন (হ্যাকোচ প্যাকোচ)
করে সে আঁকো পাঁকো॥
বসলে কোলা ব্যাঙটি যেমন অষ্টাবক্রের পিসি
নেংটির আবার বখেয়া সেলাই মুলো দাঁতে মিশি
চুল নয়তো বাবুই রশি বাঁধতে গেলে রয় নাকো।
শূর্পণখার নখতুতো বোন মাওই মা সে হিড়িম্বের
আবার ঢোলের মতন ঢোলা মাজা পা দুটি উচ্চিড়িঙ্গের
ও কন্যে হোঁদল কুৎকুতে লো দোহাই এবার কুঁজ ঢাকো॥
বলি ও তাড়কার মাসশাশুড়ি তোমার উটের মতন
কুঁজ ঢাকো॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার। টুইন, জুন, ১৯৩২। শিল্পী : প্রফ: জি. দাস। এফ. টি. ২০২৮।]

৩৭৯

গিন্নীর কাছে গয়নার ফর্দ :

ও গিন্নী বদন তোল একটু হানো নয়না।
আমি জুয়েলারির দোকান হব গায়ে হব গয়না॥
(তোমার) সিঁথের হব সিঁথিপাটি কেশে হেয়ার পিন
চিরুনি হয়ে খোঁপায় বিঁধে রইব চিরদিন।
টায়রা ঝাপটা লেসপিন তাহলে মন্দ হয় না।
টানা টিকলি কাঁটা হব ফুলের নয় গো চুলের
টাপ মাকড়ি দুল হব গো একটু বেশি ঝুলের।
কানের উপর কান হব গো নাকছাবি ঐ নাকের,
কাঁচ পোকা আর খয়েরি টিপ হব ভুরুর ফাঁকে,
নোলক বেসর তাও হব যা আজকাল লোক ছোঁয় না॥
গলার হব হার নেকলেস গজমতির মালা,
হাতে হব বাজু বন্দ, পৈঁচি চুড়ি বালা।
তাগা কেয়ূর, রুলি, শাঁখা, জসম, আংটি, খাড়ু
তাবিজ হব নোয়া হব অনন্ত সুচারু।
ভুলে গেছি—নথ নৈলে গিন্নীর মান রয় না॥

নূপুর তোড়া হ্যাদে দেখো ভুলেই গেছি দেখি
ঝুমকো ঢেঁড়ি চিকের কথা মাদুলাও বাকি,
জাল পাটরি কি হই আর কী যে ফেলে রাখি
বাদ কী গেল দাও লিস্টি মুখ ভার আর সয়না॥

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ও অপ্রকাশিত নজরুল, আবদুল আজীজ আল–আমান, টুইন, মে, ১৯৩৫, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৯১।]

৩৮০

ও তুই নয়ন কোণে চা
আমায় একবার দেখে যা
আমি গোলোকপতির সখা (বুঝলে কিনা)
নামটি বিরিঞ্চি বাঞ্ছা॥
সেইখানেতে তোমায় আমায় হলো আলাপন
(তোমার বুঝি মনে নেই)
(তুমি) হলদে রংয়ের পরতে শাড়ি
(খাসা শৌখিন ছিলে ঠাকরুন)
গোড়ো গয়লার কড়ে রাঁড়ি
পিছল পথে জল আনিতে হড়কে গিয়ে ভাঙ্গলে পা।
(আমি ঘাটের এক পাশেই ছিলুম)

[মীরাবাঈ রেকর্ড নাটিকা]

৩৮১

গাড়োয়ালি উল্লাস

কলগাড়ি যায় ভোঁসর ভোঁসর হাওয়া গাড়ি খুচুর খুচ
ছ্যাকরা গাড়ি ঘসড় ফসড় ঝড়াং ঝড়াং ঘুচুর ঘুচ॥
চলো সই চলো সই ঘুঁটে কুড়ুতে
না লো সই না লো সই মাথা ধরেছে
ঐ পাড়ার ঐ খালভাব্রারা টাকা বাজাচ্ছে
গিজতা গিজাং গিজতা গিজাং জাক জাক জাঘির ঘিনা
জারা ঘিনিত্যা ঘিসাক দুম খিসাক্ দুম খিসাক্ দুম্।
গরুর গাড়ি ক্যাঁচোর কোঁচর সাইকেল যায় শিরিং সাঁই
ইচিং বিচিং জামাই কিচিং কুল কুচ দেয় পুচুর পুচ॥

উর্‌র বরের মা বরের মা পান দেলো খাই
তোর টিপসে মাজার বালাই যাই্‌
জলকে যাবি না দেখতে পাবি না
দে গরুর গা ধুইয়ে ল্যাজ শুদ্ধু
খা তোর নানার হুঁকো লইচে সমেত।
উর্‌র ভোঁ কিৎ কিৎ বকর বকর জাগ্‌ জাগ্‌ জাগির ঘিনা
ল্যাংড়া চলে হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ ধুনুরি যায় ধাপুর ধাই
ডোমনী চলে নিচিক পিচিক চীনে চলে ফুচুং ফুচ॥
উর্‌র্‌ ও বাবা টোকা ডু-ডুম ও দাদা কুলে ডু-ডম
ও দাদা ডু-ডুম ডু-ডুম
গাই নাই তোর বলদ দুইয়ে দে
বিন্দে পালাচ্ছে গোবিন্দ পালাচ্ছে
ল্যাজ ঠেসে ধর বক দেখেছ?
বকের মাথায় ভালুক নাচে তা দেখেছ?
দেখবি নাকি? মজা দেখবি নাকি?
কুকুর ছা বিড়াল ছা কুকুর ছা বিড়াল ছা
মিয়াও মিয়াও ফ্যচ।

[তথ্যের উৎস : এইচ. এম. ভি. রয়্যালটি রেজিস্টার ও গোলাম কুদ্দুস রচিত 'সুরের আগুন' গ্রন্থ; টুইন, জুন, ১৯৩২। শিল্পী : প্রফ: জি. দাস। এফ. টি. : ২০২৮; কমিক গান।]

৩৮২

স্ত্রী স্তোত্রম্‌

গ্রহণি-রোগ-সমা গৃহিণী প্রিয়তমা
প্রসীদ! কর ক্ষমা! দেবী নমস্তে।
শতমুখধারিণী ভীমহুঙ্কারিণী
যেন গণ্ডারিণী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে। দেবী নমস্তে॥
চিৎকারে মাঝ র‍্যাতে পড়শিরা জেগে যায়
তক্তাপোষের নীচে ছেলে পিলে ভেগে যায়
পদভরে দুদ্দাড় ভেঙ্গে পড়ে ঘর দ্বার
চেড়িদের সর্দার হাতা-বেড়ি-হস্তে॥ দেবী নমস্তে॥
শান্তশিষ্ট এই গোবেচারা স্বামী
তোমার পুলিশ কোর্টে চিরকাল আসামী।
তেড়ে আস বীরজায়া তুমি কুঁদো মোটকা॥

বেগতিক দেখে ছুটি আমি রোগা পটকা।
কাঁছাকোঁচা বেসামাল ব্যস্তে সমস্তে॥ দেবী নমেস্ত॥
তুমি পূর্বজন্মে ছিলে ভোজপুরি দারোয়ান
আমি বলীবর্দ তুমি ছিলে গাড়োয়ান ;
ময়দা ছিলাম আমি তুমি নিয়ে ঠাসতে।
আহা হা টুটি টিপে ধর কেন? আস্তে, শ্বস্তে॥ দেবী নমস্তে॥

টুটি কেন টিপে ধর (রেকর্ড)
[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীনের তালিকা ও রয়্যালটি রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; এন ৭২৩১ ; রেকর্ড বুলেটিনে প্রকাশিত বাণীর সাথে রেকর্ডধৃত বাণীর সামান্য পার্থক্য রয়েছে ; সেটি তারকা চিহ্নিত অংশে দেখানো হয়েছে।]

৩৮৩

উড়ে গেল উড়ে গেল
কি? কি? চামচিকে উড়ে গেল—বম্
চাম্চিকে চিকে বম্।
ছুকছুকে ছুঁচো চায় কিস্মিস্ চম্চম্।
শিঙে ফোঁকা, ফুঁকো শিঙে,
শিঙে ফোঁকো ফোঁকো হায়! হায়! এইত! এইত! এইত!
শিঙে ফোঁকো বম্ বম্
বম্বে হম্বেটে কম্পম্॥
বেঁটেখাটো বম্বু ল্যাংলেঙে লম্বু
নিট পিটে বম্বম্ বম্বম্ বম্বম্
চক্চকে চাক্তি, চুলবুলে খাক্তি
চুপচাপ যুক্তি ধূমধড়াক্কা দুম্দাম্ দম্দম্॥
কালো কুচকুচে কেঁচো কোঁচকায়
ছিচকে চোরের চোখ বোঁচকায়।
সব চলে গেছে চাবি দিয়ে/কি হবে উপায়?
সব চলে গেছে চিকাগো/চিচিঙে চিটে গুড়
বাবুদের টম্ টম্—দমদমাদ্দম দমদম দমদম
বমবমাম্বম বম্বম্ বম্বম্॥

[তথ্যের উৎস : রেকর্ড লেবেল ও আজাহারউদ্দীনের তালিকা ; রেকর্ড বুলেটিনে গীতিকারের পরিচয়—'জনৈক ওস্তাদ কবি।' হিজ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ; শিল্পী : রঞ্জিত রায় ; এন. ২৭৩৯৯ ; সুর : শিল্পী।]

৩৮৪

দুখের কথা শুনাই কারে ওমা জগদম্বা
বলতে গেলে দম ফুরাবে ফর্দ বেজায় লম্বা !
বাপ মা আমার মারা যেতে পাড়ার বুড়োবুড়ি।
সান্ত্বনারি কথা শোনান—দু কাহন পাঁচকুড়ি !
বললে তারা ভয় কি বাবা ?
(এই আমরা তোমার বাপ মা আছি বাবা)
বল্‌লে তারা ভয় কি বাবা ? রও তুমি নির্ভরসা
আমরা তোমার বাপ মা হলাম কাটল দুখের বরষা।
ভাবলাম এবার দুঃখু কি তোর দেখলাম মা রম্ভা
হায় মা ! আমার ফুটো কপাল, সারবে সে কোন্ মিস্ত্রি
দুদিন বাদেই যমের বাড়ি গেলেন চলে ইস্ত্রী।
পাড়ার এত বৌ থাকতে পোশাকি আটপৌরে
স্বামী আমি আছি বলে কেউ এলো না দৌড়ে।
চক্ষু মেলে রইলুম চেয়ে হায় রে হতভম্বা॥
(আমি) ভাবলাম বউ যাক্‌গে আছেন বহুত শ্বশুর কন্যা
ঝুপ করে কেউ আসবে চলে ছুটবে প্রেমের বন্যা।
(আবার) দেড় গণ্ডা ছেলে মেয়ে পাবেন বিনা কষ্টে
হঠাৎ মাগো দেখি সেদিন এলেন আমারি গোষ্ঠে।
রাজমহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা॥
বিরাট মহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা।

[টুইন, মার্চ, ১৯৩৫ ; শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৮০। তথ্যের উৎস : রেকর্ড কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার ও আজাহারউদ্দীন—তালিকা।]

৩৮৫

নাচে তেওয়ারি চৌবেজী দৌবে পাঁড়ে নাড়ে
তালে তালে ভুঁড়ি নাচে (হাঁরে) !
নাচে কাবলিওয়ালা আগা হেলায় দাড়ি
নাচে ইয়া গোঁফওয়ালা পরে ঘাঘরি শাড়ি।
নাচে পাণ্ডাজী থপাস থপাস
নাচে যুপী বুড়ি থপাস থপাস ;
ফোঁপরা ঢেঁকিতে যেন চাল কাঁড়ে।

নাচে তাড়কা হিড়িম্বে শূর্পণখা
নাচে উচ্চিংড়ে আরশুলা গুবরে পোকা ;
নাচে কিঙ্কড় কাল্লু গামা
নাচিছে ধুচুনি নাচিছে ধামা ;
নাচিছে ডুয়েট ঘটোৎকচ ও গোপাল ভাঁড়ে॥
নাচে নানা মিঞা হায় হায় ঘুরিয়ে লুঙ্গি ;
নাচ, মাদ্রাজি উড়িয়া মগ বার্মিজ ফুঙ্গি ;
তাকিয়ার খোল পরে বল নাচে
সায়েবের সাথে মেম পাছে পাছে
ঘুরে ঘুরে যেন গরু ধান মাড়ে॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন—তালিকা ও কোম্পানির পুরানো রেজিস্টার। হিজ, মে, ১৯৩৪। শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এন. ৭২৩১।]

৩৮৬

বছর ফিরল ফিরল না বউ ভাইয়ের বাড়ির থনে
হালার হুমুন্দিরা দেয় না ছাইর‍্যা, হাইর‍্যা আসছি রণে
তাগর সনে মুই হাইর‍্যা আসছি রণে॥
বহিন ঘরে রাইখ্যা কি ভাই (কন্ দেহি কর্তা)
আপনি হালাই হইবে বোনাই, দুষখু আমার কারে হোনাই
হায়রে ষামু কনে॥
মুই পাগল হইলাম ছাগল হইলাম বউ বউ কইর‍্যা ডাইক্যা
(বউ মুই তোমার লাইগ্যা পাগল ঐয়া আবোল তাবোল
পেচাল পাড়ছি, মুই ছাগল ঐছি)
বউয়ের লাইগ্যা ভেউর হইছি গোপ দাড়ি চুল রাইখ্যা।
ঘরের মাচার লাউ ছিল সে (বোঝঝেননি কর্তা)
উপরি পাওনার ফাউ ছিল সে,
তার সোয়ামির বিধবা কইর‍্যা
গেল ভাইয়ের সনে॥
সে ছিল মোর কোলের মেউর
ছিল বাস্তু পেঁচা
(একদিন) রাগের মাথায় কইর‍্যা ছিলাম
তারে আদা ছেঁচা।
দশ হালায় মোর দশটা খুইন্যা (ওরে বাবা)

ছুইট্যা আইল তাইনা হুইন্যা
মোরে দিল যেন তুলা ধুইন্যা ফেইলে কচু বনে।
(দেহেন কর্তারা মোর পিঠের ঘা অ্যাহনও শুহোয়নি)
এবার মলে বউয়ের ভাই হব মুই
ভাইব্যা রাখছি মনে।

[টুইন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। শিল্পী : চিন্তাহরণ মুখার্জী। এফ. টি. ৪৭৭৬।]

৩৮৭

লেংচে কেন চলছি আমি জামায় কেন কাদা
দুঃখের সে কাহিনী মোর না-ই শুনিলে দাদা॥
কলকাতাতে পায়ে হেঁটে জো আছে কি চলার
পা দিয়েছি যেই রাস্তায় সামনে দেখি রোলার।
ফুটপাতে যেই উঠতে গেছি হায় একি উৎপাত
কলার খোলায় পা হড়কে পড়লাম চিৎপাত
খিলখিলিয়ে উঠল হেসে পাশে সব হাঁদা॥
যেই উঠেছি সামনে দেখি মস্ত মোটর গাড়ি
কাছা খোলা অবস্থাতেই ছুটনু তাড়াতাড়ি।
যেমনি দুপা এগিয়ে গেছি অমনি মোটর বাস ;
ধাক্কা মেরে ফাঁসিয়ে দিল আমার ধুতির ফ্যাঁস।
রগঘেঁসে এক ছুটল ফিটন লাগল চোখে ধাঁধাঁ।
হকচকিয়ে মোড় ঘুরতেই ধাক্কা খেলাম ট্রামে
ট্রামের পাশে লরি ছুটে (যেন) রাধা শ্যামের বামে।
এদিক পানে ভয়সা গাড়ি বাইসিকেলে একধা।'
(দাদা) যাক গে ধুতি প্রাণ পেয়েছি ধুতি রেখে বাঁধা॥

[তথ্যের উৎস : আজহারউদ্দীন—তালিকা ও অপ্রকাশিত নজরুল—আবদুল আজীজ আল-আমান। টুইন, মে, ১৯৩৫। শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এফ. টি. ৩৭৯১।]

৩৮৮

যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও সিদ্ধি খাও—সিদ্ধি খাও।
মোক্ষ মুক্তি ঋদ্ধি চাও, কিম্বা অষ্টসিদ্ধি চাও
সিদ্ধি খাও সিদ্ধি খাও॥

ওরে স্বর্গের অলম্বুষ—ওরে মর্তের লেদ্ধড়ুস
শিব লোকে এই আসার ঘুষ মহাসিদ্ধির মহিমা গাও।
এই কৈলাসী ষাঁড়ের নাদ খেয়ে হও দাদা প্রেমোন্মাদ
পাইয়া ঈষৎ এর প্রসাদ মৃত্যু বুড়োরে বগ দেখাও
বড়দিদি ইনি হন গঞ্জিকার।
খেলে ঘুচে যায় যত ভব বিকার
সব দুঃখ শোক হবে পগার পার—
ছটাক খানিক খেয়ে গলা ভিজাও।

[মন্মথ রায় রচিত 'সতী' নাটকের গান।]

হিন্দী-গীত

৩৮৯

প্রেম ক্যাটারী লগ্যা গ্যই তোরে কারী কারী
প্যায়ারে ভঁ্যওরে ডোলাৎ হ্যায় যো নিস্‌দিন ডারী ডারী।
শুনা প্যায়ারে ভঁ্যওর ও প্রেম-কাহানী
বাগামে যাতা হ্যায় প্রেমসে গাতা হ্যায়
কয়া মানমেঁ ঠানী।
ফুলো সে ক্যায়া তুঝকো প্রেম ইয়া হ্যায়
মেরী তারহা ক্যায়া তু প্রেমী ব্যনা হ্যায়
ত্যড়পত হ্যায় কিসকী তু বরহা মেঁ নিস্‌দিন
পাই হ্যায় কিসসে হয়ে প্রেমনিশানী
ফুলমে হ্যায় হ্যায় গুলসে গালো কি রং গাৎ
মিলতি হ্যায় ইনসে প্রীতম কি প্যারী সুরাত
ইস্‌সে ম্যায় কারতিহু ফুলসে উলফত
ফিরত হুঁ ব্যন ব্যন ব্যন্‌কে দিওয়ানী॥

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৭। শিল্পী : মিস সীতা দেবী। এন. ৯৯৯৬। সুর : নজরুল।]

৩৯০

ব্যন্‌মে শুন স্যখিরি পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া।
স্যখি ক্যওন উও বনশি ব্যজায়ে ঘ্যরমে ন্য র‍্যহন্ যায়,

মন্ ভ্যয়ে উদাস্ স্যখি ন্যহি মানে জিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া ॥
নিরালা ডাঁই বাজে মৃদঙ্গ ম্যওর পাপিহা বোলে রি
চ্যরণন্ মে ছ্যন্দ জাগে ত্যন্ মন্ প্রাণ ডোলে রি
প্রেম্‌সে ম্যতয়ালী ভ্যয়ি চাঁদ কি আঁখিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া ॥
স্যখি প্যহনো নীল শাড়ি
চূড় বাঁধো ম্যন্‌হারি
যাঁহা ব্যন্‌চারী চ্যলো ক্যরকে সিঙ্গার
চ্যরণন্ মে গুজরী গ্যালেমে চম্পা হার—
নাচুঙ্গী আজ ওয়াকে সাথ্ গাওঙ্গি র‍্যসিয়ারি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া ॥

[হিজ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। এন. ১৭০৪২।]

৩৯১

বালা যোব্যন মোরি স্যখিরি পরদেশে পিয়া।
ক্যায়সে স্যামহালু সোলা ব্যয়স উম্যারিয়ারি
পরদেশে পিয়া ॥
ভ্যয়রি ভ্যয়রি যোবান্ দিলমে ন্যহি চ্যয়ন্
দিল ন্য লাগে কাম্‌মে জাগি কাটে ব্যয়ন
সোতে ড্যর লাগে একেলি স্যবরিয়া রি
পরদেশে পিয়া ॥
ফিকা লাগে খানা পিনা ন্যয়নোমে নিদ ন্যহিরা,
যাঁহা মোরি বিদেশীয়া লেব্যা মোহে ওয়াহিরি।
আয়ে ফাগান চৈত্ স্যখি খিলা যোবান ফুল মোর
স্যতায়ে নিস্‌দিন মোহে বুলবুল আওর ফুলচোর
ক্যায়সে ছিপাউঁ উও ফুল পত্যরি আঙ্গিয়ারি
পরদেশে পিয়া ॥

[হিজ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। এন. ১৭০৪২। তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে গানটির সুরে এই গানটি রচিত।]

৩৯২

মোরে মন মন্দিরমে শুনো সখিরি
শোওত হায় গিরধারী।
জাগ জাগ কর প্রেম হামারা প্যহরা দেও দ্বারী।
ছাতিপে মেরে কৃষ্ণ শোওত হায় ভক্তি চাঁওর ঢুরাওয়ে
উন্‌কে শিরামনে দীপগ মোরি আঁখিয়া
প্রীতি হায় দাসী হামারি।
চোরি চোরি শাস ননদ মোরা দেখ রহি হ্যঁয় নেম।
উনকা ড্যর মোহে কুছওয়া না লাগে
জাগত হায় মোরা প্রেম॥
আধি রাত যব জাগে বিহারী
ধ্যারি হ্যঁায় হাথ কৃষ্ণ মুরারি
ধ্যান ধ্যরে অব ইয়ে প্রাণ মোরা য্যয়সে রাধাপারী।

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো। এন. ৬৭২৮।]

৩৯৩

স্যাখিরী দেখেতো বাগমেঁ কামিনী
সুহি চাম্বলী কি ক্যয়সী ব্যহার হ্যায়॥
আও আও হ্যর ডালি সে যোড়কে
ক্যচ্চি কলিও কো গুন্ধে হ্যম যোড়কে
প্রেমমালা পিন্‌হায়ে দিলদার ইয়ার কো
ম্যস্ত হোক্যর গলে মিলতী হ্যর ডার হ্যায়।
ম্যয় হুঁ সুন্দর নার নওয়েসী প্যরী
প্যহনা ফুলোঁ কা গ্যহনা যো ম্যায়নে স্যখী
দুলহান ব্যন গ্যই।
প্যয়ারে প্রীতমকে মিলনে কি আই ঘ্যড়ি
ইসী কারণ স্যখীরী ব্যনী সুন্দরী
আয় বাল্যম কে ম্যন কো লুভাউঙ্গী
ইসী আশা পে সারা ইয়ে সিঙ্গার হ্যায়।

[হিজ, নভেম্বর, ১৯৩৭। শিল্পী : সীতা দেবী। এন. ৯৯৯৬।]

৩৯৪

আও জীবন মরণ সাথী
তুমকো ঢুঁঢাতা হ্যায় দূর আকাশ মে
মোহনী চাঁদনী রাতি।
ঢুঁঢাতা প্রভাত নিত গোধূলিলগন মে
মেঘ হোকে ম্যয় ঢুঁঢাতা গগন মে।
ফিরত হুঁ রোকে শাওন পবন মে।
পামেমে ঢুঁঢা তা তোড়ী পাপী
শ্যামা হোকে জ্বালা ম্যয় তোমারি আঁখমে
বুঝ গ্যায়া রাতকো হায় নিরাশ মে।
আভি ইয়ে জীবন হ্যায় তুমহারি পিয়াস মে।
গুলা না হো যায়ে নয়ন কি বাতি॥

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭। শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী, এন. ৯৮৬৮।]

৩৯৫

আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত্ব ফিরু শ্যাম
তুম বিনা রহন না যায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীতি ছোড়ন না যায়।
কেঁও তরসাও অন্তরযামী
আওয়ো মিলো কৃপা কর স্বামী
নিঁদ নাহি রয়না
দিন নাহি চায়না
বিরহ কি আগ জ্বালায়।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫, শিল্পী : কুমারী রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোমা ; এফ. টি. ৪১০৪, সুর : নজরুল।]

৩৯৬

আজি মধুর গগন মধুর পবন মধুর ধরতীধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।
বাজত বনমে মধুর মুরলী বোলাতা রাধা নাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।

আজ থির যমুনা আধীর ভ্যায়ি আয়ে গোকুলকে চাঁদ
অন্ধেরি গ্যয়ি
বোলে কোয়েলিয়া ময়ূর পাপিহা পিয়া পিয়া অবিরাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম
ব্রিজকে কোঁয়ারি বনকে যোগিনী রোতি থী বিরহ মে
আজ লেকে গ্যাগরি ওড়ে নীল শাড়ি
চলে ফের নীর ভরণে,
আজ হরিকে সাথ হরিভি আয়ে
রাঙা আবিরমে গোকুল ছায়ে
বন্‌শী বাজাওয়ে রসিয়া গারে বিভোর ব্রিজধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭ ; গিরীন চক্রবর্তী। এন ৯৮৬৮। রেকর্ড বুলেটিনে 'ব্রিজকে ঘনশ্যাম' রয়েছে—রেকর্ডের বাণী 'ব্রিজমে ঘনশ্যাম।]

৩৯৭

জপলে রে মন মেরা প্রভুকে নামকে মালা
সবের সামমে হর এক কামমে জপ লে উও নাম নিরালা।
বসন ভূষণ উওহি নামসে সাজাও
উওহি নামসে ভুখ তৃষ্ণা মিটাও
উও নাম লেকে ফিরো রোতে রোতে নামসে কর হৃদয় উজিয়ালা।
উওহি নাম কি নামাবলী গ্রহতারা রবিশশী ঝুলে গগনমণ্ডল মে
ছোড় লোভ মোহ ক্রোধ কামকো
জপত রেহা সদা মধুর উও নামকো
নামমে রহো সদা মাতোয়ালা॥
আদর ভাব কর মন উনহিসে।
প্রেম প্রীতি কর উনহিকে চরণ সে
উওহি নাম ধ্যানমে উওহি নাম জ্ঞানমে
উওহি নাম জপত রহো মন প্রাণমে
উওহি হায় সবকে পালন ওয়ালা॥

[তথ্যের উৎস : আজাহারউদ্দীন তালিকা ও এইচ. এম. ভি. কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো। এম ৬৭২৮।]

৩৯৮

তুম আনন্দ ঘনশ্যাম
ম্যয় হুঁ তুম দেওয়ানী রাধা
বাঁশরি শুনকে তোরি আয়ি মধুবনমে
না মানু কলঙ্ককি বাধা॥
যুগ যুগান্ত অনন্তকাল সে
হৃদয় বৃন্দাবন মে
তুমহারে হামরে এহি লীলা নাথ
চলত্ রহি মন মে।
মেরে সঙ্গ রোয়ে প্রেম বিগলিতা
ভক্তি বিশাখা প্রীতি ললিতা
তুমকো যো চাহে মেরি তরহেসে
রোয়ত জীব সামাধা॥

[মেগাফোন। শিল্পী : মিঃ এস এল সাইগল (সিধু) অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জে. এন. জি. ১১৯৬। গানটির প্রশিক্ষক ছিলেন হিমাংশু দত্ত।]

৩৯৯

মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ করম
শ্রীকৃষ্ণ তন মন প্রাণ।
সবসে নিয়ারে পিয়ারে শ্রীকৃষ্ণজি
নঁয়নুকে তারে সমান।
দুখ সুখ সব শ্রীকৃষ্ণ মাধব
কৃষ্ণহি আত্মা জ্ঞান,
কৃষ্ণ কণ্ঠহার আঁখকে কাজর
কৃষ্ণ হৃদয়মে ধ্যান,
শ্রীকৃষ্ণ ভাষা শ্রীকৃষ্ণ আশা
মিটায়ে পিয়াস ওয়ো নাম
স্বামী সখা পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণজি
ভ্রাতা বন্ধু সন্তান॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম। এফ. টি. ৪১০৪। সুর : নজরুল।]

৪০০

মা

[গান]

পুরবি—মধ্যমান

আজ যুগের পরে ঘরকে ফিরে
মায়ের কথা পড়লো মনে।
শূন্য ঘরে মন বসে না
গুম্‌রে মরে হিয়ার বনে।
আজো সে ঘর সবাই আছে,
মা কেবলই নেই গো কাছে,
ঐ দাওয়া আর ঐ কানাচে
আজো মায়ের স্বরটি রনে।

যত্ন কারুর সইতে নারি, কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে ;
ওষ্ঠ চেপে যায় না রাখা, রূপ যে তোমার চক্ষে ভাসে !
পাইনি মাগো সাতটি বরষ
একটুকু ক্ষীণ স্নেহের পরশ,—
(ও মা) 'বুনো' তোমার হলো না বশ
চল্‌লো ফিরে ফের বিজনে।
হারলো স্নেহ বাঁধন-হারার বাঁধতে নিয়ে ডোর-সৃজনে !

৪০১

আবাহন

কোন সে অচিন পরীর মুলুক ঘুরে
নেয়ে হুরীর নূরে,
চুরি করে কিন্নরীদের সুধা-ক্ষরা সুরে
এলি, শিশু ওরে,
আঁধার মোদের বিজন কুটির জ্যোতিতে তোর ভরে !
ওরে কোমল, ওরে কচি,
ওরে অমল, ওরে শুচি,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে
সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে,

রূপকথার সে কোন্ 'কোকাফের ধারে
ছিলি শিশু ওরে?

অশ্রুতে তোর মুক্তো ঝরে, হাসলে মানিক ক্ষরে।
ওরে যাদু, ওরে খোকন,
ওরে মোদের বুক-চেরা ধন,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে!
পাড়ার সকল ঘরে
সকাল-সাঁঝে ছেলেরা সব দাপাদাপি করে,
অকাজের সেই ঘরটি তাদের তাতেই থাকে ভরে।
আমাদেরি কুঁড়েয়
সারাটা দিন জুড়েই
মুষ্ড়ে-পড়া নিঝুম নিরানন্দ পড়ত ঝরে।
ওগো দিগম্বর অবধূত,
ওগো ছোট্ট স্বর্গীয় দূত!
কোন্ জননীর আসন কোথায়
টলেছিল মোদের ব্যথায়?—
তাইতে সেদিন ভোরে
তোর সে ছোট'র রাজ্যি হতে ধরে,
থুয়ে গেলেন মোদের বুকে তোরে এমন করে?
"সকল ব্যথা রঙিন" হলো পেয়ে যাদু তোরে!
আজ যে বুকে কোথাও ফাঁকা নাই,
তোর সে মুখরতায় ভরে' আছে সকল ঠাঁই!
ওরে ছোট, ওরে কাঁচা,
ওরে মানিক সাগর-সেঁচা,
কি দিয়ে আজ বরণ করি তোরে!

মোদের বুকের কামনায় কি সুপ্ত ছিলি ওরে,
শিশু হয়ে এলি সকল ইচ্ছা মূর্তি ধরে!
কুটির হলো রাজসিংহাসন
সোনা হলো সকল ভবন
তোর সে মায়ার কাঠির ছোঁয়ায় কি রে?
ওরে স্নেহ ওরে মায়া,
ওরে শুভ, ওরে পয়া!
আমার 'আমি' হারিয়ে ফেলে পেয়েছি আজ ফিরে
বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া কচি 'আমি'টিরে।